গোপীচন্দ্র

প্রথম খণ্ড

গোপীচন্দ্রের গান

উত্তর-বঙ্গে সংগৃহীত

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

(গান সঙ্কলয়িতা)

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

এবং

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

সম্পাদিত
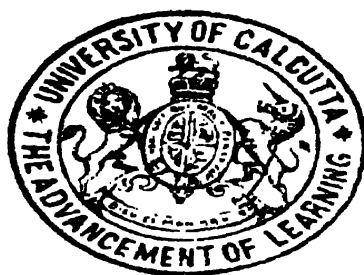
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

১৯২২

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের আশ্রয়কল্পতরু

মাননীয় বিচারপতি

শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী, সি. এস্. আই.,

মহাশয়ের করকমলে

গোপীচন্দ্রের গান

জন্মখণ্ড

মানিকচন্দ্র রাজা ছিল ধর্ম্মি বড় রাজা।
মএনাক বিবা করিল তার নও বুড়ি ভারজা ॥
মএনাক বিবা করি রাজার না পুরিল মনের আশ।
তার পর ফ্যাবপুরের পাঁচ কন্যা বিবা করি
পুরি গেল মনের হাবিলাস ॥
আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল। ৫
ফ্যাবপুরের পাঁচ কন্যা ডাহিনী মএনা কন্দল নাগিল।
দেখিবার না পারি মহারাজ ব্যাগল করি দিল ॥
সেই মএনাক ঘর বান্দি দিল ফেরুসা নগরে ॥ *
মানিকচন্দ্র রাজা বড্ডে বড় সতি।
হাল খানাএ খাজনা ছিল ড্যাড় বুড়ি কড়ি ॥ † ১০

* নিম্নলিখিত রূপ একটা বিশিষ্ট পাঠ প্রচলিত দেখা যায়—
মএনামতি সিন্দুরমতি তিলকচন্দ্রের বেটি
মএনামতির বিআও হৈল মানিকচন্দ্রের ঘরে।
সিন্দুরমতির বিআও হৈল নিরমান রাজার ঘরে ॥
মএনাক বিআও করি রাজা পঞ্চাশ বিআও করে।
বুড়া দেখি মএনামতিক ব্যাগল করি দিলে ॥
মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।
মএনার ঘর বান্দি দিলে ফেরুসার বন্দর ॥
মহারাজা রাজ্য করি খায় পাটের উপর।
মএনামতি চরখা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর ॥

† ডাক্তার গ্রীয়ার্সন সাহেব কর্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় (১৮৭৮ সাল, ১ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা) যে মানিকচন্দ্র রাজার গান প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে এই চরণের পরিবর্ত্তে
হাল খানায় মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি ॥

সেই জে রাজার রাইয়ত প্রজা দুস্ক নাহি পায়।
কারও মারুলি দিয়া কেহ নাহি জায়॥
কারও পুস্কনির জল কেহ না খায়।
আগাইলের ধন কড়ি পাথাইলে শুকায়॥
সোনার ভ্যাটা দিয়া রাইয়তের ছাওআলে খ্যালায়। † ১৫
হ্যান দুকৃখি কাঙ্গাল নাই জে ধরিয়া পালায়॥
পাতবেচা হইয়া রাইয়ত পাত বেচেয়া খায়।
স্ত্রী পুরুসে জুক্তি করি হস্তি কিনিবার চায়॥
খড়িবেচা হৈয়া খড়ি বেচেয়া খায়।
স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি দালান দিবার চায়॥ ২০
সেল্কা রাইয়তের ছিল সরঙ্গা নলের ব্যাড়া।
ব্রেতন করি জে ভাত খায় তার দুআরত ঘোড়া॥ ‡
ঘিনে বান্দি নাহি পিন্দে পাটের পাছড়া॥

এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয় এবং ইহার পরে নিম্নলিখিত কয়েক চরণ পাওয়া যায়—

দেড় বুড়ী কড়ী লোকে খাজনা যোগায়।
অষ্টমি পূজার দিনে পাঁঠা পোঠে লয়॥
খড়ীবেচা হৈয়ে যে খড়ী ভার যোগায়।
তার বদলী ছয় মাস পাল খায়॥
পাতবেচা হৈয়ে যে পাত আটি যোগায়।
তারে বদলী ছয় মাস পাল খায়॥

* পাঠান্তর—

সুখ্‌খ সএ রাইয়ত জন দুকৃখ নাহি পায়।

† পাঠান্তর—

সোনার কুমড়া গুলা গড়াগড়ি বয়।

‡ গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত পাঠ—

ঐত মানিকচন্দ্র রাজা সরুয়া নালের বেড়া।
একতন যেকতন কৈরে যে খাইছে তার দুয়ারত ঘোড়া॥

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
এক দক্খিন দেশি বাঙ্গাল সেই রাজার দরবারত উপস্থিত হৈল ॥ ২৫
দক্খিন হৈতে * আইল বাঙ্গাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত্ কৈল্ল কড়ি ॥
দেওআনগিরি চাকরি রাজা সেই বাঙ্গালক দিল।
ছাড় বুড়ি ছিল খাজনা পোন্দর গণ্ডা নিল ॥
রাম লক্খন দুটা গোলা দুআরে ছান্দিল ॥ ৩০
কাঙ্গাল দুক্খিক মারি রাজার এধন ছাচিল। †
খানে খানে রাজার তালুক ছন হইয়া গেল ॥
পোন্দর গণ্ডা কড়ি রাইয়তের সাদিতে নাগিল।
সুখিত রাইয়ত প্রজা দুক্খিতা হইল ॥
চাসালোকে ছায় খাজনা হাল গরু বেছেয়া। ৩৫
সাউত সদাগর ছায় খাজনা লাউ নৌকা বেছেয়া ॥
ফকির দরবেশ ছায় খাজনা ঝোলা কেথা বেছেয়া ॥
নাঙ্গল বেচায় জোঙ্গাল বেচায় আরো বেচায় ফাল।
খাজনার তাপত বেছায় দুধের ছোআল ॥
দুধের পুত্র বেছেয়া হাকিমের মালগুজার জোগাইল। ৪০
পুত্র শোকে রাইয়ত পরজা কান্দিতে নাগিল।
ছোট রাইয়ত উঠি বলে বড় রাইয়ত ভাই। ‡

---

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত গাথায় 'ভাটি হইতে'।

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত গাথায় 'রাঁড়ী কাঙ্গাল দুঃখির বড় দুক্ষ হইল'।

‡ এই স্থানে এবং ইহার পরবর্ত্তী অংশে গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে কিছু বিশেষত্ব আছে—

ছোট রায়ত উঠে বলে বড় রায়ত ভাই।
প্রধানের বরাবর সবে চল যাই ॥
কি আজ্ঞা বলে প্রধান সকল।
যেত রায়ত পরামস করিয়া প্রধানের বাড়ী বৈলে চৈলে গেল ॥
কেমন বুদ্ধি করি ভাই কেমন সমাচার।
অগতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর ॥

ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
ক্যামন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল॥
ছোট রাইয়তে বড় রাইয়তে পরামশ করিয়া। ৪৫
মহতের বাড়ি নাগি চলিল হাটিয়া॥

প্রধান বলে রায়ত সকল এ বুদ্ধি নাই আমার বরাবর।
চল যাই সিবের বরাবর কি আজ্ঞা বলে বোলা মহেশ্বর॥
যত রায়ত পরামস করিয়া গেল সিবের বরাবর।
সিব ঠাকুর বৈলে তোলে ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল সিবঠাকুর বাহিরে দিলে পাও॥
সিবকে দেখিয়া রায়ত জন করে পরনাম
গলে বস্ত্র বান্ধিয়া করে পরনাম॥
জীও জীও রায়ত ধম্ম দেউক বর।
যত গুটি সাগরের বালা এত আরিব্বল॥
কেনে কেনে রায়ত সকল আইলেন কি কারন॥
কেমন বুদ্ধি কবি কেমন চরিচর।
অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর॥
ধেয়ানে বুড়া সিব ধেয়ান কৈরে চায়।
ছয় মাসের পরমাই রাজার কপালে নাগাল পায়॥
মোর কথা কন যদি ময়নার বরাবর।
কৈলাশ ভুবন মোর কৈরে নগু ভগু॥
এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি।
তোমার কথা যদি কওঁ মহাপাপে মরি॥
যেত রায়ত জন পরামস করিয়া।
শ্রীকলের হাঠত নাগিয়া যান চলিয়া॥
ধুপ সিন্দুর নেন পাতিল ভরিয়া।
হাঁস কৈতর নেন খাঞ্চা ভরিয়া॥
ধওলা পাঠা নেন রসী সাইঙ্গ করিয়া।
রবিবার দিন নিরা থাকিয়া পারনী গঙ্গা যান চলিয়া।
ধর্ম্মরে থান গঙ্গা কিনারে বান্ধিয়া।
ধওলা পাটা দেন বালু ছেদ করিয়া॥

মহৎ মহৎ বৈলে রাইয়ত তুলিয়া ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল মহৎ বাহিরে দিল পাও॥

. . . .

হাঁস কত গুলা দেন ঘাটে উছরগিয়া॥
ধূপ সিন্দুর দেন ঘাটে জ্বালাইয়া॥
অক্ষিয়া বিন্নার পোপ আনে উপারিয়া।
নাংটি চিপিয়া সাপ দেন ছাড়িয়া;
ঐ সাপ নিলে অঞ্চল পাড়িয়া॥

পাঠান্তর :—ছোট রাইয়ত বলে দাদা বড় রাইয়ত ভাই।
চল সকল মেলি জুক্তি করি পরামানিকের বাড়ি জাই॥
চল চল জাই দাদা পরামানিকের লাগিয়া।
কি বুদ্ধি আর পরামানিক আমাকে লাগিয়া॥
এক বাক্য না পাইয়া রাইয়ত পরজা দুইও বাক্য পাইল।
পরামানিক মহলক লাগি গমন করিল॥
এক জন দেবায় দুই জন দেবায় দেবায় চলকে চলকে।
এইসে হতে ছাং লাগেলো পরামানিকের মহালে॥
বসিয়াছে পরামানিক নিজ সিঙ্গাসনে।
হান কালে রাইয়ত পরজা উপস্থিত হৈল॥
সেবন্ত ও এরা পরামানিকক পরনাম জানাইল।
হাতে মাতে পরামানিক চমকিয়া উঠিল॥
পরামানিক বলে শুন পরজাগন বচন মোর হিয়া।
এত দিন না আইস আমার মহাল চলিয়া।
আইজ বা ক্যানে আইলেন আমার মহালক লাগিয়া॥
দুঃখিতা রাইয়ত আমরা জুমক নাহি পাই।
কারো পুস্করিনির জল আমরা কেহ নাহি পাই।
কারো মাবলি দিয়া কেহ নাহি জাই॥
সোনার ভ্যাটা দিয়া আমার ছাওআলে খ্যালায়।
হান দুকৃখি কাঙ্গাল নাই ধরিয়া পালায়॥
এক দকৃখিন দেশি বাঙ্গাল আসিল চলিয়া।
দেওয়ানগিরি চাকরি নিলে রাজার দরবারে আসিয়া॥

রাইয়তক বসিবার দিল দিব্ব সিঙ্গাসন।
করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন॥ ৫০
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন॥
রাইয়ত বলে শুন মহৎ করি নিবেদন।

নাঙ্গল বেছামু জোঙ্গাল বেছামু আরো বেছামু ফাল।
খাজনার তাপত বেছেয়া দিমু দুধের ছাওআল॥
দুধের পুত্র বেছেয়া খাজানা দিলাম জোগাএয়া।
ইহার বিচার করিয়া স্থাও মহালে বসিয়া॥
পরামানিক বোলে শুন রাইয়ত প্রজা বচন মোর হিয়া
একটা করি টাকা ন্যাও অঞ্চলে বান্দিয়া।
কলিঙ্কার বাজার বুলি জাএন চলিয়া॥
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা স্থান কিনিয়া।
ধবল ধবল কৈতর স্থান থাঞ্চাত ভরিয়া॥
ধবল ধবল পাঠা স্থান রশি-সাং করিয়া।
একটা করি বিন্না-থোপ স্থান উপারিয়া॥
মঙ্গলবার দিনে জ্ঞান বৈথানি বলিয়া।
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা স্থান ধরাএয়া॥
ধবল ধবল কৈতর ধম্মের নাঞা ছাড়িয়া।
ধবল ধবল পাঠা স্থান গাঙ্গিক ছাড়িয়া॥
একটা করি বালুর পিণ্ড স্থান তৈয়ার করিয়া
তাতে একটা করি বিন্নার থোপ স্থান গাড়িয়া॥
গাঙ্গিক পুজেন রাইয়ত পরজা হরিধ্বনি দিয়া॥
লাংটি চিপিয়া খাও স্থান মানিকচান বলিয়া॥
যখন পরামানিক একথা বলিল।
আপনার মহালক নাগি গমন করিল॥
আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলা করে রাও
শেত কাউআ বলে রাত্রি প্রোহাও প্রোহাও॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
একটা করি টাকা অঞ্চলে বান্ধিয়া নিল।
শ্রীকলার বাজার নাগি গমন করিল॥

ধন কাঙ্গালি হৈছে রাজা রাজ্যের ভিতর
ক্যামন করি বঞ্চিব রাইয়ত সকল ॥
মহৎ বলে শুন রাইয়ত বলি নিবেদন। ৫৫
কোড়াকের বুদ্ধি নাই আমার শরিলের ভিতর ॥
লক্ষ টাকা ভাঙ্গিয়া রাইয়ত চৌহাটা বসাইও।
কালা ধওলা পাঠা স্থাও রসি সজরিয়া ॥
হাস কৈতর স্থাও থাকা ভরিয়া।
ধুপ স্বন্দুর স্থাও নান্দিয়া ভরিয়া। ৬০
মহাদেবের কাছে জাওতো চলিয়া ॥
কি রাজ্জা ছায় মহাদেব শুন কর্ণ ভরিয়া ॥
ওঠে থাকি রাইয়ত হরসিত মন।
মহাদেবের কাছে জাইয়া দিল দরশন।
জোড়হস্ত করিয়া কয় বিবরন ॥ ৬৫
ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা, মহাদেব, রাজ্যের ভিতর।
কেমন করি বঞ্চি রাইয়ত সকল।
কি রাজ্জা হয় পরভু রাইয়তের বরাবর ॥
মহাদেব বলে শুন রাইয়তগন,
পারনি গঙ্গার নাগি চল হাটিয়া। ৭০
হরিবোল বলিয়া ছিনান করিয়া।
কালো ধবল পাঠা ছাও বলিছেদ করিয়া ॥
হাস কৈতর গুনা ছান জল উছরগিয়া,
ধুপ স্বন্দুর গুনা ছান ঘাটত ধরেয়া ॥
একটা বিন্নার পোপ আনেন উখরিয়া।
লাংটি চিপি শাপ ছান রাজাক মঙ্গলবার দিনা ॥ ৭৫
ধন কাঙ্গালি হৈল রাজা রাজ্যের ভিতর।
এয়ার বিচার করবেন ধর্ম্ম নিরঞ্জন ॥
লাংটি চিপিয়া শাও দিল সকলে মানিকচান বলিয়া।
আঠার বছরের পরমাই ছিল রাজার ফেলাইল টুটিয়া ॥

এক মঙ্গলবার দিনা রাজাক রভিশাপ দিল। ৮০
ফের মঙ্গলবার দিনা রাজার এঞ্জরি কাড়াল ॥
ফের মঙ্গলবার দিনা বিধাতা তলপ চিঠি নেখিল।
তলপ চিঠি নেখি গোদাক ফেলি দিল ॥
তলপ চিঠি নিগা গোদা আঞ্চলে বান্দিয়া।
মানিকচান রাজার জিউ আনেক বান্দিয়া ॥ * ৮৫

* পাঠান্তর—

মঙ্গলবার দিন রাইয়ত শাওবর দিল।
বুধবার দিন রাজার বুদ্ধহারা হৈল ॥
বৃস্থদ্‌বার দিন রাজার গাএ জ্বরি হৈল।
শুক্কুরবার দিন রাজার সমুদ্র শুকাইল ॥
শনিবার দিন রাজার শনি পিছা নৈল।
রবিবার দিন রাজা পালঙ্কে ঢলিল ॥
সমবার দিনে রাজার জমে পিছা নৈল।
আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে—

রবিবার দিন লোকে সাঁও দিল।
সোমবার দিন রাজার এ জ্বরি করিল ॥
মঙ্গলবার দিন রাজা কাহিলা পড়িল।
বুধবারে রাজা অন্ন পানি ছাড়িল ॥
বিস্থদ্‌বারে রাজা এ গুরু ছাড়িল।
ফির মঙ্গল বারে চিত্রগোবিন্দ দফ্‌তর খুলিল ॥
মানিকচন্দ্র রাজার ছয় মাস পরমাই দফ্‌তর নাগাইল পাইল।
বেণ্ণা মুখ হৈয়ে সমন রাজাক বলিবার লাগিল ॥
অসতি রাজা হইল রাজ্যের ভিতর।
সেই রাজাক নৈয়া আইস যমালয়ের ভিতর ॥
আবাল যমকে ডাকিবার লাগিল।
গোদা যমের নামে চিঠি হাওলাত কৈরে দিল ॥
তোক বলোঁ গোদা যম বাক্য মোর ধর।
হাতে গলে মানিকচন্দ্র রাজাক বান্ধিয়া হাজির কর ॥

বিধাতার হুকুম গোদা জম ব্রথা না করিল।
মানিকচান রাজার রাজধানি বুলি গমন করিল॥
তলপ চিঠি নিলে অঞ্চলে বান্দিয়া।
মানিকচান রাজার সিতানে জাএয়া বসিল ভিড়িয়া॥

চামের দড়ি লোহার ডাঙ্গ নৈলে গিয়ো দিয়া।
তখনে গোদা যম চলিল হাঠিয়া॥
কত দুরে যেয়ে গোদা কত পাছা পায়।
কতক যাইতে মানিকচন্দ্র রাজার বাড়ী পায়॥
ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।
তওত খবর নাহি করে ময়না সুন্দর॥
তোক বলোঁ যে নেঙ্গা পাত্র বাকা মোর ধর।
এই কথা জানাও গিয়ে ময়নার বরাবর॥
ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।
দেখা কৈরবার চায় রাজ রাজেশ্বর॥
একথা শুনিয়া নেঙ্গা না থাকিল রৈয়া।
ময়নার মহলে চলিল হাঁটিয়া॥
আগ দুয়ারে ময়নামতি পসার খেলায়।
খিরকির দুয়ারে দিয়া পরনাম জানায়॥
কেনে কেনে নেঙ্গা আইলেন কি কারন॥
নেঙ্গা বলে সোন মা সোন সমাচার।
ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিতর॥
দেখা কৈরবার চায় রাজ রাজেশ্বর॥
ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায়।
ধেয়ানের মধ্যে যমের নাগাল পায়॥
আনিল বাঙ্গলা গুয়া মিঠা ভরি পান।
ঐ বাঙ্গলা গুয়া কাটাইর দিয়া করে দুই খান॥
পানের বুকে চুনের নেওয়া দিয়া।
হেট খিলি উপর খিলি মাইল্লে তুলিয়া॥
শোল পুটি জ্ঞান দিলে খিলিত ভরিয়া।
পানের বাটা বান্দির মাথায় দিয়া॥

মানিকচান রাজার সিতানে ভিড়িয়া বসিল। ৯০
ফেরুসাতে থাকিয়া মএনা শিউরিয়া উঠিল ॥
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানত বসিয়া মএনা জমক দেখিল ॥

নিকলিল ময়নামতি যাত্রা করিয়া।
ঐ রাজার মহালে উত্তরিল গিয়া ॥
কেনে কেনে মহারাজা ডাকিলে কি কারন ॥
ছয় মাসের কাহিলা রাজা মহলের ভিভর।
তত্ত খবর না করেন ময়না সুন্দর ॥
ময়না বলে সোন রাজা রাজ রাজেশ্বর।
আমার সরীরের জ্ঞান নেও বোল সিকিয়া।
আমার বসের নদী কন্দে যাবে সুখাইয়া ॥
আমার বয়সে বড় বৃক্ষ যাবে মরিয়া।
দুই জনে রাজাকি করিম ঘর জুয়ান হইয়া ॥
রাজা বলে সুন ময়না বাক্য মোর ধর।
এখনি মোর মানিকচন্দ্র যমে লইয়া যাউক।
তাহাতেও স্ত্রীর জ্ঞান গরবে না সুনাউক ॥
নারীর জ্ঞান দেখিয়া জ্ঞানে করিল হেলা।
ঠিক দুপর ভাড়ুয়া যম করিয়া গেল মেলা ॥

পাঠান্তর—

ছয় মাসিয়া কাহিলা রাজা মহলের ভিতর।
তত্ত খবর না পাইল মএনা সুন্দর ॥
আইজ মরে কাইল মরে বাচিবার আশা নাই
নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি জাই ॥
হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন।
ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দিল দরশন ॥
রাজা বলে শুন হেমাই কার প্রানে চাও ॥
এই খবর তুমি ধরি জাও মএনার বরাবর।
ছয় মাসিয়া রোগী রাজা মহলের ভিতর।
আখা করিতে চায় রাজার কুঙর ॥

হাতে মাথে বুড়ি মএনা চমকিয়া উঠিল।
সাজ সাজ বলি মএনা সাজিতে লাগিল॥ ৯৫
ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিয়া।
হেমতালের নাঠি নিল হস্তেতে করিয়া॥

জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল।
মএনার মহলক নাগি গমন করিল॥
জখন মএনামতি হেমাই পাত্রক দেখিল।
বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব সিংহাসন।
কোরকুল তাম্বুল দিয়া জিগ্গায় বচন॥
ক্যানে ক্যানে হেমাই পাত্র হরসিত মন।
হস্তি ঘোড়া ছাড়িয়া ক্যান তোর মৃত্তিকার গমন
কি বাদে আসিলু তাব কও বিবরন॥
হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও।
ছয় মাসিয়া রোগ রাজা মহালেব ভিতর।
বাচে কিনা বাচে রাজাব কোঙর॥
মএনা বলে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও।
এক শত রানি আছে রাজাব মহালেব ভিতব।
তারে সাতে স্থাপা করুক রাজাব কোঙর।
কি কারনে জাইম মুই মএনা সুন্দর॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল!
আপনার মহলক নাগি গমন করিল।
রাজার সাক্ষাত্ জাইয়া দরশন দিল॥
হেমাই বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি আছে তোমাব মহলেব ভিতর॥
তার সাতে তুমি স্থাপা কর রাজাব কোঙর।
কি কারনে আসিবে তোমার মএনা সুন্দর॥
রাজা কইছে হেমাই পাত্র কার প্রানে চাও।
এই খবর ফির ধরি জাও মএনার বরাবর।
তোমার বিশ্রাত টাকা কড়ি খরচ বিস্তর।
এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রক্ষা কর॥

রাজার দরবারক নাগি জাএছে চলিয়া।
বাওচধ্বরে গ্যাল রাজার দরবার নাগিয়া ॥
জখন ধম্মি রাজা মএনাক দেখিল। ১০০
কপালে মারিয়া চড় রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
মএনা বলে শুন রাজা করি নিবেদন।
ভয় না খাও মহারাজ প্রানে না খাও ডর।
আমি মএনা থাকিতে ভাবনা কি কারন।
উঠ উঠ প্রানপ্রিয় শিতল মন্দির জাই। ১০৫
আমার শরিলের জ্ঞান তোমাকে শিখাই ॥
ছাচা করি দেই স্তান তুমি মিছা করি ধরো।
সুখ্খে সুখ্খে ধম্মি রাজা তোকে রাজাই করাবো।
রাজা কয় শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥
অমনি মানিকচন্দ্র রাজাক জমে নইয়া জাবে। ১১০
তবু তো তোর তিরির জ্ঞান মোর গবেব না সোন্দাবে ॥
আইজ তিরির জ্ঞান জদি মুই ন্যাও শিখিয়া।
ক্যামন করি তোক ভক্তি করিম গুরুমা বলিয়া ॥
তিরির ঘরের জ্ঞান দেখি রাজা জ্ঞান কইলে হেলা।
ঐ দিনে ভাড়ুয়া জম পাতি গ্যাল খ্যালা ॥ ১১৫
মএনা বোলে হায় বিধি মোর কম্মের ফল।
ক্যামন বুদ্ধি করি মএনা সুন্দর ॥

জখন হেমাই পাত্র সংবাদ শুনিল।
মএনার মহলক নাগি ফের গমন করিল।
মএনার মহলে গিয়া দরশন দিল ॥
হেমাই বলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥
তোমার বিআত বোলে টাকা কড়ি খরচ বিস্তর।
এক ঝাড়ি জলে রাজার প্রান রক্ষা কর ॥
জখন মএনামতি একথা শুনিল।
রাজার দরশনক নাগি গমন করিল ॥

চাইট্টা মোমের বাতি দিলে ধরাইয়া।
দিবা রাত্তি ঘর রাখিলে জ্বালাইয়া ॥
চাইর কলসী জল থুইলে বিরসে ভরিয়া। ১২০
জেই রোগের জেই দাওআ আনিলে ধরিয়া ॥
দাওআ প্রকার থুইলে বিস্তর করিয়া।
রাজার পইথানত বসিল ধেয়ান করিয়া ॥
ধেয়ানে মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে মএনা জমের নাগাল পায় ॥ ১২৫
এত দিনে না আসিস বেটা দরবারক নাগিয়া।
আইজ ক্যানে আমার সোয়ামির সিতানে বস্‌ছিস্‌ ভিড়িয়া ॥
জম বলে শুনেক মএনা হামি বলি তোরে।
তোর সোয়ামির তলপ চিঠি আনছি বান্দিয়া ॥
আইজ তোর সোয়ামির জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥ ১৩০
জখন গোদা জম একথা বলিল।
করুনা করিয়া মএনা কান্দিতে নাগিল।
আপনার টাঙ্গন জমকে আনি দিল ॥
জাও জাও জম বেটা মোর টাঙ্গন ধরিয়া।
আমার সোয়ামির জিউ জা আমার ঠে খৈরত করিয়া ॥ ১৩৫
ও দিনে গ্যাল যম টাঙ্গন ধরিয়া।
ফের দিনে আসে জম দুই ভাই সাজিয়া।
সিতানে পৈতানে রাজার বসিল ভিড়িয়া ॥
আইজ মএনার প্যাংটা থুমু এক দিক করিয়া।
তলপ চিঠি আনছি রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥ ১৪০
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
সিতানে পৈতানে দুই জন জমক দেখিল ॥
কালি টাঙ্গন দিয়া দিনু গোদা জমক বিদায় করিয়া।
আইজ আরো আইছে বেটা দুই ভাই সাজিয়া ॥
কান্দি কাটি বুড়ি মএনা জমের কাছে গ্যাল। ১৪৫

জমের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
আপনার সোয়ামির বদল দিমু টাঙ্গন সাজাএয়া।
আইজ আরও ক্যানে আইছেন বেটা দুই ভাই সাজিয়া ॥
গোদা বলে শুনেক মএনা মএনামন্তি মাই।
তোমার সোয়ামির তলপ চিঠি আনছি বান্দিয়া। ১৫০
তোর সোয়ামির জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥
জ্যান কালে গোদা জম একথা বলিল।
কান্দি কাটি বুড়ি মএনা হস্তি ঘরে গ্যাল।
আপনার হস্তি আনি গোদার হস্তে দিল ॥
জ্যান কালে গোদা জম একথা শুনিল। ১৫৫
কোর্দ হএয়া কোরন্দে জলিয়া গ্যাল ॥
বিধাতার হুকুমে রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া।
হস্তি ঘোড়া বুড়ি মএনা যোগ ছ্যায় সাজাএয়া ॥
ওদিনা গ্যাল জম হস্তি ধরিয়া।
ফের দিনা আসিল্ জম তিন ভাই সাজিয়া। ১৬০
সিতানে পৈতানে পাঞ্জারে বসিল্ ভিড়িয়া ॥
জখন মএনা বুড়ি তিন জন জমক দেখিল।
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
দুই জন বান্দিক নিলেক সঙ্গে করিয়া।
সোয়ামির পালঙ্গ নাগি জাএছে চলিয়া ॥ ১৬৫
সোয়ামির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই।
আমার শরিলের অমর গিয়ান কিঞ্চিৎ তোমাক শিখাই।
স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি কৈরে জমের হাত এড়াই ॥
রাজা বলে শুন মএনা মএনামন্তি বাই। ১৭০
এমনি জদি আমার জাহান জায় মোগ ছাড়িয়া।
তবু মাইয়ার গিয়ান না নিমু শিখিয়া ॥
আইজ জদি তোমার গিয়ান নেই শিখিয়া।

কাইলকে ডাকাবেন হামাক শিসা বেটা বলিয়া ॥
জখনে ধর্ম্মি রাজা একথা বলিল। ১৭৫
আপনার বান্দিক নিগি জমের হস্তে দিল ॥
জাও জারে জম বেটা বান্দিক ধরিয়া।
আমার সোয়ামির জিউ আমার ঠে জা তুই খইরাত্ করিয়া ॥
ওদিনে গ্যাল গোদা জম বান্দিক ধরিয়া।
ফের দিন আসিল্ জম চাইর ভাই সাজিয়া ॥ ১৮০
পালঙ্গের চতুর্দ্দিগে বসিল্ ভিড়িয়া।
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানেতে বুড়ি মএনা চাইর ঝন জমক দেখিল।
আপনার ভাই নিগি জমের হস্তে দিল ॥
জা জারে জম বেটা তুই আমার ভাইকে ধরিয়া। ১৮৫
আমার সোয়ামির জিউ জা আমার কাছে খইরাত্ করিয়া ॥
ওদিনে গ্যাল গোদা জম ওয়ার ভাইকে ধরিয়া।
ফের দিনে আসিল গোদা পাচ ভাই সাজিয়া ॥
পালঙ্কের চত্রুদিগে বসিল ভিড়িয়া ॥
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল। ১৯০
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা পাচ ঝন জমক দেখিল।
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া।
আইজ আরো বেটা আইচ্ছে পাচ ভাই সাজিয়া ॥
পাশ্‌শ টাকা নিলে মএনা অঞ্চলে বান্দিয়া। ১৯৫
রাজার দরবারে জাএছে কান্দিয়া কাটিয়া ॥
রাজার পালঙ্কক কাছে রুপস্থিত হৈল।
কান্দি কাটি জমক কথা বলিতে নাগিল ॥
এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া।
আইজ আরো আইস্‌ছেন বেটা পাচ ভাই সাজিয়া ॥ ২০০
জম বোলে—থো মএনা তোর প্যাংটা এক দিক করিয়া।

মানিকচন্দ্র রাজার জিউ নিগাব বান্দিয়া ॥
জখন গোদা জম একথা বলিল।
পতির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই। ২০৫
আমার শরিলের অমর গিয়ান তোমাক শিখাই।
স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি জমের দায় এড়াই ॥
রাজা বোলে—এমনি জদি আমার প্রান জায় ছাড়িয়া।
তবুতো মাইয়ার গিয়ান আমি না নিব শিখিয়া ॥
জখনে ধর্ম্মিরাজ একথা বলিল। ২১০
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
পাশ্‌শ টাকা নিগিয়া জমের হস্তে দিল।
পাশ্‌শ টাকা দিলাম বেটা তোক নাড়ু খাইবার ॥
ঝা ঝা গোদা বেটা তুই পাশ্‌শ টাকা ধরিয়া।
আমার সোয়ামির জিউ আমার ঠে জা তুই খইরাত্‌ করিয়া ॥ ২১৫
জখন গোদা জম টাকা দেখিল।
থর থর করি গোদা জম কাপিয়া উঠিল ॥
য়্যাক্কে ন্যাদে মএনার ধন ন্যাদেয়ে ফেলিল।
থর থর করি মএনা কাপিয়া উঠিল।
ক্রোদ্দমান হএআ মএনা ক্রোদ্দে জলি গেল ॥ * ২২০

পাঠান্তর—

জখন মএনামতি জমকে দেখিল।
পাচটা গুয়া নেগি জমক ভেটি দিল ॥
সেউ বেলা গ্যাল জম গুয়াক ধরিয়া।
ফির বেলা আসিল্‌ দুই ভাই সাজিয়া ॥
জখন মএনামতি জমক দেখিল।
জল খোয়া ঝাড়ি রাজার জমকে ভেটি দিল।
হাতে ঝাড়ি নিয়া জমের ঘর গমন করিল ॥

মহামন্ত্র গিয়ান নইল হৃদএ জপিয়া ।
চণ্ডি কালি রূপ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
তৈল পাটের খাড়া নিল হস্তে করিয়া ।
মার মার করি জমক নিগায় পিট্টিয়া ॥

ফির বেলা আসল জমের ঘর চাইর ভাই সাজিয়া ।
এই বার তোর ধর্ম্মি রাজাক না জামু ছাড়িয়া ॥
জখন মএনামতি জমকে দেখিল ।
রাজার থাকিবার পালঙ্ক জমক ভেটি দিল ॥
পালঙ্ক মাথাএ নিয়া জম গমন করিল ।
জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিতে নাগিল ॥
এই মএনামতি গিয়ানে ডাঙ্গর ।
কেমনে আনিব রাজাক জমপুরির ভিতর ॥
ফির বেলা জমের ঘর সাজিবার নাগিল ।
আট জন জম সাজিয়া বেরাইল ॥
সারা ঘাটা আসে জম দৈত্য দান হৈয়া ।
এবার তোর ধর্ম্মি রাজাক না জানু ছাড়িয়া ॥
উলুক ভুলুক করে জমের ঘর ডআরত আসিয়া ।
এমন কারো সাদ্দি নাই রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া ॥
তখন মএনামতি জমক দেখিল ।
আপনার রাজার বান্দি নিগি জমক ভেটি দিল ॥
বান্দি নগে নিয়া জমের ঘর গমন করিল ।
জমপুরিতে জাএয়া জমের ঘর ভাবিবার নাগিল ॥
সাজ সাজ বলি জমের ঘর সাজিবার নাগিল ॥
সকল জম সাজি গ্যাল আবাল জমের বাড়ি ।
আবাল জম বেরিয়া খাড়া হৈল মাটিত পৈল দাড়ি ॥
সোল জন জম জাওতো সাজিয়া ।
নিশ্চয় করি ধর্ম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া ॥
সোলজন জম তখন আসিল সাজিয়া ।
এমন কারো সাদ্দি নাই জে রাজাক নিয়া জায় বান্দিয়া ॥

প্রানের ভয়ে জম বেটা জায়তো পালাএয়া। ২২৫
একখান ময়দানতে ডাহিনি মএনা আইল ফিরিয়া ॥
সোয়ামির চরন ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল।
এইতো জমক প্রানপতি থুইলাম পিট্রিয়া ॥

জখন মএনামতি ধেয়ানত বসিল।
ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে জমের নাগাল পায় ॥
জখন মএনামতি জমক দেখিল।
আপনার পাটহস্তি জমক ভেটি দিল।
হস্তিত চড়ি জমের ঘর গমন করিল।
জমপুরিতে জাইয়া দরশন দিল ॥
গোদা বলে আরে জমের ঘর কার প্রানে চাও ॥
বারে বারে জাও মএনার মহলক নাগিয়া।
কি কারনে মহারাজাক না আইসেন ধরিয়া ॥
কুড়ি জন জম জাওতো সাজিয়া।
এইবার রাজাক তোরা না আইসেন ছাড়িয়া॥
কুড়ি জন জম আইসে দৈত্য দানা হৈয়া।
এই বার মএনা তোর সোয়ামিক না জামু ছাড়িয়া ॥
ধেয়ানে মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে জমকে নাগাল পায় ॥
জম গুলা দেখিয়া মএনা ভয়ঙ্কর হৈল।
হাতের ইসারা দিয়া বান্দিক ডাকাইল ॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
বহুৎ গুলা জম আইসছে মহলক নাগিয়া।
এই বার তো ধর্ম্মি রাজাক না জাইবে ছাড়িয়া ॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
চাইর খান নোয়ার খাড়া আনিয়া জোগাও ॥
এক ঘড়ি ঠিক থাক বান্দির বেটি পাহারাত বসিয়া।
কত গুলা জম আইসছে মুই আসোঁ দেখিয়া।

এখনো আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই।
আমার শরিলের গিয়ান তোমাকে শিখাই ॥ ২৩০
স্ত্রী পুরুসে বুদ্ধি করি জমের দায় এড়াই ॥
কান্দি কাটি বুড়ি মএনা বলিতে নাগিল ॥
ডাঙ্গাত বসি জমের ঘর ভাবিতে নাগিল ॥
গোদা বলে শোনেক দাদা আবাল প্রানের ভাই।
কি চাকরি দিলে বিধাতা ভোলা মহেশ্বর। ২৩৫
মাইয়া হএয়া পিট্টিয়া আন্‌লে ময়দানের উপর ॥
এলায় জদি রাজার জিউ না নিজাই বান্দিয়া।
চাকরি খারিজ করবে বিধাতা পাটত বসিয়া ॥
কি বুদ্ধি করি দাদা কিবা চরিত্তর।
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতর ॥ ২৪০
মহাদেবের কাছে জাএয়া জমের ঘর দরশন দিল।
জোড়হস্ত হএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
মহাদেব, অইত মএনা গেয়ানে ডাঙ্গর।
কেমন করি আইন্‌বেন রাজাক জমপুরির ভিতর ॥
বাওথুকরা জম জাও বাওস্থুরি হএয়া। ২৪৫
চাইট্টা প্রদীপ রাজার ফ্যালান নিবিয়া ॥
চাইর কলসি জল ঘার ফ্যালান ঢালিয়া ॥ *
কোন জম জান বিড়াল রূপ হইয়া।

* [illegible] পুইলে মএনা একত্তর করিয়া।
নাঙ্গাকালি হৈল মএনা কায়া বদলিয়া ॥
চাইর হাতে চাইর খান খাড়া নইলে তুলিয়া।
জমের মধ্যত পৈল জাইয়া আলগ্‌চিক্ দিয়া।
মার মার বলিয়া জমক নিগায় পিট্টিয়া ॥

পাঠান্তর—

এক জম জাও বাওস্থুরি রূপ হএয়া।
ফটিকের ঝিড়াএ আছে গঙ্গাজল ফ্যালান ঢালিয়া ॥

জত জনে দাওআ থুইছে তুই ফ্যালান খাইয়া ॥

নলুআ জম জা তুই ই নল ধরিয়া। ২৫০

ইন্দিরার জল তুই ফ্যালাক চুসিয়া।

শেত কুয়ার জল চোসো ব্রহ্ম নল দিয়া ॥ *

হুতাশন জম জা তুই হুতাশন হৈয়া।

বজ্জর তিরসা রাজাক মারো তুলিয়া ॥

জল জল বলি রাজা উঠিবে কান্দিয়া। ২৫৫

বুদ্ধি জম জাএয়া রাজাক বুদ্ধি দ্যাও শিখাইয়া ॥

একশত বান্দি দাসি আছে মহলে বসিয়া।

তার হাতে জল খাবো না পালঙ্গে বসিয়া ॥

হাতে ঝাড়ি নিয়া মএনা বাহিরে বেরাবে।

নিশ্চয় করি ধম্মি রাজাক জমপুরিত আনিবে ॥ ২৬০

মরন তিরিশ ঘড়িকে নাগাইল। †

জল জল বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥

হাত ধরি ডাহিনি মএনা পাও ধরি তোর।

এক ঝাড়ি জল দিয়া প্রান রক্‌খা কর ॥

রাজার কান্দন দেখিয়া মএনার দয়া হৈল। ২৬৫

সোনার ঝাড়ি নিয়া মএনা শেত কুয়ার পার গ্যাল ॥

* পাঠান্তর—

এক জম জাও এন্দুর রূপ্প হএয়া।

শেত কুয়ার জল ফ্যালান মণ্ডিয়া ॥

এক পাঠে পাই—

লিশা জম জাএয়া রাজার গলে বসিল।

† গ্রীয়ার্স‍ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে পাই-

মরন তৃসা মারিল তুলিয়া।

জল জল বলিয়া রাজা উঠিল কান্দিয়া ॥

জল খোআও খোআও ময়না সুন্দর।

এক ঝাড়ি জল দিয়া প্রান রক্ষা কর ॥

ওখানেতে বুড়ি মএনা জল না পাই কান্দিতে নাগিল। *
ঐঠে হৈতে বুড়ি মএনা দলানে সন্দাইল ॥
ছাখেছে গঙ্গার জল ব্যাড়ায় ঢৌ খাএয়া।
কান্দি কাটি গেল মএনা রাজার পালঙ্গক নাগিয়া ॥ ২৭০
ওহে প্রানপতি,—জম বেটা শেত কুয়া আর
ফটিকের জল ফেলাইছে ঢালিয়া ॥
এলায় জদি জল ভরিবার জাই আমি বৈতরনি নাগিয়া।
এপাক দিয়া জম বেটা তোমার জিউ নিজাবে বান্দিয়া ॥
একশত বান্দি দাসি ণ আছে মহলর ভিতর। ২৭৫
তার হাতে জল খাও রাজ রাজেশ্বর ॥
রাজা বোলে শোন মএনা আমি বলি তোরে।
এমনি জদি আমার প্রান জায় চলিয়া।
তবু বান্দির হাতের জল খাব না পালঙ্গে শুতিয়া ॥

* পাঠান্তর—

শেতকুয়ার জল স্থাপে শেত কুয়াত নাই।
ইন্দিরার জল স্থাপে ইন্দিরাতে নাই ॥
দরিয়ার নাগি মএনা গমন করিল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'রানী' এবং পরবর্ত্তী অংশে—

এক সত রানীর হস্তের জল আঁইসঠানি গোন্দায়।
তোমার হাতে জল খাইলে বহু ভাগ্য হয় ॥
এলায় যদি আমি যাই জপক নাগিয়া।
ঐত ভাড়ুয়া যম তোক লইয়া যাবে বান্ধিয়া।
রাজা বলে শুন ময়না বাক্য মোর ধর।
তৈলপাঠের খাড়া খোও বিছানাত ফেলায়া ॥
যখন আসিবে ভাড়ুয়া যম দৈত্ত দানব হয়া ॥
তৈলপাঠের খাড়া দিয়া ফেলামু কাটিয়া ॥
যেন মতে ময়নামতি হস্তে ঝাড়ি লৈল।
হাঁচি জিঠি বাধা বিস্তর পড়িল ॥

আইস আইস প্রানপতি ভিতর অন্দর জাই। ২৮০
আমার শরিলের অমর গিয়ান তোমাকে শিখাই ॥
জত জল চায়েন তত জল খাওআই ॥
জল ভরিবার জাই জদি আমি বৈতরনি নাগিয়া।
এপাক দিয়া জম বেটা তোমার জিউ নিজাবে বান্দিয়া ॥
তবু আরো মহারাজ কান্দিতে নাগিল। ২৮৫
রাজার কান্দন দেখি মএনার দয়া হৈল ॥
সোনার ঝাড়ি নিলে মএনা হস্তে করিয়া।
জল ভরিবার জায় মএনা বৈতরনি নাগিয়া ॥
আজপুরি ছাড়িয়া মএনা আস্তাএ পাও দিল।
খানিক খানিক করি জমের ঘর কাছাইতে নাগিল ॥ ২৯০
রাজার পালঙ্ক জম বসিল ভিড়িয়া।
ভগবানের হুকুম রাজাক দিলেক শুনাইয়া ॥
বিদাতার তলপ চিঠি আনচোঁ বান্দিয়া।
আইজ তোমার জিউ আমরা নিগাব বান্দিয়া ॥
জখন গোদা জম একথা বলিল। ২৯৫
কান্দি কাটি জমকে কথা বলিতে নাগিল ॥
এক দণ্ড থাকরে জম ধৈরন ধরিয়া।
আমার মএনা জল ভরিবার গেইছে বৈতবনি নাগিয়া ॥
এক ঝাড়ি জল খাবো সন্তোস করিয়া।
তার পর জম আমাক নিজাইস বান্দিয়া ॥ ৩০০
জম বোলে শুন রাজা বচনে মোর হিয়া।
জত জল খায়েন খোআব আমি বৈতরনি নিগিয়া।

যেন বড়ি ময়নামতি চতুরার বাহির হইল।
সাত দিয়া সাত জনা গর্জ্জিয়া সোন্দাইল ॥
চামের দড়া দিয়া বান্ধিল।
লোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইবার লাগিল ॥

একথা বলিয়া জম কোন কাজ করিল।
লোহার মুদ্গর নিলে জম হস্তে করিয়া ॥
চামের দড়ি দিয়া জম বান্দিলে ভিড়িয়া। ৩০৫
বার মোকামে বার ডাঙ্গ দিল মুগদর তুলিয়া ॥
মরনপুরি দিয়া রাজাক দুই ডাঙ্গ দিল।
রাজার জিউ গোদা জম লাংটিত বান্দি নিল ॥
রাজার জিউ নিল লাংটিত বান্দিয়া।
সোনার ভোমরা হৈল জম কায়া বদলিয়া ॥ ৩১০
সোনার ভোমরা হৈল জম কায়া বদলিয়া।
জমপুরি নাগিয়া জম জাএছে চলিয়া ॥
জে ঘাটতে জল ভরে মএনা ঘাটমুণ্ড হৈয়া।
মাথার উপর দিয়া জিউ নিগ্যাল বান্দিয়া ॥
চাক্ষসে গাঙ্গি জমক দেখিল। ৩১৫
মএনার তরে একথা গাঙ্গি বলিতে নাগিল ॥
ওগো মা! —জার জন্যে জল ভরো তুমি ঘাটমুণ্ড হৈয়া।
সে তোর দুলাল সোয়ামি গ্যাল পার হৈয়া ॥ *

পাঠান্তর—

দরিয়াব নাগি মএনা গমন করিল।
দরিয়াব ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥
জল ভরিয়া মএনা ডাঙ্গাএ উঠিল ॥
সত্যে ছিল গঙ্গা মাতা সত্যে ছিল জাও।
নরদেহা হৈয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ বাও ॥*
গঙ্গা বোলে শুন মএনা কার পানে চাও।
কার বাদে জল ভরি নিতাও বিরসে ভবিয়া।
জে তোরে রসিয়া কানাই পালাইছে ছাড়িয়া।
তখন মএনামতি এ কথা শুনিল।
ঐঠিকোনা মএনামতি ধেয়ানত বসিল ॥

জ্যান কালে বুড়ি মএনা একথা শুনিল।
সোনার ঝাড়ি ডাঙ্গি মএনা কপালে ভাঙ্গিল ॥ ৩২০
শিশের সিন্দুর হাতের শাখা মৈলান দেখিল।
কপালত চড়িয়া মএনা কান্দন জুড়িল ॥
একটা রামের পল্লব হস্তে করিয়া।
সোয়ামি সোয়ামি বলিয়া চলিল কান্দিয়া ॥
আপনার মহলক নাগি গমন করিল ॥ ৩২৫
মানিকচন্দর রাজার জ্ঞাত সকল আনিল ডাক দিয়া।
এক দণ্ড থাক আমার সামি আগুরিয়া ॥
ডাহিনি মএনা জাই আমি জমপুরি নাগিয়া।
ঘাটাএ পথে নাগাল পাইলে জিউ আনি ছিনিয়া ॥
জ্ঞাত সকল রাজাক থাকলো আগুরিয়া। ৩৩০
ডাহিনী মএনা জাএছে তবে জমপুরি নাগিয়া ॥

আপনার মহলে আসি দরশন দিল।
একশত রানি রাজার কান্দন জুড়িল ॥
চরনে ধরিয়া মএনার কান্দন জুড়িল ॥
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল।
ডাক মধ্যে হেমাই পাত্র দরশন দিল ॥
মএনা বলে শুন হেমাই কার পানে চাও।
জত মোনে গিয়াস্তা আইস ধরিয়া ॥
জখন হেমাই পাত্র এ কথা শুনিল।
জত মোনে গিয়াস্তা ডাকিয়া আনিল ॥
গিয়াস্তার তরে মএনা বলিবার নাগিল।
কি কর গিয়াস্তা সকল কার পানে চাও।
সোকল গুলা থাকেন পহারা বান্দিয়া।
যাবৎ আইসোঁ মএনামতি যমপুরিক দেখিয়া ॥
পারেক জদি ধর্ম্মি রাজাক আইসন ধরিয়া ॥

কতেক দুর জাএয়া মএনা কতেক পন্থ পাইল।
বৈতরনির ঘাটে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥ *
মহামন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি মএনা হৃদএ জপিয়া।
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ৩৩৫

* মতান্তরে অতিরিক্ত পাঠ—

সেই জে ঘাটে ঘাটিয়াল শশান মশান।
এইরূপে জদি জাই ঘাটকে নাগিয়া।
দেখিলে সে শশান মশান জাইবে পালেয়া ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া।
বিজুআ গোআলনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥
দদির পসার নৈল মএনা মস্তকে করিয়া।
ঘাটকে নাগিয়া মএনা জাএছে চলিয়া ॥
ঘাটের পারে জাএয়া মএনা রুপস্থিত হৈল।
শশান মশান বলি ডাকাইতে নাগিল ॥
পার কররে ঘাটিয়াল বেটা ব্যালা জায় বৈয়া।
দদি বেছাবার জাব আমি ওপার নাগিয়া ॥
শশান বলে শোন দাদা মশান প্রানের ভাই।
এলায় জে নন্দ গোআলের মাইয়া থুইনু পার করিয়া।
এ কোনঠাকার গোআলনি আসিল্ ঘাটকে নাগিয়া ॥
দাদা ও গোআলনি নয় গোআলনি নয় মএনার চক্কর।
মায়া করি ছলিবার আইছে ঘাটের উপর ॥
নৌকা খান থুই জলেতে লুকিয়া।
আপনার মহলক নাগিয়া জাই পালাইয়া ॥
এখন নৌকা থুইল জলেতে লুকাইয়া।
আপনার মহলক গেল পালাইয়া ॥
ঐখানতে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা পলানের লাগ্য পাইল ॥

উড়াও দিয়া বুড়ি মএনা ওপারে পড়িল।
ওপারেতে জাএয়া বুড়ি মএনা বুদ্ধি আলয় হৈল ॥
জিউ নিগিয়া জম বেটা আছেত বসিয়া।
হ্যান কালে বুড়ি মএনা গ্যাল চলিয়া ॥

* গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আমরা পাই—

যমালয় লাগিয়া ময়না চলিল হাটিয়া।
নদীর পারে ময়নামতি গেল চলিয়া ॥
নদী দেখিয়া ময়না ভয়ঙ্কর হইল।
ছয় মাস ওসার নদী বছরত পড়ে খেওয়া।
এক এক ঢেউ উঠে পর্ব্বতের চূড়া ॥
বিধি আমার দুঃখের কপাল। যেমন বিন্দার গোপাল।
ভাঙ্গা নৌকা ছিড়া কাছি গুরু কেমনে হবে পাড় ॥
যদি আমার গুরু সহায় থাকে ॥
ধরম হাইল ধরে, ভাঙ্গা নৌকা ছিড়া কাছি
গুরু লাইগাব কিরানে॥ ধুয়া ॥
পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধখান ময়নামতী দিল জলত বিছায়া
যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরন করিয়া ॥
তুড়্ তুড়্ করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
ছয় মাসের দরিয়া ছয় দণ্ডে পার হইল ॥
যমপুরি লাগিয়া চলিল হাঁটিয়া।

অপর একটী পাঠে পাওয়া যায়—

পার হৈয়া মএনামতি পাইয়া গেল কুল।
ঝাড়িয়া বান্দে মএনা মস্তকের চুল ॥

মতান্তরে অতিরিক্ত পাঠ—

মএনা বোলে জয় বিধি কর্ম্মের বোঝ ফল।
এইরূপে জদি জাই আমি জমপুরি নাগিয়া।
আমাক দেখিয়া জম বেটা জাইবে পালেয়া ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ি মএনা হৃদয়ে জপিয়া।
বিহুআ ব্রাম্মনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥

জমপুরিতে জাএয়া মএনা পাতি গেল ধুম। ৩৪০
জত জমের ঘরে উঠিল্ মাথার বিস কারও উঠিল্ ঘুম ॥
ওঝা বৈদ্য হৈয়া কেহ ঝাড়িবার নাগিল।
ঔসধ করিবার আলে জম জন জন পালাইল ॥

পাঞ্জি পুস্তক নিলেক ঝোলঙ্গা ভরিয়া।
বামনির রূপে জাএছে মএনা জমপুরি নাগিয়া ॥
জখন জম বামনিক দেখিল।
হাতে মাথে জম বেটা চমকিয়া উঠিল ॥
জমপুরিতে নরলোক না আইসে চলিয়া।
আইজ ক্যান কোনঠাকার বামনি আসিল সাজিয়া ॥
এখন জমের ঘর জিজ্ঞাস করতেছে—ওগো বৃধুমাতা।
তুমি কোথায় জাও চলিয়া ॥
কি কারনে আসিলেন আমার জমপুরি নাগিয়া ॥
বামনি বলে শুনবে জম জমের নন্দন।
আমিতো বিগুআ বামনি গননা করিবার গেছিলাম বিলাতক নাগিয়া
ঘুলা নাগি আসিলাম তোমার জমপুরিক নাগিয়া।
কিছু ভিক্খা স্থাও আমি জাই চলিয়া ॥
সুবুদ্ধ ছিল জমের কুবোধ নাগাল পাইল।
দশার গননা বামনির কাছে শুনিবার চাইল ॥
একটু গননা শুনান পুস্তক হাতে নিয়া।
কিছু করি ভিক্খা দিন জান চলিয়া ॥

তখন মএনা করিল কি ;—

শুব শুব বলি পাঞ্জি বাহের করিল টান দিয়া।
আপনি ধম্মের পাঞ্জি বোলে বাও দিয়া ॥
প্রথমে গনিল জত সগ্গের তারা।
তার পরতে গনিল জত পাতালের বালা ॥
তার পরতে গনিল জত বৃক্খের পাত।
অবশেসে গনিল মএনা ভরন হাড়ির ভাত ॥
গনিতে গনিতে মএনা এক ডুকর করিল।
জমের কথা বলিতে নাগিল ॥

হাতের দোআদশ নাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে দোআদশ আসিয়া খাড়া হৈল ॥ * ৩৪৫
চামের দড়ি দিয়া গোদা জমক ভিড়িয়া বান্দিল।
নোহার মুদ্গর দিয়া জমক ডাঙ্গাইতে নাগিল ॥

রে জম বেটা তোমার বড় গুজব দেখিতেছি।
মানিকচন্দ্র রাজার জিউ আনছেন বান্দিয়া।
সে ডাহিনি মএনা আসিছে তোমার জমপুরি নাগিয়া ॥
জখনে গোদা জম মএনার নাম শুনিল।
হাতে মাথে গোদা জম কাপিয়া উঠিল ॥

পাঠান্তর—

মএনা বোলে ওরে আবাল জম তুমি কার প্রানে চাও।
ভয় না খাও তুমি প্রানে না খাও ডর।
আমি মএনা থাকিতে ভয় কর কি কারন ॥
আমার সোআমিক ক্যানে আনলেন জমপুরি নাগিয়া।
শিঘ্রগতি আমার সোআমিক দ্যাওতো আনিয়া ॥
জদি বলেন আমার সোআমিক তোরা না দিবেন আনিয়া
জত মোনে জমক আমি ফ্যালাব মারিয়া ;
শিঘ্রগতি সোআমিক আমার দ্যাওতো আনিয়া।
আবাল বোলে শুন মএনা কার প্রানে চাও ॥
একটা হাটের জিউ জত মুই দ্যাওতো দেখাইয়া।
কুষ্ঠি হয় তোমার সোআমির জিউ নিজ্ঞাও ধরিয়া ॥
এ গলি ও গলি মএনা বেড়ায় দেখিয়া।
তবুও রাজার জান না পাইল খুজিয়া ॥
জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল।
দেখিতে দেখিতে মএনা বান্দির নাগাল পাইল ॥
বান্দির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
দেখিতে দেখিতে মএনা পাটহস্তির নাগাল পাইল।
পাটহস্তির গলা ধরি কান্দন জুড়িল ॥
জখন মএনামতি রাজাক না দেখিল।

এক জিবের বদল কত জিব দিলাম সাজেয়া।
তবুও আমার সোআমির জিউ আনছিস বান্দিয়া ॥
কোন্দ হএয়া বুড়ি মএনা ডাঙ্গাইতে নাগিল। ১৫০
মাও দায় দিয়া কবুল করিল ॥

গোদা জমক ধরি মএনা মারিবার নাগিল।
মাইর ধৈর খাইয়া জম মাও দায় দিল ॥
গোদা বোলে শুন মা জননি লক্ষি রাই।
চল দেখি চলি জাই শিবের বরাবর।
জদি কালে হুকুম করে ভোলা মহেশ্বর ॥
তবে জে ধরি ছাও তোমার সোআমিক আপনার মহল ॥
ওঠে থাকি হৈল মএনার হরসিত মন।
শিবের সাক্ষাৎ জাইয়া দিল দরশন ॥
শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার জাও।
তুমি জ্যামন আইসছ আমার জমপুরিক নাগিয়া।
এই মত নরলোক আসিবে সাজিয়া ॥
আপনা আপনি জিউ নি জাইবে ফিরিয়া ॥
পেষ্ঠি জুখিয়া আইয়ত জাগা না আর পাবে।
তালুকে তালুকে এ হাট বসিবে ॥
একটা কথা বলি মা তোর বরাবর।
মানেন কি না মানেন বলি তোবে মএনা সুন্দর ॥
একটা আশির্ব্বাদ দেই মা তোর বরাবর।
মানেন কি না মানেন বলি তোবে মএনা সুন্দর ॥
মএনা বোলে প্রভু কি আশির্ব্বাদ দিবেন আমার বরাবর।
শিব বোলে শুন মএনা বাক্য আমার জাও।
এই আশির্ব্বাদ আমি দিবার চাই তোর বরাবর ॥
নও মাসিয়া ছেলে হইবে তোর হিন্দের ভিতর।
তাকে নৈয়া তুই রাজ্য করবু পাটের উপর ॥
মানিকচন্দ্র মরি গেল গোপিচন্দ্র হবে।
নাম কলম লিখিয়া দিমু জমপুরির ভিতর।
শিব বোলে শুন মএনা সেও ছেইলার কথা তুমি মোর ঠে জাও শুনিয়া।

আর না ডাঙ্গাইস আমাক বিস্তর করিয়া।
আইস আইস জাই জমের বাজারত নাগিয়া ॥
কোন্‌টা হইছে তোর সামির জিউ নেইক চিনিয়া ॥
জমক ধরি ডাহিনি মএনা জমের বাজার গ্যাল। ৩৫৫
হস্তি ঘোড়া দেখি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
আমার সামির বদল হস্তি ঘোড়া দিলাম সাজেয়া।
তবু ও আমার সামির জিউ আন্‌লু বান্দিয়া ॥
এই গলি হৈতে মএনা ওগলি গেল।
ভাই বান্দিকে দেখি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥ ৩৬০
আপনার বান্দি ভাইকে দিলাম সাজেয়া।
তবুও আমার সামির জিউ বেটা গোদা আন্‌লেক বান্দিয়া ॥
সৈন্য সেনার গলা ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল।
হাত হস্‌কিয়া গোদা জম পলায়ন হৈল ॥
আপনার মহালে গোদা জম গেল পালেয়া। ৩৬৫
জমরানিকে গোদা ছাএছে বলিয়া ॥

আঠার বচ্ছর জনম উনিশে মরন।
শিঘ্রগতি গুরু ভজে জ্ঞান ঐ হাড়ির চরন ॥
একিকালে তোর পুত্রের না হবে মরন।
মএনা বোলে শুন শিব ঠাকুর বলি নিবেদন।
এইত আবাল জমক মুই না দিমু ছাড়িয়া।
জদি কালে ছাইলা হয় আমার বরাবর।
তবু নি আসিবে তোমার জমপুরির ভিতর ॥
জদি কালে ছাইলা না হয় আমার বরাবর।
সোআমির নগতে জমক পাঠামো জমের ঘর ॥
হস্ত গলায় গোদা জমক ফ্যালাইল বান্দিয়া।
আপনার মহলক নাগি চলিল হাটিয়া ॥
আপনার মহলে মএনা দরশন দিল।
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥

হাত ধরি জমরানি পাও ধরি তোর।
তোমার ধম্মের দোহাই নাগে আমার প্রান রক্‌খা কর ॥
মানিকচন্দ্র রাজার জিউ আমি আনছি বান্দিয়া।
ডাহিনি মএনা ধরিবার কারন আইছে জমপুরি নাগিয়া ॥ ৩৭০
ক্যানে জম কান্দিস জংলানি করিয়া।
বিলাদ্ হৈতে যদি আচ্ছিস চলিয়া ॥
এক কল্‌কি তামু জদি আমি নাই দেই সাজেয়া।
তার জন্মে মারছিস আমাক নোহার মুদ্গর দিয়া ॥
তার সাজা দেউক এখন ডাহিনি মএনা আসিয়া ॥ ৩৭৫
তবু আরো গোদা জম কান্দিতে নাগিল।
গোদার কান্দন দেখি জমরানির দয়া হৈল ॥
বিছানার খাড় দিয়া জমকে কোনা বাড়িত ঢাকিয়া রাখিল ॥
জখন গোদা জম পলায়ন হৈল।
তখনে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ॥ ৩৮০
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা জমক কোনাতে নাগাল পাইল ॥
সৈন্যে সেনা হস্তি ঘোড়া রাখিলেক রাস্তায় ডাড়েয়া।
জংলানি রূপ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
মায়া করি জাএছে গোদা জমের মহলক নাগিয়া ॥
বৈন ভগ্নি বলি মএনা ডাকাইতে নাগিল। ৩৮৫
কোনা বাড়ী থাকি জম কাপিতে নাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল ॥
গোদার স্ত্রি জমরানি বাহির বেরাইল।
জংলানি তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
ওগো দিদি—বালক কালে বাপ মায়ে বেছেয়া খাইছে অন্য ঘরে। ৩৯০
বৈনে বৈনে দেখা নাহি হয় এ ভব সংসারে ॥
অবোধ কালে তোমার ভগ্নিপতি গেইছে মরিয়া।
গএনা পত্র নি বেড়াই আমি ঝোলঙ্গাত ভরিয়া ॥
বৈনের মত মানুষ না পাই তাক দেই ফ্যালেয়া ॥

জখন জংলানি গএনার নাম শুনিল। ৩৯৫
মএনাক নি গিয়া ভিতর আন্দরে আগিনাত বসিবার দিল ॥
জখন বুড়ি মএনা আগিনাত বসিল।
ধিয়ানত গোদা জমক বিছানার খ্যাড়ত দেখিল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল হৃদএ জপিয়া।
চ্যাঙ্গা বোড়া সাপ হৈল বুড়ি মএনা কায়া বদলিয়া ॥ * ৪০০

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—
যেনমতে গোদা যম ময়নাকে দেখিল।
আপনকার মহলক লাগিয়া এ দৌড় করিল ॥
আপনকার মহলে যাগ্গা ঘবে লুকাইল।
ঐটে হইতে ময়নামতি দিসা হারা হইল ॥
ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায়।
ধেয়ানের মধ্যে ঘরত লাগাল পায় ॥
ও রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।
মাইলানী রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ॥
গোদার মহলে চলিল হাঁটিয়া ॥
গোদা গোদা বৈলে ময়না তুলিয়া ছাড়ে রাও।
যেন মতে গোদা যম ময়নাক দেখিল।
টাটি ভাঙ্গিয়া গোদা যম এ দৌড় করিল ॥
মার মার বলিয়া ময়না নি যায় পিট্টিয়া।
এক সত হালুয়া হাল বয় নিধুয়া পাথারে ॥
হরিন বলিয়া যমক নি যায় পিট্টিয়া।
ঐঠে হইতে গোদা যম দিসাহারা হইল।
ইচলা মাছ হইয়ে দরিয়ায় ঝাপ দিল ॥
ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায়।
ধেয়ানের মধ্যে ইচলায় লাগাল পায় ॥
তুড়্ তুড়্ করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
বেয়াল্লিস ভইস হইল মুরত বদলাইয়া।
ঐ দরিয়া ভইস পড়িল ঝম্প দিয়া ॥

চ্যাঙ্গা ঘোড়া হইয়া মএনা এক ঝম্প দিল ।
চটকি জাএয়া গোদা জমর ঘাড়তে বসিল ॥
এন্দুর হৈয়া গোদা জম খালতে সোন্দাইল ।
এঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥

থাব থাইতে থাইতে যমক নি যায় পিটিয়া ।
মধ্য নদিয়াত যমক ধরিল ঠাসিয়া ॥
ঐত গোদা যম আটিয়া বজ্জর ।
ডাইন পিড়ের দণ্ড ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দিল লড় ॥
ঐঠে হইতে গোদা যম দিসা হারা হইল ।
চেপলী মৎস হইয়া জলত ভাসিবার লাগিল ॥
ও রূপ থুইল ময়না একত্তর করিয়া ।
পানকাউড়ি রানোয়ার হইল সুরত বদলাইয়া ॥
পাথার মাটিতে নি যায় পিটিয়া ।
মধ্য নদিয়া গোদা যমক ধরিল ঠোকাইয়া ॥
ঐত গোদা যম আটিয়া বজ্জর ।
চেকেরা ফেলাইয়া ময়নাক দিল লহড় ॥
ঐঠে হইতে গোদা যম কোন কাম করিল ।
খাড়ি নদ্ধ হয়া কাদাত মিসাইল ॥
ঐঠে হইতে ময়নামতি সেয়ান কৈরে চায় ।
সেয়ানের মধ্যে কাদাত নাগাল পায় ॥
ফুড়ু ফুড়ু করিয়া ময়না চক্কর ছাড়িল ।
বাজহাস হইয়া কাদ জারিতে জারিতে গোদা যমক নি যায় পিটিয়া ।
মধ্য নদিয়াত গোদা যমক ধরিল ঠাসিয়া ॥
চেকেরা ফেলায়া ময়নামতিক পালাইল ছাড়িয়া ।
ও রূপ থুইল গোদা যম একত্তর করিয়া ॥
গুগড়ির রূপ হইল সুরত বদলাইয়া ।
পাতালক লাগিয়া গেল চলিয়া ॥
পাতালক যায়া মোচড়ায় যম দাড়ি ।
এখন কি চিনিবে মোক ময়নামতি সালী ॥

ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল। ৪০৫
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা এন্দুরের লাগ্য পাইল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল বুড়ি মএনা রিদএ জপিয়া।
নৈক্ক গোণ্ডা বার বিলই হৈল কায়া বদলিয়া ॥

ধেয়ানে ময়নামতি ধেয়ান কৈরে চায়।
ধেয়ানের মধ্যে ময়না ঘুগড়ির নাগাল পায় ॥
ও রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।
তেলঙ্গা রূপ হইল ময়না মুরুত বদলাইয়া।
পাতাল ভুবনত নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
ঐটে যায়া গোদা যমক ধরিল ঠাঁসিয়া।
ক্ষেনেক ক্ষেনেক করিয়া যমক উঠাইল টানিয়া ॥
ও রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।
আপনার রূপ হইল মুরুত বদলাইয়া ॥
উপর কৈরে ফেলেয়া যমক কিলিবার লাগিল।
কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপসাইল ॥
চিতর করিয়া ফেলাইয়া যমক নেদাবার লাগিল ॥
ঐত গোদা যম আঁটিয়া বজ্জর।
ঘড়ানী কৈতর হইয়ে সর্গে উড়ে গেল ॥
সিকিরা বাজ হইল ময়না মুরত বদলাইয়া।
আকাস হইতে গোদা যমক ফেলাইল টালিয়া ॥
ঐটা হইতে গোদা যম দিসা হারা হইয়া।
সলেয়ার রূপ হইল মুরত বদলাইয়া ॥
কঠিয়া তেলীর বাড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া।
কঠিয়া তেলীর মাচাত থাকিল বসিয়া ॥
ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায়।
ধেয়ানের মধ্যে সলেয়ার নাগাল পায় ॥
ও রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।
বিলাই রূপ হইল ময়না মুরত বদলাইয়া ॥
এক বিলাইর বদলী বিয়াল্লিস বিলাই হইয়া।
কঠিয়া তেলীর ঘর লইল ঘেড়িয়া ॥

এক এক করি খালের এন্দুর জাএছে গিলিয়া ॥
মুঞি জ্যাখন এন্দুর বেটাক ফ্যালাম্ু গিলিয়া ।
বাম গাল্‌সি দিয়া বেটা পড়িল হস্‌কিয়া ॥ ৪১০

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হইল ।
সুবোধিয়া গোদা যমক কুবোধিয়া নাগাল পাইল ॥
মাচা হইতে গোদা যমক মৃত্তিকায় নামাইল ।
টরকিয়া যায়া ময়নামতী গরদানত ধরিল ॥
ঐত গোদা যম আঁটিয়া বহুর ।
আঙ্গলের সান্দি দিয়া উঠিয়া দিল লহড় ॥
ও রূপ থুইল যম একতর করিয়া ।
বৈষ্ণব রূপ হইল যম সুরত বদলাইয়া ॥
কাকড়ার মাটিয়া লইল চন্দন করিয়া ।
সাইলের ফল লইল মালা করিয়া ॥
এণ্ডার ঠাল লইল আসা করিয়া ।
সেবার বাড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
যত বৈষ্ণবের মধ্যত রইল বসিয়া ॥
ধেয়ানে ময়নামতী ধেয়ান কৈরে চায় ।
ধেয়ানের মধ্যে বৈষ্ণবের নাগান পায় ॥
ও রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া ।
মৌমাছি হইল ময়না সুরত বদলাইয়া ॥
এক মাছির বদলী বিয়াল্লিস মাছি হয়া ।
সেবার বাড়ীক নাগিয়া গেল চলিয়া ॥
যত বৈষ্ণবের মাথার উপর বেড়ায় ঘুরিয়া ॥
বৈষ্ণব সকল বলে ভাই সোন সমাচার ।
কোন বৈষ্ণব অপরাধী আছেন সভার মাঝ ।
যেনমতে গোদা যম মাছি দেখিল ।
বৈষ্ণবের কেঁথার তলত্‌ সন্দাইল ॥
যেনমতে ময়নামতি সন্দান দেখিল ।
উড়াও দিয়া যমের ঘাড়ত পড়িল ॥

কইতর হএয়া গোদা জম সগ্গে উড়াইল।
ওঠে মএনা বুড়ি দিশাহারা হৈল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা রিদএ জপিয়া।
লৈক্ক গোগুা হাড়িয়া বাজ হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এক্কে টালে কৈতর বেটাক গিতিঙ্গাএ ফ্যালাইল। ৪১৫
সইস্যা হৈয়া গোদা জম ডুবুলায় লুকাইল ॥
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল।
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে মএনা বুড়ি সইস্যার লাগ্য পাইল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া। ৪২০
লৈক্ক গোগুা ঘুঘু কৈতর হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এক এক করিয়া সইস্যা জাএছে গিলিয়া।
আবার বাম গাল্সি দিয়া গোদা পড়িল হস্কিয়া ॥
ইচিলা মাছ হএয়া গোদা খারবাড়িত লুকাইল।

মাচির কামড় সইবার না পারিয়া।
গোদা যম পালাইল ছাড়িয়া ॥
মাছি রূপ থুইল ময়না একতর করিয়া।
আপনার রূপ হইল মূরত বদলাইয়া ॥
ঐত গোদা যমক ধরিল পিট্টিয়া।
এক পাঁজা এলুয়া খেড় আনিল উকড়িয়া ॥
বান পুটি কুচনি পাকায় তেপথীত বসিয়া।
ময়নার কমড়ে যমের কমড়ে বান্দনে বান্দিয়া ॥
হাতের হেমতালের লাঠি দিয়া নি যায় ডাঙ্গাইয়া ॥
ময়না বলে সুন যম বলি নিবেদন।
আমার স্বামী ধন দেও আর ছাড়িয়া ॥
তোমার স্বামী ধন আমি না দিব ছাড়িয়া।
ঐটে হইতে ময়নামতি রোদন কৈরতে নাগিল ॥
আমার পতি নাই ঘরে রে দীননাথ।
আমি কার লক্ষে রবরে নবিন বসতে ॥ ধুয়া ॥

ওঠে মএনা বুড়ি দিশাহারা হৈল ॥ ৪২৫
ধিয়ানত্তে বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
ধিয়ানত্তে বুড়ি মএনা ইচিলার লাগা পাইল ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া ।
নৈরুক গোঞা মইস হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এগ্ এগ্ করি খার জাবুরাক জাএত্তে গিলিয়া । ৪৩০
এই বার বেটা গোদাক ফালাম্ গিলিয়া ॥
আবার বাম গাল্সি দিয়া গোদা পড়িল চমকিয়া ॥
বাম গাল্সি দিয়া গোদা চমকিয়া পড়িল ।

ভুড়্ ভুড়্ করিয়া ময়না তরাস ছাড়িল।
যত মুনিগনক তরাসে নামাইল ॥
পুষ্পরথে গোরক বিদ্যাধর ।
ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর ॥
বাসায়ার পিটিত নামিল ব্রহ্মা মহেশ্বর ।
মূষক বাহনে নামিল দেব গণেশ লক্ষন ॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব নামিল ঠাই ঠাই ।
যত সত মুনি নামিল তার লেখা জোখা নাই ॥
মাথার চুল ময়না দুই ভাগ করিয়া ।
গোরক্ষনাথের চরণে পড়িল ভুঁইয়া ॥
রক্ষা কর রক্ষা কর গোরক বিদ্যাধর ।
আমার স্বামি মন আনিছে হরিয়া ॥
আমার সামি ধনক না দেও ছাড়িয়া ।
গোরক্ষনাথ বলে শোন গোমাতার ॥
যত মুনিগন পরামর্শ করিয়া ।
ময়নাক আশীর্ব্বাদ দেয় ॥
যা যা ময়না তোমাক দিলাম বর ।
সাত মাসি ছেলে হোক উদরের ভিতর ॥
যেন মতে মুনিগন আশীর্ব্বাদ দিল ।
সোনার মত আছিল শরীর ক্রমে ভারি হইয়া গেল ॥

পুটি মাছ হৈয়া গোদা দরিয়াত চিলকিতে নাগিল ॥
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥ ৪৩৮
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
নৈক্‌ক গোণ্ডা জটিয়া বক হৈল কায়া বদলিয়া ॥
এগ্ এগ্ করি পুটি মাছক ফ্যালাছে গিলিয়া ॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্‌কিয়া পড়িল।
টোরা গছি মাছ হএয়া ভ্যারোতে সোন্দাইল ॥ ৪৪০
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল ॥
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল।
ধিয়ানতে বুড়ি মএনা টোরা গছির লাগ্য পাইল ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নৈল বুড়ি মএনা রিদএ জপিয়া।
নৈক্‌ক গোণ্ডা পানিকৌড়া বানোয়ার হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ৪৪৫
এগ্ এগ্ করি ভ্যারোত্ মাছক জাএছে গিলিয়া ॥
বাম গাল্‌সি দিয়া গোদা হস্‌কিয়া পড়িল।
কুড়িয়া নাতুর বৈষ্ণব হএয়া ডাঙ্গাত উঠিল ॥
গায়ের মাংস গোদা জমের পড়েছে হস্‌কিয়া।
সরা পচার গোন্দোতে জাএছে পালাএয়া ॥ ৪৫০
ডালি ডালি মাছি জাএছে পাছোতে উড়িয়া।
দুইটা আমের পল্লব নিছে দুই হস্তে করিয়া ॥
জাএছে এখন গোদা জম মাছি খ্যাদাইয়া ॥
ওঠে বুড়ি মএনা দিশাহারা হৈল।
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ॥ ৪৫৫
খট্ খট্ করি বুড়ি মএনা হাসিয়া উঠিল ॥
ত্যামনিয়া বুড়ি মএনা এই নাও পাড়াবো।
মাছি রূপে বেটা গোদাক আস্তায় ধরিব ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা রিদএ জপিয়া।
ঢন ঢনিয়া মাছি হৈল দুইটা কায়া বদলিয়া ॥ ৪৬০
ঢন ঢনিয়া মাছি হএয়া উড়াও করিল।

আস্তার মধ্যে জাএয়া বেটার ঘাড়তে বসিল।
গায়ের রোমা গোদা জমের শিংরিয়া উঠিল॥
এতগুলা মাছি পড়ছে আমার গায়ে সোলাতে পাতল।
ইয়াও ক্যামন মাছি উড়ি পৈল সাইশ মোন পাথর॥ ৪৬৫
মাছি নয় মাছি নয় মএনার চক্কোর।
মায়া করি ধৈল্লে আমাক পাপের উপর॥
জখনে গোদা জম মএনার নাম নিল।
নিজ মুত্তি ধারন করি জমক এ ধরিল॥
চামের দড়ি দিয়া বেটাক ভিড়িয়া বান্দিল। ৪৭০
নোয়ার মুদ্গর দিয়া বেটাক ডাঙ্গাইতে নাগিল॥
ঘোড়ার নাগাম দিলে বেটার মুখখে তুলিয়া।
এক নম্ফ দিয়া গোদার পিঠেতে চড়িল।
নোয়ার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে নাগিল॥
এক ডাঙ্গ দুই ডাঙ্গ তিন ডাঙ্গ দিল। ৪৭৫
মাও দায় দিয়া গোদা কান্দিতে নাগিল॥
আর না ডাঙ্গাইস মা মোগ্ বিস্তর করিয়া।
লাংটিত আছে তোর সোআমির জিউ দেওছো হস্কিয়া॥
এক কোশ দুই কোশ তিন কোশ গ্যাল।
গুরু গুরু বলিয়া গোদা কান্দিতে নাগিল॥ ৪৮০
কৈল্লাস হোতে শিব গোরেকনাথ মঞ্চকে নামিল।
আস্তার মধ্যে ধরিয়া মএনাক বুঝাতে নাগিল॥
দ্যাবগন কএছে মএনাক —ওগো মা
আমার গুলার হুকুমে রাজার জিউ আনলে বান্দিয়া।
এলায় জদি তোর সোআমির জিউ নিগাইস ছিনিয়া॥ ৪৮৫
এই মতো নর লোকে নিগাবে ছিনিয়া॥
একটি আশিব্বাদ দেই মা পতে আসিয়া।
তোমার সোআমির জিউ জা মা তুই খইরাত্ করিয়া॥
একটি সন্তান আছে মা তোর হিরিদের ভিতরে।

তাহার অশিব্বাদ নিকি আনি দেই বিধাতার বরাবরে ॥ ৪৯০
নারদক নাগিয়া শিব গোরেকনাথ হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাকমধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল ॥
গোদার বন্দন নারদ মুনি খালাস করি দিল।
আপনার মহলক নাগি গোদা জম পলাইতে নাগিল ॥
এক খান দোলার মাঝে জাএয়া গোদা জম ভিড়িয়া বসিল। ৪৯৫
কাকড়া মইচ্চের খালোতে পাশ্ব করিল ॥
পাতালতে ছিল কাকড়া কাকড়ানী চম্‌কিয়া উঠিল ॥
কাকড়া বোলে শোন কাকড়ানী বচন মোর হিয়া।
টুনিব্যাং চ্যাচাইলো আমার খালোতে আসিয়া ॥
চল চল জাই সগ্‌গোক নাগিয়া ॥ ৫০০
পাতালর কাকড়া সগ্‌গোতে উঠিল।
খালের মুখে জাএয়া গোদার টিক্‌রার নাগ্য পাইল ॥
ডাবুয়া দিয়া গোদার টিক্‌রা ধইল্লো চিম্‌টাইয়া।
পাতালক নাগিয়া গোদাক নিগায় টানিয়া ॥
জাবৎ আরো গোদা নড়ে আর চড়ে। ৫০৫
ডাবুয়া দিয়া কাকড়া কাকড়ানী কচলে কচলে ধরে ॥

গোদা কএছে,—

হায় হায়রে বুড়ি শালি তুই গিয়ানে ডাঙ্গর।
কাকড়া মইচ্চ হইয়া শালি টিক্‌রায় কামড় ॥
জখনে গোদা জম একথা বলিল।
কাকড়া কাকড়ানি পাতালে ভাবিতে নাগিল ॥ ৫১০
কাকড়া বলে শোন কাকড়ানি বচন মোর হিয়া।
গোদা শালা আস্‌ছে আমার খালোতে নাগিয়া ॥
তেমনি কাকড়া মুনি এই নাও পাড়াবো।
মানিকচান রাজার জিউ এইঠে ছিনিয়া নিব ॥
কচলান সবার না পারিয়া গোদা জম কান্দিতে নাগিল। ৫১৫
রাজার জিউ হস্‌কিয়া বাম হস্তে নিল ॥
গুরু গুরু বলি গোদা জম রোদন করিল।

ধিয়ানের শিব গোরেকনাথ ধিয়ানে দেখিল ॥
গোরেকনাথ বলে জয় বিধি কম্মের বোঝো ফল।
কাকড়া বেটা বৈরি হইছে খালের উপর ॥ ৫২০
জখনে শিব গোরেকনাথ কাকড়ার নাম নিল।
পট্ করি কাকড়ার ডাবুয়া টিক্‌রায় ভাঙ্গি গেল ॥
খালাস পাএয়া গোদা জম এ দৌড় ধরিল ॥
আগে আগে জায় গোদা দৌড়িয়া দৌড়িয়া।
কাকড়ার ডাবুয়া জায় ঢুলানি খ্যালেয়া ॥ ৫২৫
আপনার মহলক জাএয়া গোদা খাড়া হৈল।
জম রানির তরে গোদা বলিতে নাগিল ॥
হাত ধরোঁ জম রানি পাও ধরোঁ তোর।
তোর ধম্মের দোহাই নাগে আমার হেউনালি কাটা খোল ॥
গোদার কান্দন দেখিয়া জম রানির দয়া হৈল। ৫৩০
আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া কাটিয়া নামাইল ॥
আদ্দুর হোতে টিকার চামড়া নামাইল কাটিয়া।
কাটা ঘাতে দিল জম রানি নুন জাময়র চিপিয়া ॥
ঝালা সবার না পারি গোদা দরিয়া ঝাপ দিল।
দরিয়ার ছেবলাই মাছ কাটা ঘাত ঠোকাইতে নাগিল ॥ ৫৩৫
গোদা বলে বুড়ি মএনা গিয়ানে ডাঙ্গর।
ছেবলাই মইচ্চ হএয়া শালি মোর টিক্‌রায় কামড় ॥
দরিয়া হৈতে গোদা জম ডাঙ্গাত উঠিল।
খ্যাড়বাড়ি জাএয়া গোদা ভিড়িয়া বসিল ॥
খ্যাড়বাড়ির ফুক্‌টি গুনা বিন্দাইতে নাগিল। ৫৪০
ভগবানের নিকট গোদা গমন করিল ॥
মানিকচান রাজার জিউ দিলে দাখিল করিয়া।
আপনার মহলক নাগিয়া গোদা গ্যাল চলিয়া ॥
গুরুর বাক্য নারদ মুনি ব্রথা না করিল।
আশিব্বাদের লিখন আনিয়া জোগাইল ॥ ৫৪৫

জখন ডাহিনি মএনা লিখন পাইল।
রক্খর ধরিয়া মএনা রক্খর চিনিল ॥
লিখন পড়িয়া মএনা নামঞ্জুর হৈল ॥

মএনা বলিছে গুরু—

আঠারো জমম ছেইলার উনিশে মরন।
দোকলম করিয়া জদি ছায় বিধাতা পাঠত বসিয়া। ৫৫০
তবে সে ডাহিনি মএনা জাবো ফিরিয়া ॥
শিব গোরেকনাথ মএনাক বলিছে,—ওগো মা
বিধাতার কলম খণ্ডান না জায়।
ভাঙ্গা জোড়া দুইটি কন্ম বিধাতা করায় ॥
আড়াই মাসের সন্তান আছে তোর গব্বের মাজারে। ৫৫৫
তাহার আশিব্বাদ দেই দ্যাবগন পথের মাজারে ॥
আঠারো জনম ছেইলার উনিশে মরন।
শিগ্র নেগি ভজাইস সিদ্ধা হাড়ির চরণ ॥
ঐ সিদ্ধাক ভজাইলে তোমার ছেইলার না হবে মরন ॥
জখন মএনামতি আশিব্বাদ পাইল। ৫৬০
হস্তি ঘোড়া নিয়া মএনা আপনার মহলক গ্যাল।
আপনার মহলে মএনা দরশন দিল।
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥
কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও।
জত মোনে কিত্তনিয়াক আইস ধরিয়া। ৫৬৫
সোআমিক শস্ করিব গঙ্গাক নিগিয়া ॥
কি কর গিয়াস্তা সকল নিচন্তে বসিয়া।
দক্খিন দুআরি বাঙ্গলা ফ্যালাও ভাঙ্গিয়া।
জত মোনে খুটা খড়ি নি জাও ধরিয়া ॥ *

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

নও কড়া কড়ি নিল হস্তত করিয়া।
গঙ্গার কুলে গেল চলিয়া ॥

রাম খুড়া চন্দন খুড়া ব্যাল খুড়া গ্যাও সাইঙ্গ নাগাএয়া। ৫৭০
তিল সরিসা ত্যাল ঘি গ্যাও কোড়োরায় ভরিয়া॥
রাজাক শস্ করিবার জাই গঙ্গাক নাগিয়া।
চন্দন খুড়ার মছলি গ্যাও তৈয়ার করিয়া॥

নও কড়া কড়ি দিয়া মৃত্তিকা কিনি নিল।
আপন মহলক লাগিয়া গমন করিল॥
বুড়া ঘর ভাঙ্গিয়া বেগারি সাজাইল।
সাইঙ্গে সাইঙ্গে খড়ী যাইতে লাগিল॥
তৈল ঘৃত সরিসা তিল যাবার লাগিল।
যত্ত জ্ঞাতি সগ আনিল রাও দিয়া॥
কাঁচা বাঁস কাটিয়া মছলি সাজাইল॥
ধর্ম্মি রাজাক নিল মছলি সাজাইয়া।
ময়নামতি চড়ে কওরাইরক লাগাইয়া॥
হরিগুন গান ময়না গাইবার লাগিল।
সঙ্কীর্ত্তন করিবার লাগিল নদীর পাহার লাগি গমন করিল॥
উত্তর দক্ষিনে চিতা আরোপিল।
খুটি গাড়িয়া মাচান পাতিল॥
খুটির বগলে বগলে বসাইয়া গেল ঘৃতের হাড়ি।
তার নিচে বসাইয়া গেল তৈলের হাড়ী।
সরিসা তিল গুলা দিল ছিটাইয়া॥
গুরু গুরু বলি ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
সাক্ষাত গোরকনাথ আসিয়া খাড়া হইল॥
রক্ষা কর রক্ষা কর গোরক বিদ্যাধর।
যাও যাও ময়না তোমাক দিমু বর॥
মাঘ মাসিয়া জার লাগিবে অনলের ভিতর॥
কপাল ভর্ত্তি সিন্দুর ময়না পরিতে লাগিল।
পাটের সাড়ী ময়না পরিধান করিয়া।
সুবর্ন কাটারি আমের ঠাল নিল হস্তেতে করিয়া।
উত্তর দক্ষিনে রাজাক নিল সোতাইয়া॥
ময়নার ডাইন হস্তেতে রাজা সিতান দিল।

সাইঙ্গ করিয়া স্থাও রাজাক কান্দে করিয়া।
শস্ করিবার জাই গঙ্গাক নাগিয়া ॥ ৫৭।
গঙ্গাক নাগিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল।
গঙ্গার কুলে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥

রাজার বাম হস্ত ময়না সিতান দিল ॥
একখান করিয়া খড়ী দিল নগরি ঘরে ঘরে।
আকাস জমিনে খড়ী ঠেক লাগিল ॥
চোয়া চন্দন ছিটাইল চন্দ্র সদাগর।
অনল লাগাইয়া দিতে নাই এক রতি ॥
দুয়ারের আগত ছিল গুরু পারনের ঘর।
তাঁয় উকা তুলে দিল হস্তর উপর ॥
যত জ্ঞাস্তা সকল এক হাড়ী জল দিয়া।
সাইঙ্গত করিয়া এক পাক দুই পাক পাঁচ পাক দিল।
হরিবোল বলিয়া আনল লাগাইয়া দিল ॥
যত ঘড়ী ব্রহ্মা ঘৃতের বাস পাইল।
ধাঁ ধাঁ করিয়া অনল জ্বলিবার লাগিল ॥
সাত দিন নও রাইত ময়না অনলের ভিতর।
পুড়িতে পোড়া না যায় পরিধানের কাপড় ॥
ধর্ম্মি রাজাক পোড়াইয়া ময়না কোলাতে কৈল ছাই।
ঐত ময়না বৈসে আছে যেন ঘরের গোসাই ॥
ধর্ম্মি রাজাক পোড়াইয়া সর্গে উঠিল ধুয়া।
বৈসে আছে ময়নামতি যেন কাঁচা সোনা ॥
ছোট জ্ঞাস্তা উঠে বলে বড় জ্ঞাস্তা ভাই।
ফিক দেও ফিক দেও জ্ঞাস্তা সকল ॥
ময়নামতী বৈসে আছে অনলের ভিতর।
ময়না বলে সুন জ্ঞাস্তা সাত মাসী ছেলে আছে উদরের ভিতর ॥
ফিক না দেন জ্ঞাস্তা সকল ॥
ছোট জ্ঞাস্তা উঠে বলে বড় জ্ঞাস্তা ভাই।
চান্দের বরাবর চল চলিয়া যাই ॥

অখন গিয়াস্তা সকল সংবাদ শুনিল।
ভারে ভারে খুটা খরি উঠাইবার নাগিল ॥
মএনা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ॥ ৫৮০
পাচ নোটা গঙ্গার জলে রাজাক ছিনান করাইল।
ধৌত বস্ত্র রাজাক পরিধান করাইল ॥

ছোট হইতে জান তোরা চান্দ সদাগর।
কি জোয়াব দেয় আমার বরাবর ॥
আগ দুয়ারে সদাগর পসার খেলায়।
খেরকির দুয়ার দিয়া প্রনাম যোগায় ॥
কেনে কেনে জ্ঞাস্তা সকল আইলা কি কারন ॥
সাত দিন নও বাইত ময়না অনলের ভিতর।
তবু পোড়া নাই যায় ময়না সুন্দর ॥
ঐ ময়না পাইয়াছে গোবকনাথের বর।
আনলত পোড়া না যায় জলত না হয় তল ॥
তিন ভুবন টলিয়া গেল না যায় যমের ঘর।
তাক মারিবার চাও জ্ঞাস্তা সকল ॥
বাওয়ায় কুটি কোচড়া পাকাও তেপথিত বসিয়া
বাইস মোন পসান নেও সাইঙ্গ করিয়া ॥
চলিয়া গুতিয়া নেও বাহের করিয়া।
বাইস মোন পাসান দেও বুকত বান্ধিয়া ॥
আঙ্গবার সমতে ময়নাক দেও বোল ভাসাইয়া।
ছিনান করিয়া যাও মঙ্গলত লাগিয়া।
ঐ কথা সুনিয়া জ্ঞাস্তা না থাকিল বৈয়া।
বাইস মোন পাসান নৈল সাইঙ্গ করিয়া ॥
ময়নামতিক বাহির করিল চলিয়া গুতিয়া।
বাইস মোন পাসান দিল বুকত বান্ধিয়া ॥
আঙ্গরার সামিল ময়নাক দিল ভাসাইয়া।
ছিনান করিয়া জ্ঞাস্তা গেল চলিয়া ॥

রাজাক নৈল জ্ঞাতা চৌটালে করিয়া।
কিত্তনিয়া জায় কিত্তন করিয়া ॥
একটা রামের পল্লব মএনা হস্তে করিয়া। ৫৮৫
সোআমির পাছে পাছে মএনা জাএছে চলিয়া ॥

* রাজার সৎকার সংস্পৃষ্ট নিম্নরূপ বর্ণনাও এক পাঠে পাওয়া যায়—

গঙ্গামাতা বলিয়া মএনা তুলিয়া ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল গঙ্গামাতা বাহিরে দিল পাও ॥
কি কর গঙ্গা বহিন নিচন্তে বসিয়া।
মধ্য দরিয়াএ স্থাও আমাক বালু চর করিয়া ॥
জখন গঙ্গামাতা একথা শুনিল।
মধ্য দরিয়াত গঙ্গা বালু চর করি দিল ॥
একইস কড়া কড়ি দি ভুঁই কিনি নিল।
চাইর দিকে চাইরটা গোজ গারিয়া ফেলিল ॥
তত মোনে খুটা খরি গাথিয়া তুলিল।
হরি বোল বলিয়া রাজাক চিতাএ তুলি দিল ॥
গিয়াস্তার তরে মএনা বলিতে নাগিল।
কেউ জ্যান ফিক্ স্থায় না আমার শরিলের ভিতর।
নও মাসিয়া ছেইলা আছে আমার হিদ্দের ভিতর ॥
কেউ ফিক্ না দিবেন আমার শরিলটার উপর ॥
সোআমির চরনে মএনা প্রনাম করিয়া।
রাজার ডাইন দিকে মএনা রহিল শুইয়া ॥
রাজার হস্ত দিয়া মএনা শিওর দিল।
মএনার হস্ত ফির রাজার সিতানে দিল ॥
উপরত খুটা খরি গাথিয়া তুলিল।
হাড়ি হাড়ি তৈল ঘিউ ছিটিবার নাগিল ॥
কি কর বামন সকল কার প্রানে চাও।
চিতা উছগ্‌গ তোমরা এই সময় করি স্থাও ॥
চিতা উছগ্‌গ করিয়া বামনের হরসিত মন।
কি কর গিয়াস্তা সকল নিচন্তে বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে আগুন স্থাওতো নাগাএয়া ॥

রাজাক শস্ করিবার মএনা জাগা না পাইল।
ভ্রাতার তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল॥
আমার সোআমিকে নেই কোলাএ করিয়া।
গঙ্গার মধ্যে আমি থাকি দাড়াইয়া॥ ৫৯০
কাট খুড়া ছাও চত্রু দিগে ফ্যালায়া।
সোআমিকে শস্ করি আমি গঙ্গাএ দাড়ায়া॥

ধিক্ ধিক্ করিয়া আগুন উঠিল জলিয়া॥
সাত দিন নও রাইত মএনা আগুনের ভিতর।
পোড়া না জায় মাথার ক্যাশ পরিধানের কাপড়॥
মহারাজাক পুড়িয়া মএনা কোলাএ করিল ছাই।
মএনামতি বসিয়া আছে যেন ঘরের গোসাই॥
ছোট গিয়াস্তা উঠি বলে বড় গিয়াস্তা ভাই।
সাত দিন নও রাইত ভরি অন্ন নাহি পাই॥
খিদায় তিষ্টায় বড় তুকৃথ পাই॥
ফিক্ দিয়া মএনামতিক বের কর টানিয়া।
বড় একটা কলস দেই ওর গলাত বান্ধিয়া॥
দরিয়াত মএনামতিক দেই ভাসাইয়া।
ফিক্ দিয়া ফেলিয়া দেই দরিয়াত নাগিয়া॥
আমরা ভাসাইয়া জাব মহলক নাগিয়া॥
ফেক্ দিয়া ফ্যালায়া দিলে দরিয়ার মাঝারে।
দরিয়াতে পড়ি মএনা হাসে মনে মনে॥
মএনা বলে শুন গঙ্গা কার প্রানে চাও।
শূন্য করি ধবল বান স্থাওতো তুলিয়া।
জত মোনে আঙ্গাবাগিলা জাউক ভাসিয়া॥
কুঘাটে ডুবিল মএনা সুঘাটে উঠিল।
আনন্দে ধম্মের নামে প্রনাম করিল॥
চাউলের পিণ্ড না পাইয়া মএনা বালুর পিণ্ড দিল।
আপনার সোআমির নামে প্রনাম করিল॥
হারিয়া কোনের স্থাওআ জ্যান গর্জ্জিতে নাগিল।
আইও বাবা বলিয়া মএনা কান্দিতে নাগিল॥

মএনার বাক্য জ্ঞাতা সকল ব্রথা না করিল।
কাষ্ট খুড়া চত্রুদিগে ফ্যালায়া দিল ॥
তিল সরিসা তৈল্ল ঘি দিল চুলিতে ফ্যালায়া। ৫৯৫
আপনে ডাহিনি মএনা দিলে আনল নাগেয়া ॥
বহ বহ করিয়া আনল উঠিল জলিয়া ॥
কোলাতে পুড়েছে রাজাক সরগে উঠে ধুমা।
ব্রহ্মার ভেতর বসি থাকিল্ যেমন কাঞ্চা সোনা ॥
কোলাতে পুড়িয়া রাজাক কোলাতে কৈল্ল ছাই। ৬০০
ব্রহ্মার ভেতর বসি থাকল মএনা লোহার কলাই ॥
কোলাএ পুড়িয়া মএনা আঙ্গার দিল ভাটি।
ব্রহ্মাএ বসিয়া থাকল জ্যান লোহার খাটি ॥
দুখান একান করি খড়ি দিল চিতার উপর।
সাত দিন জলে আনল শিরের উপর ॥ ৬০৫
রাজাকে শস্ করিয়া মএনা পাহাড়ে পাও দিল।
গুপিচন্দ্র রাজার জম্ম চুলির মাঝে হৈল ॥
ছাইলাক দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল।
গঙ্গাতে এক ডুব দিয়া ছেইলা কোলে নিল ॥
হরি ধ্বনি দিয়া জ্ঞাতা সকল গমন করিল ॥ ৬১০
মানিকচন্দ্র মরি গ্যাল গোপিচন্দ্র হৈল।
হেমাই পাত্র বলি মএনা ডাকিবার নাগিল ॥ *

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

আঠার মাস আঠার দিন ময়নার গেল পুরিয়া।
ঐত ধর্ম্মি রাজা করট ফিরিল।
মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল।
খরুপা জ্ঞান ময়না মারিল তুলিয়া।
বাওয়ায় কুটি কোচড়া ফেলাইল কাটিয়া ॥
মৈল্লাম মৈল্লাম বলিয়া ময়না নিম তরু তলে উঠিল।
হাড়িয়া কোনে যেন দেওয়া গর্জ্জিল ॥

কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও।
শিঘ্রগতি সোনা দাইক আনিয়া জোগাও ॥
জখন হেমাই পাত্র ছাইলাক দেখিল। ৬১৫
দেখিয়া হেমাই খুসি ভাল হৈল ॥
সোনা দাইর বাড়ি নাগি গমন করিল।
সোনা দাইর বাড়ি জাএয়া দরশন দিল ॥

ফুলে জলে মহারাজ মৃত্তিকায় পাড়িল।
ওঁয়া োয়া করিয়া তিনি বাও কাড়িল ॥
ছোট জায়া উঠে বলে বড় জায়া ভাই।
কিসের ছেলে কান্দে চল দেখিবার যাই ॥
এক পায় দুই পায় আইল চলিয়া।
ময়না বলে সুন জায়া মোর বুদ্ধি ধর ॥
বড় রাজার পালকী আন সাজাইয়া।
ছাওয়াল রাজাক নেও মহলক লাগিয়া ॥
বড় গো পালকী আনাইল সাজাইয়া।
ধণি রাজাক নইল পালকীত চড়াইয়া ॥
ঢাক ঢোল ডম্বরা কাসি বাজে ঠাই ঠাই।
করতাল ভেঁউড় মৃদঙ্গ বাজে ঠাই ঠাই ॥
বন্দুকের ধুরা ধুরি ধুমায় অন্ধকার।
বাপে পুত্রক না চিনে ডাকা ডাকি সার ॥
কাঙ্গালের ছেলে হইল রাজ্যের ভিতর।
অন্ন জল দিবার না পারে মহলের ভিতর ॥
ফুলে জলে ফেলিয়া আইল তেপথির উপর।
উও ছেলেক নৈল ময়না কোলাত করিয়া।
মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া ॥
তোক বলো বান্দী বাক্য মোর ধর।
দাইয়ানির মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া।
দাইয়ানিক আনিল ডাক দিয়া ॥

সোনা সোনা বলি হেমাই ডাকিতে লাগিল।
হেমাইকে বসিবার দিল দিব্য সিংগাসন। ৬২০
কর্প্পূল তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন॥
ক্যানে ক্যানে হেমাই পাত্র হরসিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন॥
হেমাই কয় শুন সোনা করি নিবেদন॥
মানিকচন্দ্র মরি গ্যাল গোপিচন্দ্র হৈল। ৬২৫
নাড়িছেদ করিতে সোনা শিগ্রগতি চল॥
জখন সোনা দাই একথা শুনিল।
রাম ত্যাল বিষ্ণু ত্যাল ক্যাশেতে মাখিল॥
সোনার নও কড়া কড়ি স্যায় অঞ্চলে বান্দিয়া।
গুআ খোআ বিশি নিলে কমরে বান্দিয়া॥ ৬৩০
সবন্নের খঞ্চনি নিলে খোপাএ গুঞ্জিয়া।
দরিয়াক নাগিয়া দাই চলিল হাটিয়া॥
দরিয়ার কুলে জাএয়া দরশন দিল।
তখন মএনামতি সোনা দাইক দেখিল॥
মুখত কাপড় দিয়া মএনা হাসিতে নাগিল। ৬৩৫
ছাইলা দেখিয়া সোনা বড় আনন্দিত হৈল॥
কি কর হেমাই পাত্র কার পানে চাও॥
এক খান কলার নেউজ পাত আইস তো ধরিয়া।
নাড়িছেদ করব আমি এখানে বসিয়া॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল। ৬৪০
শিগ্রগতি আনিয়া জোগাইল॥

দোন ছেলার নাড়ি ছেদ করিল বসিয়া।
যত কিছু দান দিল দাইয়ানিক লাগিয়া।
দাইয়ানি গেল মহলক লাগিয়া॥

লও কড়া কড়ি দিল পাতোত বিছিয়া।
তিন আঙ্গুল জুখিয়া রাজার নাড়িছেদ করিল ॥ *
* নাড়িছেদ করিয়া সোনার হরসিত মন।
দরিয়ার জল দিয়া করিল ছেনান ॥ ৬৪৫
ছেনান করিয়া সোনা দাইর হরসিত মন।
হাসিয়া খেলিয়া দিলে মএনার কোলাত তুলিয়া ॥
ছাইলা পাইয়া মএনার হরসিত মন।
আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥
আগে আগে মএনামতি জাএছে চলিয়া। ৬৫০
পাছে পাছে হেমাই পাত্র জাএছে চলিয়া ॥
কতেক দুর জায় মএনা কতেক পন্থ পায়।
আর কত দুর জাএয়া আর এক ছাইলার পথে নাগাল পায় ॥
রাজাক নিলে মএনা পিষ্ঠে করিয়া।
ছাইলাটাক নিলে মএনা কোলাত করিয়া ॥ ৬৫৫
কাখে আর কোলে নিয়া গ্যাল চলিয়া।
আপনার মহলে জাএয়া মএনার হরসিত মন ॥
তিন দিন অন্তরে রাজাক তিন কামান করিল।
চাইর দিন অন্তরে রাজার চতুর্থা করাইল ॥
ব্রাম্মন পঞ্চজন আনিয়া তার বেদ বিধি করাইল। ৬৬০
আজি আজি কালি কালি দশ দিন হৈল ॥
দশ দিন অন্তর রাজার দশা করিল। †

* পাঠান্তর—
আপনার মহলক নাগিয়া গমন করিল।
দাইয়ানিক ডাকায়া নাড়ি ছ্যাদ করিল ॥
পন্দর দিন অন্তর নাপিতক আনাইল ডাক দিয়া।
মস্তক খেউরি করিল রাজ পাটে বসিয়া ॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আমরা পাই—
আজি আজি কালি কালি করিয়া সাত দিন হইল।
সাত দিন পর্য্যন্ত রাজা সাদিনা কোরাইল ॥

আজি কালি করিয়া ত্রিশ দিন পুরিল ॥
ত্রিশ দিন অন্তরে রাজার ক্রিয়া সুদ্ধু হৈল।
জত মোনে জ্ঞাস্তা ভোজন করাইল ॥ ৬৬৫
ক্রিয়া সুদ্ধু করিয়া মএনার হরসিত মন।
রাজ্য করি খায় মএনা আপনার মহল ॥
আজি আজি কালি কালি ছয় মাস হৈল।
ছয় মাস অন্তরে রাজার নাম কলম রাখিল ॥
মএনার গুরু শিব গোরেকনাথক আনলে ডাক দিয়া। ৬৭০
গোপিচন্দ্র নাম থুইল পাটত বসিয়া ॥
বছরেকের ছেলে আমি রাজাই করাব।
গুরুর পাঠালয়ে মহারাজাক সম্বলব করিব ॥
বিদ্দা পড়িয়া রাজার হরসিত মন।
আপনার মহলক নাগি করিল গমন ॥ ৬৭৫

আজি আজি কালি কালি করিয়া দস দিন হইল।
দস দিন পরে রাজা এ দসা করিল ॥
ত্রিস দিনে রাজা ত্রিসা করিল, সংকীর্ত্তন করিবার লাগিল
জ্ঞাস্তা সকল আসিয়া যজ্ঞ করিল ॥
যত জ্ঞাতি সকলক ভোজন করাইল।
তদ ঘড়ি ময়নামতি মংস পরস করিল ॥

অতঃপর—

আজি আজি কালি কালি করিয়া এক বৎসর হইল।
এক বৎসর বাদে এক দিন আসিল ॥
আজি কালি করিয়া পাঁচ বৎসর হইল।
গুরুর নিকটে পড়িবার দিল ॥
চারি কলমে রাজাক লিখা সিখাইল।
আজি কালী করিয়া সাত বৎসর হইল।
নাম রাজার তখনই রাখিল।
মানিকচন্দ্র রাজার বেটা গোপিচন্দ্র থুইল ॥
তাহার ছোট ভাইয়ের নাম খেতুয়া লঙ্কেশ্বর ॥

সাত বছরকার বয়স হৈল পাটত বসিয়া।
এখন পাত্রি স্থাখে বুড়ি মএনা খিয়ানত বসিয়া॥
খিয়ানত বসি মএনা পাত্রি দেখিল।
হরিচন্দ্র রাজার কন্যা রতুনাক পতুনাক সতি দেখিল॥
নারদক নাগিয়া বুড়ি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল। ৬৮০
ডাক মধ্যে নারদ মুনি আসিয়া হাজির হৈল॥
কিবা কর নারদ মুনি নিছন্তে বসিয়া।
হরিচন্দর রাজার মহলক নাগি জাক চলিয়া॥
মএনার বাক্য নারদ মুনি ব্রথা না করিল।
হরিচন্দ্র রাজার মহলক নাগি গমন করিল॥ ৬৮৫
পাত্রি দেখিয়া আসি নারদ মুনি মএনাক বলিতে নাগিল॥
ভাল পাত্রি মএনা মাই আসিলাম দেখিয়া।
তোমার ছাইলাক বিবাও স্থান পুস্প সেএরা দিয়া॥
জখন বুড়ি মএনা একথা শুনিল।
একথা শুনিয়া মএনা বড় খুসি হৈল॥ ৬৯০
এক মঙ্গলবারে শুবাশুব বুঝিল।
ফের মঙ্গলবার দিনা দরশুআ করিল॥
ফের মঙ্গলবার দিনা বিবাহ সাজাইল॥
রতুনাক বিবাও কৈল্লে পতুনাক পাইল দানে।
এক শত বান্দি পাইল ব্যাবারের কারনে॥ * ৬৯৫

* ডাঃ গ্রীয়ার্সন ধৃত পাঠ - - *

আজি কালী করিয়া নও বৎসর হইল।
তখনি ময়নামতি কোন কাম করিল॥
গুরু ব্রাহ্মনের সাক্ষাত কথা বলিবার লাগিল॥
যা যা গুরু ব্রাহ্মন বাক্য আমার লও।
হরিচন্দ্র রাজার কাছে সীঘ্র করিয়া যাও॥
তার ঘরে আছে অদুনা পদুনা কন্যা দুইজন।
তার আছে কন্যা দুই জন মহলের ভিতর।
ঐ কন্যা যুড়িয়া আইস বলিলাম তোমার॥

এখন রাজা রাজাই করে পাটত বসিয়া।
জত রাজার আইয়ত প্রজা গ্যাল মহালে চলিয়া॥
ছাইলাক পাট দিতে মএনার হরসিত মন।
নানা বাদ্য ভাণ্ড করিল আরম্ভ॥
বন্দুকের জয় জয় ধোঞার অন্ধকার। ৭০০
বাপে বেটায় চিনা না জায় ডাকা ডাকি সার॥

ঐ কথা সুনিয়া ব্রাহ্মন ঠাকুর না থাকিল রৈয়া।
হরিচন্দ্র রাজার বাড়ী গেল চলিয়া॥
হরিচন্দ্র রাজা বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে রাও।
ঘরে ছিল হরিচন্দ্র রাজা বাহিরে দিলে পাও॥
পণ্ডিত ঠাকুর বলিয়া করে প্রনাম॥
দিব্য সিংহাসন বসিবার দিল।
কর্পূর তাম্বুল দিয়া জিজ্ঞাসা করিল॥
কেনে কেনে গুরু ব্রাহ্মন এত দুর গমন॥
ময়না পাঠাইয়া দিল তোমার বরাবর।
তোমার ঘরে কন্যা আছে অদুনা পদুনা।
তাক যুড়িবার চায় ময়না সুন্দর॥
ময়নার পুত্র আছে মহলের ভিতর।
তাকে বিয়া দিবার চায় ময়না সুন্দর॥
যা যা বলিয়া তাকে হুকুম দিল।
এ কথা সুনিয়া ব্রাহ্মন ময়নার মহলে গেল॥
ভারে লইল গুয়া সাইঙ্গে লইল পান।
গুয়া পান কাটিবার গেল ব্রাহ্মন পঞ্চ জন॥
গুয়া পান কাটিয়া সুভাসুভ বুঝিল।
বিবাহের দিন তখনই করিল॥
সনিবার দিনা ময়না অধিবাস দিল।
রবিবার দিনা বিবাহ করিবার সাজিল॥
পঞ্চ গাছি কলার গাছ হরিচন্দ্র রাজার মহলত গাড়িল।
সোনালী চালুন বাতি তখনই ধরাইল॥

বার গছি গুআ রাজার তার গাছি তাল।
তাহার তলে বৈসে দরবার আজার ছাওআল ॥
পাট হস্তি নিলে মএনা সাজন করিয়া।
পাচ নোটা গঙ্গার জলে পাট সেনান করিয়া ॥ ৭০৫
জখন পাটহস্তি রাজাক দেখিল।
সুর তুলিয়া হস্তি রাজাক প্রনাম করিল ॥
জয়ধ্বনি দিয়া রাজাক পাটে বসাইল ॥
দরবারে থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
আপনার মহলের নাগি করিল গমন ॥ ৭১০

পঞ্চ বৈরাতী তখনই আনিল ডাক দিয়া।
উলু উলু সব্দ করিবার লাগিল ॥
অদুনাক দিয়া বিবাহ দিল পদুনাক দিল দানে।
এক সত বান্দী দিলে ব্যাবহার কারনে ॥
এক সত তালুক দিল দানে ধরিয়া।
এক সত হস্তি দিল দানে ধরিয়া ॥
এক সত ঘোড়া দিল দানে ধরিয়া।
এক সত গাবি দিল দানে ধরিয়া ॥
বিবাহ দিয়া রাজাক বিদায় দিল।
তখনই ময়নামতি সত রাজ্যের রাজাক নিমন্ত্রন করিল ॥
সেইত ধর্ম্মি রাজা গোপীচন্দ্র পাট দিল।

আর একটী পাঠ—

আজি আজি কালি কালি বার বছর হৈল।
বার বছর হৈল রাজার আপনার মহলে ॥
ছাইলাক বিবা দিতে মএনা করি গ্যাল মন।
হেমাই পাত্র বলি তখন ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর হেমাই পাত্র নিচন্তে বসিয়া।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি আওহে চলিয়া ॥
উয়ার ঘরে কন্যা আছে আইস দেখিয়া ॥
জখন হেমাই পাত্র একথা শুনিল।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বাড়ি নাগি গমন করিল ॥

জখন মএনামতি ছাইলাক দেখিল।
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিয়া।
পাক শালার ঘর নিলে পোস্কার করিয়া॥
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যান্নন রন্ধন করিয়া।
সবন্নের থালে রন্ন দিলে পারশ করিয়া॥ ৭:৫
আইস আইস জাদু রন্ন খাওসে আসিয়া।
রন্ন জল খাইলে রাজা বদন ভরিয়া॥
রন্ন জল খাইয়া রাজা মুক্‌খে দিলে পান।
মায় পুতে কয় কথা ভর পুন্নিমার চান॥

হরিশ্চন্দ্রের বাড়ি জাইয়া দিল দরশন॥
বসিবার দিলে হেমাইক দিব্ব সিংগাসন।
কর্ফুর তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন॥
হেমাই বোলে মহারাজা বলি নিবেদন।
তোমার ঘরে বোলে আছে কন্ন্যা দুই জন॥
তে কারনে পাঠাইলে মোরে মএনা সুন্দর।
কি রাজ্জা হইবে কও বিবরন॥
রাজা বোলে হেমাই তুমি বড় বুধুমান।
কিনি আন পান সুপারি কাট গুআ পান॥
গুআ পান কাটিয়া হেমাইর হরসিত মন।
মএনার সাক্‌খাতে গিয়া দিল দরশন॥
পাক পাড়িতে পাক পাড়িতে গুআ আইলে কাটিয়া।
আছিল ইশ্বরের নিয়ম দিলেক জাচিয়া॥
বিআও হইয়া গেল রাজা দান পড়িবারে।
ছোট বইনকে দিল ব্যাভার কারনে।
রত্নাক নাম থুইলে দাসি দিলে সনে॥

রাজপাটে বসার পর কোনও মতে অতিরিক্ত পাঠ—

শঙ্খ চক্র গদা পদ্দ চতুর্ভুজ ধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি॥
ধম্মি রাজা পাটত বসল বল হরি হরি॥

আপনার মহলে রাজা হরসিত মন।
আপনার দরবার নাগি করিল গমন॥
বসিল ধর্ম্মি রাজা সভার মাঝারে।
চতুরদিক ঘিরি নিল বৈস্ত ব্রাম্মনে॥
মহারাজার গুরু আইল বামন সন্তিঘর। ৫
কবি গাইতে আইল রাজার ভাট দুর্গাবর॥
বুঝান্তের কষ্টে বসিল হরি পুরন্দর॥
হাতে পদ্দ পাএ পদ্দ রাজার কপালে রতন জলে।
গালাএ রত্তনের মালা রাজার টল্‌মল্‌ করে॥
আরানি ধরিয়া আইল আর মতি কোঙর। ১০
জলের ঝাড়ি নিয়া আইল জুলাই লসেকর॥
তামাকু ধরিয়া আইসে খাসা মল্‌মল্‌।
পানের বাটা ধরিয়া আইল খেতুআ লক্কেশ্বর॥
বাও করিবার নাগিল রাজার হেমাই পাত্তর।
পুবে দরবার বৈসে চান সদাগর॥ ১৫
উত্তর দিকে দরবার বৈসে রাজা জয়েশ্বর।
পশ্চিমে বসিল দরবার পির পয়গম্বর॥
দক্‌খিনে দরবার বৈসে বালা লক্‌খন্দর।
সম্মুখে দরবার বৈসে গুরু বামনের ঘর॥
রাইয়তে জনে একবার বৈসে সারি সারি। ২০
রাজ্যের হিসাব ছায় বিরসিং ভাণ্ডারি॥

ভরা কাচারি রাজার করে ডাম্বাডোল* ।
এই সোর শুনিতে পাইল মএনা সুন্দর ॥†
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ান করিল ।
ধিয়ানেতে ছাইলার সন্ন্যাস ধরা পাইল ॥ ২৫
হাতে মাথে বুড়ি মএনা চমকিয়া উঠিল ।
সাজ সাজ বলিয়া মএনা সাজিতে নাগিল ॥

* পাঠান্তর—'গণ্ডগোল' ।

† ইহার পরবর্ত্তী অংশ একটা পাঠে নিম্নলিখিতরূপ পাওয়া গিয়াছে

ঝেচু করে ঝিল মিল কোকিলাএ ছাড়ে রাও ।
শেত কাকা বলে নিশি পোহাও পোহাও ॥
সয্যা হোতে মএনামতি ঝাড়িয়া তোলে গাও ।
আগুন পাটের সাড়ি পিধান করিয়া ।
হেমন্তালের নাঠি মএনা হস্তে করিয়া ॥
ছাইলার দরবার নাগি চলিল হাটিয়া ॥
ধিরে চইলা মএনামতি করেছে গমন ।
রাজ দরবারে গিয়া দিলে দরশন ॥
জখন মএনামতি সভাএ খাড়া হৈল ।
হরিবোল দিয়া রাজার দরবার উঠিল ॥
দরবার ভাঙ্গিয়া লোক ঘরাঘরি হইল ।
একলাএ ধৰ্ম্মি রাজা পাটে বৈসা রৈল ॥
জননিক দেখিয়া রাজা ভয়ঙ্কর হৈল ।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥
কি কর ভাই খেতু কার পানে চাও ।
বাপকালিয়া রেজি ছুরি আনিয়া জোগাও ॥
মরছোঁ জুআনি রাজা গালাএ রেজি দিয়া ।
জিতা দম থাকিতে কেন আইল মাএ দরবার নাগিয়া ॥
একে হুকুম না পায় খেতু রাজার হুকুম পাইল ।
একখান রোক্ত ছুরি আনিয়া জোগাইল ॥

ধবল বস্ত্র নিল মএনা পরিধান করিয়া ।
হেমতালের নাঠি নিল হস্তে করিয়া ॥
লং জায়ফল এলঞ্চি দালচিনি গুআমুরি । ৩০
ধনিয়া করপুর জৈষ্ঠমধু পানের মধ্যে দিয়া ।
পান খাইতে খাইতে বুড়ি মএনা জাএছে চলিয়া ॥
জে আস্তায় জায় মএনা গুআ চাবাইয়া ।
গুআর বাসনা জায় মএনার ছয় কোশ নাগিয়া ॥
হায় হায় করে স্থাবগন গুআর বাসনা নাগিয়া । ৩৫
জায় তায় বলছে জায় বুড়ি মএনা দরবার নাগিয়া ॥
কতক দুর জাএয়া মএনা কতক পন্থ পাইল ।
দরবারেতে জাএয়া মএনা রূপস্থিত হৈল ॥
চাক্‌খুসে ধর্ম্মিরাজ মা জননিক দেখিল ।
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥ ৪০
ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পলটাইয়া ।
করদস্ত হএয়া জননিক স্থাএছে বলিয়া ॥
ডাইন হস্তের আসা মএনা বাম হস্তে নিয়া ।
ছাইলাক আশির্ব্বাদ স্থায় মস্থকে ধরিয়া ॥
জিও মোর আড়ির পুত্র ধর্ম্মে দিলাম বর । ৪৫
জত সাগরের বালা এতই আয়ুব্বল ॥
ত্রিভুবন টলিয়া গ্যালে না জাবু জমের ঘর ॥

হাতে রেজি নিয়া রাজা মারবার চায় ।
হস্ত ধরি মএনামতি ছাইলাক বুঝায় ॥
কুনগরে থাক তুমি কুনগরে দণ ।
ভাল মন্দ সম্বাদ তুমি না পার বুঝিবার ॥
আঠার বচ্ছর ওমর তোমার উনিশে মরন ।
শিগ্র করি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন ॥
একি কালে আড়ির বেটার না হবে মরন ॥

শিঘ্র জাএয়া গুরু ভজ সিদ্ধা হাড়ির চরন।*
সিদ্ধা হাড়িক ভজলে গুরু না হবে মরন॥
তখন ধর্ম্মি রাজা হাড়ির নাম শুনিল।
রাধা কৃষ্ণ রাম রাম কয়ে হস্ত দিল॥
ওগো মা জননি—ডুবালু মা জাত কুল আর সবব গাও।
বাইশ দণ্ড রাজা হএয়া হাড়ির ধরব পাও॥†
হাট সামটে হাড়ি বেটা না করে সিনান।
কথা হৈতে পাইল তিনি চৈতন্য গিয়ান॥‡
এতই জদি হাড়ি আছে গিয়ানে ডাঙ্গর।
তবে ক্যান খাটি খায় আমার খাটের তল॥
মোরে মুনে মোরে তৈলে রসুই করি খায়।
গুরুর ঘরে মহামন্ত্র কোথা হৈতে পায়॥

* এক স্থান হইতে সংগৃহীত অতিরিক্ত পাঠ—

রাজা কএছে শুন মা জননি ককথি রাই।
এমন সেমন গুরু তোর কবে ভজবার নই॥
মরন জিওন রুজুপাত চকৃখে দেখবার চাই।
চকৃখে দেখিলে মাতা গুরু ভজিবার জাই॥
তুমি জ্ঞান শিখি নিলু কেমন সিদ্ধার ঠাঞি।
বেটাকে জ্ঞান শিখিবার বলো কেমন সিদ্ধার ঠাঞি॥
মরন জিওন রুজুপতি চকৃখে দেখবার চাই।
চকৃখে দেখিলে পরে গুরুর ভজবার জাই॥
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া॥
আমি জ্ঞান শিখি নিলাম বাবা গোরেকের ঠাঞি।
তুই জাক জ্ঞান শিখেক খোলা হাড়ির ঠাঞি॥
শিঘ্রগতি গুরু ভজ ঐ হাড়ির চরন।
একই কালে আ'ড়ুর বেটা না হবে মরন॥

† পাঠান্তর—পাটের রাজা হৈয়া ধরিম অধম হাড়ির পাও॥

‡ পাঠান্তর—তার কোঠে পাইল অমর গিয়ান॥

মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ॥* ৬০
এমন কথা না বলিও বেটা হাড়ি জ্যান মা শোনে।
মহাশাপ দিবে সিদ্ধা হাড়ি গুরুষ্ণু আপনে ॥
এদেশিয়া হাড়ি নয় বঙ্গদেশে ঘর।
চান্দ সুরুজ রাখ্ছে তুই কানের কুণ্ডল ॥
আপনি ইন্দ্র রাজা ঢুলায় চওর ॥ ৬৫
চন্দ্রের পিষ্ঠে আন্দে বাড়ে কুরুমের পিষ্ঠে খায়।
আপনি মাও লক্খি রসই করি ছায়।
ইন্দ্র পুরের পাচ কন্যা ছুআ পাত ফ্যালায় ॥
সুবচনি বাড়ে গুআ হাড়িপা বসি খায়।
পাতালের নাগি কন্যা তামাকু জোগায়। ৭০
জমের বেটা মেঘনাল কুমর পাঙখা ঢুলায় ॥
সোনার খড়ম পায় দিয়া দৌড়িয়া ব্যাড়ায় ॥
দৌড়িয়া ব্যাড়াইতে জদি জমের লাগ্য পায়।
চিলাচাল্সি দিয়া জমক তিন পহর কিলায় ॥ ৭৫
মারিয়া ধরিয়া জমক করুনা শিখায়।
ছান সাধ্য নাই জমের পলাইয়া এড়ায় ॥
তুমি বল হাড়ি হাড় লোকে বলে হাড়ি।
মায়ারুপে খাটি খায় চিনিতে না পা র ॥
কার ঘরে খায় হাড়ি কার ঘরে রয়। ৮০
মুখের জবাবে তার দরিয়া বান্দা রয় ॥৬৭

* পাঠান্তর--

মএনা বোলে শোনেক ছাইলা আমি বলি তোরে।
নিবুদ্দিয়া রাজপুত্র নির্বুদ্দি জানে কাল।
এক মএনা হএয়া তোমা বুঝাব কত কাল ॥
বুঝিয়া না বুঝ কথা এই বড় জঞ্জাল ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ--

রাজা বলে শুন ময়নামতি মা তুঁই।
তুই জ্ঞান সিখিলু কোন সিদ্ধার ঠাঁই ॥

রাজা বলে শুন মা জননি লক্‌খি রাই।
ইগ্‌লা কথা মিথ্যা তোমার বিশ্‌শাস না পাই॥
এতেক জদি গিয়ান ছিল হাড়িপা লঙ্কেশ্বর।
তার চেতে অধিক গিয়ান জান মা মএনা সুন্দর
তবে ক্যান আমার পিতা গ্যাল জমের ঘর॥*

মোক জ্ঞান সিখিবার কও কোন আউলর ঠাঁই॥
মুই জ্ঞান সিখিমু গোরকনাথর ঠাঁই।
তোক জ্ঞান সিখিবার কঁও খোলা হাড়ির ঠাঁই॥
হাড়ির কথা সুনিয়া রাজা কর্নত দিল হাত।
অধর্ম্ম কথা আনিল জিহ্বাত॥
হাড়ি ছাড় জাতি স্বেতখানা নিকাইয়া না করে স্নান।
বাইস দণ্ড রাজা হইয়া করিমু হাড়িক প্রনাম॥
ময়না বলে স্নন যাদু চুপ করিয়া কইস কথা।
হাড়ি যেন না সুনে অভিসাপ দিলে মরিবু এখন॥
তোর নগরিয়া প্রদীপ জ্বলে তৈলে আর ঘিয়ে।
ঐ হাড়ি প্রদীপ জ্বালায় সুধ গঙ্গার জলে॥
যত গুটি প্রদীপ নাই তোর নগরিয়ার ঘরে।
অত গুটি প্রদীপ হাড়ির খপরার ভিতরে॥
কাহার ঘরে খায় হাড়ি কহার ঘরে যায়।
মুখর জোওয়াবে দরিয়া বান্দা যায়॥
দরবারে থাকিয়া রাজা বেচরিত মন।
দয়ার ভাই গোলাম খেতু ডাকে ঘনে ঘন॥
কোথায় গেল ভাই আগে পান খামু।
বাপ কান্দিয়া পণ্ডিতক হাজির করিমু॥

* পাঠান্তর—

এত জদি গিয়ান আছে শরিরের ভিতর।
তবে ক্যান বুড়া বাপ মোর গ্যাল জমের ঘর॥
গোটা চারি গিয়ান জদি বাপক দিলু হয়।
জুগে জুগে বাপ মোর বাচিয়া রহিল হয়॥
মোরে নাখান পাচ জন পুত্র আরো পালু হয়।
মএনা বলে হারে বেটা রাজদুলালিয়া।

গোটা চারিক গেয়ান জদি আমার বাপক দিলেন হয়।
জুগে জুগে আমার পিতা বাচিয়া রইল হয়॥
আমার নাকা পাচ পুত্র আরো পাইলেন হয়।
সত্যে রাজার পুত্র হএয়া নাওঁ পাড়াইন হয়॥
মএনা বোলে শোন ছেলে আমি বলি তোরে। ৯০
নিব্ব দ্দিয়া রাজপুত্র নিব্বুদ্দে জাবে কাল।
এক জননি হৈয়া তোমাক বুঝাব কত কাল॥
কইছিলাম তোমার পিতাক গেয়ান শিখিবার॥
দশ দিনে ছিলে তুমি আমার হৃদের মাঝার।
তখন তোমার পিতাক বলছিনু গেয়ান শিখিবার॥ ৯৫
ঘরের নারির গেয়ান দেখে তোমার পিতা গেয়ান করছে হেলা।
ঐ দিনে গোদা জম পাতকি গেইছেন মেলা॥
রাজা বলে শুন জননি জননি লক্ষি রাই।
এ সব কথা মিথ্যা মা তোমার বিশ্শাস না পাই॥ ১০০
হাড়ির খাইছ গুআ মা হাড়ির খাইছ পান।
ভাব করি* শিখিয়া নিছ ঐ হাড়ির গেয়ান॥
হাড়ির গেয়ানে তোমার গেয়ানে জননি একত্র করিয়া।
আমার পিতাক মারিছেন মা জহর বিস† খোআইয়া।
বুদ্ধি পরামিশে আমায় বনবাসে পঠৈয়া। ১০৫
শ্যাসে বিটি খাবেন তুমি ঐ হাড়ি নৈয়া॥‡

তোমার বাপক কছু কত গিয়ান শিখবারে।
তাঁরঘরের গিয়ান দেখি জ্ঞান কৈল্লে হেলা।
ঐ দিনে ভাড়ুয়া জম পাতি গ্যাল মেলা॥
এই ভঙ্কে এই মলাটে নাভা গেইছে মরিয়া।
আইজ পর্য্যন্ত জন্ম নাই তার বৈভবে আসিয়া॥

*পাঠান্তর—ভাববারে।
†পাঠান্তর—'গরল বিষ'।
‡পাঠান্তর—

কোনরূপে রাজার ছাইলাক সন্ন্যাস পাঠাইয়া।
শ্যাস কালে হবে ঘর ঐটা হাড়িক দিয়া॥

জখনে ধর্ম্মি রাজা জননিক কটু বাক্য বলিল।
কাটা বিরিখের নাখান মএনা ঢলিয়া পড়িল ॥
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥
ভগবান এই পুত্র জন্ম দিলা এ হুদি মাঝারে। ১১০
বেটা হএয়া কলঙ্ক দিলে ভাই হাড়ির বরাবরে ॥
গোরকনাথ হয় গুরু হাড়ি ধর্ম্মের ভাই।
দোন জনে জ্ঞান শিখেছি একই গুরুর ঠাঞি ॥
সেই সম্বন্ধে হয় হাড়ি আমার ছোট ভাই ॥
আর একনা দিলে হয় জদি গুরু নগেরে দোসর। ১১৫
এক্কে কালে দুষ্ট পুত্র পেটাই রসাতল ॥*
গুরু গুরু বলিয়া মএনা বুড়ি কান্দিতে নাগিল।
কৈলাসেতে ছিল শিব গোরকনাথ আসন নড়িল ॥

জখন মএনামতি একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল ॥

অন্যমতে ময়নামতী স্বয়ংই পুত্রকে শাপ দিলেন ;—

এও কথা কলু মনের গৈরবে।
বৈরাগ হএয়া বান্দা রবু হিরা নটির ঘরে ॥
নটি জাবে খেইল বরনে তুলিয়া ধরবু ঝাড়ি।
বৈমুখ হএয়া জোগাবু নটির পাপের পানি ॥
পাপের জোগাবু পানি পাপের গনিবু কড়ি।
কড়ি কড়া গনাইতে একটা কানা হবে।
কড়ি কড়ার বদলে সাত ঝনা কিলাবে ॥
একান দিবে সিকিয়া বাউকা দুটা জলের হাড়ি।
জল উবিয়া ভাত খাবু হিরা নটির বাড়ি ॥
জেত্ত জল আনুবু ঘাড়ত করিয়া।
দুই ভাড়ুয়াএ ধরিবে চিতর করিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম নিবে নটি চরনে নাগেয়া।
ঐ জল দিয়া সিনান করিবে তোর বুকত চড়িয়া ॥

কৈল্লাসতে শিব গোরক্ষনাথ মক্ষকে দিল পাও।
শিবের ঘরনি নামিল মক্ষোগতির মাও ॥
জ্যান কালে বুড়ি মএনা গুরুকে দেখিল। ১২০
এক অদ্ধ মস্তকের ক্যাশ দুই অদ্ধ করিয়া।
গুরুর চরনে বুড়ি মএনা পড়িল ভজিয়া ॥

পরনের ভিজা বস্ত্র দিবে তোর মুখে চিপিয়া।
মুখ ধরি কান্দুবু রাজা বেলায় ছত্রহর বসিয়া।
থাকিবার বাসা দিবে হোক ছাগলের খোপায়।
মাঘ মাসে শিতে দিবে বুড়া একখান সঙ্গি ॥
দিনটাএ রোজান করিলে একে কোনা সিদা।
অকারিয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাস্তুকি ॥
বিচিয়া বাস্তাক দিবে পোড়া খাইতে সানা।
তাহাতে হিরা নটি নবন তৈল মানা ॥
তখন মএনামতি সাঁও বর দিল।
দক্‌খিন দুআরি রাজার বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
হাটি হাটি পৃদিপ নিবিবাব লাগিল ॥
জমুনার ঘাট সেও বন্দি হইল।
চৌদ্দখান মধুকর জলেতে ডুবিল ॥
তখন ধর্ম্মরাজা নজরে দেখিল।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার লাগিল ॥
রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
নিত্যে দিনে আমার পুরি থাকে জ রয়া।
আজি ক্যানো দক্‌খন দুআরি গেইল ভাঙ্গিয়া ॥
খেতু বলে শুন দাদা রাজ্যের ইশ্বর।
মাকে অপমান করিলেন দরবারের উপর ॥
তার পটকিনা স্তাখ ঘাড়কের ভিতর ॥
তখন ধর্ম্মরাজা একথা শুনিল।
এক জোড়া খিরাল ধুতি গলার মধ্যে দিয়া।
মাএর রাঙ্গাচুলে পৈল ভজিয়া ॥

গুরু বাপ—এই পুত্র জন্ম দিলেন হিরিদের মাঝারে।
বেটা হএয়া কলঙ্ক দিলে মাএর বরাবরে॥
মাক বলে ভোমা বুড়ি বাপক বলে শালা। ১২৫
দুষ্ট পুত্রের কার্য্য নাই আটকুড়াক আপন ভালা॥
আর একনা ছাও গুরু বাপ নগেরে দোসর।
একে বারে দুষ্ট পুত্র পেটাই রসাত্তল॥
তখন ডাহিনি মএনা পুত্রকে বধ করিবার চাইল।
শিব গোরকনাথ মএনাক বুঝাইতে নাগিল॥ ১৩০
এলায় জদি তোমার পুত্র ফেলাইস-মারিয়া।
তোর সামির জল পিণ্ড মা কে দিবে বাড়েয়া॥
জুআয় না বেটি পুত্রক বধিবার।
থাক থাক এ দুস্ক পাঁঞ্জারের ভিতর॥
এ দুস্ক হবে তোমার ছাইলার বৈদেশ সহর॥ ১৩৫
প্রথম দুস্ক হবে রাজার জঙ্গল বাড়ির মাজে।
তার পরে দুস্ক হবে তপত বালার মাজে॥
তার পরে দুস্ক হবে কলিঙ্কা বন্দরে।
বান্দা থুইয়া পালাবে সিদ্দা হাড়ি হিরা নটির ঘরে॥
সেই হিরার পরতি হবে আগুন পাটের সাড়ি। ১৪০
পাপের বিছানা ফেলবে রাজা পাপের গনবে কড়ি॥

অপরাধ খমা কর সরলা চণ্ডি বাই।
তোমার বেটা গোপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই॥
সাঁও দিলে সাঁও পাই বর দিলে তরি।
তোমার সঙ্গে আমি বাদ নাহি করি॥
মএনা কএছে হায়ে বেটা রাজ দুলালিয়া।
জে বাক্য বাহির হইছে আমার জিব্‌বার আগালে
অবশে সে একবার বান্দা রহিবু হিরা নটির ঘরে॥

সেই যে নটির কড়ি জয়মালা গনিয়া চায়।
তার মধ্যে জদি হিরা নটি একটি কানা পায়।
সাত বার কানা কড়ি রাজার চক্‌খে ঘসায় ॥
দিনান্তরে জাএয়া দিবে একখানি সিদা। ১৪৫
অকারিয়া চাউল দিবে বিচিয়া বাস্তকি ॥
বিচিয়া বাস্তকি দিবে পুড়িয়া খাইতে সানা।
তাহাতে দিবে হিরা নটি নবন তৈল্ল মানা ॥
থাকিবার শয়ন দিবে ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দিবে বুড়া একখান চটি ॥ ১৫০
ছাগলের লগ্‌গি গাও হবে রাজার হরিদ্রা বরন।
কোদালচেচি মএলা পড়বে শরিলের উপর ॥
ঝেচু পাখি বাসা করবে মস্তকের উপর ॥
নয়া সিকিয়া বান্ধুআ দিবে পিতলের নাগ্‌রি।
বার বছর জল উবি ভাত খাবে হিরা নটির বাড়ি ॥ ১৫৫
বার ভার গঙ্গার জল জোগাবে আনিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম নিবে হিরা নটি চরনে নাগায়া।
রাজার বুক্‌খে গাও ধুইবে দোমেয়া দোমেয়া ॥
পাঞ্জারের খাটি রাজার ফ্যালাইবে ভাঙ্গিয়া ॥ ১৬০
বার ভার জলের মধ্যে জদি হিরা নটি এক ভার কমি পাবে।
সাত মদ্দক নাগি দিয়া সাত বার কিলাবে ॥
জ্যান কালে শিব গোরকনাথ রভিশাপ দিল।
জোড় বাঙ্গালার নাট মন্দির হালিয়া পড়িল ॥
রাজস্‌স শরিল রাজার কেষ্ট বন্ন হৈল। ১৬৫
কৈলাসক নাগি শিব গোরকনাথ গমন করিল ॥
রভিশাপ দিয়া শিব গোরকনাথ কৈলাসে চলিয়া জান ॥
ওদিনে ডাকিনি মএনা গ্যাল ফেরুসাক নাগিয়া।
ফের দিনে বুড়ি মএনা আসিল সাজিয়া ॥

জখন ধর্ম্মিরাজ জননিক দেখিল। ১৭০
হরিধ্বনি দিয়া রাজা কাচারি বরখাস্ত করিল ॥
ধবল বস্ত্র নিল রাজা গলাতে পণ্টাইয়া।
রাঙ্গুকুলে মার চরনে পড়িল ভজিয়া ॥
ডাইন হাতের আসা মএনা বাম হস্তে নিয়া।
ছাইলাক আশিব্বার ত্থার মস্তক ধরিয়া ॥ ১৭৫
জিও মোর আড়ির পুত্র ধর্ম্মে দিলাম বর।
জত সাগরের বালা এত আয়ুব্বল ॥
আমি ত্থাখন মোরে পুত্র গেছিস সন্ন্যাস হৈয়া।
এখন আছ জাত্নধন পাটত বসিয়া ॥
দিনে আসে সাতবার জম আইতে নওবার। ১৮০
চিলার নাকান ভোঁরি ছান্দে তোমাক ধরিবার ॥*
সন্ন্যাস হও সোনার জাদু ভালাই চিন্তিয়া।
মৈলে জ্যান তোর সোনার তনু না ফ্যালাওঁ টানিয়া ॥
শকুন শৃগালে খাবে মুণ্ডে পাড়া দিয়া ॥

* এক পাঠে পাই—

চিলার নাকান ভমক ছাড়ে তোক ধরিবার ॥

এবং তাহার পর—

বুড়া মএনার বাদে না পারে নিবার ॥
বধু নৈয়া শুইয়া থাক লাটমন্দির ঘরে।
সিতানে পৈতানে জম চুলাচুলি করে ॥
দিনখান পুরি গেইলে তোক জমে নৈয়া যাবে ॥
তুই হইসু মোর হালের বলদ মুই তোর সিঙ্গের দড়ি।
কয় কাল জাগিয়া থাকিম তোর শিয়রের পহরি ॥
কত দিন মিয়া বেড়াইম তোক লুকিয়া ঘুঁসিয়া।
কোন্ বা দিন জম নিগায় তোক ঘাটাএ ডাকু দিয়া ॥
জে দিন তাড়ুয়া জম তোক বান্ধি নৈয়া জাবে।
মাএর কান্দনে কি তোক জমে ছাড়ি জাবে ॥

সত্য গ্যাল দোআপরি ভৃতিআ গ্যাল হেলে। ১৮৫
কলিকাল দিল ভাখা বৈরাগ হ সকালে ॥
কলিকাল মন্দ কাল কলঙ্কি অবতার।
শিস্স তুলি দিবে গুরুর রজে তার ॥
নাংটি পিন্ধা হবে গুরু ধুতি পিন্ধা শিস।
নাজে প্রনাম না করিবে দেখে চতুরদিশ ॥ ১৯০
ক্যামনে পাইবে ছাইলা পথের উদিশ ॥
কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও।
জুআন বেটায় না পোসে বৃদ্ধ বাপ মাও ॥
অকুগুল নারি হএয়া পুরুস বাছিবে।
বয়সের কুহাতে ছাইলা পিতাক ঢ্যাকাইবে ॥ ১৯৫
আর জম্মে সোনার চান্দ যোজকের ঘোড়া হবে ॥
বৈরাগ আইল পুত্র মনে না ন্যাও দুখ।
শুদ্ধ হবে দেহা খানি পবিত্র হবে মুখ ॥ *

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

সত্য গেল দোয়া পইল তিরতিয়া হইলে।
কলি যুগ পড়ে বেটা বিবাহ সকালে ॥
কলি কাল মন্দ কাল পইল আসিয়া।
পরার ধন পরে খায় একেলা বসিয়া ॥
রাজা হইয়ে না করে রাজ্যর বিচার।
পুত্র হইয়ে না করে পিতার উদ্ধার ॥
স্ত্রী হইয়ে না করে স্বামীর ভক্তি।
সাধু হইয়ে না করে গুরুর আরতি ॥
চারিটা ভাও তার গেল অধগতি ॥
গুরু না ভজিলে ভাও সগালে না খায়।
অমাবিষ্ণু দেহা হইলে কাগা ছাড়ি যায় ॥
আগুনে পড়িলে ভাও হয় ছাড়খার।
জলত ভাসেয়া দিলে মৎসর আহার ॥

কৈয়া ভাওছোঁ গোপিনাথ তোর শ্বরিরটার ভেদ ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥ ২০০
সাত নাই পাচ নাই আড়ির কেহ নাই ।
পুরির মধ্যে জল দিবে এআর লৈক্খ নাই ॥
সাত নাই পাচ নাই মোর একেলাএ কানাই ।
এই বাদে সোনার জাদু তোক সন্ন্যাসে পাঠাই ॥
ছাড় বেটা এলা মেলা ছাড় উত্তম ভোজ । ২০৫
রাজ্যের মায়া তেজিয়া চল গুরুর সাত ॥
গুরু ছাচা পিণ্ডি কাচা সংসারে কয় ।
গুরু না ভজিলে দেহ শৃগালে না খায় ॥
অপমৃত্যু দেহ হৈলে কাগে ছাড়ি জায় ॥
ভারে ভারে পাঞ্জি চাইলাম এই পাটের উপর । ২১০
হেন্দুস্থানি পড়ি বুঝোঁ ভাগবত পুরান ।
মোছলমানে পড়েছিলাম কিতাব কোরান ॥
জোগি ধর্ম্মে পড়িয়া বুঝিলাম এই জোগ ধ্যান ॥
বেদ বিধি পড়িয়া শাস্ত্রের না পাওঁ ঠাঞি ।
বিনে সন্ন্যাস না হইলে তোর ভাণ্ডর নিস্তার নাই । ২১৫
কৈয়া ভাওছোঁ গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥
আমি জ্যানে জিয়ে থাকি তুমি জ্যানে মর ।
এমন গুরু ভজ জ্যান চারি জুগে তর ॥
এই সমএ জাতুরে নিরলে বান্দ আলি । ২২০
শিস্যে ভাজন হৈলে গুরুই না খায় গালি ॥
রাজা বলে শোন মা জননি লক্খি রাই ।
সন্ন্যাস জাবার বলমা সন্ন্যাস হৈয়া জাই ॥

মৃত্তিকায় গাড়িলে ভাণ্ড পোকার আহার ।
কোন দিয়া না দেখোঁ তোর ভাণ্ডের নিস্তার ॥

পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ।
রতুনা পতুনা রানিক সঙ্গে নিবার চাওঁ ॥ ২২৫
রতুনা পতুনা রানির ঘরকে দেখি বট বৃক্খের ছায়া।
ছাড়ি জাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া ॥
নালুয়া পতনি কঞ্চা হালুয়া পড়ে বাএ।
সোল বৎসর হৈল বিবাও হলিদ্রা আছে গাএ ॥
বিভার হলিদ্রা আছে বিভার রাম ডালি। ২৩০
এমন নারির রূপ আমি কবে নাই দেখি।
কোন পরানে মহারাজা আমি হব ভিক্খাধারি ॥ *
বধুর কথা শুনি মএনার গাওতে আইল জর।
কোকেআ কোকেআ সান্দাইল ঝাট মন্দির ঘর ॥
মএনা বলে রাজ পুত্র নিবুদ্ধি জাবে কাল। ২৩৫
বুঝিয়া না বোঝ কথা এই বড় জঞ্জাল ॥
বধুর কথা কলু জাদু তোর মাএর কথা শোন।
এ সব কথা তুলিলে পাঞ্জারে বিন্ধে ঘুন ॥
বধু বধু বল বেটা বধু আপ্ত নয়।
কলিজা কাড়িয়া দিলে স্ত্রী আপনার নয় ॥ ২৪০
হাকিম নয় আপনার কোটোআল নয় রিশ।
ঘরে স্ত্রী তোর আপনার নয় জার চঞ্চল চিত ॥
লায়কের বুদ্ধি কম নারির কমরে শিকাই নাই।
নারির বুদ্ধিত ভুলিয়া থাক তুইত মাগের ভাই ॥
খোআইতে দোআইতে পার সেই ঘড়ি তোমার। ২৪৫
চক্খের আড় হৈয়ে দ্যাখ তোর ঐ বধুর থাকার।
নাকসিরিয়া রঙ্গের বাঘ তোক নইলে ঘিরিয়া।
খাইলে কলাগাছের মধু বগ্‌তুলে চুসিয়া ॥

পাঠান্তর—

একফনা বধুকে দেখি বটবৃক্খের ছায়া।
ছাড়িয়া জাইতে রঙ্গের জরু বড়ই নাগে দয়া ॥

সরু সরু কথা বধু তোর কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরান কাড়ি লয়॥ ২৫০
কএয়া দেওছোঁ গুপিনাথ তোক আটরূপের বানি।
মাএর মত ধন নাই দুল্লভ পরানি॥
জে দিন ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি লএয়া জাবে।
অতুনা রানির কান্দনে কি জমে ছাড়ি জাবে॥
আশপর্শি কান্দে তোর জদি গুন থাকে। ২৫৫
কুকিধন্নি মাও কান্দে জাবত প্রান বাচে॥
মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বইনে মোছে ঘাম।
ঘরের ভারজা কান্দে জাবত ব্যারায় কাম॥ *
ভাল মানুসের ছাইলা হৈলে রবে দিনা চারি।
দিনা চারি রবে বধু রবে মাসা ছয়। ২৬০
জপ্তে রাড়ির বেটা তোর কড়ি করে বয়॥
তোরে কড়ি নএয়া হাট বেসেবার জাবে।
আগা হাটে জাএয়া একটা ডাঙ্গর গুআ নবে॥
আপনার কোচের গুআ খাইবে বিলাবে।
পর পুরুষের কোচার গুআ কাড়ি নইয়া খাবে॥ ২৬৫
এছিলা গাবুরাক দেখি খসম পাকড়িবে॥
তারে সঙ্গে হাসিবে তারে সঙ্গে খেলিবে তারি খাইবে বাটার পান।
সেইটা হইবে তোর সিসের সিন্দুর মরার নাই তোর নাম॥
একেনা নারির কথা শুনলু মাএর ঠাঞি। ২৭০
এত ভাবিয়া বৈরাগ হও রাজা গোবিন্দাই॥
হাট করে হাটুআ জ্যামন পথের পরিচয়।
হাট ভাঙ্গিয়া গ্যালে কারো কেউ নয়॥

পাঠান্তর—

মাএর কান্দন ওলা ঝোলা বোনের কান্দন সার।
কোলার স্ত্রি তোর মিছায় কান্দে দেশের ব্যাবহার॥

বগ্‌ভুলে চুসিলে কলা ডাঙ্গর নয়।
ভাঙ্গা ঘরে ঢোকা দিলে অবশে চার দিন রয় ॥
ছাড়েক জাদু এলা মেলা ছাড়েক উত্তম ভোগ।
বধুর মায়া তেজ্জা কৈরে সাধিয়া রাখ জোগ ॥ ২৭৫
এখন ডাহিনি মএনা একথা বলিল।
করদস্ত হএয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥
রাজা বলে শুন মা জননি লক্ষি রাই।
এত জদি জান মাত্তা জরু প্রানের বৈরি।
তবে ক্যান বিবাহ দিলেন এক শত সুন্দরি ॥ * ২৮৯
এক শত রানিকে মা মোর গলাএ বান্ধ দিয়া।
এখন নিয়া জাইতে বল সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাসি না হইতে পারি। ২৮৫
আমি সন্ন্যাস গ্যালে তোমার বধু হবে আড়ি ॥
জন্মে জন্মে খাইবেন মা বধুর মুখের গালি ॥
খাইতে দিবে বধু সকল খাবে দুদ্দ ভাত।
নাম করিয়া পাত ফেলিবে তোর বুড়া মাএর মাথাত ॥
মএনা কএছে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া। ২৯০
খাওঁনা নে বধুর গালি তার নাই দায়।
মাএ পুতে হৈলে বৈরাগ জমের দায় এড়ায় ॥
মএনা বোলে ওরে ছাইলা এলাও আছে বধুর কথা তোর মনের মাঙ্গারে।
কেমন কৈরে সন্ন্যাস জাবু বৈদেশ সহরে ॥

এক পাঠে 'রতনা সুন্দরি' পাওয়া যায় এবং তাহার পর—

বতনা পতনা কন্যা বোবে গলাএ গাথিয়া।
নিত্তাই কও আড়ির বেটা জাএক সন্ন্যাস হৈয়া ॥

পাঠান্তর 'বৈরাগি' এবং পরবর্ত্তী পংক্তি—

আমি বৈরাগি হৈলে তোমার বধু আড়ি।

সাত জাতি নারির কথা শোনেক মাএর ঠাঞি। ২৯৫
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হএক নিব্বুদ্ধি কেনাই ॥
বাগিনি বধুর কথা শোনেক মাএর ঠাঞি।
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস জা নিব্বুদ্ধি কেনাই ॥
বাগের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে।
মাএর নাকা রন্ন পর্শে ব্রম্মার নাকা চোসে ॥ ৩০০
কদুমনি বধু কদমের তলে বাসা।
কখন খায় ঘ্রতরন্ন কখন উপদশা ॥*
সাঙ্কিনি নারি সাঙ্কাএ উলমতি।
দন ঝকড়ায় না ছাড়ে সাঙ্কার ভগতি ॥
সামির পাতে রন্ন দিয়া জায় সাঙ্কা মাজিবার। ৩০৫
সাঙ্কা মাজিয়া বধু হস্তের দিকে চায়।
কোন দিকে ভাল পুরুস পন্ত বৈয়া জায় ॥
হাতের হিঞালি দিয়া বধু ভ্রমরা ভুলায় ॥
আপনার সামিক দ্যাখে নিম জ্যান তিতা।
পরার পুরুস দ্যাখে জ্যান সংসারের মিতা ॥ ৩১০
এই কিনা নারি জার ঘরে থাকে।
আগ দুআর দিয়া আনে ধন পাছ দুআর দিয়া জায় ॥

* এক পাঠে এই দুই ছত্রের পর পাই—
আপনার সোআমিক গ্যাখে নিম হ্যান তিতা।
পর পুরুসক দেখি হাসি বোলে কথা ॥
কাখে কোলে নাই বেটির জলমের বাঞ্ঝা।
পরার ছাইলাক দেখি খশে বোলে কথা ॥
সতি নারির পতি বেটা দেউলের চুড়া।
অসতির পতি জ্যামন ভাঙ্গা নাএর গুড়া ॥
ভাঙ্গা নাএর গুড়া জ্যামন জলে খসি পড়ে।
অসতির পতি পন্থে পড়ি মরে ॥
কএয়া দিলু গোপিনাথ তোর শরিরটার ভেদ।
আত্তমা পরিচয় দিয়া চল গুরুর সাত ॥

আর একনা নারির কথা শোনেক মাএর ঠাই ।
ইহা ভাবিয়া সন্ন্যাস জা বঙ্গের গোসাই ॥
হস্তিনি বধু ক্যাড়ু হস্ত খানি মাঞ্জা । ৩১৫
কাখে কোলে নাই ছাইলা ভায় জলমের বাঞ্জা ॥
রসন্তুষ্টি নারি জাড়ু রসন্তোসে গেল মন ॥
সামির পাতে রন্ন ছ্যায় কুর কুর করিয়া ।
খাইয়া প্যাট ভরে না মরদ জায় ত উঠিয়া ॥
আপনি বধু ভাত খ্যায় উড়ুন নোটাই চায়া । ৩২০
নদির দোরোজের নাকান আনেত ভাজিয়া ॥
বড় পিড়ায় বৈসে বধু জাম্নুয়া পাড়িয়া ।
এক দুপুর ভাত খায় গতকুরা পাড়িয়া ॥
খাইতে খাইতে ভাত বধু না পারে খাইবার ॥
এক নোটা জল বধু আনেন তুলিয়া । ৩২৫
নপকখানেক জল দিলে রন্নক ছাড়িয়া ॥
সেই কোনা বধু বেটা বুদ্ধির নাগর ।
সোল কাহন বুদ্ধি আছে শরিলের ভিতর ॥
নিন্দের ছাইলাক তুলে বধু তিক্কোনে চিমটাইয়া ।
বাপ মাও বলিয়া ছাইলা উঠিল কান্দিয়া ॥ ৩৩০
ঘরত থাকি মিছাই বধু পঞ্চম রাও ছাড়ে ।
এ বাড়িত ভাত না খাওঁ কম্বক্তির কপালে ॥
মুপ্ মুপ্ করি ভাত খায় মরদ গ্যাল উঠিয়া ।
ছাইলাক না নিগান কোলাতে করিয়া ॥
দিম্মনি ভাত নিলাম আসাধন করিয়া । ৩৩৫
নিন্দের ছাইলা দিলে আমার অন্নত মুতিয়া ॥
না খাই আমি ভাত আমি দেইত ফ্যালেয়া ॥
এই আলে ভাত ফ্যালাইল সামির আগে দিয়া ।
জোলা মরদ ভাবে তিনি মাথায় হস্ত দিয়া ॥
ছাইলার জন্ম আমার বস্তুস জাইছে শুকিয়া ॥ ৩৪০

ওরে জাদু ধন এইকিনা নারি জার ঘরে থাকে।
সোনার বাউঙ্কে কামাই করে রয়ে না আটে ॥
আরো একনা নারির কথা শোনেক মন দিয়া।
ইহাক ভাবিয়া সন্ন্যাস হও বৈদেশ নাগিয়া ॥
চিন্তিনি নারির জাদু চিন্তাজুত মতি। ৩৪৫
দন ঝকড়ায় না ছাড়ে সামির ভকতি ॥
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে সামিকে ছিনায়।
ঘরে আছে পাচ কাপড়া সোআমিক পরায় ॥
আগ্‌গল কলসের অন্ন সোআমিক ভুঞ্জায় ॥
খাএয়া নএয়া প্রানপতি জে ছাড়ে পাতে। ৩৫০
শ্যাষ কালে চিন্তিনি নারি বাটিয়া খায় তাকে ॥
সন্ধ্যা কালে চিন্তিনি নারি দ্যায় তৈলের পঞ্চ বাতি।
রতিতের সেবা জানে গুরুর ভকতি ॥
এইকিনা নারি জার গৃহে থাকে।
থাক পরে লবি* তারে লক্‌খি ডাকিয়া পুছে ॥ ৩৫৫
যে বাড়ির গিত্তানি হৈয়া সন্দায় বানে বাড়া।
বাশের তলে কান্দে লক্‌খি না জায় হাবাতিপাড়া ॥
জখন ডাহিনি মএনা বধুর প্রবোধ দিল।
করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে নাগিল ॥
রাজা বল'তেছে—শুন মা জননি লক্‌খি রাই। ৩৬০
সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাসি হৈয়া জাই ॥
পুত্র হৈয়া একটা কথা মা তোমায় আগে কই।
ইহাতে যদি গালি পাড় পিতার দোহাই ॥
চারি চকরি পুকুর খানি মা মধ্যে ঝলমল।
কোন বিরিখের বোটা আমি মা কোন বিরিখের ফল।† ৩৬৫

* পাঠান্তর—'পারিলবি তাকে।'

† পাঠান্তর—

চক্‌চকা পুকর থানি মধ্যে ঝলমল!
কোন্ বিরিকের বোটা আমরা কোন বিরিকের ফল ॥

কেবা আন্ধি কেবা বাড়ি মা কেবা বসিয়া খাই।
কারে লইয়া শুইয়া থাকি মা কেবা নিদ্রা জাই॥
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।*
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিন্দুড় কোন খানি॥
কোনঠে রইল গয়া গঙ্গা কোনঠে বানারসি। ৩৭০
কোনঠে রইল জপতপ আমার কোনখানে তুলসি॥
কোনঠে রইল বড়সি মা কোনঠে রইল সুতা।
কোনঠে রইল বড়সির ছিপ কোন খানি ফুলতা॥†
তৃসা নাগালে মা তৃসা আইসে কথা হানে।
তৃসার জল ফুটিক মা খায় কোন জনে॥ ৩৭৫
বাও নাই বাতাস নাই মা পাত্তা ক্যান নড়ে।
দুই বিরিখের একটি ফল কোন বিরিখে ধরে॥
জখনে আছিলাম মা জননির উদ্দরে।
কোন দিগে সিতান মা কোন দিগে পৈতান।
জননির উদ্দরে থাকি জপছি কোন নাম॥ ৩৮০
ওগো মা জননি! এই সব গেয়ান জদি আমি রাজা পাই।
মস্তক মুড়িয়া সন্ন্যাস হৈয়া জাই॥
জখন ধর্ম্মি রাজা জননিক এ কথা বলিল।
করুনা করি বুড়ি ময়না কান্দিতে নাগিল॥
এতেক জদি গেয়ান ছিল তোর শরিলের মাঝারে। ৩৮৫
তবে ক্যান কলঙ্ক দিলি মাএর বরাবরে॥

* পাঠান্তর।—'জমিন' স্থলে 'পাতাল'

† পাঠান্তর—

কোন কোনা বসসির ছিপ কোন কোনা সুতা।
কোন কোনা মোর বসসির পোট্ট কোন কোনা ফুলহা॥

কথা কলি ওরে জাদু কত বড়ি দায়।
ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কোড়াকের নয় ॥*
কলু কলু কথা জাদু কথার কলু মাঙ্গা।
আগে চড়ে হস্তির মাহুত পিছে চড়ে রাজা ॥ ৩৯০
তেমনি এ ডাগিনি মএনা এই নাওঁ পাড়াব।
এই কথার রর্থ দিয়া সন্ন্যাস করাব ॥
ওরে জাদু ধন চার চকরি পুকুর খানি মধ্যে ঝলমল ॥
মন বিরিখের বোটা তুই তন্ বিরিখের ফল ॥†
গাছের নাম মনুহর ফলের নাম রসিয়া। ৩৯৫
গাছের ফল গাছে থাকে বোটা পড়ে খসিয়া ॥
কাটিলে বাচে গাছ না কাটিলে মরে।
তুই বিরিখের একটি ফল জননি সে ধরে ॥
হিন্দি গয়া হিন্দি গঙ্গা হিন্দি বানারসি।
মুখে হলো তোর জপ তপ মস্তকে তুলসি ॥ ৪০০
মনে আন্দ তনে বাড় আত্মমায় বসি খাও।
জিতা লয়ে শুয়ে থাকি মহতি নিদ্রা জাও ॥‡
আকাশ নড়ে জমিন নড়ে নড়ে পবন পানি।§
সপ্ত হাজার আনল নড়ে নিনড় কপাল খানি ॥
বিনা বাতাসে জাদু চক্‌খের পাতা নড়ে। ৪০৫
তুই বিরিখের একটি ফল তোর মাএর প্রানে ধরে ॥

* পাঠান্তর—
রাখিয়া কহিলে কথা লৈকৃখ টাকা হয়।
ভাঙ্গিয়া কহিলে কথা কড়াকের নয় ॥

† পাঠান্তর-
শোন বিরিখেব বোটা জাদু তুই মোর বিরিখের ফল

‡ পাঠান্তর :—
মনে আন্দে তনে পর্শে আত্মায় বসি থায়।
জিতারূপে শুইয়া থাক মোহতে নিদ্রা জায় ॥

§ পাঠান্তর—'জমিন' স্থলে 'পাতাল'।

জখন আছলু জাদু জননির উদ্দরে।
উত্তরে সিতান জাদু তোর দক্‌খিনে পৈতান।
জননির উদ্দরে পাইকা জপছ নিজ নাম॥
তৃসা নাগিলে জল আসে শূন্য হইতে। ৪১০
তৃসা নাগিলে জল তোর পায় হুতাশনে॥
মিরডারা তোর বস্‌সির ছিপ পবন হইল তোর সুতা।
মুল কণ্ঠ তোর বস্‌সির পোট দুই রাঙ্গি ফুলতা॥
জে দিন ফুলতা তোর জলে ডুবিবে।
জননি মাএর প্রান অনাথ হইবে॥ ৪১৫
নিশ্চয় জান ভাড়ুয়া জম তোক বান্দি লএয়া জাবে।
মাএর কান্দনে কি তোক জমে ছাড়ি জাবে॥
জখানে ডাকিনি মএনা একথা বলিল।
করদস্ত হৈয়া রাজা বলিতে নাগিল॥
ডাইনে বায় রাজার ডারে খাড়া হৈল। ৪২০
মধুর বচনে কথা বলিতে নাগিল॥*

একটা পাঠে অতিরিক্ত :—

বাজা বলে শুন মা জননি শকতি রাহ।
আবও একনা কথা বলো সোনা মাএর ঠাঁই॥
কিছু জান দাপাডিক হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
শিব মুড়িয়া দাখি বাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর॥
মএনা কহেছে তাবে বেটা বাজ তুলানিয়া।
নিধুয়া পাতাবে নাও পানুড়ি টানেয়া॥
কত নাগে হাড়ির গিয়ান তোর মাও দায় দ্যাখেয়া॥
এ বর হইতে মএনামতি ধবর চলিয়া জায়।
ঠাব দিয়া কথা হাড়ির আগে কয়॥
জখন হাড়ি সিদ্ধা এ কথা শুনিল।
হাড়ি বোলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
তবুনিয়া হাড়ি সিদ্ধা এ নাম পাড়াব।
আগে ছাটলাক জান খ্যাপেয়া পিছে গাজা খাব॥

ম্না আজকার মনে জাইছি আমি ঠাকুর বাড়ি নাগিয়া।
কাল প্রাতে সন্ন্যাস হব বঙ্গের বিনোদিয়া ॥
জখন রাজা সন্ন্যাসে জবদিল।
ফেরুসাক নাগি বুড়ি মএনা গমন করিল ॥ ৪২৫
আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলা কাড়ে রাও।
শেত কাকা বলে রাত্রি প্রভাও প্রভাও ॥
সয্যা হোতে ডাকিনি মএনা ঝাড়িয়া তোলে গাও ॥

সাজ সাজ বলিয়া হাড়ি সাজিবার নাগিল।
আলগৈড় মালগেড় তিনটা গৈড় দিল ॥
মন রাশি ধুলা সরিলে মাখিল।
আসি মন পাটা নইলে সিকাই করিয়া।
চৌরাসি মন নোহার টোপ মস্তকে করিয়া ॥
তেরাসি মন নোহার আসা নইলে হস্তে করিয়া।
বেরাসি মন নোহার খড়ম চরনে নাগেয়া।
সাজোঁ সাজোঁ বলি হাড়ি ব্যারাছে সাজিয়া ॥
ওতো হাড়ির নামে নামেতো হালই।
জল পান করিতে নইলে বাইশ মন কলাই ॥
হাত ম্যালে হাড়ি সিদ্দা হস্ত গ্যালো আকাশ।
পা ম্যালে হাড়ি সিদ্দা পা গ্যালো পাতাল ॥
গাএর রোয়া বাড়েয়া দিলে নাড়িয়া তালের গাছ
মাতার মটুক বাড়ে দিলে শ্রি কবিলাস ॥
জবতে হাড়ি সিদ্দা নড়ে আর চড়ে।
তবতে বসমাতা কোড়ত কোড়ত করে ॥
উঠিল হাড়ি গাও মোড়া দিয়া।
সরগে নাগিল মস্তক ছটুস করিয়া ॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
কি জ্ঞান স্থাথাইম এখন রাজার বরাবর ॥
আপনার সাজনি হাড়ি সাজিবার নাগিল।
ঝাড়ু দ্যাওয়া ঝাটা নিলে বগলে করিয়া।
চুটা এখান কোদাল নইলে কান্দে করিয়া ॥

তখন বুড়ি মএনা কেরুসা চলিয়া গ্যাল ।
রত্নুনা পত্নুনা রানি রাজার দরবার গ্যাল ॥ ৪৩০
রত্নুনা বোলে শোনো দিদি পত্নুনা নায়র দিদি ।
আর গৃহে না রয় আমার সোয়ামি নিজপতি ॥
কি বুদ্ধি কর দিদি কিবা চরিত্তর ॥
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই মোর শরিলের ভিতর ॥

সামটা ক্যালা ডালি নকলে কাকেতে করিয়া ।
ছড় দাওয়া নান্দিয়া মস্তকে করিয়া ।
কলিঙ্কার বন্দরক লাগিয়া চলিল হাটিয়া ।
এক এক পা ফ্যালে হাড়ি আলে আর পাশে ।
আর এক পা ফ্যালে বেআল্লিশ ক্রোশে ॥
জেইখানে পড়ে হাড়ির পদের ভার ।
সেইখানে হয় একটা সরলা পুকুর ॥
ফিরে চলিছে হাড়ি কৈরাছে গমন ।
কলিঙ্কার বন্দরে যাইয়া দিলে দরশন ॥
সোয়া ক্রোশ অন্তরে হাড়ি রাইল বসিয়া ।
প্রথমে চক্কার ছাড়ে ঝাড়ু বলিয়া ।
আপনে ঝাড়ু ব্যাড়ায় হাটখোলা সামটিয়া ॥
তারপরে মারিলে চক্কার ডালি বলিয়া ।
আপনে ব্যাড়ায় ডালি সামটা ফ্যালেয়া ॥
তার পরে মারিলে চক্কার কোদাল বলিয়া ।
আপনে কোদাল ব্যাড়ায় হাটখোলা চোচয়া ।
তার পরে মারিলে চক্কার নান্দিয়া বলিয়া ।
আপনে নান্দিয়া ব্যাড়ায় ছান ছিটিয়া ॥
হাতে না ঠেলিলে হাড়ি পাএ না ঠেলিলে ।
মুখের জবানে হাড়ি চারি কম্ম কুলাইলে ॥
একটা গাঞ্জার ডাল হস্তে করিয়া ।
পাগলা হস্তির মত চলিল হাটিয়া ॥
ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন ।
মএনার মহলে যাএয়া দিল দরশন ॥

তুই বইনে দুকনা পানের খিলি নিল হস্তে করিয়া । ৪৩৫
রাজার পালঙ্ক নাগি জাএছে চলিয়া ॥
আমাকে বিবাহ কল্লেন পুস্প শাখা দিয়া ।
আমার হস্তের পান এক দিন না খাইলেন বসিয়া ॥
জননির বাক্যতে জান উদাসিন হৈয়া ॥

হাড়ি বলে দিদি কার প্রানে চাও ।
তোর ছাইলাক জান দ্যাখেয়া বড় পান্থ দুখ ।
আমল পত্তা দিয়া সিতল কর মোর বুক ॥
মএনা বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও ।
জা জা হাড়ি ভাই ছিনানক নাগিয়া ।
রসাই ঘর ন্যাও মুই পরিস্কার করিয়া ॥
জখন হাড়ি সংবাদ শুনিল ।
দরিয়াক নাগি হাড়ি গমন করিল ॥
দরিয়ার কুলে জাএয়া দরশন দিল ।
দরিয়া দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল ॥
বার গাঠি ধড়ির মাথা দরিয়াএ ছাড়ি দিল ।
সমুদ্রের জল ধরি চুসিয়া ফ্যালাইল ॥
সাউদ সদাগর কান্দে ঘাটে নৌকা থুইয়া ।
সদাগর কান্দে মস্তকে হস্ত দিয়া ॥
এই বার গঙ্গা মা উদ্ধার কর মাতা ।
বাড়ি জাবার কালিন দিম তোক লৈক্ষ গণ্ডা পাটা ॥
মাছ মগর কান্দে ডাঙ্গাএ পড়িয়া ।
শিশু ঘড়িআল ব্যাড়াএ লপ্ লপ্ করিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল ।
এগুলার অভিশাব নাগে মস্তকের উপর ॥
সদাগরের কান্দনে হাড়ির হৈল দয়া ।
বার গাঠি ধড়ির মাথা ফ্যালাইল চিপিয়া ॥
সমুদ্রে না ধরে জল জায় উপরিয়া ।
সাউদ সদাগর উঠিল হরি ধ্বনি দিয়া ।
হরি বোল বলিয়া হাড়ি ছিনানত নাম্বিয়া ॥

তুমি জদি জান রাজা রুদাসিনি হৈয়া। ৪৪০
আমি জাব তোমার পাছে বৈরাগিনি হৈয়া ॥
শব্দ শুনছি তোমার জননি গিয়ানে ডাঙ্গর।
একটা পরিকৃখা দ্যাও প্রভু দরবারের উপর ॥
তাহাকে দেখি আমরা দুনয়ন ভরিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া জাও তোরা রুদাসিনি হৈয়া ॥ ৪৪৫

ছিনান করিয়া হাড়ির অঙ্গে হইল জ্যতি।
শ্যালাইলে ভিজা বস্ত্র পরলে শুকনা ধুতি ॥
ওখানে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
রাজার দরবারে জাইয়া দিল দরশন ॥
রাজার নারিকেলের তলে জোগ আসন করিল।
ঝুপার ঝুপার নারিকেল প্রনাম জানাইল ॥
বাম কপ্ত দিয়া নারিকেল পাড়াইলে ছিড়িয়া।
কানি নোক দিয়া নারিকেল তিন ফাড়ি করিয়া।
শাস জল খাইলে বদন ভরিয়া।
জ্যামনকার নারিকেল তেমনি থুইল তুলিয়া ॥
পাটে থাকি ধর্ম্ম রাজা নয়নে দেখিল।
পাট ছাড়ি ধর্ম্ম রাজা গমন করিল।
গুরুদেবের চরন ধরি ভাঙ্গয়া পড়িল ॥
পাও ধরো গুরুধন হাত ধরো তোর।
গোটা চারিক নারিকেল পাড়া জ্ঞান আমাক দয়া কর ॥
এইলা মন্ত্র জদি আমি বাক্যা পাই।
বালাই দাও তোর বাক্যের মাতাত বৈরাগ হৈয়া জাই
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা পাও ছাড়ি দে মোর।
লোকে দেখিলে চর্চ্চিয়া মারিবে তোর ॥
তুই তো হলু পাটে রাজা মুই তো হলু হাড়ি।
পাও ছাড়ি দে রাজার বেটা হাড়ি জাও মুই বাড়ি ॥
ছাড়িতে পার ঘর জদি এড়িবার পার বাড়ি।
কত নাগে এমন গিয়ান হামরা দিতে পারি ॥

জখন রত্না রানি পরিক্খার বুদ্ধি দিল।
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবুধ নাগাল পাইল ॥
রাজায় রানি কয় কথা নাট মন্দির ঘরে।
ধিয়ানেতে দ্যাখলে মএনা ফেরুসা নগরে ॥
ধবল বস্ত্র নিলে মএনা পরিধান করিয়া। ৪৫০
হেমতালের নাঠি নিলে হস্তে করিয়া ॥
নঙ্গ এলাচি গুআমরি জায়ফল জৈষ্ঠ্যমধু মুখের মধ্যে দিয়া।
ফেরুসা হইতে জাএছে মএনা ছেইলার দরবার নাগিয়া ॥
দরবারে জাএয়া মএনা খাড়া হৈল।
রত্না পত্না রানি মএনাক দেখিয়া ভিতর অন্দর গ্যাল ॥ ৪৫৫

কি গিয়ান দেখলু উজানি প্রহরে।
আরও এলায় তোক গিয়ান দ্যাখাওছোঁ তৃতিয়া প্রহরে ॥
ওথানে থাকি হাড়ির হরসিত মন।
মএনার মহলে জাএয়া দিল দরশন ॥
জখন মএনামতি হাড়িক দেখিল।
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল ॥
রসাই ঘর নিলে পরিস্কার করিয়া।
বাপ কালিয়া থাল নইলে আম্বলে মাজ্জিয়া ॥
বার বৎসরিয়া কাঞ্জির অন্ন নইলে দুধে পাখলিয়া।
মন সাইটেক অন্ন দিলে থালাএ পারশিয়া ॥
আইস আইস হাড়ি ভাই অন্ন খাও আসিয়া ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা অন্নের নাম শুনিল।
অস্ত ব্যাস্ত হইয়া অন্নের কাছে গ্যাল ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা অন্ন দেখিল।
টুকুস টুকুস করি হাড়ি মাথা দোমকাইল ॥
হাড়ি বলে হায় দিদি এই তোর ব্যাবার।
বার বৎসরি কাঞ্জি অন্ন নিছিস দুধে পাখলিয়া ॥
এই গিলা অন্ন দিছিস থালাএ পারশিয়া ॥
থাকিল থাকিল এখনা দুকখ শরিলের ভিতর।

এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
জননির তরে কথা রাজা বলিতে লাগিল ॥
সন্ন্যাস জাবার বল মা সন্ন্যাস হৈয়া জাও ।
পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কও ॥
হাট গ্যাছেন বাজার গ্যাছেন কিনিয়া খাইছেন খই । ৭৬০
আমার পিতার মরনের দিন সতি গ্যাছেন কই ॥
আমার পিতার মরনের দিন সতি গ্যালেন হয় ।
সত্য রাজার পুত্র হইয়া নাও পাড়ায় হয় ॥*

তোর বেটার হুকুম দিম কাইল অন্দলের ভিতর ।
রাম রাম বলি হাড়ি অন্নে নিবেদন দিল ।
শ্রীবিষ্ট বলিয়া অন্ন মুখে তুলি দিল ॥
অন্ন খাইতে হাড়ির মনে হইল খুসি ।
একে গাসে খায় হাড়ি তামাম অন্নগুটি ॥
ও অন্ন খাইয়া হাড়ির না ভরিল পেট ।
সাত ডুলি চিড়া খায় কাকাড়া মারিয়া ।
তিন ডুলি পিয়াজি খাইলে হাড়ি লবনে মাখিয়া ॥
কলসি বাইসেক জল দিয়া ফ্যালাইলে গিলিয়া ॥
পাট ছাড়ি ধম্মি রাজা এ দৌড় করাইল ।
গুরুর চরন ধরি ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
রাজা কএছে ওমা জননি শুকখি বাই ।
এইলা গিয়ান মন্তর আমি রাজা পাই ॥
নিচ্চয় করি ধম্মি রাজা আমি সন্ন্যাস হইয়া যাই ॥
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।
ছাড়িবার পার ঘর জদি এড়িবার পার বাড়ি ।
কত নাগে এমন গিয়ান তোর মা দিবার পারি ॥
হাড়ি গিয়ানে রাজা পড়ি গ্যাল ভুলে ।
কালি সন্ন্যাস হব পড়ুল গিয়ানে ॥

* পাঠান্তর :—'সতিপুত্র গোপিনাথ নাও পাড়ায় হয়' এবং ইহার পর :—
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া ।
পুছ করি আইসেক যাইয়া বন্দরিয়া ঘরে ঘর ।
এর সাক্ষি আছে বেটা চান্দ সদাগর ॥

ওরে জাদু ধন,—

তোর পিতাক নিয়া সতি গেছি ব্রম্মার ভিতর। ৪৬৫

ক্যাশ গাছ পোড় নাহি জায় পরিধানের বস্তর ॥

তোমার পিতাক পুড়িয়া কোলায় করছি ছাই

তবু মএনা বসিয়া ছিনু নোহার কলাই ॥

তোমার পিতাক পুড়িয়া আঙ্গার দিছি গায়ের ভাটি।

তবু মএনা বসিয়া ছিনু তিলকচান্দ রাজার বেটি ॥ ৪৭০

তোমার পিতায় কোলায় পুড়ছি আকাশে উঠছে ধুমা।

ব্রম্মার ভিতর বসিয়া ছিনু বুড়ি মএনা জ্যান কাঞ্চা সোনা ॥

সরল চিতে ডাকিনি মএনা পুত্রক শ্রীসংবাদ বলিল।

ক্রোদ্ধ হয়া জননিক কথা বলিতে নাগিল ॥

কায় কয় এগিলা কথা কায় আর পইতায়। ৪৭৫

আগুন হইতে নিকিন মানুস জিয়তে বারায় ॥*

নও মাসিয়া ছাইলা তুমি মোর হিদ্দের ভিতর

তোকে লইয়া সতি গেছু আনলের ভিতর ॥

এখান করি খড়ি দ্যায় চিতাটার উপর।

শুকটা ধরি মারছুঁ তোর আস্তার সকল ॥

সাত দিন নও রাইত মএনা আনলের ভিতর।

পোড়া নাই জায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড় ॥

তোর বাপের দাড়ি পোড়া জায় জ্যামন পাটের খেসুয়া।

পোড়া নাই জায় মাথার ক্যাশ মোর পরিধানের কাপড়া ॥

তোর বাপক পুড়িয়া আঙ্গরা দিলাম ভাটি।

মএনামতি বসি আছোঁ মুই তিলকচন্দ্রের বেটি ॥

পাঠান্তর :—

কোন পুরুসে কয় কথা কে শোনে পৈতায়।

মনুষ্যের ছাইলা চৈয়া নাকি ব্রম্মার ভিতর জায় ॥

সেই কি জননি মাও আবার জিয়তে বাইরায়।

তেমনি গোপিচন্দ্র রাজা এই নাওঁ পাড়াব।

ক্যামন জনানি সতি কন্যা তা নয়নে দেখিব ॥

আরও জদি রবার পার আনলের ভিতর।
শির মুড়িয়া ধর্ম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর॥
মড়্না কএছে হাড়ের বেটা রাজ ভুলাবিয়া।
এক পরিক্খা নাগে কান সাত পরিক্খা নেব। ৪৮০
হাতে হাতে সোনার জাদুক সন্যাসে পাঠাব॥
দ্যাও দ্যাও পরিক্খা বিলম্বের কাজ্য নাই।
পরিক্খা না দিয়া জদি তোর বধুর মহল জাও।
রন্থনা পত্থনা কন্যা তোর ধরমের মাও।
মৈল বাপের হাড় তোর বাও গালে চাবাও॥ ৪৮৫
ধুয়া,—মনের আনল ও জুড়াবে ওরে মনের আনল।
ক্রোদ্ধ হএয়া ধর্ম্মি রাজা ক্রোদ্ধে চলিয়া গ্যাল।
রাজার ভাই খেতুক ডাকিতে নাগিল॥
কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া।
কেশালি ডাঙ্গাতে মিলি জাএয়া পরিক্খা সাধিয়া ৪৯০
আতালি পাতালি চৌকা নামান খুঁড়িয়া।
তিনটা নারিকল দিয়া ন্যাও তেহরা খুটিয়া॥

শ্রীযাস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে আমরা পাই :—

তোরে বলোঁ গোলাম খেতুক বাকা মোর ধর।
মায়ের মহলক লাগিয়া যাও বল চলিয়া।
এই কথা শুনিয়া না থাকিল বৈস্যা॥
এই কথা বল গিয়া ময়নার বরাবর।
তৈল পরিক্ষা দিবার চায় তোমার বরাবর॥
এই কথা শুনিয়া ময়না হাসিতে লাগিল।
তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্র।
বড় বুদ্ধি সিখিয়া দেয় নিরাসী সকল।
এক পরিক্ষায় বদল সাত পরিক্ষা দিমু।
তবু তোর রাজার বেটা বাড়ী ঘর ছাড়ামু॥

চন্দন খুটা দ্যান চৌকা সুলুকিয়া ।
বাইস মনিয়া কড়েয়া জান চৌকায় চড়েয়া ॥
সোল মন্দে মোআর কড়াই দ্যাওত তুলিয়া । ৪৯৫
শাল শিশলং খুটা দ্যাও চৌকা ধরাইয়া ॥
ঘি তৈল্ল কতি হাজার দ্যান কড়ায় ঢ্যালিয়া ।
তল ছাবনি উপর ছাবনি মারেন ঢাকিয়া ॥
সাত দিন নও রাত জালান তৈল্ল নিধাউস করিয়
জখন ত্যাল গরম হবে অক্ত বরন । ৫০০
দৌড় খবর জানাইস আমার বরাবর ॥
হাত পা বান্ধিয়া দিম জননিক এ ত্যালে ফ্যালেয়া ।
ঐ ত্যালেতে জদি মা জননি থাকে বাচিয়া ।
তবে মস্তক খৌরি করি জাব আমি সন্ন্যাস হৈয়া ॥
আর জদি মা জননি এই ত্যালেতে জায় মরিয়া । ৫০৫
তবে মস্তক না মুড়াব না জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
রাজ বাক্য খেতুআ বৃথা না করিল ।
জে হুকুম কৈল্ল রাজা সে হুকুম করিল ॥
বাপ কালিয়া কোদাল নিলে ঘাড়তে করিয়া ।
কেশালি ডাঙ্গাতে খেতু গ্যালন্ত চলিয়া ॥ ৫১০
কেশালি ডাঙ্গাতে নিল খেতু চৌকা খুড়িয়া ।
সাত দিন জালায় তৈল্ল নিধাউস করিয়া ॥
সাত দিন অন্তরে খেতুর হরিস হৈল মন ।
তৈল্লক নাগি খেতু করিল গমন ॥

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :-

সাইট মোন কড়াই দিল চৌকায় চড়াইয়া ।
আসী মোন তৈল দিল কড়াইত চড়াইয়া ॥
সাল কাষ্টে আগুন দিল সুলকাইয়া ।

বাম হস্ত দিয়া তৈলের চারিনি তুলিল। ৫১৫
খপ্ খপ্ করিয়া আগুন সপুগে দ্যাখা দিল
খেতুআ বলে জয় বিধি কম্মের বোঝা ফল।
জে হুকুম ক'ল্লে রাজা আমার বরাবর ॥
সেই কম্ম কল্লা'ম খেতুআ নষ্কেশ্বর ॥
এখন তৈল গরম হৈছে অঁকত বরন। ৫২০
দৌড় খবর আনাই গিয়া রাজার বরাবর ॥
বসি আছে ধম্মিরাজ দিব্ব সিংহাসনে।
গলাতে রতন মালা করে টলমল ॥
হ্যান কালে খেতু আসিয়া খাড়া হৈল।
করদন্ত হৈয়া রাজাক বলিতে নাগিল ॥ ৫২৫
মহারাজ ! তৈল গরম হৈছে অক্ত বরন।
এখন কি হুকুম হয় আমার বরাবর ॥
রাজা বলিতেছে—রে খেতুআ তুমি একটি কম্ম কর।
খাড়ির মুখের গামছা নে হস্তে করিয়া।
দৌড় দিয়া জা তুই ফেরুসাক নাগিয়া ॥ ৫৩০
কয়া বুইলা মা জননিক আন ডাক দিয়া।
ক্যামন সতি কন্যা জননি নেউ পরিক্ষা করিয়া ॥
কইতে বুলিতে জদি জননি না আইসে চলিয়া।
এই গামছা দিয়া জননিক আনেন বান্ধিয়া ॥
বান্ধিয়া দ্যান জননিক জলের থরা থর। ৫৩৫
মাংস কাটিয়া জ্যান বান বৈসে তাড়ের উপর ॥
জখন খেতুআক এ হুকুম করিল।
মএনার মহল নাগিয়া গমন করিল ॥

পাঠান্তর :—

এক দিন দুই দিন পঞ্চ দিন হইল।
সাত দিন অন্তরত ছাবনি উঠাইল ॥

বাশের চরকা নিছে মএনা বাশের টাকুয়া।
সিমুলের তুলা নিছে এ পাঁইজ তৈয়ার করিয়া।* ৫৪০
বুড়ি মএনা চরকা কাটে দুআরে বসিয়া॥
হান কালে খেতু জাইয়া উপস্থিত হৈল।
জননি জননি বলি প্রনাম করিল॥
মস্তক তুলিয়া ডাকিনি মএনা খেতুক দৈখিল।
খেতুআর তরে কথা বলিতেঁ নাগিল॥ ৫৪৫
বড় হাউসে বিবাও দিলাম একটি জাদু বাছার লোভে।
দিবা রাত্রি প্রনাম না জানালু মোকে॥
আজ ক্যানে কুহুরা ভক্ত আড়ির পদের তলে॥
খেতু বলে শুন মা জননি লক্‌খি রাই।
কৈতে মা জননি বড় নাগে ভয়॥ ৫৫০
ক্যামন বোলে সতি গেছিলেন আগুনের ভিতর।
ইহার পরিক্‌খা হইছে ডাঙ্গার উপর॥
জাও জাও মা পরিক্‌খার নাগিয়া।
এই পরিক্‌খা উত্তরিয়া আইস আপনার মহল॥
মএনা বলে তোর বাপের খাওঁ না তোর রাজার বাপের খাওঁ। ৫৫৫
তোমার হুকুমে আমি ডাহিনি মএনা পরিক্‌খা দিবার জাওঁ॥+

একটী পাঠে পাই :—

এক দুআর, দুই দুআর হস্তে হস্তে লিখি।
আঠার দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি॥
আগ দুআরে মএনামতি এ পসা খ্যালায়।
পাছ দুআর দিয়া খেতু প্রনাম জানায়॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

তৈল পরীক্ষা তৈয়ার হইল রাজার বরাবর।
রাজা তলব করে মা সীঘ্র করে চল॥

পাঠান্তর :—

মএনা বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।
ক্যানে ক্যানে খেতু ছোছা হয়সিত মন।

খেতু বলে শুন মা আমি বলি তোরে।
কইতে বুলিতে জদি মা না জাবেন চলিয়া।
রাজার হুকুম আছে মা নি জাব বান্ধিয়া ॥"
জখন খেতুআ বান্ধ দিবার চাইল। ৫৬০
খেতুআর তরে ডাহিনি মএনা নালিশ কথা কৈল ॥
'ওরে খেতুআ—রাজার নুন খাও বেটা রাজার গুন গাও।
রাজার হুকুম লইয়া বান্ধন তোর পিতার ঘাড়ে দ্যাও ॥

কি বাদে আসিলু তার কও বিবরণ ॥
খেতু বলে শুন মা জননি লক্ষি বাই।
কি গন্ন করিছিস দাদার বরাবর ॥
ত্যাল গরম হইছে কড়েয়ার উপর।
ত্যাল কোনা দেখি আয় মা মএনা সুন্দর ॥
গরম পাতিলত জ্যামন দরশন হৈল।
এই মতে মএনামতি ক্রোধে জলি গেইল ॥
জখন মএনামতি একথা শুনিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
হৈল কি না হইল বৈরাগ মোর সে মনে জানে।
দিন চারিক অন্তরে গুপিনাথক খাইবে আগুনে ॥

৫৫৫ ও ৫৫৬ সংখ্যক পংক্তি গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠেও প্রায় এইরূপ এবং তাহার পর :—

এই কথা জানাইল রাজার বরাবর ॥
এই কথা সুনিয়া রাজা ক্রোদ্ধমান হইল।
ঘরর সেঁওয়ালী গামছা রাজা খেতুক ফেলাইয়া দিল ॥
ঐ গামছা দিয়া বান্ধিল ভিঁড়িয়া।
ময়নামতিক দিল তৈলত ফেলাইয়া ॥

পাঠান্তর :—

জখন খেতু একথা শুনিল।
জোড়হস্ত হএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
মা, অপরাধ খমা কর সরলা চণ্ডি রাই।
রাজার নুন খাই আমি রাজার গুন গাই ॥

জখন খেতু নালিশ কথা পাইল।
বসমাতা ইষ্ট দেবতাক প্রমান রাখিল ॥ ৫৬৫
ঘাড়ে গামছা দিয়া মএনাক ভিড়িয়া বান্ধিল।
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥*
ওরে জাদু ধন—বড় দুক্‌খে তোক পালন করিলাম ঘৃতের অন্ন দিয়া।
ক্যানে নিদানে বান্ধলু আমাক ভিড়িয়া ভিড়িয়া ॥
কাচা বাশের খাট পালঙ্কি শুকনা পাটার ডোর। ৫৭০
বেটা হৈয়া মার্কে বান্ধলু পায়া সিঙ্গের চোর ॥
ওরে জাদু ধন—বান্ধন ছাড়িয়া দে আমি এমনি জাই চলিয়া।
জে পরিক্‌খা দ্যায় সেই পরিক্‌খা নিব উত্তরিয়া ॥

মহারাজ হুকুম হৈলে পিতার ঘাড়ে দেই ॥
মা, অপরাধ খমা কর সরলা চণ্ডি রাই।
মহারাজ হুকুম হইছে তোকে বন্ধন করিবার চাই ॥

পাঠান্তর :—

দোনো হস্ত মএনামতির ফ্যালাইলে বান্ধিয়া।
পরিক্‌খাক নাগিয়া খেতু নইয়া গ্যাল ধরিয়া ॥
পরিক্‌খার কুলে জাএয়া দরশন দিল।
দৌড় পাড়িয়া জাএয়া রাজাক জানাইল ॥
জখন ধর্ম্মি রাজা সংবাদ শুনিল।
সাজ সাজ বলিয়া রাজা সাজিবার নাগিল ॥
সাজ সাজ বলিয়া রাজা নাগড়ায় দিলে সান।
প্রথমে সাজিয়া ব্যারাইল নাগড়ার নিশান ॥
ত্যালেঙ্গা লোকের ছেইলা সকল করিয়া গণ্ডগোল।
হাড়ি লোকের ছেইলা সাজে পিঠে বান্ধিয়া ঢোল ॥
আঠার তবিলের সিপাহি সাজে ঠাঞি ঠাঞি।
হিন্দু মুসলমান সাজে ন্যাখা জোখা নাই ॥
পাত্র মিত্র লইয়া রাজা গমন করিল।
পরিক্‌খার কুলে জাএয়া দরশন দিল ॥

খেতু বলে ও মা জননি —না দিব না দিব মা তোর বন্ধন ছাড়িয়া।
কি জানি গেয়ানের চোটত তুমি জান পালেয়া ॥ ৫৭৫
তোমার বদল আমাক দিবে ঐ ত্যালে ফ্যালেয়া ॥
দ্যাখ দ্যাখ বাবা সকল কলিকাল পৈল।
বেটা হৈয়া জননিক সত্য করাইল ॥
এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি।
জদি তোমাক ছাড়িয়া পালাই প্রান ফাইটা মরি ॥ ৫৮০
জখন মএনা বুড়ি সত্য করিল।
পাচ পাকের বন্ধন খেতু খালাস করি দিল ॥
সোনার বাটিত তৈল্ল নিলে উপার বাটিত খৈলা।
চান করবার জাএছে মএনা গঙ্গাক নাগিয়া ॥
গঙ্গার কুলে জাএয়া মএনা রুপস্থিত হৈল। ৫৮৫
কান্দি কাটি বুড়ি মএনা বালুর পিণ্ড তৈয়ার করি নৈল ॥
ত্যাল খৈলা দিলে ধম্মের নাএে ফ্যালেয়া।
তার পর দিলে খৈলা গঙ্গিক ফ্যালেয়া।
অবশ্যাস দিলে তৈল্ল মস্তকে ঢালিয়া ॥
হাটু জলে নামি বুড়ি হাটু কৈল্লে সুদ। ৫৯০
হিয়া জলে নামি বুড়ি মাইল্লে পঞ্চ ডুব ॥
পার হএয়া পাইল একটা বউল গাছের ফুল।
ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া বান্ধে মস্তকের চুল ॥
চাউলের পিণ্ড না পাইয়া বুড়ি বালির পিণ্ড দিল।
তেত্রিশ কোটি দ্যাবগন হস্ত পাতি নিল ॥ ৫৯৫
ধিয়ানেতে মএনা জখন কান্দিতে নাগিল।
পুস্পরথে গোরকনাথ নামিয়া আসিল ॥
মএনার নিকট আসিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥

গোরকনাথ বলিতেছে :—

ক্যান মা তুমি কান্দ কি কারন? ৬০০
ও গো গুরু বাপ আমি কান্দি তাহা শুনিতে চাও?

আইজ ত্যাল পরিক্‌খা জাব মরিয়া।
এই জন্য কান্দি গুরু গঙ্গায় দাড়েয়া ॥
ন্যাও ন্যাও গুরু বাপ তর্পনের জল।
আজ হৈতে তোমার পুত্র মএনা বুড়ি মাগিল পদতল ॥ ৬০৫
এ কথা শুনিয়া গোরকনাথের দয়া হৈল।
ডাকিনি মএনার তরে আশিব্বাদ দিল ॥
জা জা পরিক্‌খায় মএনা প্রানে না করিস ডর।
তোক ছাড়িয়া জলবে আগুন শ হাত উপর ॥
ক্যাশ জত পোড়া না জাবে পরিধানের বস্তর। ৬১০
শুকটা করি মারিস তোর গিয়াস্তা সকল ॥
গুরুদেবের পদধুলি নিল সব অঙ্গে মাখিয়া।
পরিক্‌খার নাগিয়া বুড়ি মএনা জাএছে চলিয়া।
মহামন্ত্র দিয়া নিলে হৃদএ জপিয়া।
পরিক্‌খার নাগি বুড়ি মএনা গ্যাল চলিয়া ॥ ৬১৫
একটা জিগার পল্লব আসিল ধরিয়া।
হরিবোল বলি দিল তৈল্লত ফ্যালেয়া ॥
জখন জিগার ঠ্যাক তৈল্লে ফেলি দিল।
চৌদ্দতাল ব্রম্মমাতা জলিয়া উঠিল ॥
আগুন দেখি ধম্মি রাজা ভয়ঙ্কর হৈল ॥ ৬২০
কড়েয়ার নিকট জাএয়া মএনা উপনিত হৈল।
কড়েয়ার চতুদ্দিকে ঘুরিতে নাগিল ॥*

* পাঠান্তর :—

কি কর ভাই থেতু কার প্রানে চাও।
সোল জনে ন্যাও মএনাক হস্তত করিয়া ॥
হরিবোল বলি সাত পাক ঘুরিয়া।
জয় জয় বলিয়া মাওক দ্যাও তৈল্লত ফ্যালেয়া ॥
জখন মএনামতিক তৈল্লে ফেলি দিল।
চৌদ্দ তাল ব্রম্মমাতা জলিয়া উঠিল ॥

এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল।
কিরা পাকের বালা মএনা তৈল্লত পড়িল ॥
থু করিয়া মুখের অমৃত তৈল্লক ফেলি দিল। ৬২৫
জলের পয়ান পায়া গরম ত্যাল গর্জ্জিয়া উঠিল
মহামন্ত্র বুড়ি মএনা হৃদএ জপিয়া।
দক্‌খিন দেশি কবিদারনি হৈল কায়া বদলিয়া ॥
আগুনের ছুইত মএনা ব্যাড়ায় নাচিয়া।
গর খ্যামটা নাচে মএনা হাতে তালি দিয়া। ৬৩০
আড় খ্যামটা নাচে মএনা মাথায় যোজর দিয়া ॥
ডোমনা কাওড়া নোটন নাঁচে মএনা বুড়ি ছাপরিয়া ছাপরিয়া ॥
তৈল্লতে পড়িয়া মএনা ডুবিল গালা হাতে।
আঙ্গুলি আঙ্গুলি গরম তৈল ভুকিয়া বসায় মাথে।*
ওরে খেতুআ ভাল কম্ম করছ তুমি খেতুআ লঙ্কেশ্বর। ৬৩৫
পৌস মাসিয়া জার খাদওঁ এাই ত্যালের ভিতর ॥†
কুসুম কুসুম গরম নাগে মোর শরিলের উপর।
তোর পিতার আশিব্বাদে আর খানিক গরম কর ॥
এই কথা শুনিয়া খেতু রাজাক এ তত্ত্ব জানাইল।
ভাল কম্ম করছি বুইলা আমি খেতুআ লঙ্কেশ্বর। ৬৫০
দ্যাখ ছেঁ মা জার খ্যাদাইছে ঐ ত্যালের ভিতর ॥
জখন রাজা এ কথা শুনিল।
ক্রোদ্ধ হৈয়া মহারাজ ক্রোদ্ধে জইলা গ্যাল ॥

* গ্রায়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—
যেন মতে ময়নামতি তৈলে পড়িল।
ধাঁধাঁ করিয়া অনল সর্গত দেখা দিল ॥
তৈলত পড়িয়া ময়না ডুবিল গলা হইতে।
আঙ্গলে আঙ্গলে তৈল মুকঠিয়া বসায় মাথে ॥

† পাঠান্তর :—মাঘ মাসের জার খ্যাদাওঁ ত্যালের ভিতর।

ওরে খেতুআ তৈল্ল গরম নাহি হয় কড়েয়ার উপর।
সেই কারনে তৈল্ল বসায় মস্তকের উপর ॥* ৬৪৫
তুমি আর একটি কম্ম কর আর কতক
তৈল্ল ঘি দ্যাওণ কড়েয়াএ ঢালিয়া।
আর সাত দিন জ্বালা থাকুক নিধাউস করিয়া ॥
বড় বড় চন্দন খুটা দ্যাও চৌকা ধরাইয়া ॥
জখন খেতুআক রাজা হুকুম করিল।
সাত দিন খেতুআ আবার জ্বালাইতে নাগিল ॥ ৬৫০
সাত দিনের ছয় দিন গ্যাল।
এক দিন বাকি থাকতে বুড়ি মএনা বুদ্ধি আলো হৈল ॥
মুল মন্ত্র নিয়া নিল হৃদএ জপিয়া।‡
সরিসা হৈয়া উঠে মএনা তৈল্লত ভাসিয়া ॥
বন্ধনের গামছা থুইল তলত ফ্যালেয়া ॥ ৬৫৫
সাত দিন§ অন্তরে খেতু ঢাকিনি তুলিল।
মা জননিক না দেখি খেতু কান্দিতে নাগিল ॥
খেতু বলে জয় বিধি কম্মের বুঝি ফল।
আমার নাকান পাঁপি নাই দরবারের উপর ॥
মা জননি পালন করছে আমাক ঘৃত রন্ন দিয়া। ৬৬০
আপন হাতে মারিনু মাক তৈলত ফ্যালেয়া ॥

পাঠান্তর :—দন্ত কথা কয় মাও আমার বরাবর।
পাঠান্তর :—'মোন আসি ঘৃত'
পাঠান্তর :—
ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
আগুনেতে পোড়া না জায় জলত না হয় তল ॥
ওরূপ থুইল মএনা একতার করিয়া।
সরিসা রূপ হইলে মএনা কায়া বদলিয়া ॥

§ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—'নও দিন'।

আমার নাকান পাপি নাই রাজা ভরিয়া।
আমাক ছুইয়া জল খাবে না জোয়াতা ভাইয়া ॥*
এই কথা তত খেতু রাজাক জানাইল।
ওগো মহারাজ তাতে বলে মা জননি গিয়াছে ডাঙ্গর। ৬৬৫
দ্যাখ গে মরিয়া গেইছে জননি ত্যালের ভিতর ॥†
হাড়ায় হুড়িড জননি গ্যাল জলিয়া।
সইর্সা হয়া উঠছে মা তালত ভাসিয়া ॥
পাটতে বসিয়া রাজা একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥ ৬৭০
বাম হস্তে মাথার পাগ রাজা টালাইয়া ফেলিল।
কাটা বৃক্ষের নাকা রাজা ঢলিয়া পড়িল ॥
কি কথা শুনালি খেতু আবার বল শুনি।
নিভা কাষ্টতে ক্যামন জলাই আগনি ॥
দুগ্ধ মিঠা চিনি মিঠা আরো মিঠা ননি। ৬৭৫
সগাতে অধিক মিঠা মাও বড় জননি ॥
রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
বাপকালিয়া বল্লম ন্যাও হস্তে করিয়া।‡
উসনা আলুর মত ভুল হানিয়া ॥
কি জানি কড়েয়ার পাঞ্জারে থাকে লুকাইয়া।§ ৬৮০

* পাঠান্তর —'ব্রাহ্মন সকল।'
† গীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ:
এই কথা জানাইল রাজার বরাবর।
মা তোর মরিয়া গেল যমের ঘর ॥
কার জন্যে পাগড়ি রাখিছ মস্তকের উপর।
আমাক ছুইয়া জল না খায় বামন পঞ্চজন।
‡ পাঠান্তর :— এক মুঠা কোচা লও হস্তে করিয়া।
§ এই পুঙ্‌ক্তির পরিবর্তে পাঠান্তর :—
মাওকে শদ্‌ করিব আমি গঙ্গাএ নিগিয়া ॥

বল্লম দিয়া মা জননিক ব্যাড়াও হানিয়া ॥
রাজ বাক্য খেতুআ বৃথা না করিল।
বল্লম দিয়া খেতুআ হানিতে নাগিল ॥*
এক হান দুই হান তিন হান দিল ॥
তিন হানের ব্যালা বল্লম গামছা তুলিল ॥† ৬৮৫
গামছা নিল খেতু বল্লমে করিয়া।
রাজার চাকখসে গামছা দিল ফ্যালাইয়া ॥
রাজা বলে শুন খেতু খেতুআ প্রানের ভাই।
দৌড় দিয়া জা খেতু কলিঙ্কার বন্দর নাগিয়া ॥
আমার ভ্রাতা সকল আন ডাক দিয়া। ৬৯০
সোল মর্দ্দে ন্যাও কড়েয়া ঘাড়ত করিয়া ॥
তেপথি রাস্তার মধ্যে ফ্যালান ঢালিয়া।
হাড়ি চণ্ডালেরা জাউক ন্যাদেয়া গুড়িয়া ॥
তৈল ফ্যালাইয়া সকলের হরিস হৈল মন।
ভিতা ভিতি ভ্রাতা সকল করিল গমন ॥‡ ৭০০

---

* পাঠান্তর—হরিবোল বলিয়া কোচা তৈলে ফেলি দিল।

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

এক মুট খোচা লইল হস্তত করিয়া।
তৈলর মাঝত বেড়ায় হান্তিয়া ॥
এক হাল দুই হাল তিন হাল হইল।
তিন হালর সময় গামছা উঠাইল ॥
মহামাংস নাই ময়নার অনলর ভিতর ॥
সোল মরদে নও কড়াই সাইঙ্গ করিয়া।
তেপথীত নিযায়া তৈল ফেলাইল ঢালিয়া ॥
ধাঁ ধাঁ করিয়া অনল সর্গ দেখা দিল।
সরিসার রূপ হয়য়া ডুবায় মুকাইল ॥
অকারনে খেতু কান্দিবার লাগিল ॥

‡ পাঠান্তর :—

গামছা দেখি খেতু কান্দন জুড়িল ॥

তুবার ভিতর বুড়ি মএনা আছে লুকাইয়া ।
ট্যার চোকে বুড়ি মএনা জ্যাতাক দেখিল ।
পাচত জাএয়া বুড়ি মএনা পায় ডুব ডুব দিল ॥
খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
ওরে খেতুআ বেটা হইয়া পরিক্‌থা দিলি তৈলত ফ্যালেয়া ।
রাস্তায় ছাড়িয়া আরো জাইস পালাইয়া ॥ ৭০৫
মা মা বলিয়া রাজা কান্দিবার নাগিল ।
পালালু পালালু মা কপালে নাথি দিয়া ।
মা-বলি নাম থাকিল আমার রাজ্য ভরিয়া ॥
তাতে বেটি গল্প কল্লে আমার বরাবর ।
এক কোনা পরিক্‌থায় বেটি গ্যাল জমের ঘর ॥ ৭১০
জননির শোকে রাজা কান্দিতে নাগিল ।
তৈলতে থাকিয়া বুড়ি খেয়ানে দেখিল ॥
মএনা বলে ভগবান্ আমি নাই জাই মরিয়া ।
এক ডণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চর হৈয়া ॥
তাতে আমার পুত্র ধন কাঁদে লায়লুট হৈয়া ॥* ৭১৫

* হাড়াহাড়ি মার গেইছে জ্বলিয়া ।
মএনা ভস্ম করি আমি গঙ্গা নিবাইয়া ॥
তখন দেখি রাজা খেতুআক দেখিল ।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
সোনা জলে ন্যাপ্ত কড়াই গাড়োত করিয়া ।
তেলপথা মাটিত তৈল জ্বালায় ঢালিয়া ॥
তখন তৈল আমার বুদ্ধিজ্ঞাএ পড়িল ।
চৌদ্দ তাল ব্রহ্মমাতা জ্বলিয়া উঠিল ॥
আগুন দেখিয়া খেতু ভয়ঙ্কর হৈল ।
মাও মাও বলিয়া খেতু কান্দন জুড়িল ॥
শ্রীগ্রায়র্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—
খেতুর কান্দনে ময়নার দয়া হইল ।

মাছে চিনে গহিন গমিন পক্ষি চিনে ডাল।
মাএ চেনে পুতের দয়া জার বক্খে শ্যাল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে বুড়ি মএনা হৃদএ জপিয়া।
শেত মাছি হৈল মএনা কায়া বদলিয়া ॥
উড়াও দিয়া পইল গিয়া ছেইলার দুই চক্খে জাইয়া। ১২০
দুই চক্খের জল সে দ্যায় মুছাইয়া ॥
মএনা বলে ওরে বাছা ধন তুমি কান্দ কি কারন।
নাই জাই মরিয়া আমি নাই জাই মরিয়া।
এক ডণ্ড আছি আমি বাও সঞ্চর হৈয়া।
তোমাক পরিক্খা দেখাইলাম জাদু তৈলে পড়িয়া ॥* ১২৫
নিজ রূপ ধারন করিয়া খেতুআক দেখা দিল।
খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
তোমার মন বুঝলাম জাদু তৈল্লত পড়িয়া।
এখন মরন খবর দ্যাও আমার বউ সকলক জাইয়া ॥
খেতুআ বলে শুন মা বচন মোর হিয়া। ১৩০
চাক্খসে জননি আছেন বাচিয়া ॥
ক্যামন করি বধুর সাক্খাত আমি জাই কান্দিয়া কাটিয়া ॥

কাইন্দ না কাইন্দ না গোলাম খেতু কান্দন ক্ষেমা কর।
মুই ময়না পোড়া না যাওঁ আগুনর ভিতর।
সাইট মোন কড়াই লইল হস্তত করিয়া।
রাজার অগ্রে দিল হাজির করিয়া ॥

পাঠান্তর :—

সত্য ছিল মএনামতি সত্য ছিল ভাও।
নরদেহ হইয়া মএনা কাড়ে পক্ষ রাও ॥
কান্দ না বাপের ধন কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরিল হৈল জড়জড় ॥
জে কোনা কান্দন কান্দলু তুই আমার বরাবর।
এই গুলা কান্দন কান্দ গিয়া তোর বউর বরাবর ॥

ওরে খেতুআ তোমাদের বুদ্ধি নাই একটি কম্ম কর।
দুই চক্‌খে ঢুকনা আকালি দ্যাও ভাঙ্গিয়া।*
আসাড় ও শ্রাবন দ্যাওআ জাইবে বরসিয়া॥ ৭৩৫
তখন খেতু আকালির নাম শুনিল।
সুবুদ্ধ ছিল খেতু কুবোধ নাগাল পাইল॥
ঢুকনা আকালির বদল দুই আঙ্গুল ভাঙ্গিল॥
দুই আঙ্গুল মরিচের রস দুই চক্‌খে দিয়া।
আচুরি পাচুরি চোক ফুলাইলে বসিয়া॥ ৭৪০
কুন্দি এলা জায় খেতুআ পথের না পায় দিশা।
অন্ধ হইয়া পইল খেতু খন্দের ভিতর॥
তিয়াল কুন্দা জায় কত খেতুয়ার মুখে মুতিয়া।
ঝালের চোটে মুত খায় ঢোক ঢোক করিয়া॥
মইস গরু বানরে জায় সুঙ্গিয়া সুঙ্গিয়া। ৭৪৫
মএনার ঘঁরের গোলাম দেখি খেতুক না খায় ধরিয়া॥
এখন জননির নাম নিয়া খেতু কান্দিতে নাগিল।
ধিয়ানের বুড়ি মএনা ধিয়ানত দেখিল॥
খেতুআর কান্দন দেখি জননির দয়া হৈল॥
মহামন্ত্র নিলে হৃদএ জপিয়া। ৭৫০
মরিচার ঝাল দিল শুন্যে চালাইয়া॥

পাঠান্তর — একটা মরিচ দিলে চচউখে ভাঙ্গিয়া

পাঠান্তর :—

তখন খেতু ছোড়া একথা শুনিল।
একটা ভাঙ্গিবার চাইলে তো এক স্যার ভাঙ্গিল।
এক স্যার মরিচের রস নিলে থোড়াত করিয়া।
আপন সুখে দিলে রস দুই চক্‌খে ঢালিয়া।
তখন মরিচের রস চক্‌খে ঢালি দিল।
অকারন করিয়া খেতু কান্দন জুড়িল॥
কান্দিয়া কাটিয়া খেতু গমন করিল।
সুন্দরির মহলে জাইয়া দরশন দিল॥

জখন খেতু খালাস পাইল।
টিকরায় চাপড় দিয়া এ দৌড় ধরিল ॥
কত রাস্তা জায় খেতু হাসিয়া খেলিয়া।
বধু গুলার নিকট গ্যাল গাল দুটা ফুলাইয়া ॥ ৭৫৫
সগ্গে জ্যামন ঘিরি নিছে এক শত তারাগনি।
এই মত খেতুআক ঘিরি নিল একশত মহারানি ॥
ওরে খেতুআ এতদিনে আসিস গোলাম হাসিয়া খেলিয়া।
আইজ ক্যানে আসিলু তুমি গাল দুটা ফুলাইয়া ॥
খেতু বলে বউ ঠাকুরাইন আমি বলি তোরে। ৭৬০
ইছে খাও বধু সকল পিছে ঘুম জাও।
তৈল পরিক্খায় জননি মর'ছে খবর নাই তার পাও ॥
জখন খেতুআ একথা বলিল।
হাতে তালি দিয়া বধু সকল নাচিতে নাগিল।
ওগো দিদি অন্যের মাও বইনে বলে— ৭৬৫
রানি সকল রাজাক নিয়া থাউক।
আমার শাসুর প্রতিদিন বলে সদাই সন্ন্যাস হউক ॥
আলাই বালাই বুড়ি সতিন গ্যাল মরিয়া।
সোআমিক নিয়া রাজাই করি এখন পাটত বসিয়া ॥*
এদিক ওদিক দ্যাখে খেতুআ আরে কিছু নাই। ৭৭০
ঢেকি ঘরাতে পাইল ধানবানা গাইন ॥

পাঠান্তর :—

আথার আন্দন বারন আখাতে রাখিয়া।
এক শত রানি ব্যারাইল হাতে তালি দিয়া ॥
কোন কোন কন্যা নাচে পেন্দিয়া পাটের সারি।
হরিশ্চন্দ্র রাজার বেটি নাচে হাতে সোনার ঝাড়ি ॥
এক জন ব্যারায় দুই জন ব্যারায় ব্যারায় হলকে হলকে।
এইঠে হ'তে রানির ঠ্যাংঙ্গ নাগিল বাবড়িঝাড় হটে ॥

ধানবানা গাইন নিল খেতু ঘাড়ত করিয়া।
বধুগুলার মধ্যে নাচে ধুম ধাম করিয়া ॥
ধুম ধাম করি খেতু নাচিতে নাগিল। ৭৭৫
বধু সকলের মাথাত বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
রত্না উঠিয়া বলে পদ্না নায়র দিদি।
জদি কালে বুড়ি গেইছে মরিয়া।
খেতু ক্যানে নাচে মোর পাছত আসিয়া ॥
ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর। ৭৮০
তার উত্তর জানায় অত্নার বরাবর ॥
শব্দে শু'নাছি মোরা বুড়ি গেয়ানে ডাঙ্গর।
আগুনত না জায় পোড়া জলত না জায় তল ॥
নোহার খাড়া না বইসে তার গদ্দানার উপর।
ক্যামন করিয়া বধিবে তার বুড়ির পরান ॥* ৭৮৫
চল চল জাই দিদি পরিকখাক নাগিয়া।
মরিছে কি বাচি আছে শাস্তুর আসি দেখিয়া ॥†

একটি পাঠে পাই :

নাচন খেমা কররে দিদি নাচন খেমা কর।
অধিক করি নাচিলে দিদি টুটিবে গাএর বল ॥
নাই জায় মরিয়া শাস্তুর নাই জায় মরিয়া।
এই কারনে নাচে গোলাম গাইনটা ঘাড়ে নিয়া ॥

ইহার পর একটী পাঠের অতিরিক্ত অংশ এইরূপ :—

সাজ সাজ বলিয়া রানি সাজিতে নাগিল ॥
নিগাল জোবান খানি খুচা'ল ঢাকিনি।
তুই অঙ্গুলে বান্ধির কৈক্লে নাসের কাকই খানি ॥
কাকেয়া কাকেয়া চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিতার গোড়ে গোড়ে পিন্ধিল সোনার মুকুতা সারি সারি ॥
কাকেয়া কাকেয়া রানি চুল করিল গোটা।
মাজ কপালে তুলিয়া দিল তিলক সিন্দুরের ফোটা ॥

একটা করি ঘির হাড়ি আমরা নেই কাখত করিয়া।
জল ভরিবার আলে আমরা চলি হাটিয়া ॥
একটা করি ঘির হাড়ি নিলে কাখত করিয়া। ৭৯০
একশত রানি ব্যারাল্ল হাতে তালি দিয়া ॥
পরিক্‌খার ঐঠে জাইছে কান্দিয়া কাটিয়া।
পরিক্‌খার কুলে জাইয়া দিলে দরশন ॥
জখন রানি গুলা বুড়িক না দেখিল।
একশত ঘির হাড়ি ডাঙ্গাইয়া ভাঙ্গিল ॥ ৭৯৫
মএনা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল ॥
বেটায় দিলে পরিকসালে বউ দিলে ঘেউ।
আ'জ জাতে পাইলাম বেটা বউর জিউ ॥

প্রথমে পিন্ধে খোপা হ্যাটেং ট্যাঙ্গরা।
খোপার ভিতর থ্যালা থ্যালায় রানির ছয় বুড়ি চ্যাঙ্গড়া
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে থায়না খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥
তার পরে পিন্ধে খোপা চ্যাঙ্গ আর ব্যাঙ্গ।
কোন জন্মে দ্যাখছেন নিকি খোপার সোল ঠ্যাঙ্গ ॥
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না থায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥
তার পিছে পিন্ধে খোপা নাটি আর নটি।
ঐ খোপায় ভুলাইয়া আনে ছয় বুড়ি পাইকের নাটি ॥
ও খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না থায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥
তার পিছে পিন্ধে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা।
সন্ধ্যার সমএ ভোমরা নাগায় কলহার।
একখানি খোপায় কৈল তিন খানি দুআর ॥
একখান দুআরে গায়েতা গিত গায়।
আর একখান দুআরে ব্রাম্মনে তিথি চায় ॥
আর একখান দুআরে নটুয়ায় নাচন পায় ॥

জখন রানি গুলা বুড়িক না দেখিল।
হাতে তালি দিয়া রানির ঘর নাচন জুড়িল॥ ৮০০
মএনা বালে হায় বিধি মোর করমের ফল।
নাচ নাচ আড়ির বউ মুই ও দ্যাওঁ তালি।
পরিক হাতে উঠিলে আড়ি ক'রবে কালি॥

এই খোপা পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
রানির ছটায় সুজোর ছটায় এক লাগ্য পায়॥
নিগাল ছোরান খানি খুচা'ল চাকিনি।
দুই অঙ্গুলে বাহির কৈল কাপড়া ঝাম্পাখানি॥
প্রথমেতে পিন্ধিল কাপড় কাউয়ারঙ্গি সাড়ি।
আট তরপ পিন্ধিল তবু অষ্ট অঙ্গ দেখি॥
ঐ কাপড় পিন্ধিয়া রানি রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় কাপড় বতিতে বিলায়॥
তার পরে পিন্ধে কাপড় গজর রঙ্গের সাবি।
গজর রঙ্গি সাড়ি পিন্ধিয়া রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় কাপড় বান্দিক বিলায়॥
তার পিছে পিন্ধে কাপড় লক্ষিবিলাসি সাড়ি।
লক্ষিবিলাসি সাড়ির কথা কহনে না জায়।
দিগল কৈলে সেই কাপড় মথুরাগাক্ক জায়॥
গোটা কৈলে সেই কাপড় মুটুতে লুকায়॥
লক্ষিবিলাসি সাড়ির দাসর নাহি খেও।
দাসর ভিতর নেখিয়া দিছে ত্রিশ কোটি দ্যাও॥
হাঁস ন্যাখছে বাহনা ন্যাখছে গরুরবাহনে হরি।
কাগের সরস্বতি ন্যাখছে কুবিরের ভাণ্ডারি॥
কুবিরের ভাণ্ডারি ন্যাখছে দ্যাবতাবি রাজা।
শনির দৃষ্টে গনেসের মুণ্ডু গেইছে ছাটা॥
গজের মুণ্ডু কাটাইয়া গনেসের জোড়াইয়াছে মাথা॥
দরিয়ার জত মাছ মগ্র দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া।
পৃথিবির জত পক্ষি দ্যাছে কাপড়াএ নেখিয়া॥

এক পাক দুই পাক তিন পাক ঘুরিল।
ফিরা পাকের ব্যালাএ ছোট রানি দুবলাএ দেখিল। ৮০৫
হাতে তালি দিয়া দুনো ভগ্নি বলিতে নাগিল॥
ওগো দিদি তুমি জান যে মা জননির মৃত্যু হয়েছে।
নাই জায় মরিয়া শাসুর নাই জায় মরিয়া।
হুগুই দ্যাখ শাসুর আছে দুবলাএ লুকাইয়া॥ (ক)

চ্যাঙ্গ চেঙ্গটি, খ'লসা পুটি আর ডারিকা রাথ্।
পাবা ইলসা রামট্যাঙ্গনা মৌকা ঝাঁকে ঝাঁক॥
মৌকার আচালে চিলে মারে ছোঁই।
চিলায় মারে ছোঁই বগিলায় ধরিয়া খায়।
রুই কাতল সৌল বাউস্ গহিন দিয়া জায়॥
মাছের মধ্যে রুই মাছ সে দানি নাম ধরে।
বালিয়া রাজার তরে তিনি কন্যা দান করে॥
বালিয়া রাজার বিবাহ হয় পুটিতে আরবৈরাতি।
খালের কাকড়ায় মান্দাল বাজায় কুচিয়া ধরে ছাতি
কিন কিন করিয়া ট্যাঙ্গনা বাজায় সারেন্দি॥
ট্যাপা মাছ গুআ ন্যাক্ছে ফলি ন্যাক্ছে পান।
পেপ্‌লা ম'চ্ছ্য চুন হএয়া খাএছে গুআ পান॥
শাল সৌল বনাই হৈয়া মারোয়ায় কলা গাড়ে।
ভাঙ্গনা বেটা বামন হৈয়া ব্যাদ সাস্ত্র পড়ে॥

(ক) ইহার পর কোন মতে অতিরিক্ত পাঠ :—
জখন রত্নার বোন পদুনা দুবলাএ দেখিল।
বুড়ি মএনা মনে মনে ফিকিতে নাগিল॥
মহামন্ত্র গেয়ান নিলে হৃদএ জপিয়া।
বার বৎসরি ছুকড়ি হইল মএনা কায়া বদলিয়া॥
ত্যালের কড়াই নিলে মস্তকে করিয়া॥
কাকো মারে চড় থাবড়া বুড়ি কাকো মারে গুড়ি।
তাহাতে ডাকিনি মএনা তালাস করে নড়ি॥

ত্যালের কড়েয়া নিলে মঁএনা মস্তকে করিয়া। ৮১০
বধুগুলা সৈতে জাএছে তখন মঙ্গল নাগিয়া॥
বসিয়াছে ধম্মিরাজ পাটের উপর।
গলাএ রতন মালা করে টল মল॥

থাকনা বেটা কাস্ত হইয়া ন্যাখা পড়া করে।
দারকা বেটা নাপিত হৈয়া কামান কাজান করে॥
টোবা পুঁইয়া সৈলস্তা হৈয়া ঘিএর বাত্তি জলে॥
এই সব মাছ দিছে কাপড়াএ নেখিয়া।
কত সব পখি দিছে কাপড়াএ তুলিয়া॥
রাজহংস বালিহংস সাবালি চকোআ।
পাউজালি কদমা পখি নেখিছে সারা কাপড় দিয়া॥
চোঙ্গভরা পখি ন্যাখছে কলার খায় মৌ।
চটর মটর কেউচা ত্যাখছে আর বানিয়ার বউ॥
আসাস্তরি পখি ন্যাখছে দ্যাসে দ্যাসে ধায়।
শকুন গৃধিনি ন্যাখছে জা মরা গরু খায়॥
আ'চ্চরা পখি ন্যাখছে আজোর ঠাকুর।
সকল পখির রাজ্ঞ ন্যাখছে গোধম আর ধকুর॥
বাম ত্যাখছে পাউআ ত্যাখছে আর ত্যাখছে ঘউ।
দলের উপর কোয়া পখি করছে ডুবাডু॥
কত সব পক্‌খি ত্যাখছে পক্‌খি বুলাবুল।
ঝাড়ের তোতা একটা ত্যাখছে হাজার টাকা মুল॥
জত সব পখি নেখিয়া পখির দিছে ত্যাখা।
দুই পাকে ছইটা নেকিছে ভুলকিমারা প্যাচা॥
ঢাল কাউআ ত্যাখছে কাক্‌খান কাক্‌খান করে।
চন্দনা মএনা ন্যাখছে রাধাকিষ্ট বলে॥
এই কাপড় নিলে রানি পরিধান করিয়া।
জাইছে এখন বড়না রানি পরিক্‌খার নাগিয়া॥
কতেক দুর জাএয়া কতক পন্থ পাইল।
কানা মুনির গ্রামে জাইয়া রূপস্থিত হৈল॥
তখন কানা মুনি রানিকে দেখিল।

ডাইনে বাঞে নাজির উজির আছে ত বসিয়া।
ত্যালের কড়েয়া দিলে ময়না মিস্তিঙ্গাএ নামাইয়া ॥ ৮১৫
দেওয়ান পাত্র নাজির জখন মএনাক দেখিল।
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥ (ক)

বানিকে দেখিয়া কানা ঘাটা হাতে চায়।
এইকিনা বানিক যদি আমি কানা পাই।
সুন্দর হাত ধরিয়া কানা টারি টারি ব্যাড়াই ॥
কানা কইলে কথা মনে আর মনে।
সত্য বানি জানিয়া পাইল আপন ধেয়ানে ॥
বানি ব'লতেছে রে বেটা কানা,
তুমি ক্যান অপরাধি বাক্য বল—
পাশ্‌শ টাকা দেইবারে তোর হস্তে গনিয়া।
বান্দি করিবারে বেটা হস্ত ধরিয়া ॥
কানা বলে শোন বানি আমি বলি তোরে।
কি করিব তোর পাশ্‌শ টাকা কানার নন্দন ॥

—

(ক) পাঠান্তর :—

শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
মএনামতী পরিকৃথাএ উত্তরিল বল হরি হরি ॥
সকল লোকে বলে মহারাজ তোমার জননির পরিকৃথা হইল জয়
ধর্ম্মিরাজ দাড়াইয়া বলে এও পরিকৃথা নয় ॥
আর একনা পরিকৃথা আছে সোনা মাএর ঠাঞি।
এইকিনা পরিকৃথা জদি আইসেন উত্তরিয়া।
তবে মস্তক খেউরি করি গুপিচন্দ্র রাজা জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
মএনা বলে শোন ছাইলা আমি বলি তোরে।
এক পরিকৃথার বদল বেটা তোর চাইর পরিকৃথা নিব।
তব্‌ আড়ির পুত্র তোয় সন্যাস করাব ॥
জখন মএনা বুড়ি পরিকৃথা নিবার চাইল।
ভাই খেতু বলি রাজা ডাকাইতে নাগিল ॥

সকল লোকে বলে মহারাজ পরিকথা হইল জয় ।
বড়ুনা নারি কয় এ পরিকথা নয় ॥
রাজা কএছে শুন রানি জবাবে বুঝাই । ৮২০
কোড়াকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতর ।
শির মুড়িয়া ধর্ম্মিরাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥

তোমার টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর ॥
তোমার বিবাহ টাকা দিব তোমার বাবারে গনিয়া ।
তবু তোমার হাত ধরি বাড়ান টারিতে হাটিয়া ॥
তখন কানা মুনি একথা বলিল ।
ক্রোধ হএয়া বড়ুনা রানি ক্রোধে জ্বলি গেল ॥
তেমনি বড়ুনা রানি এক নাড়ি পাড়ান ।
কানাকে চকখুদান দিয়া পরিকথায় চলি যান ॥
দুই বাকি হৈল কানাক চির করিয়া ।
এক মুট বালু দিলে দুই চকখে ঢালিয়া ।
সাতির খড় দিয়া কানার চকখু খসাইল উঠাএয়া ।
কানার চকখু বড়ুনা রানি উলটিয়া ফেলিল ।
চকখু দান পাএয়া কানা সয়াল সংসার দেখিল ॥
ভাল মাছ চলিয়া গ্যাল ঝাবঅলি দিয়া ।
চকখু দান দিল দুই গুতায় আসিয়া ॥
বড়ুনা রানি জখন কানাকে চকখু দান দিল ।
বাস্থাএ থাকিয়া ডাকিনি মএনা তা নয়নে দেখিল ॥
নয়নে দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল ।
বড়ুনা পড়ুনা রানি পন্থ মেলা দিল ।
কতেক পন্থ জাএয়া রানি কতেক পন্থ পাইল
ফোকলা মুনির গ্রামে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
রানিকে দেখিয়া ফোকলা কটুবাক্য বলিল ॥
এই সব বানিক জদ্যপি আমি ফোকলা পাই ।
সুন্দর হাতে গুআ পান পিসি দেউক ফুটানি করিয়া খাই ॥
একথা শুনিয়া বড়ুনা রানি ক্রোধমন হৈল ।
দুই গালে দুই ডিগ্গা কসিয়া মারিল ॥

রানি কএছে শুন রাজা বিলাতের নাগর।
ত্যাল পরিক্‌খা দিলেন তোমার মাএর বরাবর॥
নৌকা পরিক্‌খা দিয়া ছাড় বাড়ি ঘর। ৮২৫
কেমনু নৌকা পরিক্‌খা দিবেন মোর ঠে ন্যাও শুনিয়া॥
ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে হাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া।

ছামুরে ছয়খানা দাঁত ভূটকিয়া বা'র হৈল।
হস্ত দিয়া ফোক্‌লা মুনি দন্ত দেখিল॥
মাও দায় দিয়া ফোক্‌লা প্রনাম জানাইল॥
ভাল মাও চলিয়া গ্যাল মারঅলি দিয়া।
দন্তদান দিলে বড়িকি আসিয়া॥
ডাইন মএনা দেখিল তাক দুই নয়ন ভরিয়া॥
ধুআ—ও রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি।
তুমি সিমুল ফুলের ভ্রমর হৈয়া চাম্পা ফুলে জান কি।
রসের ভোমরা তোর প্রেমে মইজাছি॥
উঠিয়াত রত্নুনা রানি পদ্ম ম্যালা দিল।
চাকুলা রাজার দ্যাশে জাএয়া রানি খাড়া হৈল॥
রানিকে দেখিয়া চাকুলা চাক আচড়ায়।
এইকিনা রানিক জদি মুক্রি চাকুলা পাওঁ।
সুন্দর পিঠোতে চড়ি চাকুলা দেবিক দেখি জাওঁ।
চাকুলা কইল কথা মনে আরো তনে।
রত্নুনা রানি জানি পাইল অন্তর ধিয়ানে॥
রানি কএছে,—বেটা চাকুলা পাশ্‌শ টাকা দ্যাওঁ তোর হস্তে গনিয়া।
গাড়ি করিয়া ব্যাড়াইস বেটা আজ্যোতে হাটিয়া॥
চাকুলা বলে—শুন রানি কি করিব তোর পাশ্‌শ টাকা চাকুলা নন্দন।
তোর টাকা চাইতে রানি মোর টাকা বিস্তর॥
আমার দুস্কের কথাগুলা তোমার আগত কই।
তিনকিনা রানি আছে মোর মহলের ভিতর॥
বড় রানি কোনা জায় মোর হাটক নাগিয়া।
জাবার ধ্যালা জায় শালি খালি হাতে চলিয়া॥

এক এক ঢেউ উঠে পর্ব্বতের চুড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥ ৮৩০
পুতার মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥
ঐ দরিয়া মাও মএনা আসুক পার হইয়া।
হাসি কাইল দিম্ ক্ষব জাও সন্ন্যাস হইয়া ॥ ৮৩৫
ক্যামন করিয়া হইবে পার মোর ঠে ন্যাও শুনিয়া ॥
সইস্থার কুটি দ্যাও নৌকা সাজাইয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দ্যাও বৈঠা বানাইয়া ॥

আসনার ব্যালা আনে সওদা মতুআ ভরিয়া ॥
মধাম রানি জায় মোর গরুবাড়িক নাগিয়া।
শেশুরানি থাকে বাড়িতে বসিয়া ॥
এক উড়ুন ধান কোড়ে আগিনাএ নিজিয়া।
টারিব চাঙ্গরা গুলাক আনে ডাক দিয়া ॥
ভামান কাক্কাএ ব্যাড়ায় থালি দিক দিক করিয়া।
মোর চাকুলার রোম গুলা উঠে শিংগরিয়া ॥
এইঠে থাকি দ্যাখাও থালিক নাঠি তুলিয়া।
ও থালি দ্যাথায় আমাক গাইটনটা তুলিয়া ॥
তোর বিবার টাকা দেইম তোর সোআমিক গনিয়া।
তবু তোর পিঠোত চড়ি জাইম দেখিহাটি নাগিয়া ॥
তখন বড়না বানি একথা শুনিল।
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া।
একটি হুআর দ্যাওয়া ঠ্যাঙ্গা জোগাও আনিয়া ॥
চাকুলাকে চরক্ষানে দেই আমি গোড়পাইয়াএ ফ্যালাইয়া ॥
হুআর দ্যাওয়া ঠ্যাঙ্গা বান্দি জোগাইলে আনিয়া।
চাকুলার চাকত নাটি দেইল ডুবাইয়া ॥
মাথার উপরে তুলি পুমায় জ্যান কুমারের চাক।

ভোটা একেনা পিকিড়া দ্যাও কাণ্ডারি ধরিয়া ॥
নাই ডারি নাই মাজি নাই তার কাণ্ডারি । ৮৪০
ঐ নৌকাএ চড়ি পার হউক মা মএনা সুন্দরি ॥
মাছি মুণ্ড রইতে জাগা নাহি হয় ।
ঐ নৌকা কি মাএর ভরা সয় ॥
রানির বাক্য রাজা ব্রথা না করিল ।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকিবার নাগিল ॥ ৮৪৫
ডাক মধ্যে খেতু ছোড়া দরশন দিল ।
ডাইনে প্রনাম করি বাঞে খাড়া হইল ॥
জোড় হস্ত হএ কথা কহিবার নাগিল ॥

গোড়খাইয়াত পড়ি চাকুলা করে বাপ বাপ ॥
গোড়খাইয়ার শেগু ভিড়িয়া ধরিল ।
খাওঁ খাওঁ বলিয়া শেগুগণ ভিড়িয়া ধরিল ॥
আদদুর হতে সন্দার বোচা আছেতো দেখিয়া ।
দোহাই রাজার দোহাই বাৎসার বোচার নন্দন ।
খবরদার চাকুলাক খাবার পাবেন না গোড়খাইয়ার ভিতর ॥
হাতের পাএর রগগুলা দ্যাও দন্ত দিয়া ছাঁটিয়া ।
ঠ্যাং পাও সিদা করি দ্যাও কিরন চাপাইয়া ॥
সন্দার বেটার বাক্য শেগুগণ ব্রথা না করিল ।
হাতের পাএর রগগুলা ছাঁটিয়া দিল ॥
ঠ্যাং পাও সিদা করি দিল কিরন চাপাইয়া ॥
হাটুয়াত হস্ত দিয়া ডাড়ে খাড়া হৈল ।
মাও দার দিয়া রানিক প্রনাম জানাইল ॥
ভাল মাও চলি গ্যাল মারঅলি দিয়া ।
ছরন্দান দিলে আমাক গোড়খাইয়াএ ফ্যালাইয়া ॥
জে শালি দ্যাখাইত আমাক গাইনটা তুলিয়া ।
চৌবাড়ি পিট্টিয়া কিলাব বড় ঘর ফ্যালাইয়া ॥
ঐঠে হতে রতুনা রানি পন্থ মেলা দিল ।
পরিকৃথার নিকটে জাইয়া রুপস্থিত হৈল ॥

ক্যান ক্যান ওহে দাদা হরসিত মন।
কি কারনে ডাকাইলেন তার কহ বিবরন ॥ ৮৫০
এই বাদে ডাকাইলাম তোর বরাবর।
নৌকা পরিক্‌খা দিয়া আজি ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
ক্যামন নৌকা পরিক দিবেন মোর ঠে ক্যাও শুনিয়া।
সাইস্তার কুটি ছাও নৌকা সাজেয়া ॥*
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা ছাও বৈঠা বানেয়া ॥ ৮৫৫

পাঠান্তর :—

বাক্তমিস্ত্রির মহলক নাকি ছাও চলিয়া।
তুসের নৌকা ন্যান তৈয়াব করিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা ক্যান বইটা বানাইয়া ॥
বাক্তবাক্য পেতুয়া বথা না করিল।
বাক্তমিস্ত্রির মহল বলি গমন করিল ॥
বাক্তমিস্ত্রির মহলে জাইয়া পেতু খাড়া হৈল ॥
নাম ধরিয়া মিস্ত্রিকে ডাকিতে লাগিল।
কিবা কব মিস্ত্রি নিচন্তে বসিয়া।
ধন্মি রাজ দিয়াছে তোমার মহলে পাঠাইয়া ॥
তুসের নৌকা চাইছি এক তৈয়াব করিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দিতে হবে বৈঠা বানাইয়া ॥
সেই নৌকাএ চড়ি মএনা জাবে দরিয়া পার হৈয়া ॥
তখন মিস্ত্রি একথা শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল ॥
তিন দণ্ড সমএ বুদ্ধি আলোক হইল।
পইলা নবানের তুস আনি জোগাইল ॥
পইলা নবানের তুস জোগাইলে আনিয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা নিলে বৈঠা বানাইয়া ॥
বিশকন্মাব নাম নিয়া নৌকাব পুইয়া গ্যাল থ্যাও।
বিশকন্মা তৈয়ার করি দিল চাত দশ বার নাও ॥
তুসের নৌকা মহলাএ তৈয়াব করিল।
এই তত্ত্ব পেতুয়া রাজাক জানাইল ॥

ঐ ভোটা একটা পিকিড়া দ্যাও কাণ্ডারি সাজেয়া।
ঐত বৈতরনি নদি মাও আসুক পার হৈয়া॥
পরিক্‌থা সাজাইয়া খেতুর হরসিত মন।
দরিয়ার কুলে জাএয়া দিল দরশন॥
দরিয়ার ঘাটে নৌকা রাখিল বান্ধিয়া। ৮৬০
দৌড় পাড়ি খবর জানায় রাজ দুলালিয়া॥
ওগো দাদা ওগো দাদা রাজ্যের ঈশ্বর।
পরিকথা খাড়া হইল তোমার দরিযার উপর॥*

পাঠান্তর :—

খেতু বলে শুন দাদা বচন মোর হিয়া।
তুসের নৌকা দিয়াছে মিস্ত্রি তৈয়ার করিয়া॥
কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া।
ফেরুসা হতে মা জননিক আন ডাক দিয়া॥
এই নৌকাতে জা'ক মাও দরিয়া পার হৈয়া॥
রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল।
মা জননির ফেরুসাএ জাইয়া খাড়া হৈল॥
খেতু বলে শুন মা আমি বলি তোরে।
পরিক্‌থা তৈয়ার হৈছে রাজার দরবারে॥
সেই তুসের নৌকাএ জদি পার দরিয়া পার হৈয়া।
নিশ্চয় ধম্মিরাজা জাবে সন্ন্যাস হৈয়া॥
স্কখন বুড়ি মএনা এ ব্যাক্য শুনিল।
পরিক্‌থাএ জাবার কারন সাজিবার নাগিল॥
ধবল বস্ত্র নিলে বিধু মাতা পরিধান করিয়া।
আপনার ছাইলার দরবার বলি জাইছে চলিয়া॥
ছাইলার নিকট জাইয়া মএনা খাড়া হৈল।
মা জননি বলি রাজা প্রনাম জানাইল॥
জাও জাও মা জননি মিস্ত্রির মহল বলিয়া।
তুসের নৌকা ন্যান মস্তকে তুলিয়া॥

যখন ধর্ম্মি রাজা একথা শুনিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥ ৮৬৫
এই খবর ধরি জা মাএর বরাবর।
জ্যাল পরিক্‌খা কাইল মাও তুই নিলু ভালে ভালে।
নৌকা পরিখ নিতে মা তুই জাবি জমঘরে ॥
জখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল।
মএনার মহলক নাগি গমন করিল ॥ ৮৭০
তেলিহাটি মালিহাটি ছোড়াইলে চাতেরা।
বলো বলিতে ছোড়াইলে আঠার পাইকের পাড়া ॥

সেই নৌকাএ জাইতে হবে দরিয়া পার হৈয়া।
সেই পরিকথা দেখিয়া আমি জাব সন্ন্যাস হৈয়া ॥
রাজার বাক্য মএনা বুড়ি রথা না করিল।
দুই হস্তে তুসের নৌকা মস্তকে তুলি নিল ॥
তুসের নৌকা নিয়া মএনা বৈতানির ঘাটে গ্যাল।
মহলে থাকিয়া মহারাজের বুদ্ধি আলোক হৈল।
ভাই খেতুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া।
কলিঙ্কার বন্দর, মধুরার বন্দর, শ্রীকোলের বন্দর—
মণ্ডলের দ্বারে আইস ঢোল পিটাইয়া ॥
রাজবাক্য খেতুআ রথা না করিল।
তিন সহরে ঢোল পিটাইয়া দিল ॥
পরিকথা দেখিতে জত লোক সাজিতে নাগিল।
তেলি সাজে মালি সাজে আরো সাজে ধুনি।
বিছানাত থাকি কমর বান্ধে ছয়মাসিয়া রোগি ॥
একজন ব্যারায় দুইজন ব্যারায় ব্যারায় হলকে হলকে।
আইয়ত প্রজা ঠ্যাক নাগল বৈতানির ঘাটে ॥
দেওআন পাত্র নাজির উজির নিল ধর্ম্মিরাজ সঙ্গত করিয়া।
আনন্দিত হৈয়া জাএছে বৈতানি নাগিয়া ॥

রাধারে ঘাট পার কানুর বিন্দাবন।
শুর ময়ালে দ্যাখা জায় ফেরুসা নগর ॥
এক দুআর, দুই দুআর হস্তে হস্তে লিখি। ৮৭৫
আঠারো দরজার মধ্যে শ্রীমন্দির দেখি ॥
আগ দুআরে মএনামতি এ পাসার খ্যালাএ।
পাছ দুআরে খেতু ছোড়া প্রনাম জানায় ॥
ডাইন হাতের পাসা মএনা বাঞো হাতে রাখিয়া।
আশিব্বাদ করে খেতুর মস্তক নাড়িয়া ॥ ৮৮০
জিও জিও আড়ির বেটা ধম্মে দেউক বর।
জত সাগরের বালা এতএ আরিব্বল ॥
চান সুরুজ মরি ইন্দ্রে হবে তল।
তবু ছাইলা বাচি রইও ব্যালা তিন পহর ॥
ক্যানে ক্যানে বাপের ধন হরসিত মন। ৮৮৫
কি বাদে আসিলু তার কহ বিবরন ॥
এতো জোকো মরদ হইলু আপনার মহলে।
এক দিন ভক্তি না করলু বুড়ির পদতলে ॥
খেতু বলে শুন মা জননি লক্‌খি রাই।
কি গপ্‌প কচ্ছিলা দাদার বরাবর। ৮৯০
পরিখ খাড়া হৈছে তোমার দরিয়ার উপর ॥
ত্যাল পরিক্‌খা নিলি মা ভালে ভালে।
নৌকা পরিক্‌খা নিতে জাবু জমের ঘরে ॥
ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে হাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া ॥ ৮৯৫
এক এক ঢেউ উঠে পব্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥
পুতার মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥ ৯০০

ঐ দরিয়া যাও আমুক পার হৈয়া ।
শির মুড়িয়া ধর্ম্মি রাজা জাবে সন্ন্যাস হৈয়া ॥
সইস্থার কুটি দিছেন নৌকা সাজেয়া ।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দিছেন বৈঠা বানেয়া ॥
ভোটা একটা পিকিড়া দিছেন কাণ্ডারি ধরেয়া ॥ ৯০৫
নাই ডারি নাই মাঝি নাই তার কাণ্ডারি ।
ক্যামন করি পার হইবেন মা মএনা সুন্দরি ॥
মাছির মুণ্ড রইতে মা জাগা নাহি হয় ।
ঐ নৌকা কি তোমার ভরা সয় ॥
মএনা বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া । ৯১০
এক পরিখ ক্যানে সাত পরিখ নব ।
হাতে হাতে গোপিনাথক বাড়ি ঘর ছাড়াব ॥
এক ঘড়ি রহ বেটা ধৈরজ ধরিয়া ।
জবত আইস মএনামতি ছিনান করিয়া ॥
খেতু বলে হারে মা এই তোর ব্যাভার । ৯১৫
নদির খালে খালে তুই জাবু পালেয়া ।
তোরে নাগাল জদি না পায় রাজ দুলালিয়া ।
শ্যাসে দাদা মোক মারিবে ঐ নৌকাএ ফ্যালেয়া ॥
মএনা বলে হারে জাদু রাজদুলালিয়া ।
এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য করি । ৯২০
তোমাক জদি ছাড়ি জাই প্রানে কাটি মরি ॥
মএনা বলে হারে জাদু রাজদুলালিয়া ।
মুঞিও জদি বারেক মএনা জাওঁ আর পালেয়া ॥
আমার ঘরে আছে চাপাইল বান্দি কোনা ।
হস্ত পাও বান্দিয়া বান্দিক নইয়া জাও ধরিয়া ॥
হস্ত পাও বান্দিয়া বান্দিক দ্যাও দরিয়াএ ফ্যালেয়া । ৯২৫
ক্যামন আছে মএনার গিয়ান ন্যাও পরিক্খিয়া ॥
আলা ভরিয়া ন্যাও বাটি চন্দন ভরা খৈল ।

ছিনান করিতে মএনা শুক সাগর গেইল ॥
দরিয়ার ঘাটে জাএয়া দরশন দিল। ৯৩০
তিন আঙ্গুল জলে মএনা ঐ খৈল ভিজাইল ॥
প্রথম খৈলা দিলে ধম্মক ছিটিয়া।
তার পরে দিলে খৈলা বসমাতাক ছিটিয়া ॥
তার পরে দিলে খৈলা রঙ্গেতে ঢালিয়া ॥
হাটুজলে জাএয়া মএনা হাটু কইলে শুত। ৯৩৫
নামি গ্যাল গলা জলে মারে পঞ্চ ডুব ॥
ছিনান করিয়া মএনা হরসিত মন।
আনন্দে ধম্মের নামে করিলে প্রনাম ॥
পুব্ব মুখে পুব্ব মুখে নমস্কার করিয়া।
আনন্দে ধম্মের নামে জল বাড়াইয়া ॥ ৯৪০
চাউলের পিণ্ড না পাএয়া মএনা বালার পিণ্ড দিল।
জত মোনে ইষ্ট দেবতা হস্তে পাতি নিল ॥
বৈতানি নিকটে জাইয়া রাজা খাড়া হইল।
মধুর বচনে বাক্য মএনা বলিতে নাগিল ॥
কিবা কর ওরে খেতু নিছন্তে বসিয়া। ৯৪৫
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা জোগাও আনিয়া।
গঙ্গার জল মধু জোগাও আনিয়া ॥
ব্যাল পুষ্প আতব চা'ল জোগাও আনিয়া।
নৌকা পুজি মএনা জাব দরিয়া পার হইয়া ॥
মএনার বাক্য খেতু বৃথা না করিল। ৯৫০
পুজার সামগ্রি আনিয়া জোগাইল ॥
পুজার সামগ্রি জোগাইলে আনিয়া।
বৃধুমাতা কান্দে এখন গুরু গুরু বলিয়া ॥
গুরু গুরু বলি মএনা কান্দিবার নাগিল।
রত বএয়া জায় গোরকনাথ রত আটকিল ॥* ৯৫৫

পাঠান্তরঃ—

মএনার গুরু কৈলাসে ছিল তাদের আসন নড়িল।
অথে চড়ি শিব গোরকনাথ মঞ্চকে নামিল ॥

গোরকনাথ বলে শুন সারথি কার প্রানে চাও।
আমার নাকান নাই সিদ্ধা সয়ালের ভিতর।
রত আটক কে করিলে আমার ঘড়িকের ভিতর ॥
ধেয়ানের গোরকনাথ ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে গোরকনাথ মএনার নাগাল পায় ॥ ৯৬০
সেন্দুরিয়া গোরকনাথ সেন্দুর ঝলমল।
আলক রতে চড়ি আইল গোরকের বিত্যাধর ॥
গোরকনাথ বলে মএনা কার প্রানে চাও।
তখন মএনামতি একথা শুনিল।
গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥ ৯৬৫
কি রসাই পইছে মা তোর বরাবর।
কি কারনে কান্দিস দরিয়ার কুলোত ॥
তার সংবাদ বল আমাক ঘড়িকের ভিতর ॥
মএনা বলে শুন গুরু করি নিবেদন।
তৈল পরিক্থা আমি নইলাম ভালে ভালে। ৯৭০
নৌকা পরিক্থা নিতে আমার বড় ভয় নাগে ॥
ঐত বৈতরনি নদি নাই তারে গাওয়া।
ছয় মাসের ওসার নদি বৎসরে পড়ে খ্যাওয়া ॥
এক এক ঢেউ উঠে পব্বতের চূড়া।
আকাশে উঠে ঢেউ পাতালে বয় ঝোড়া ॥ ৯৭৫
পুতার মতন শিল পাতর সেও জায় ভাসিয়া।
পড়িলে পাটিকাখান সেও না হয় তল।
পাটিকার বুড়বুড়ি উঠে বৎসর অন্তর ॥
সইস্যার কুটি দিছে নৌকা সাজেয়া।
কাকুয়া ধানের সুঙ্গা দিছে বৈঠা বানেয়া ॥ ৯৮০
ভোটা এক পিকিড়া দিলে কাণ্ডারি ধরেয়া ॥
নাই ডারি নাই মাঝি নাই তার কাণ্ডারি।
ক্যামন করি হব পার আমি মএনা সুন্দরি ॥

মাছি মুণ্ড রইতে নৌকা জাগা নাহি হয়।
এই নৌকাএ নিকিন গুরু মএনার ভর সয় ॥ ৯৮৫
মএনা বলে গুরু বাপ বচন মোর হিয়া।
তুসের নৌকা গুরু বাপ দ্যাওত পুজিয়া ॥
এই নৌকাতে জাব দরিয়া পার হৈয়া ॥
শিব গোরকনাথ তুসের নৌকার নাম শুনিল।
ভয় খাএয়া গোরকনাথ না জবাব দিল ॥* ৯৯০
তুসের নৌকা পুজিবার না পারেঁ। গোরকনাথ আসিয়া।
তুসের নৌকা পুজি দিবে হাড়ি সিদ্দা আসিয়া ॥

পাঠান্তর:--

গোরকনাথ বলে মএনা কার প্রানে চাও।
ভয় না খাও মএনা প্রানে না খাও ডর।
আমি গোরকনাথ থাকিতে ভাবনা কি কারন
এক ঘড়ি রও মা ধৈরন ধরিয়া।
জাবত না আইসঁ গঙ্গা মাতাক ছলনা করিয়া।
ওঠে থাকিয়া গোরকনাথের হরসিত মন।
গঙ্গা মাতার কুলে জাএয়া দিলে দরশন ॥
গঙ্গা বলিয়া তুলিয়া ছাড়ে আও।
ঘরে ছিল গঙ্গা মাতা বাহিরে দিলে পাও ॥
গুরুকে বসিতে দিলে দিব্ব সিঙ্গাসন।
করপুর তাম্বুল দিয়া জিগ্‌গায় বচন ॥
ক্যানে ক্যানে গুরু ধন হরসিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥
গোরকনাথ কয় গঙ্গা বাক্য আমার ন্যাও।
এই বাদে আসিলাম আমি তোর বরাবর।
আমার চেলি পরিথ নিবে তোর বরাবর ॥
জদি কালে গঙ্গা মাতা ধরিয়া করবু বল।
ছাই ভস্‌স করিয়া দরিয়াক করিম বালুচর ॥
গঙ্গা বোলে শুন গুরু করি নিবেদন।

হাড়ি সিদ্ধা নাগি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ।
বাও সঙ্কারে হাড়ি সিদ্ধা আসিয়া হাজির হৈল ॥
দিদি বলি মএনাক প্রনাম জানাইল ॥ ৯৯৫
কিবা কর হাড়ি ভাই নিচন্তে বসিয়া ।
তুসের নৌকা হাড়ি ভাই দ্যাওত পুজিয়া ॥
তুসের নৌকা দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমৎকার হৈল ।

ন্যায় নাবে মএনা পরম আনন্দে ।
জেদি জাবে মএনার নৌকা সেদি বান্দু হবে ॥
সইস্যারে কুটি নয় অঁয় মধুকর ।
পিকিড়া নয় অঁয় সুজান কাণ্ডারি ।
হস্তি ঘোড়া কাবিবে পার তোমার মএনার কত ভারি ॥
নড়ি ঝড়ি করিব মএনাক প্রানে না মারিব ।
হাতে হাতে মএনামতিক দরিয়া পার করিব ॥
তখন মএনমতি সংবাদ শুনিল ।
গুরুদেবের চরনে প্রনাম করিল ॥
আপনার মহল নাগি গমন করিল ।
আপনার মহলে জাএয়া দরশন দিল ॥
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিল ॥
ছিনান করি বসাইবর নহল পরিস্কার করিয়া ।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন রন্ধন করিয়া ।
সবর্ণের থালে অন্ন লইল পারশ করিয়া ॥
আইসো আইসো গেহু ছোড়া অন্ন খাওসিয়া ॥
অন্ন জল খাইয়া মুকুখে দিল পান ।
মাএ পুত্রে কথা কয় ভব পুর্নিমার চান ॥
মএনা বলে আরে জাত বাপ তনা লিয়া ।
এক পরিকথা নাগে ক্যান সাত পরিকথা লব ।
হাতে হাতে আইজ বেটাক সন্ন্যাস পাঠাব ॥
আগুন পাটের সাড়ি পরিধান করিয়া ।
দুই বালক লইল সঙ্গে করিয়া ॥

ভয় খাএয়া হাড়ি সিদ্দা না জবাব দিল ॥
আমি নৌকা পুজির না পারিম হাড়িপা লঙ্কেশ্বর। ১০০০
নৌকা পুজিয়া দিবে ধিরনাথ কুমর ॥
ধিরনাথ কুমরক নাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে ধিরনাথ কুমর আসিয়া খাড়া হৈল ॥
দিদি বলি মএনাক প্রনাম জানাইল ॥
রে ধিরনাথ কুমর,— ১০০৫
তুসের নৌকা আমার পুত্র নিছে তৈয়ার করিয়া।

গুআ খোআ বিশি নইলে কমরে করিয়া।
দুই কাণ্ডারি নইলে সঙ্গে করিয়া ॥
দরিয়াক নাগিয়া চলিল হাটিয়া ॥
জখন খেতু ছোড়া সংবাদ শুনিল।
দৈড় পাড়ি রাজাক খবর জানাইল ॥
জখন ধর্ম্মি রাজা সংবাদ শুনিল।
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা সাজিতে নাগিল ॥
বন্দুকের জয় জয় ধুমায় অন্ধকার।
বাপে বেটায় চিনা না জায় ডাকাডাকি সার ॥
আঠার তবিলের সিপাই সাজে ঠাক্রি ঠাক্রি।
হিন্দু মুসলমান সাজে ন্যাখা জোখা নাই ॥
বন্দর ভাঙ্গিয়া বন্দর হইল শেস।
পরিকৃথা দেখিবার জায় ফকির দরবেশ ॥
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা গমন করিল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া দরশন দিল ॥
নৌকা দেখিয়া সভার নোক বড় ভয়ঙ্কর হৈল ॥
মাছি মুণ্ড বইতে নৌকা জাগা নাহি হয়।
এই নৌকা কি মএনাব ভরি সয় ॥
জখন মএনামতি নৌকা দেখিল।
গুরু গুরু বলি মএনা কান্দন জুড়িল ॥
রথ বইয়া জায় গোরকনাথ রথ আটকিল।
গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥

নৌকা পুজ্জি দ্যাও আমি জাই দরিয়া পার হৈয়া ॥
ধিরনাথ কুমর বলে দিদি,—
নৌকা পুজ্জিবার না পারিম ধিরনাথ কুমর।
নৌকা পুজ্জিয়া দিবে মিনবা লঙ্কেশ্বর ॥ ১০১০
মিনবাক নাগিয়া মএনা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে মিনবা আসিয়া খাড়া হৈল ॥
কিবা কর মিনবা নিচন্তে বসিয়া।
ভুসের নৌকাকোনা দ্যাও আরো পুজ্জিয়া ॥
ক্ষণে মিনবা এ কথা শুনিল। ১০১৫
মএনার সাক্খাতে মিনবা না কথা কৈল ॥
নৌকা পুজ্জিবার না পারিম আমি মিনবা লঙ্কেশ্বর।
নৌকা পুজ্জিয়া দিবে ভোলা মহেশ্বর ॥
বুড়া শিবক নাগি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে বুড়া শিব আসিয়া খাড়া হৈল ॥ ১০২০
শিবের ঠরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
দ্যাও দ্যাও গোসাঞি নৌকা পুজ্জিয়া।
ডাহিনি মএনা জাই আমি দরিয়া পার হৈয়া ॥

হাসিয়া খেলিয়া মএনা দরিয়া নামিল ॥
বাক্সো তন্ত্র তুলি দিলে নৌকার উপর।
আছিল সরিসার কুটি মধুকর হইল ॥
ছই কাণ্ডারি নইল নৌকা এ চড়েয়া।
ছই বাল্কিক দিলে নৌকা এ চড়েয়া ॥
গুরুদেবের চরনে মএনা পনাম করিয়া।
মধ্যাত বসিল মএনা ঠসোক মারিয়া ॥
হরি বোল বলিয়া নৌকা দিল ছাড়িয়া ॥
ভুক্ক ভুক্ক বলিয়া মএনা সিঙ্গিনা বাজায়।
ভাটি মুখে বয় গঙ্গা শুনিয়া উজান ধায় ॥

জখন বুড়া শিব তুসের নৌকা দেখিল।
ভয় খাইয়া বুড়া শিব না জবাব দিল ॥ ১০২৫
ক্রোদ্দমান হইয়া মএনা ক্রোদ্দে জলিয়া গ্যাল ॥
দ্যাবাগনের মাঝত মএনা মাল্লে আলকচিত।
ভয় খাইয়া দ্যাবাগন পালায় ভিতাভিত ॥
কচুবাড়ি দিয়া বুড়া শিব জায় পলাইয়া।
হোলা ব্যাঙ্গের মতন মএনা নিগায় ন্যাদিয়া ॥ ১০৩০
খপ্ করি বৃধুমাতা শিবকে ধরিল।
শিবের তরে কথা মএনা বলিতে নাগিল ॥
ক্যান ক্যান ভোলা গোসাঞি জান পলাইয়া।
তুসের নৌকা পুজিতে হবে বৈতানির ঘাটে গিয়া ॥
কাতর হৈয়া বুড়া শিব বৈতানির ঘাটে গ্যাল। ১০৩৫
আনন্দিত হৈয়া নৌকা পুজিতে নাগিল ॥
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা দিলে আগা করিয়া।
মধু গঙ্গাজল দিল নৌকাএ ছিটিয়া ॥
নৌকা পুজে বুড়া শিব উল্টা মন্ত্র কৈয়া ॥
আগুন ক্যামন নালে ব্রম্মা ক্যামন নালে। ১০৪০
ব্রম্মা বেটা মৈল জারে পানি মৈল তিয়াসে ॥
ঢেকি আনলাম ধান বানিতে সেও পালাইল আসে।
কুলা আনলাম ধান ঝাড়িতে পাড়িয়া কিলায় তুসে ॥
এলুয়াবাড়ি বেলুয়াবাড়ি কাসিয়াবাড়ি দি ঘাটা।
শিয়ালক দেখি জনওয়ার পালায় হাসিয়া মৈল পাঠা ॥ ১০৪৫
আগে উবজিল ছোট ভাই পাছে উবজিল দাদা।
কেঁও বেঁও করিয়া মাও উবজিল পাছত উবজিল বাবা ॥
বন্দুকের হুটাহুটি ধুমায় অন্ধকার।
বাপে বেটায় না চেনে ডাকাডাকি সার ॥
এই মন্ত্র দিয়া দিল নৌকা পুজিয়া। ১০৫০
হরিধ্বনি দিয়া দিল নৌকা গঙ্গাতে ভাসাইয়া ॥

মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে মএনা শরিরে জপিয়া।
কানাইর হাতের বাশি নিলে হস্তে করিয়া॥
এক রন্দ্ধ মস্তকের ক্যাশ দুই রন্দ্ধ করিয়া।
নৌকাত চড়ে বৃধুমাতা ঠসক মারিয়া॥ ১০৫৫
নৌকাত চড়ি মএনা বুড়ি বাশিতে ফু দ্যায়।
বাশির বাস শুনিয়া নৌকা উজান ধায়॥
এপার হতে গ্যাল মএনা ওপার চলিয়া।
গাঙ্গিক তরে কথা দ্যাএছে বলিয়া॥
কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিছন্তে বসিয়া। ১০৬০
এক গুনের গাঙ্গি জাএক ত্রিগুন হইয়া॥
জ্যানকালে বুড়ি মএনা একথা কহিল।
বহ বহ করি গাঙ্গি গোজ্জিয়া উঠিল॥
ওপার হতে এল মএনা এপার ফিরিয়া।
এক পাকের করাল ছিল দুই পাক ঘুরিল। ১০৬৫
তুসের নৌকা বৈঠা মএনা খোপাএ গুজি নিল॥
সোনার খড়ম নিলে মএনা চরনে নাগেয়া।
জলের উপরে উপরে মএনা গ্যাল পার হএয়া॥
এপার হতে বুড়ি মএনা ওপার চলি গ্যাল।
গাঙ্গিক তরে বলিতে নাগিল॥ ১০৭০
কিবা কর গাঙ্গি বেটি নিছন্তে বসিয়া।
তিন বাগের জল জা তুই বালুচর করিয়া॥
ডাহিনি মএনা জাওঁ মুঞি দরিয়া পার হৈয়া॥
সোনালিয়া খড়ম নিলে মএনা চরনে নাগেয়া।
জলের উপরে উপরে মএনা গ্যাল পার হৈয়া॥ ১০৭৫
হায় হায় করে দ্যাবগন চরিৎকার দেখিয়া॥
এক পাকের করাল ছিল তিন পাক হৈল।
জয় জোগার দিয়া নৌকা দরিয়াত ছাড়িয়া দিল॥
পার হইয়া পাইল মএনা গোকুল ঘাটের কুল।

ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্দিল মাতার চুল ॥ ১০৮০
জত্ত সব সভার নোক বলে পরিখ হইল জয়।
অদুনা পদুনা কয় এও পরিক্‌খা নয় ॥
রহোবন মন্ত্র আছে শরিরের ভিতর।
রহোবন করি পার হয় মাও দরিয়ার উপর ॥
রাজায় রানি কইলে কথা ডাঙ্গাত বসিয়া। ১০৮৫
মএনামতি জানিতে পারিল দরিয়ায় থাকিয়া ॥
মএনা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
জত সকল বুদ্ধি ছান্দে এ নিরাসি সকল ॥
তব্‌ নি মএনামতি এ নাম পাড়াব।
আর কিছু জ্ঞান আমার ছাইলাক দ্যাখাব ॥ ১০৯০
মধ্য দরিয়াএ জাইয়া মএনা ঝাপ দিয়া পড়িল।
ডাঙ্গাত থাকিয়া রাজা কান্দন জুড়িল ॥
মাএর ডাহায় রাজা দরিয়াএ পড়িবার চায়।
এইতো শিশু ঘড়িয়ালে মাওক খাইলে ধরিয়া।
মাবদি নাম থাকিল রাজ্য ভরিয়া ॥ ১০৯৫
মহাপাপি হইলাম আমরা ভাই দুইজন।
আমাক ছুইয়া জল না খায় ব্রাম্মন সকল ॥
মাএর ডাহায় দরিয়াএ পড়িবার চায়।
পঞ্চজন ব্রাম্মন ধরিয়া রাজাকে বুঝায় ॥ ১১০০
কান্দো কি কারন রাজা ভাবো কি কারন।
আলাই বালাই তোমার মাতা গ্যাল মরিয়া।
রানি লইয়া রাজ্য কর পাটত বসিয়া ॥
পাত্র মিত্র নইয়া রাজা গমন করিল।
আপনার পাটত জাইয়া দরশন দিল ॥ ১১০৫
বসিল ধম্মি রাজা সভার মাঝারে।
চত্র্‌ দিগে ঘিরি নইলো বৈদ্দ ব্রাম্মনে ॥
কুঘাটে ডুবিল মএনা সুঘাটে উঠিল।

গুরুদেবের চরনে মএনা প্রনাম জানাইল ॥
জত মোনে সভার নোক বলে পরিখ হইল জয় ।
অদুনা পদুনা কয় এও পরিক্‌খা নয় ॥ ১১১০
আর কিছু পরিখ আছে তাক দিবার হয় ॥
নৌকা পরিক্‌খা দিলেন তোমার মায়ের বরাবর ।
তুল পরিক্‌খা নিয়া রাজা ছাড় বাড়ি ঘর ॥
ক্যামন তুল পরিক্‌খা দিব মাএর বরাবর ।
তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥ ১১১৫
এক জোড়া নিক্তি তুমি আইস ধরিয়া ।
ক্যামন আছে সতের সতি মাও ন্যাও পরিক্‌খিয়া ॥
সভাএ থাকিয়া রাজার হরসিত মন ।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
ডাক মধ্যে খেতু ছোড়া দিলে দরশন ॥ ১১২০
ডাইনে প্রনাম করি বামে খাড়া হইল ।
জোড় হস্ত করিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
ওরে খেতুআ—
কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া ।
বাপকালিয়া রুপার নিক্তি জোগাও আনিয়া ॥* ১১২৫

* পাঠান্তর :—

এই বাদে ডাকিলাম ভাই তোর বরাবর ।
তুল পরিক্‌খা নিয়া আমি ছাড়ি বাড়ি ঘর ॥
এক জোড়া নিক্তি জোগাও আনিয়া ।
তুল পরিক্‌খা নিয়া জাব সন্ন্যাস হইয়া ॥
জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল ।
বানিয়ার মহল নাগি গমন করিল ॥
বানিয়া বানিয়া বলি তুলি ছাড়ে রাও ।
ঘরে ছিল বানিয়া বাহিরে দিল পাও ॥
জখন বানিয়া খেতুক দেখিল ।
বসিবার দিল খেতুক দিব্ব সিঙ্গাসন ।

একেটা পোস্তের দানা জোগাও আনিয়া।
ক্যামন মা জননি সতি কন্যা নেই রোজন করিয়া ॥
রাজ বাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল।
পোস্তের দানা খেতুআ আনিয়া জোগাইল ॥
এক জোড়া রুপার নিত্তি আনিল জোগাইয়া। ১১৩০
ডাহিনি মএনাক রোজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥
পরিকুখা দেখিবার কারন কত নোক আসিল সাজিয়া।
এখন মএনা বুড়িক রোজন করে পোস্তের দানা দিয়া ॥

ক্রোফুল তামুল দিয়া জিগ্‌গাসে বচন ঃ
ক্যান ক্যান খেতু হরসিত মন।
কি বাদে আসিলেন তার কও বিবরন ॥
এই বাদে আসিলাম আমি তোর বরাবর।
এক জোড়া নিত্তি ভাই দ্যাও আনিয়া।
তুল পরিকৃথা দিয়া রাজা জায় সন্ন্যাস হইয়া ॥
জখন বানিয়া একথা শুনিল।
এক জোড়া নিত্তি আনিয়া জোগাইল ॥
জেও নিত্তি আনি দিল তার তলিকোনা ভাঙ্গা
ঐ নিত্তি ধরি আইল রাজ দুলালিয়া ॥
ঐ নিত্তি আনি দিল রাজার বরাবর ॥
জখন নিত্তি আনিয়া জোগাইল।
মাও মাও বলিয়া রাজা ডাকিবার নাগিল ॥
ডাকমাত্র মএনা বুড়ি দরশন দিল ॥
সভাএ থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
একটা পোস্তের দানা আনিয়া জোগাও ॥
একটা পোস্তের দানা দিল আনিয়া।

এক পাকে তুলিয়া দিল পোস্তের দানা।*
আর এক পাকে বসিল গিয়া রাজার মা মএনা ॥ ১১৩৫
নিত্তির কাটা ধরিয়া রাজা তোলে টান দিয়া ॥
সেই জে মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
পোস্তের দানা চাইতে মএনা সব্বাঙ্গে পাতল ॥
ও পরিক্খাত বুড়ি মএনা আসিল উত্তরিয়া।†
সকল লোকে বলিতেছে মহারাজ তোমার জননির পরিক্খা
হইল জয়। ১১৪০
অদুনা পদুনা‡ দাড়াইয়া বোলে এও পরিক্খা নয় ॥
ওরে খেতুআ, কোনবাঠাকার ভাঙ্গা নিত্তি জোগালু আনিয়া।
ভাঙ্গা দিয়া জননির ওজন পড়িল লুস্কিয়া ॥
আবার বাপকালিয়া সোনার নিত্তি আন জোগাইয়া।
জননিক ওজন করি তুলসি পত্র দিয়া ॥§ ১১৪৫
কিবা কর ভাই খেতুআ নিচন্তে বসিয়া।
একটা তুলসি পত্র আন জোগাইয়া ॥
আপন হাতে রোজন করি তুলসি পত্র দিয়া ॥
জখন ধম্মিরাজ তুলসির পত্র জোগাইল।
করুনা করি বুড়ি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥ ১১৫০
আহা ভগবান পোস্তের দানার পরিক্খা আমি নিলাম ভালে ভালে।
তুলসির পত্রের পরিক্খা নিতে আমার কিবা হয় কপালে ॥

* পাঠান্তর—ভাল পিকে চড়ে দিল পোস্তের দানা।
কানা পিকে চড়ে দিলে রাজার মাও মএনা ॥

† একটী পাঠে অতিরিক্ত :—
নিত্তি জোড়া ধম্মিরাজ ফ্যালাইল পাকেয়া।
মাও মাও বলি কান্দে রাজ ডলালিয়া ॥

‡ কোন পাঠে 'অদুনা পদুনা' স্থলে 'ধম্মিরাজ' পাওয়া যায়।

§ পাঠান্তর—কানা পিকে তুলি দ্যাও একটা তুলসির পাত।
ভাল পিকে তুলি দ্যাও তোমার মাও মএনাক ॥

কান্দি কাটি বুড়ি মএনার বুদ্ধি আলো হইল।
তুলসির পত্রের পরিক্‌খা জদি আমি না নেই উত্তরিয়া।
অসতি ব'লবে আমাক কাচারি ভরিয়া ॥ ১১৫৫
তেউনিয়া ডাহিনি মএনা এ নাওঁ পাড়াব।
পসান করি তুলসির পত্র মাটিতে রাখিব ॥
ধম্মিরাজ পাটেতে বসিল ভিড়িয়া।
সোনার নিক্তি নিল হস্তে তুলিয়া ॥
এক পাকে* তুলিয়া দিল তুলসির পাত। ১১৬০
আর এক প্লাকে বসিল গিয়া রাজার মা মএনা ॥ †
নিক্তির কাটা ধরি রাজা তুলিল টান দিয়া।
তুলসির পত্র থাকিল আবার মৃত্তিকাএ পড়িয়া ॥
ডাহিনি মএনা উঠিল সগ্‌গক নাগিয়া ॥ ‡
সগ্‌গক নাগিয়া ডাহিনি মএনা ভাসিয়া উঠিল। ১১৬৫
হরিধ্বনি দিয়া কাচারি বরখাস্ত করিল ॥
নিক্তি জোড়া ধম্মিরাজ ফ্যালাইল পাকেয়া।
মাও মাও বলিয়া কান্দে রাজ দুলালিয়া ॥
আর আমি পরিখ না নিব মাএর বরাবর।
শির মুড়িয়া ধম্মিরাজ মুঞি ছাড়িম বাড়ি ঘর। ১১৭০

---

* পাঠান্তর—কানা পিকে।
† পাঠান্তর—ভাল পিকে চড়ায়ে দিল রাজার মাও মএনাক ॥
‡ পাঠান্তর :—
ও মএনা পাইছে গোরকনাথের বর।
তুলসির পাতের চায়া হইল সব্বাঙ্গে পাতল ॥

পণ্ডিত খণ্ড

মএনার পরিক্‌খা গ্যাল উত্তরিয়া।
এখন পণ্ডিত খণ্ড গান পড়িল আসিয়া॥
আ'জকার মনে জাইছি মা ঠাকুরবাড়ি নাগিয়া।
কা'ল প্রাতকে সন্ন্যাস হব গননা শুনিয়া॥
জ্যানকালে মহারাজা একথা বলিল। ৫
রতুনা পতুনা রানি কম্নে শুনিল॥*
করুনা করিয়া দোন বইনে কান্দিতে নাগিল॥
রতুনা বোলে শুন দিদি পতুনা নাইওর দিদি।
আর গৃহে না রয় দিদি সোআমি নিজপতি॥'
কি বুদ্ধি করি দিদি কিবা চরিত্তর। ১০
কড়াটিকের বুদ্ধি নাই শরিলের ভিতব॥
একনা বুদ্ধি আছে দিদি শরিলের ভিতর।

পাঠান্তর—দরবারে থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
দয়ার ভাই খেতুআ বলি ডাকে ঘনে ঘন॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
শিঘ্রগতি পণ্ডিত আনিয়া জোগাও।
গনাপাড়া করি আমি জাইব সন্ন্যাস হএয়া॥
রাজায় খেতু কহিলে কথা দরবারের উপর।
অতুনা পতুনা জানি পাইলে আপনার মহল॥

এক পাঠের অতিরিক্ত অংশঃ—
পণ্ডিত আনিবার পাঠাইলে খেতুআ অধিকারি
গনাপাড়া করিলে রাজা হবে ভিক্‌খাধারি॥

পাশ্‌শ টাকা দেই বান্দির আঞ্চলে বান্দিয়া।
খোসা দিয়া আসুক ঠাকুরের মহলতে জাএয়া ॥
এই কিনা বুদ্ধি নিলে জুকতি করিয়া। ১৫
বান্দিক ডাকায় রদুনা রানি কান্দিয়া কাটিয়া ॥*
পাশ্‌শ টাকা ধরি জাও পণ্ডিতের মহলক নাগিয়া ॥
পাশ্‌শ টাকা † খোসা দ্যাও পণ্ডিতের বরাবর।
সত্য কথা জ্যান পণ্ডিত রাখে গোপন করিয়া। ২০
মিথ্যা কথা কউক পণ্ডিত রাজ দরবার জাইয়া ॥
এই কথা কহিবে পণ্ডিত রাজ দরবার জাইয়া।
ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।
এও সমএ ধম্মিরাজা না পাইলাম কুশল ॥
আমার পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥ ‡ ২৫
তোমার পাকুক চুল দাড়ি অদুনার মাথার ক্যাশ।
ছোট রানির অবশ্যাসে হয়েন পরদ্যাশ ॥
এই কথা জাইয়া বলিস বান্দি পণ্ডিতের বরাবর ॥
রানির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল।
সাজ সাজ বলি বান্দি দাসি সাজিতে নাগিল ॥ ৩০
পাশ্‌শ টাকা নিলে বান্দি রাঞ্চলে বান্দিয়া।
পণ্ডিতের মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥
কতদুরে জাএয়া বান্দি কতেক পন্থ পাইল।
পণ্ডিতের মহলে জাএয়া বান্দি খাড়া হৈল ॥
পণ্ডিত ঠাকুর বলিয়া তাঁয় ডাকাইতে নাগিল ॥ ৩৫

* কোন মতে ইহার পর—কিবা কর চাপাই বান্দি নিছন্তে বসিয়া।

† পাঠান্তর—'পাশ্‌শ টাকা' স্থলে 'একশত টাকা' এবং 'খোসা' স্থলে 'ঘুস'।

‡ একনা বছর থাকের কয় জ্যান ধৈরন ধরিয়া।
এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জায় জ্যান সন্ন্যাস নাগিয়া ॥

পণ্ডিত পণ্ডিত বলিয়া বান্দি তুলিয়া কৈল্ল রাও।
চমৎকার হইল পণ্ডিতের সব্ব গাও ॥
জখন পণ্ডিত মুনি রাজার বান্দি দাসিক দেখিল।
হাতে মাতে পণ্ডিত ঠাকুর চমকিয়া উঠিল ॥
এক খান পাটি আনি বান্দিক বসিত দিল ॥ * ৪০
করফুর তাম্বুলো দিল বান্দিক সাজাএয়া।
মধুর বচনে বান্দিক দ্যাএছে বলিয়া ॥
এত দিন না আইস মা মোর মহল চলিয়া।
আইজ ক্যানে আইছেন মা মহল সাজিয়া ॥
বান্দি ঠাকুরক বলছে—ওগো ঠাকুর--- ৪৫
গননা গুনিবার বাদে খেতুক রাজা দ্যাএছে পাঠাইয়া।
গননা শুনি জাইবে রাজা সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
এই কারনে রানি মা মোক দিলে পাঠাইয়া।
এক দুই করি পাশ্‌শ টাকা ন্যাও আরও গনিয়া ॥
মিছা গননা গনবেন রাজার দরবারত জাএয়া ॥ ৫০
জখন বান্দি দাসি এ কথা বলিল।
ক্রোদ্দমান হৈয়া ঠাকুর ক্রোদ্দে জলিয়া গ্যাল ॥
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
তোর টাকার চাইতে বান্দি মোর টাকা বিস্তর।
নিয়া জা তোর টাকা কড়ি ফিরিয়া জা তুই ঘর ॥ ৫৫
সাইবানি সকল মা'রতে পারে একঝন দুইঝন।
ধম্মি রাজা এই কথা শুনলে না থুইবে আমার বিচিতে বাইগন ॥
জখন ব্রাম্মন টাকা ফেরৎ দেবার চাইল।
ঘর হইতে ব্রাম্মনি চটকিয়া ব্যারাইল ॥

* পাঠান্তরে—
বান্দিকে বসিতে দিল দিব্ব সিঙ্গাসন।

পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান। ৬০
আকাশে পাতালে বেটি ধইরাছে ধিয়ান ॥'
কোন ছ্যাশে থাক ঠাকুর কোন ছ্যাশে তোর ঘর।
কোন দরিয়ার জল খাএয়া সব্বাঙ্গে পাতল ॥
দিনান্তরে ব্যাড়াও ঠাকুর পাঞ্জি পুস্তক নিয়া।
চাউল মুষ্টি কাচা কলা না পাও খুঁজিয়া ॥ ৬৫
আপনে আসিল পাশ্‌শ টাকা তোমার দরজাএ সাজিয়া।
এইগুলা টাকা জোলা ঠাকুর দেইস আরো ফিরিয়া ॥
ন্যাও ন্যাও ঠাকুর মশায় টাকা ন্যাও গনিয়া।
কত নাগে মিথ্যা গননা আমি দেই নেখিয়া ॥
পণ্ডিতর জাইত আমরা দৈবক চুড়ামনি। ৭০
দশটা ছাচা দশটা মিছা এয়াক কবার পারি ॥
ইয়াতে জদি ধম্মিরাজ মন্দ বল্‌বে তাত।
না থাকিম ওঁয়ার দ্যাশে অন্য দ্যাশে জাব ॥
ওগুলা টাকা দিয়া ঠাকুর গরস্তি করি খাব ॥
সুবুদ্ধ ছিল ঠাকুরের কুবোধ নাগাল পাইল। ৭৫
ব্রাম্মনির বুদ্ধিতে টাকা হাত করিল ॥
হাচি জেটি বাধা গিলা পড়িতে নাগিল।
তবু আরো দৈবক ঠাকুর টাকা হাত করিল ॥
টাকা দিয়া বান্দি দাসি মহল চলি গ্যাল ॥
আক দরজাএ খেতু ডাকাএছে আসিয়া। ৮০
পণ্ডিত পণ্ডিত বলি খেতু ডাকাইবার নাগিল ॥
হারে পণ্ডিত হারে পণ্ডিত তুই বড় সুকিয়া।
মাতার উপর সোয়া পহর ব্যালা তুই আছিস শুইয়া ॥

কোন পাঠের অতিরিক্ত অংশঃ—

দুই হস্ত পণ্ডিতের ধরিল চিপিয়া।
দুই গালে চারি চওড় মারিলে তুলিয়া।

মহারাজা সন্ন্যাস হয় রাজ্যের ঈশ্বর।
গনাপাড়া করিতে ঠাকুর তোমার তলপ ॥* ৯৫
জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল।
সাজোঁ সাজোঁ বলি পণ্ডিত সাজিবার নাগিল ॥ন·
ধবল বস্ত্র নিল ঠাকুর পরিধান করিয়া।
পাঞ্জি পুস্তক নিলে ঠাকুর ঝোলোঙ্গা ভরিয়া ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

তোক বলোঁ পণ্ডিত ঠাকুর বাক্য মোর ধর।
রাজা তলব করে মহলর ভিতর ॥
সীঘ্র গতি চলিয়া যাও রাজ দরবার ॥

একটী পাঠের অতিরিক্ত অংশঃ—

এক ডণ্ড দুই ডণ্ড তিন ডণ্ড হৈল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে বামনি ছিনান করিল ॥
ছিনান করিয়া বামনি রাহ্নিক করিল।
রাহ্নিক করিয়া বামনি রন্ধন করিল ॥
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন অন্ধন করিয়া।
সোবন্নের থালাতে রন্ন দিল পারশ করিয়া ॥
আইস আইস ঠাকুর মশায় বন্ন খাও আসিয়া ॥
জখন দৈবক ঠাকুর রন্নের নাম শুনিল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল ॥
ছিনান করিয়া ঠাকুর রাহ্নিক করিল।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যাঞ্জন ভক্খন করিল ॥
রন্ন খাএয়া দৈবক মুনি মুখে দিল গুআ।
বামন বামনি কয় কথা পাঞ্জারের শুয়া ॥
আমার বুদ্দিতে ঠাকুর গনিয়া নিলু টাকা।
আগে আমাক কিনিয়া দে দশ টাকার শাখা ॥
এলকার মোনে থাক ব্রাহ্মনি ধৈরন ধরিয়া।
শুবে শুবে দরবার হৈতে আইঁস ফিরিয়া ॥
শ্যাখার বদল দিব সোনার কাঙ্কন বানাএয়া ॥

দৈবক মুনি জাত্রা করিল কানি নঙ্গুল সুঙ্গিয়া ॥* ৯০
কানি নঙ্গুল চক্‌খে নাগি গ্যাল উলটিয়া।
ফির জাত্রা কইল্ল ঠাকুর ছাইলাক পুছ করিয়া ॥
পালঙ্গ হতে উঠতে ঠাকুরের ধুতি গেইল ফাড়িয়া ॥
ও ব্যালকা জাত্রা ঠাকুরের না দেখিলাম ভাল।
পালঙ্গ হইতে দাড়াইতে মাথাএ ঠেকিল চাল ॥ ৯৫
তবু আরো দৈবক ঠাকুর জাত্রা করিল।
খালি কলসি ম্যালা চুল দুআরে দেখিল ॥
চন্দন বিরিখের ডালোত কাগা আছেত পড়িয়া।
কুসাইত দেখি নিসেধ করে ঠাকুরক নাগিয়া ॥
আইজকার মোনে থাক ঠাকুর ধৈরন ধরিয়া।
কাইল জাত্রা করেন ধরম স্মহরিয়া ॥ ১০০
ধরম জানি বনের কাগা নিসেধ করিল।
ক্রোদ্ধ হৈয়া দৈবক মুনি ক্রোদ্দে জলি গ্যাল ॥

পাঠান্তরঃ—

শালকিরানি ধুতি নইলে গোড়া ছেচুরিয়া।
শালবন পেটুকা নিলে কমরে বান্দিয়া ॥
চাল্লিশ পাগড়ি বান্দে পাক্‌মোড়া দিয়া।
ডাইন হস্তে বাজুবন্দ বাম হস্তে কোড়া।
গলাএ তুলিয়া দিলে সোবরের কণ্ঠমালা ॥
ভাল মানুসে জাত্রা করে দিন বার গনিয়া।
পণ্ডিত বেটা করে জাত্রা পণ্ডিতানিক পুছিয়া ॥
ভাল মানুসে করে জাত্রা নাগারা টুকিয়া।
পণ্ডিত বেটা করে জাত্রা কানি নোক সুঙ্গিয়া ॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

চটক ধুতি মঠক ধুতি পরিধান করিয়া।
জোড় জোড় পৈতা দিলে গলায় তুলিয়া ॥
পঞ্জিকার দফ্‌তর লইল বগলে ডাবিয়া।
রাজ দরবারক লাগিয়া চলিল হাটিয়া ॥

হাতে ছিল গুলাল বাটইল কাগাক মারিল।
ডালে থাকি বনের কাগা রভিশাপ দিল ॥
জাও জাও দৈবক ঠাকুর মোগ মাল্লু বাটুল। ১০৫
রাজ দরবারে গেইলে তোমার ভাবনা করব চুল ॥
তবু আরো দৈবক ঠাকুর গমন করিল।
রাজ দরবারে জাএয়া রুপস্থিত হইল ॥ *

পাঠান্তরঃ—

জখন কানি নৌকটা নাসিকার কাছে গ্যাল।
মাঝা নৌক চকৃখুতে নাগি উলটিয়া পড়িল ॥
সেও জাত্রা পণ্ডিতের ভঙ্গ হএ গ্যাল ॥
কিছু পরে পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
উঠিল পণ্ডিত গামোড়া দিয়া।
চালের উয়া মাতাএ নাগিল ছট্‌টুস করিয়া ॥
পণ্ডিতানি কহে কথা তোমার মাতাত নাগিল চাল।
নিশ্চয় করিয়া জানা গ্যাল তোমার জাত্রা হইল ভাল ॥
সেও কথা ক্যালেয়া পণ্ডিত বারে দিল পাও।
মাতার উপরে কাল জিটি করে সক্ক রাও ॥
সেও বাদা 'নলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া—
পরে পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
আগে ডাকে পিছে ডাকে ছাইলায় ডাকায় ॥
সেও বাদা পাউচান করিয়া—
পরে পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
শুকান ডালে পড়িয়া কাগায় চ্যাঁচায় ॥
হস্ততে ছিল পণ্ডিতের গুলাল মারিল বাটুল।
কাগা বলে হারে পণ্ডিত কি মার বাটুল।
রাজ দরবারে গেইলে তোর ভাবনার করিম চুর ॥
জ্যামন বাটুল পড়িল মোর গর্দানক নাগিয়া।
নোহার খাড়া পড়বে তোর গর্দানের উপর দিয়া ॥
সেও বাদা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া ॥

জ্যানকালে ধর্ম্মিরাজা ঠাকুরক দেখিল। ১১০
আপনার পালঙ্গ ঠাকুরক আগায়ে দিল ॥

কিছু পরে আরও পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
ডাইনে আছিল শৃগাল বামে চলি জায় ॥
সেও জাত্রা পণ্ডিতের ভঙ্গ হইয়া গ্যাল ॥
ফির ভালা পণ্ডিত জাত্রা করি চায়।
খালি কলস ম্যালা চুল পথে নাগাল পায় ॥
সেও জাত্রা নিলে পণ্ডিত পাউচান করিয়া।
হয় নানে খালি কলস জদিচ জল ভরে।
হয় নানে ম্যালা চুল জদি চুল বান্দে।
তখনি পণ্ডিতের জাত্রা ভাল হবে ॥
আগে খেতু ছোড়া জাএছে চলিয়া।
কত্ত দুর জায় খেতু কত্ত পন্থ পায়।
আর কতেক দুর জাএয়া মনে করি চায় ॥
খেতু বলে শুন ঠাকুর করি নিবেদন।
মহারাজা জাএছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া।
আমি রাজা হব কি না হব পাটোত বসিয়া ॥
এক শত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর।
রানি গিলা পাব কি না পাব আমি খেতু লঙ্কেশ্বর
আমার গনা গন রাস্তাএ বসিয়া ॥
আমি জদি হই রাজা পাটের উপর।
আমি রাজা হইলে ঠাকুর তোক করিব পাত্তর ॥
দুইজনে রাজ্য লুটি খাব রাজ্যের উপর ॥
জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল।
জয় কল্যান বলিয়া মৃত্তিঙ্গাএ বসিল ॥
মৃত্তিঙ্গাএ বসিয়া পণ্ডিত তিনটা আক দিল ॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা।
খনে কয় কথা ॥
বাদ বেরন গনে বিরিকৃখের পাতা।
আকাশের তারা গনে পাতালের বালা ॥

আইস আইস ঠাকুর মশায় পালঙ্গে বৈসসিয়া।
আমার সন্ন্যাসের গননা শুনান ত বসিয়া॥ *

একটা একটা করি গনে ভরন হাড়ির ভাত।
রান্দার রাত্রিতে গনে পণ্ডিত তেতুলের পাত॥
একে একে গনিয়া আনে জত নদি নালা॥
তিন কোন পৃথিবির গনোন ঠাঞতে গনি বইসে।
গন্তের ভিতর স্ত্রীপুরুস তার গনন গনে॥
শুভ শুভ বলি পাঞ্জি বাহির করিলে টানিয়া।
আপনে ধম্মের পাঞ্জি বলে রাও দিয়া॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা।
ঘনে নাড়ে মাতা পণ্ডিত খনে কয় কথা॥
পণ্ডিত বলে শুন খেতু করি নিবেদন।
এবারকার সমএ আমি না পাইলাম কুশল॥
মহারাজা তোমার জাইবেক সন্ন্যাসক নাগিয়া।
তুইতো রাজা হবি খেতু পাটোত বসিয়া।
অদুনা পদুনা রহিবে মহাসতি হএয়া॥
স্ত্রীরাজা স্ত্রীবাদসা স্ত্রী লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রী বই পুরুস নাহি রবে মহলের ভিতর॥
তুই খেতু রহিবু বাহিরের দখল॥
জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
থর থর করি খেতু কাপিতে নাগিল॥
জেই রানির জন্য আমার দৌড়া দৌড়ি।
সেই রানি না পাওঁ আমি খেতু অধিকারি॥
হস্ত ধরি পণ্ডিতক তুলিলে টানিয়া।
গর্দানা ধরি পণ্ডিতক কিল পঞ্চাশেক দিল।
রাজার দরবারক নাগি গমন করিল॥

পাঠান্তর—

দরবারে জাইয়া পণ্ডিত কুরসিত জানাইল।
কুলের দেবতা বলি রাজা প্রনাম জানাইল॥
ভাইয়া ঠাকুর বলি পণ্ডিতক পালঙ্কে বসাইল॥

কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা সিলাব ঝুলি কাঁথা।
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা আমি মুড়িজ্ঞাব মাথা ॥ ১১৫
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা ডোর কপিনি পরিব।
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা বোনবাস হব ॥*

পণ্ডিতক বসিবার দিল দিব্ব সিঙ্গাসন।
করফুর তাম্বুল দিয়া জিগ্গাসে বচন ॥
এই জন্য ডাকিলাম ঠাকুর তোর বরাবর।
মা আমাক রহিবার না দ্যায় মহলের ভিতর ॥
এই শব্দ জাইয়া পইল সুন্দরির বরাবর।
এক শত রানি জখন সাজিয়া বাহির হৈল।
আসিয়া সকল রানি পণ্ডিতক ঘিরিয়া ধরিল ॥
রানি সকলকে দেখিয়া পণ্ডিত ভয়ঙ্কর হৈল ॥
রাজা বলে হারে ঠাকুর কার প্রানে চাও।
শিঘ্র করি আমার গনন দ্যাও আরও গনিয়া।
গনাপাড়া করি আমি জাই সন্ন্যাস হৈয়া ॥

গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

ভর কাছারি রাজা করে ডাম্বা ডোল।
হেন সময় খাড়া হইল পণ্ডিতর কুমর ॥
ধর্ম্মাবতার বলিয়া প্রনাম জানাইল।
কুলর দেবতা বলিয়া মহারাজ প্রনাম জানাইল ॥

গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

ও ঠাকুর ও ঠাকুর দৈবক চূড়ামনি ॥
কোন দিনা রাজার বেটা সিলাইবে ঝুলি কাঁথা।
কোন দিনা রাজার বেটা মুড়াইবে মাথা ॥
কোন দিনা মহারাজ ভুসঙ্গ মাখিবে।
কোন দিনা ধর্মী রাজ দুই কর্ণ ছেদিবে ॥
কোন দিনা ধর্মী রাজ ডোড় কপিন পড়িবে।
কোন দিনা দিমু মোর হাতত দোয়াদস ॥
কোন দিনা হবে আমার বিদেস গমন।
এই গনা গনিয়া দেও আমার বরাবর ॥

শুব শুব করিয়া ঠাকুর পাঞ্জি বেইর কইল্ল টানিয়া।
আপনে ধৰ্ম্মের পাঞ্জি* বোলে রাও দিয়া ॥
প্রথমে গুনিল ঠাকুর সরগের জত তারা। ১২০
তার পচ্ছাত গুনিলেক পাতালের বালা ॥
তার পচ্ছাত গুনিলেক বিরিখের পাত।
অবশেষে গুনিলে ঠাকুর ভরন হাড়ির ভাত।
গনিতে গনিতে ঠাকুর এক দুপর করিল।
খোসা দ্যাওয়া বাড়ির কথা মনতে পড়িল ॥ ১২৫
ও পাত আখিয়া ঠাকুর আর এক পাত নিল।
রাজাক তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
সত্য কথা থুইলে পণ্ডিত একতার করিয়া।
মিথ্যা গননা রাজার পণ্ডিত দ্যাএছে গনিয়া ॥
পণ্ডিত বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর। ১৩০
এওবার কার সমএ আমি না পাইলাম কুশল ॥
আমার পাঞ্জি রাখিবার কহে এ বার বৎসর ॥
তোমার পাকুক চুল দাড়ি অদুনার মাথার ক্যাশ।
ছোট রানির অবশ্যাসে হয়েন পরদ্যাশ ॥ ৷৷
জ্ঞান কালে দৈবক ঠাকুর একথা বলিল। ১৩৫
হাতে মাতে ধৰ্ম্মিরাজ চমকিয়া উঠিল ॥
মাও আমাক সন্ন্যাস করায় এই শুকুরবারে।
এ বেটা থাকিবার ব'ল্ল এ বার বচ্ছরে ॥

গ্রীয়াস´ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

'ধৰ্ম্মের পাঞ্জি' স্থলে 'সিদ্ধান্তর পঞ্জিকা'।

পাঠান্তরঃ—

এবারকার সন্ন্যাস তোমার না পাইলাম কুশল।
এ বছর থাক মহারাজ ধৈরন ধরিয়া।
এক ছাওআলের বাপ হৈয়া জাও সন্ন্যাস নাগিয়া।

কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
আমার বাপকালিয়া পাঞ্জি পুস্তক জোগাও ত আনিয়া ॥ ১৪০
ক্যামন গননা গনিল ঠাকুর আমি নিজে গনি বসিয়া ॥ *
আপনার পাঞ্জি রাজা বেইর কৈল্লে টানিয়া।
আপনে ধম্মের পাঞ্জি বোলে রাও দিয়া ॥
গনিতে গনিতে রাজা এক দুপর করিল।
পাশ্‌শ টাকার খোসা দিছে পণ্ডিতক পুস্তকে ধরা পাইল ॥ ১৪৫
রাজা বোলে শোনেক ভাই খেতুআ লঙ্কেশ্বর।
পাশ্‌শ টাকা খোসা দিছে আমার সাইবানি সক্কল ॥
খোসা খাএয়া মিছা গনিল রাজার দরবার ॥
তেমনিয়া ধম্মিরাজ এ নাওঁ পাড়াব।
চণ্ডি দ্বারে নিগি ব্রাম্মনক বলি দিব ॥ ১৫০
ওরে খেতুআ,—কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
চণ্ডি কালির মণ্ডব ন্যাও পরিস্কার করিয়া ॥
ত্যালে খইলে ন্যাও ঠাকুরক ছিনান করাএঞা।
মইসকাডা মইসাসুরা নেইস আগিনাএ গাড়িয়া ॥
মইসাসুরাএ ঠাকুরের গদ্দানা রাখিয়া। ১৫৫

* পাঠান্তরঃ—

জখন ধম্মি রাজা একথা শুনিল।
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
মা আমাক রহিবার না দ্যায় মহলের ভিতর।
এর পাঞ্জি রাখিবার কয় এ বার বৎসর ॥
চণ্ডির দ্বারতে পণ্ডিতক ফ্যালাও কাটিয়া।
ব্রাম্মন বন্দ করি জাব সন্ন্যাসক নাগিয়া ॥
জখন খেতু ছোড়া এ কথা শুনিল।
হস্ত গলা পণ্ডিতেব ফ্যালাইলে বান্দিয়া।
চণ্ডি মাতার দরজার নাগিয়া নইয়া গ্যাল ধরিয়া ॥

হরিবোল বলিয়া খিল মারিস ঠোকিয়া ॥
জখন ধর্ম্মিরাজ হুকুম জানাইল।
গঙ্গার জলে দৈবক ঠাকুরক ছিনান করাইল ॥
চণ্ডি মাতার ঘরখানি নিলে পরিস্কার করিয়া। *
মইসকাড়া মইসাসুরাতে গদ্দানা রাখিয়া। ১৬০
করুনা করি কান্দে ঠাকুর চণ্ডি মাও বলিয়া ॥
হাত ধরোঁ চণ্ডি মাও পাও ধরোঁ তোক।
তোমার ধর্ম্মের দোহাই নাগে আমার প্রান অক্খা কর ॥ †
চণ্ডি চণ্ডি বলিয়া ব্রাম্মন কান্দিতে নাগিল।
ব্রাম্মনের কান্দন দেখি চণ্ডির দয়া হৈল ॥ ১৬৫
চণ্ডি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।

* পাঠান্তরঃ—

পাচ নোটা কুআর জলে খেতু স্নান করিয়া।
চণ্ডি মাতার ঘরখানি নিলে পরিস্কার করিয়া ॥
মৈসকাটা মৈসুরা দরজাএ গাড়িয়া।
তুলসি জল দিলে পণ্ডিতের মস্তকে ছিটাইয়া ॥
সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক মরিম বলিয়া।
ধরি নিয়া জায় চণ্ডির দরজাএ নাগিয়া ॥
মৈসুরার ভিতর পণ্ডিতের গর্দ্দনা রাখিয়া।
হেট্ খিলা উপর খিলা মারিলে তুলিয়া ॥
সোল জনে ধরিলে পণ্ডিতক জোর করিয়া ॥
ওখানে থাকি খেতুর হরসিত মন।
শিতল মন্দির ঘরে জাইয়া দিল দিরশন ॥
মৈসকাটা খাড়া নৈলে ঘাড়ে করিয়া।
মার মার বলি খেতু আইসে চলিয়া ॥

† পাঠান্তরঃ—

এইবার চণ্ডি মা উদ্ধার কর মাতা।
বাড়ি জাইবার সমএ আমি দিয়া জাব তোক নৈক্‌থ গণ্ডা পাঠা

এর ঘরে পুজা খাইলাম এ বার বচ্ছর ॥
স্ত্রীর কথাএ প্রান হারায় পণ্ডিত রাজদরবার ॥
মুনি-মন্ত্র গিয়ান নিল চণ্ডি মা রিদএ জপিয়া ।
শেত মাছি হৈল চণ্ডি কায়া বদলিয়া ॥ ১৭০
উড়াও দিয়া পৈল ঠাকুরের কম্নতে জাএয়া ॥
কম্নে পড়িয়া চণ্ডি সুবুদ্ধি দিল ।
নানা শব্দ বলি মাছি কথা বলিবার নাগিল ॥
ওগো ঠাকুর, জখন খেতুআ আনিবেক খাড়া ধরিয়া ।
রাজার দোহাই দিয়া উঠিস কাতরাএ থাকিয়া ॥ ১৭৫
দোহাই রাজার দোহাই বাস্‌সার রাজ রাজেশ্বর ।
খবরদার আমাক কাটতে পারবি না খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছচি নোকের ঘর ।
অবোধ ছাওআলে ক'চ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল ।
ছিনান করিয়া গনিব রাজার দরবার ॥ ১৮০
তৈলপাটের খাড়া নিয়া খেতু আইসে দৌড়িয়া ।
দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরাএ থাকিয়া ॥
দোহাই রাজার দোহাই বাস্‌সার রাজ রাজেশ্বর ।
খবরদার আমাক কাটতে না পারবি খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
কাইল পণ্ডিত চলি গেছিনু ছচি নোকের ঘর । ১৮৫
অবোধ ছাওআলে ক'চ্ছে পাঞ্জি এ হেটাউছল ।*
ছিনান করিয়া গনিব রাজার দরবার ॥
তুলসি জল দিব পাঞ্জিত ছিটাইয়া ।
ফির বার গনন করিব রাজদরবার জাইয়া ।

পাঠান্তরঃ—

নাবালক পুত্র আছে আমার মহলের ভিতর
সেই ছাইলায় পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল ॥

কাতরাএ থাকি ঠাকুর দোহাই ফিরাইল। ১৯০
তৈলপাটের খাড়া খেতু পাক দিয়া ফ্যালাইল॥ *

* একটী পাঠে অতিরিক্ত অংশঃ—

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
খেতু বলে শুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও।
আমার গনন স্থাও আরও গনিয়া।
তবনিসে ধরি জাব তোক দরবারক নাগিয়া॥
পণ্ডিত বলে হারে খেতু এই তোর ব্যাবহার।
মৈমুরার মাঝে রহিল আমার গধনা পড়িয়া।
ক্যামন করিয়া তোর গননা স্থাওঁ আরও গনিয়া॥
জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
হস্ত ধরি পণ্ডিতের টানিয়া তুলিল॥
চণ্ডি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
মিথ্যা মিথ্যা গনি স্থাও খেতুর বরাবর।
সত্য গননা গনি স্থাও রাজার দরবার॥
এই কথা বলিস খেতুর বরাবর।
এ সমএ আমি পাইলাম কুশল॥
মহারাজা জাবে আমার সন্যাসক নাগিয়া।
তুই রাজা হবু খেতু পাটে বসিয়া॥
এও সকল পাবু রাজার শঙ্খ চক্র ঘোড়া।
তাজি টাঙ্গন পাবু নওশ হাজার ঘোড়া॥
বাড়ি মধ্যে পাবু রাজার দেউল ফলের বাড়ি।
অন্ন খাইতে পাবু রাজার সুবর্ণের থালি॥
জল খাইতে পাবু রাজার মানিকের ঝাড়ি।
পাটরানি পাবু রাজার হরিচন্দ্রের বেটি॥
শয়ন করিতে পাবু কুসুমের পালঙ্ক॥
জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল।
পণ্ডিতের চরনে প্রনাম করিল॥
আমি খেতু জদি রাজা হই পাটের উপর।

কাতরা হতে দৈবক ঠাকুরক তু'ল্লে টান দিয়া।
ঠাকুর সহিতে জাএছে খেতু রাজার দরবারক নাগিয়া॥
জখন ধম্মিরাজ ঠাকুরক দেখিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল॥ ১৯৫
রাজা বলে ওরে খেতুআ—
জখনে আছিলাম আমি আজ্যের ঈশ্বর।
আমার হুকুমে নরবলি কাটেছে বিস্তর॥
এখন হবার চাই কপিনপিন্দা কোড়াকের ভিকারি।
আমার হুকুমে কাটা না জায় পণ্ডিত অধিকারি॥ * ২০০
খেতুআ বলে শুন দাদা ধম্ম অবতার †।
তৈলপাটের খাড়া নিয়া জাই দৌড়িয়া।
আপনার দোহাই দিয়া উঠে ঠাকুর কাতরাএ থাকিয়া॥
ক্যামন বোলে চলি গেছিল ছচি নোকের ঘর।
অবোধ ছাওআলে পাঞ্জি ক'চ্ছে বোলে এ হেটাউছল। ২০৫
ফের গনিবার চাইলে ঠাকুর দরবার উপর॥

আমি রাজা হইলে তোক করিব পাত্তর॥
দুই জনে রাজ্য লুটি খাব কার বাবার ডর॥

* পাঠান্তরঃ—আমার হুকুমে মানুস কাটিতে না পারিস।

† পাঠান্তরঃ—'ধর্ম্ম' অবতার স্থলে 'রাজ্যের ঈশ্বর' এবং তৎপরে
আপনার দোহাই ফিরায় খেতুর বরাবর।
ক্যামন করি খেতু ছোড়া ধরিয়া করিম বল॥
নাবালক পুত্র পণ্ডিতের মহলের ভিতর।
সেই ছাইলা পাঞ্জি করিয়াছে হেটাউছল॥
তুলসি জল দিলাম আমি পাঞ্জিত ছিটাইয়া।
ক্যামন গনন গনে পণ্ডিত হ্যাওত গনিয়া॥
রাজা বলে শুন পণ্ডিত বলি নিবেদন।
এমন হ্যামন গনন তোর কবে নাই শুনি।
ভাল করি গন তবে হামরা শুনি॥

জখনে ধর্ম্মি রাজা একথা শুনিল।
হাউক দাউক করিয়া দৈবক ঠাকুরক পালঙ্গ আনি দিল॥
আইস আইস ঠাকুর মশায় পালঙ্গে বৈসসিয়া।
সত্যরু গননা আমাক শুনান বসিয়া॥ ২১০
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা সিলাই করিব ঝুলি ক্যাথা।
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা মুড়াইয়া জাব মাথা॥
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা ডোর কপ্নি পরিব।
কোন দিনা ধর্ম্মি রাজা বোনবাস হব॥
জখন পণ্ডিত এ সংবাদ শুনিল। ২১৫
জয় কল্যান বলি ঠাকুর মৃত্তিঙ্গাএ বসিল॥
কানি নৌক দিয়া তিনটা মৃত্তিঙ্গাএ আক দিল।
লগ্ন থির করি পণ্ডিত ভিড়িয়া বসিল॥
আস্তে আস্তে পাঞ্জি খুলিবার নাগিল॥
ঘনে নাড়ে পাঞ্জি পুথি ঘনে নাড়ে মাতা। ২২০
ঘনে নাড়ে মাতা পণ্ডিত ঘনে কয় কথা॥
রাজার জত দেওআন পাত্র নাজির উজির সভা করি বসিল।
সন্ন্যাসের গননা ঠাকুর মশায় গুনিতে নাগিল॥
শনিবারে দিনা হইবে শন্যে মহাস্থিতি।
অবিবারক দিনা ভাণ্ডের অধোগতি॥ ২২৫
সোমবারক দিনে তোমার মুড়িয়া জাবে মাথা।
মঙ্গলবার দিনে তোমার সিলাবে ঝুলি ক্যাথা॥
বুধবার দিনে গোরেকনাথ হরিনাম মন্ত্র দিবে।
বিশ্‌শইদবার দিনে তোমার ডোর কপিন ফাড়িবে॥
শুকুরবারে তুই পর সমএ সন্ন্যাস সাজাইবে॥ ※ ২৩০

পাঠান্তরঃ—

সোমবারে দিনা সিলাও ঝুলি ক্যাথা।
মঙ্গলবারে দিনা মুড়ি জাও মাথা॥

জখন ধম্মিরাজ সন্ন্যাসের গননা শুনিল।
লৈক্‌খ টাকার কণ্টমালা ঠাকুরক ফ্যালেয়া দিল॥
কিবা কর খেতুআ ভাই নিছন্তে বসিয়া।
পাশ্‌শ টাকা ভিক্‌খা দে তুই ঠাকুরক নিজ্ঞাএঞা॥
পাচ গায়ের কাগজ দে তুই ব্রম্মস্তোর নিখিয়া। ২৩৫
একনা কানপায়ি ঘোড়া দে নি ঠাকুবক নিজ্ঞাএঞা।
এই সগগল দিয়া দিনি বিদায় করিয়া॥*

বুধবারের দিনা রাজা ডোর কপ্নি পরিও।
বৃস্‌পতিবারের দিনা রাজা বোনবাস হইও॥

পাঠান্তর:—

জথন ধম্মি রাজা এ সংবাদ শুনিল।
পণ্ডিতের চরনে প্রনাম করিল॥
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিবার লাগিল॥
কি কর ভাই খেতুআ কার প্রানে চাও।
পাচখান তালুক পণ্ডিতক ব্রম্মত্তর দ্যাও॥
পাচটা ঘোড়া দ্যাও পণ্ডিতের বরাবর।
পাচখানা কাপড় দ্যাও পণ্ডিতের বরাবর॥
পাচ শত টাকা দ্যাও পণ্ডিতের হস্তের উপর॥
আশিব্বাদ করি জাইবে পণ্ডিত আপনার মঙ্গল।
শুভে শুভে ধম্মি রাজা ছাড়ি বাড়ি ঘর॥
দান দক্‌খিনা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া।
সালকিরানি ধুতি পরে গোড়া ছেঁচুরিয়া॥
জোড়া পিরান নইলে গাএ মধ্যে দিয়া।
রসের পাছেড়া নইলে ঘাড়ে ফ্যালাইয়া॥
টাকা গুন নইলে ধুতির কিনারে বান্দিয়া।
চারি ঘোড়া নইলে কোতল সাজাইয়া॥
একটা ঘোড়ার উপর পণ্ডিত আসোয়ার হইয়া।
চণ্ডি মাতার দরজা বুলি দিল ঘোড়া দাবড়াইয়া॥
চণ্ডি বলে তাব বিধি মোব কবমের ফল।

রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল।
জেই দিবার কৈল সেই ধন দিল ।।

কাটির ব্যালা বেটা মানি গ্যাল পাঠা।
দান দক্‌খিনা পাইয়া ভুলি জাইস মোর কথা ॥
তবুনিয়া চণ্ডি এ নাম পাড়াব।
তবিলের ঘোড়া তহবিলে বান্দিব ॥
গালে চওড় দিয়া বেটার টাকা কাড়ি নিব ॥
খ্যাদেয়া গুড়িয়া তোর ভুমি ছিনি নিব।
একগুন শাস্তি তোর ত্রিগুন করিব ॥
ওরূপ থুইলে চণ্ডি একতার করিয়া।
বৃদ্ধ ব্রাম্মনি হইল কায়া বদলাইয়া ।।
পাঞ্জি পুথি নইলে কত বগলে করিয়া।
তেপথা আস্তম্ব রহিল ধিয়ান ধরিয়া ।।
আগ পাচ কথা পণ্ডিত কিছুই না ভাবিল।
ঐ দিয়া পণ্ডিত ঘোড়া মারি দিল ॥
মিনতি করি কথা বামনি বলিবার নাগিল ।।
ব্রাম্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
কোথায় গিয়াছিলু গনাপাড়া করিতে।
বহুত বহুত দান দক্‌খিনা দেখি তোর হস্তের উপর।
কি কি দান পাইয়াচ হস্তের উপর তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥
পণ্ডিত বলে ব্রাম্মনি কার প্রানে চাও।
মহারাজা সন্নাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর।
গনা পাড়া করিতে গিয়াছি রাজ দরবার ।।
পাচখান তালুক দিয়াছে হামার বরাবর।
পাচটা ঘোড়া দিয়াছে হামার বরাবর ।।
পাচ শত টাকা দিয়াছে হস্তের উপর।
পাচখান কাপড় দিয়াছে আমার বরাবর ।।
আশির্ব্বাদ করি জাব আপনার মহল ॥
ব্রাম্মনি বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।

ধন দৌলত পাএয়া ঠাকুর বড় খুসি হৈল। ২৪০
আপনার মহলক নাগি গমন করিল ॥

তালুক ভুমি পাইছিস সাধি পাড়ি খাব।
ঘোড়া পাচটা পাইছিস চড়িয়া ব্যাড়াব ॥
টাকা গুন পাইছিস ভাঙ্গাইয়া খাব।
কাপড় গালা পাইছিস পিন্দিয়া ব্যাড়াব ॥
কল্য আমি গিয়াছি রাজার ভিতিরা মহল।
একশত রানি ছাড়ে রাজা মহলের ভিতর ॥
ছোট রানি থুইছে বোলে পণ্ডিতের কারন।
এই কথা জাইয়া বল বাজ দরবার ॥
ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি ছাড়ও মহলের ভিতর ॥
আমার ঘরে ব্রাহ্মনি আছে সে বড় গ্যাদর।
রান্দাবাড়ার ভাস নাই চলনের পবিস্তর ॥
শিশুআ রানিটাকে পণ্ডিতক দান কর।
রান্দুনি করিয়া রাখি এ বার বৎসর ॥
চণ্ডি মাতার কথা পণ্ডিত ব্রথা না করিল।
রাজার দরবারে ঘোড়া দাবড়াইল ॥
জখন খেতু ছোড়া পণ্ডিতক দেখিল।
মিনতি করি কথা কহিতে নাগিল ॥
খেতু বলে শুন ঠাকুর বাক্য আমার ন্যাও।
কি কি দান নাহি পাও হস্তের উপর।
তার সংবাদ বল আমার বরাবর ॥
পণ্ডিত বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
রাজার চাকর তুই রাজার নফর।
গোলাম হইয়া দিতে পার দানের সম্বল ॥
জে জে দান দিয়াছেন সকলি পাইছি।
আপন হুকুমে দান আমি রাজার কাছে খুজি ॥
ওহে রাজা ওহে রাজা বিলাতের নাগর।
একশত রানি ছাড়েছেন মহলের ভিতর ॥

শিশুআ রানিকে পণ্ডিতক দান কর।
রান্দুনি করি রাখিব এ বার বৎসর ॥
জখন ধম্মি রাজা এ সংবাদ শুনিল।
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল ॥
কি কর ভাই খেতু কার প্রানে চাও।
জে দিয়াছেন দান দক্‌খিনা সেও ফেরত ন্যাও ॥
তহবিলের ঘোড়া বান্দ তহবিলে নিগিয়া।
গালে চওড় দিয়া টাকা কাড়ি ন্যাও।
নাথি মারি বেটার ভুমি ছিনি ন্যাও ॥
একগুন শাস্তি পণ্ডিতের ত্রিগুন করাও ॥
খেতু বলে হারে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
জে রানির জন্য আমার দৌড়াদৌড়ি।
সেই রানির জন্য আসিয়াছ পণ্ডিত অধিকারি ॥
জে দিয়াছে দান দক্‌খিনা সকলি ফেরত নইল।
ঘাড়ে হাত দিয়া পণ্ডিতক দরবার হইতে বাহির করি দিল ॥
পণ্ডিতের চাইতে পণ্ডিতানি সিয়ান।
আকাশে পাতালে বেটি ধরিয়াছে ধিয়ান ॥
বাড়ি হইতে নিয়া গ্যাল পণ্ডিতক বুদ্ধি ভরসা দিয়া।
এত ক্যান মাইর পিট করে পণ্ডিতক দরবারে নিগিয়া ॥
রাজদরবারে পণ্ডিতানি দরশন দিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
পণ্ডিতানি কহে কথা হারে খেতু এই তোর ব্যাবহার।
বাড়ি হইতে আ'নলেন ঠাকুরক বুদ্ধি ভরসা দিয়া।
এত ক্যান অপমান কর দরবারে আনিয়া ॥
খেতু বলে শুন পণ্ডিতানি বাক্য আমার ন্যাও।
জে রানির জন্য আমার দৌড়াদৌড়ি।
সেই রানির জন্য আইসাছে তোর পণ্ডিত অধিকারি ॥
জখন পণ্ডিতানি একথা শুনিল।
খেতুআর তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
উত্তি সরেক খেতু ছোড়া উত্তি সরেক তুই।
ক্যামন রানি চাবার আ'সছে অক রানি দ্যাওছোঁ মুই ॥

জরে থাইলে কাল মোর আছাড়ে ভাঙ্গিল দাত।
ছোট রানির চাইতে মুই আছুনু ভাল॥
ছোট্ট রানির পৈরানা জদিছ মুই ব্রাম্মনি পাও।
উহার থাকি উজ্জল আমাক দেখিতে পাও॥
ওদিগে জারে খেতু ছোড়া ওদিগে জারে তুই।
ক্যামন রানি চাহিবার আইসাছে রানি থাওছোঁ মুই
দুই হস্ত ধরিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া।
দুই গালে দুই চওড় মারিলে পণ্ডিতের পণ্ডিতানি জোর করিয়া॥
পাও ধরোঁ পণ্ডিতানি হস্ত ধরোঁ তোর।
অধিক করি না মারিস আমার গালের উপর॥
মুখের জবাবে হারাইলাম ঘোড়া আর কাপড়॥
পণ্ডিতানি বলে পণ্ডিত কার প্রানে চাও।
তথনি পণ্ডিতানি এ নাম পাড়াব।
জে দিয়াছে দান দক্‌খিনা সকলি ফেরত নইব॥
পণ্ডিতের হস্ত পণ্ডিতানি ধরিল চিপিয়া।
রাজ দরবারে নাগি গ্যাল চলিয়া॥
মহারাজ—ব্রাম্মনে গননা করে ব্রাম্মনি তিথি চায়।
ইহার দান দক্‌খিনা ফেরত নইলে মহাপাপ হয়॥
জখন ধম্মি রাজা পাপের নাম শুনিল।
রাধা কৃষ্ণ বলি ধম্মি রাজা কন্নে হস্ত দিল॥
দয়ার ভাই খেতু বলি ডাকিতে নাগিল॥
রাজা বলে হারে খেতু কার প্রানে চাও।
জে দিয়াছেন দান দক্‌খিনা সকলি ফেরত ত্থাও॥
পণ্ডিতানি আইল জখন দরবারে বলি।
বেশি করি পাচ টাকা ত্থাও পণ্ডিতানিক হস্তে তুলিয়া॥
দান দক্‌খিনা পাইলে পণ্ডিত বিস্তর করিয়া।
আপনার মহলক নাগি পণ্ডিত চলিল হাটিয়া॥

নাপিত খণ্ড

পণ্ডিত খণ্ড গান গ্যাল উত্তরিয়া।
নাপিত খণ্ড গান পড়িল আসিয়া॥
কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
জলদি নাপিত বেটাক জোগাও তো আনিয়া॥*
কখন ধর্ম্মি রাজা একথা বলিল। ৫
রদুনা পদুনা রানি কান্দিতে নাগিল॥
এই তো দিদি ন্যাপিতক রাজা আনেছে ডাকিয়া।
মস্তক মুড়িয়া প্রানপতি জায়ত ছাড়িয়া॥
পাশ্‌শ টাকা দেই বান্দিক আঞ্চলে বান্দিয়া।
খোসা দিয়া আসুক নাপিতের মহলতে জাএয়া॥ ১০
আট দিন থাকে জ্যান নাপিত ভুঞিঘরা সোন্দাইয়া।
এই বুদ্ধি বান্দি দাসিক দিলেত শিখাএঞা॥
পাশ্‌শ টাকা ধরি গ্যাল বান্দি মহলক ন্যাগিয়া॥
নাপিত নাপিত বলিয়া ডাকিতে নাগিল।
জ্যান কালে নাপিত বেটা বান্দিক দেখিল। ১৫
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল॥
এতদিন না আইস বান্দি মহলক চলিয়া।
আ'জ ক্যানে আইলেন বান্দি আমার মহলক নাগিয়া॥

পাঠান্তর—

বাবাকালিয়া মধু নাপিতক আন ধরিয়া।
মস্ত মুড়ি জাই আমি সন্ন্যাস হইয়া॥

বান্দি বলে—শোনরে নাপিত আমি বলি তোরে।
রানি মা পাঠাইয়া দিলে আপনার মহলে॥ ২০
পাশ্‌শ টাকা এক দুই করি ন্যাও আরো গনিয়া।
আট দিন থাকবু ভুঞিঞঘরাএ সোন্দেয়া॥
জ্যান কালে নাপিত বেটা এই কথা শুনিল।
কোরদ্দ হৈয়া বান্দিক কথা বলিতে নাগিল॥
নিয়া জা তুই টাকাকড়ি ফিরিয়া জা তুই ঘর। ২৫
রানি সক্কল মারতে পারে এক ঝন দুই ঝন।
ধৰ্ম্মিরাজ শুনলে না থুইবে বংশেতে বিছন॥
জখনে নাপিত বেটা টাকা ফেরত দেবার চাইল।
ঘর হৈতে নাপিতের মাইয়া চটকিয়া ব্যারাইল॥
কোন ছ্যাশে থাকহে নাপিত কোন ছ্যাশে তোর ঘর। ৩০
কোন দরিয়ার জল খাএয়া সব্বাঙ্গে পাতল॥
দিনান্তরে ব্যাড়াইস নাপিত কনি কাটিয়া।
চাউল মুস্‌ট কাচা কলা না পাইস খুঁজিয়া॥
পাশ্‌শ টাকা আসিল তোর দরজায় সাজিয়া।
এ গিলা টাকা নাপিত ক্যান দেইস আরো ফিরাইয়া॥ ৩৫
ন্যাও ন্যাও নাপিত টাকা ন্যাও গনিয়া।
এয়াতে জদি ধৰ্ম্মি রাজা মন্দ ব'লবে তাত।
না থাকিম উণ্ডার ছ্যাশে অন্য দ্যাশে জাব।
ঐ গিলা টাকা দিয়া গরস্তি করি খাব॥
সুবুদ্ধি ছিল নাপিতের কুবোধ নাগাল পাইল। ৪০
ঘরের মাইয়ার বুদ্ধিতে নাপিত বেটা টাকা হাত করিল॥
হাচি জেটি বাদা গিলা পড়িতে নাগিল॥
এক টাকা দিয়া একনা ভ্যাংনিয়া আ'নলো ডাক দিয়া।
বড় ঘরত মাজোত নিল ভুঞিঞঘরা খুড়িয়া॥
আট দিনকার খোরাক নাপিতক এক সাঞ্জ খোআএঞা। ৪৫
ছাইলা ছোটর চুমুক খাইলে বদন ভরিয়া॥

আট দিন থাকিল নাপিত ভুঞিঘরা মুকাইয়া ॥
আত্রি করে ঝিকিমিকি কোকিলাএ কাড়ে রাও ।
শেত কাগাএ বলে আত্রি প্রভাও প্রভাও ॥
রাজা বলে নাপিত বেটাকও আনিয়া জোগাও ॥
রাজবাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল । ৫০
নাপিতক নাগিয়া খেতু গমন করিল ॥
নাপিতের মহলে জাইয়া খেতু খাড়া হৈল ॥
নাপিত নাপিত বলিয়া খেতু তুলি কাড়িল রাও ।
হাতত তালি দিয়া ব্যারাইল নাপিতক বুড়া মাও ॥ *
ওরে খেতুআ,—কাইল নাপিত চলি গেইছে বইনেরো ঘর । ৫৫
আটদিন অন্তরে আসিবে আপনার মহল ॥
তেমনি চলিয়া জাইবে রাজার দরবার ॥
একথা শুনিয়া খেতু ফিরিয়া ঘরে গ্যাল ।
রাজার চাকৃখসে জাএয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
মহারাজ, নাপিত বোলে গেইছে বইনেরি ঘর । ৬০
আট দিন অন্তরে আইসবে আপনার মহল ॥
রাজা বলে,—শোনেক খেতুআ প্রানের ভাই ।
ইগিলা কথা মিছা আমি বিশ্শাস না পাই ॥

* পাঠান্তর :—

জখন খেতু ছোড়া এ সংবাদ শুনিল ।
নাপিতের মহলে গমন করিল ॥
নাপিতের মহলে জাইয়া দরশন দিল ।
নাপিত নাপিত বলি ডাকিতে নাগিল ॥
ঘরে থাকি নাপিত বাহিরে আও দিল ।
খেতুকে বসিতে দিল দিব্ব সিঙ্গাসন ।
ক্রোফুল তাম্বুল দিয়া জিগ্গাসে বচন ॥
ক্যান ক্যান খেতু ছোড়া হরসিত মন ।
কি জন্ন আসল্ তার কও বিবরন ॥

দৌড় দিয়া জা খেতু পণ্ডিতের মহলক নাগিয়া।
বাপ কালিয়া পণ্ডিত ঠাকুরক আনেক ডাকিয়া॥
কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া জাউক গনিয়া॥
একথা শুনিয়া খেতু কোন কাজ করিল।
পণ্ডিতের মহলক নাগি গমন করিল॥
পণ্ডিতের দারে জাএয়া খেতুআ খাড়া হৈল।
পণ্ডিত পণ্ডিত বলি খেতু ডাকাইতে নাগিল॥ ৭০
তুই বড় রসিয়া ঠাকুর তুই বড় রসিয়া।
মাতার উপর তুপর ব্যালা তাও আছ শুতিয়া॥
রাজার ধন ধরিয়া হইছে মুটামুটি।
আদ্দেক ধন ধরিয়া ঠাকুর তোমাক ডাকাডাকি॥
জখন ঠাকুর ধনের নাম শুনিল। ৭৫
হাউক দাউক করিয়া ঠাকুর সাজিতে নাগিল॥
পাঞ্জি পুস্তক নিলে পণ্ডিত ঝোলোঙ্গা ভরিয়া।
রাজার দরবারক নাগি জাএছে চলিয়া॥
জখন ধম্মিরাজ পণ্ডিতক দেখিল।
আপনা পালঙ্গ রাজা ঠাকুরক ছাড়িয়া দিল॥ ৮০
এই কারনে দৈবক ঠাকুর আম্ম ডাক দিয়া।
কোণ্টে গেইছে নাপিত বেটা দিয়া জাও গনিয়া॥
রাজবাক্য দৈবক ঠাকুর ব্রথা না করিল।
পাঞ্জি পুস্তক হস্তে নিয়া গনিতে নাগিল॥
গনিতে গনিতে ঠাকুর এক তুপর করিল। ৮৫
সত্যরূপ কথা রাজাক বলিতে নাগিল॥
ওগো মহারাজ, তোমার ঘরের টাকা দেখি খোলায়া খাপর।
পাশ শ টাকা খোসা দিছে রানি সক্কল॥

খেতু বলে হারে নাপিত কার প্রানে চাও
মহারাজা সন্ন্যাস হএছে রাজ্যের ঈশ্বর।
মস্তক মুড়াইতে নাপিত তোমার তলপ॥

খোসা খাএয়া নাপিত আছে ভুঞিঘরার ভিতর ॥
জ্যান কালে ধর্ম্ম রাজা একথা শুনিল। ৯০
ঝাড়ির মুখের গামছা দিয়া ঠাকুরক ভিড়িয়া বান্ধিল ॥
পালঙ্গের খুড়াএ ঠাকুরক আখেক বান্ধিয়া।
খেতুআক তরে কথা স্থাএছে বলিয়া ॥
কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
পাগলা হস্তি নেরে খেতু সাজন করিয়া ॥ ৯৫
একখান কোদাল দে হস্তির শুড়তে বান্ধিয়া ॥
নাপিতের বাড়িবনটা আইসেক খুড়িয়া।
ক্যামন গননা গ'নলে ঠাকুর ন্যাও পরিকৃখা করিয়া ॥
রাজার বাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল।
পাগলা হস্তিক খেতুআ সাজাইতে নাগিল ॥ ১০০
মদ ভাং খোআইলেক হস্তিক বিস্তর করিয়া।
একখান কোদাল দিলে হস্তির শুড়তে বান্ধিয়া ॥
নাপিতের মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥
নাপিতের বাড়িবন্দে জাএয়া হাতি চ্যাচাইল।
ভুঞিঘরাত থাকিয়া নাপিত কান্দিতে নাগিল ॥ ১০৫
হাত ধরোঁ নাউআনি পাও ধরোঁ তোক।
তোমার ধম্মের দোহাই নাগে মোর প্রান অকৃখা কর ॥
নাপিতের কান্দন দেখি নাউআনির দয়া হৈল।
হাউক দাউক করিয়া নাউআনি হস্ত আন দিল ॥
ভুঞিঘরাত হতে নাউআক তুলিল টান দিয়া। ১১০
পাচ হাতিয়া ধুতি নিলে পরিধান করিয়া ॥
বাপকালিয়া খুর নিল জোর শান দিয়া।
খুরের তোরপা নিলে নাপিত বগলে করিয়া।
পাচ দুআর দিয়া নাপিত ব্যারাইল জুরকুটু মারিয়া ॥
খেতুআ বলে শোন নাপিত বচন মোর হিয়া। ১১৫
হস্তির আগে আগে তুমি জাও আরো চলিয়া ॥

রাজার দরবারত জাএয়া নাপিত খাড়া হৈল।
গইড়মুণ্ড হৈয়া রাজাক প্রনাম জানাইল ॥*
রাজা বলে শোনেক নাপিত আমি বলি তোরে।
এত দেরি ক্যানে কইল্লেন আপনার মহলে ॥ ১২০
নাপিত বলে,—ওগো মহারাজ! কইতে ধর্ম্মিরাজ বড় নাগে ভয়।
পাশ্ শ টাকা খোসা দিছে রানি সক্কল।
খোসা খাএয়া আছিনু আমি ভুঞিঘরার ভেতর ॥
জখন নাপিত বেটা কবুল করিল।
দৈবক মুনির বন্ধন রাজা খলাস করিয়া দিল ॥ ১২৫
লৈক্ষ টাকার কন্টমালা ঠাকুরক ফ্যালাইয়া দিল ॥

* পাঠান্তর :—

জখন মধু নাপিত এ সংবাদ শুনিল।
ভাইর খুর নিল বগলে করিয়া।
পাচ হস্ত ধুতি নইল পরিধান করিয়া ॥
চিরা চাদর নইলে ঘাড়ে করিয়া।
রাজার দরবারক নাগি চলিল হাটিয়া ॥
কত দুর জাইয়া নাপিত কত পন্থ পায়।
আর কতক দুর জাইয়া রাজার লাগ্য পায় ॥
রাজদরবারে জাইয়া নাপিত দরশন দিল।
জখন ধর্ম্মি রাজা নাপিতক দেখিল ॥
নাপিতক বসিতে দিলে গামারি চোকরি।
মস্তক ভিজাইতে দিলে জল মানিকের ভিঙ্গারি

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

বাপর কালর নাপিতক আনিয়া হাজির কর ॥
নাপিতর মহলক লাগিয়া গেল চলিয়া।
নাপিতক তবে আনিল ডাকিয়া।
ভাঁইড় ক্ষুর লইয়া আস চলিয়া ॥
ভর কাচারি রাজা করে ডাম্বা ডৌল।
হেনকালে খাড়া হইল নাপিতর ক্ষুমর ॥

দুধ কলা খোআইল ঠাকুরক সান্তোস করিয়া।
পাশ্‌শ টাকা ভিক্‌খা দিল ঠাকুরক গনিয়া॥
দৈবক মুনি গ্যাল এখন মহলক নাগিয়া॥
নাপিত খণ্ড গান গ্যাল ফুরিয়া। ১৩০
মস্তক মুড়ি জাইবে রাজা ১ স্ন্যাসক নাগিয়া॥

সন্ন্যাস খণ্ড

রাজা বলে শুনেক খেতু খেতুআ প্রানের ভাই।
কিবা কর ভাই খেতুআ নিছন্তে বসিয়া।
পাচ খানি কলার নোকা জোগাও তো আনিয়া ॥
কেসালিক ডাঙ্গাএ নিগি মারোআ গাড়িয়া।
ধুপ ধুনা ঘৃত কলা জোগাইলে নিগিয়া ॥ ৫
রাজার জত দেওয়ান পাত্র নাজির উজির আসিল সাজিয়া ॥
সাদু গুরু বৈষ্টম কত আসিল সাজিয়া।
এই শব্দ শু'নলে মএনা ফেরুসাএ থাকিয়া ॥*
ফেরুসা হইতে বুড়ি মএনা আসিল চলিয়া।
হুঙ্কারেতে দেবগনক আ'নলে ডাক দিয়া। ১০
রাজার মস্তক খেউরি করে মারোআএ বসিয়া ॥

পাঠান্তর :—

মা মা বলি রাজা ডাকিতে নাগিল।
ডাক মধ্যে মএনামতি দরশন দিল ॥
আসিয়া মএনামতি নাপিতক দেখিল।
নাপিত দেখি মএনা ভয়ঙ্কর হৈল ॥
নাপিতের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
মএনা বলে নাপিত কার প্রানে চাও।
কামাইও ছাইলার মাতা না করিও ঘিন।
সোনা দি বান্দাম খুর তোর মানিক দিম চিন ॥
গামারি পিড়া রাজাক বসিবার দিল।
এক ঝাড়ি জল আনিয়া জোগাইল ॥
রাজার মস্তকের পাগুড়ি খেতুআর মাতাএ দিল ॥
জখন রাজার মাতাএ তুলি দিলে জল।
রাজ্য পাট সিঙ্গাসন করে টলমল ॥

নেউজ পাতে মহারাজ বসিল ভিড়িয়া।
বুড়ি মএনা নাপিতক ছ্যাএছে বলিয়া॥
ওরে নাপিত,—কামাইও মোর জাদুর মাথা না করিও ঘিন।*
সোনা দিয়া খুর বান্দিব মানিক দিব চিন॥ ১৫
কামাইও মোর জাদুর মাথা রাখিও ব্রহ্মাচুলি।
অবসে উবাইবে উঞার গুরুর ক্যাঁথা ঝুলি॥
জখন ডাহিনি মএনা হুকুম ভালা দিল।
গঙ্গাজলে মহারাজার মস্তক ভিজাইল॥

* পাঠান্তর :—

মস্তক ভিজাইয়া নাপিত পাইয়া গ্যাল কুল।
ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া বান্দে মস্তকের চুল॥
হাতে খুব নইয়া নাপিত এদিগ ওদিগ চায়।
কেহ হুকুম না ছায় রাজার হাজামত বানায়॥
মএনা বলে হারে মধু কার প্রানে চাও।
হাজামত কর ছাইলার মস্তক না কর ঘিন।
সোনা দিয়া বান্দব খুর তোর মানিক দিব চিন॥
আমার ছাইলার মস্তক কামাও নইদে হয়ে বাস।
তোর নাম খুব মধু কেবল হরিদাস॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

এক নেওয়াইজ পাতা আনিল যোগাইয়া।
স্বর্নর বাটিত লইল জল ঢালিয়া॥
যেন মতে রাজার মাথায় তুলিয়া দিল জল।
রাজ্য ভোম সিংহাসন করে টলমল॥
ক্ষুর ধরিয়া নাপিতর বেটা চতুর্দ্দিকত চায়।
কার হুকুম না পায় হাজামত বানায়॥
ময়না বলে নাপিতর বেটা কার পানে চাও।
মোর যাদুর মাথা কামাইতে না ঘিনাও।
হিরা দিয়া বান্ধি দিমু মানিক দিমু চিন॥

জখন রাজার মাথাএ তুলি দিলে খুর। ২০
ঝিঙ্গির ছিড়ি আসিল নও বুড়ি কুকুর ॥
এক সোতা দুই সোতা তিন সোতা দিল।
জখন রাজার মস্তকের ক্যাশ মৃত্তিঙ্গাএ পড়িল।
কেসি গঙ্গা নদি হইয়া বহিতে নাগিল ॥*
জাদুর দিগে চায় মএনা রাঙ্কির মুছে পানি। ২৫
এ হানে সোনার চান্দ জায় কোন খানি ॥
মস্তক মুড়ি রাজার হরসিত মন।
মএনা বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
ক্যামন করি সন্ন্যাস করাওঁ মএনা সুন্দর ॥
পাচ গাছি করি মারোআ গাড়িলে সারি সারি। ৩০
তাহার তলে রাখিলে সোনার ঘট চাইলন বাতি ॥
পাচ নোটা কুআর জলে ছিনান করিয়া।
রসাই ঘর খানি নইলে পরিস্কার করিয়া।
কলা কচু নিমের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া ॥
জতমোনে সিদ্দাক নিমন্ত্রন করিল। ৩৫
সগ্‌গে থাকি সিদ্দা সকল মত্তে নামিল ॥
ইম্নাথ, ভিম্নাথ, কানফাড়া, গোরকনাথ আসিয়া খাড়া হইল ॥
ধনু বান ধরি আইল শ্রীরাম লক্‌খন।
আলক রত চড়ি আইল গোরকের বিদ্যাধর ॥
পাচ ভাই পাণ্ডব মঞ্চপে নামিল। ৪০
হাড়ি হাড়ি বলি মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ॥

গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

সকল চুল কামাইও রাইথ বংম চুলি।
অবস্থ উড়াইবু হারিবু কেন্থা ঝুলি ॥
ক্ষুর তুলিয়া এক সত দিন রাজার কেস মৃত্তিকায় পড়িল।
কেসী গঙ্গা হইয়া বহিবার লাগিল ॥

জতমোনে সিদ্দা রাজাক দেখিল।
মএনার তরে কথা বলিতে নাগিল॥
মএনা কএছে শুন সিদ্দা কার প্রানে চাও।
অন্ন জল খাও বদন ভরিয়া। ৪৫
আশিব্বাদ দ্যাও আমার ছাইলা বলিয়া॥
শুবে শুবে আড়ির বেটা আইসে ফিরিয়া॥
অন্ন জল খাইলে সিদ্দা বদন ভরিয়া॥
অন্ন জল খাইয়া মুখে দিলে পান।
সিদ্দায় মএনায় কথা কহে ভর পুন্নিমার চান॥ ৫০
পাচ নোটা কুআর জলে রাজাক ছিনান করাইয়া।
মারোআর তলে নিয়া গ্যাল ধরিয়া॥
একখান রেজি ছুরি আনিল জোগাইয়া।
ঐ রেজি নিগিয়া ইন্নাথক দিল।
ইন্নাথের হাতের রেজি কানফাড়াক দিল। ৫৫
হরিবোল বলিয়া রাজার দুই কর্ন ছেদিল॥
দরশনের বৈরাগি সাজিবার নাগিল॥
একখান বস্ত্র মএনা জোগাইলে আনিয়া।
ঐ বস্ত্র নিগিয়া মএনা হাড়ি হস্তে দিল।
হরিবোল বলি বস্ত্র পরিতে নাগিল॥ ৬০
আড়াই হাত ফাড়ি রাজার পরিবাস সাজাইল।
সোআ তিন হাত কাপড় ফাড়ি রাজার খিল্কা বানাইল॥
চৌদ্দ অঙ্গুলি কাপড় ফাড়ি কপ্নি সাজাইল।
আড়াই অঙ্গুলি ফাড়িয়া এ ডোর সাজাইল।
হরিবোল বলি রাজার সিকই কাটিল॥ ৬৫
হরিবোল বলিয়া রাজাক ডোর কপ্নি পরাইল॥*

* ইহার পর একটী পাঠে পাই:—

অবল ধবল রাজার খিল্কা দিলে গলে।
হর দেখ শুক্লার পইতা রাম রাম কথা বলে

শনিবারে হৈল রাজার শন্যে মহাস্থিতি।
রবিবার দিন হৈল ভাঙের অধোগতি ॥
সোমবারত দিনে রাজার মুড়িয়া গ্যাল মাথা।
মঙ্গলবার দিনে রাজার সিয়াইল ঝুলি কাঁ্যাথা ॥ ৭০
বুধবারে গোরেকনাথ হরিনাম মন্ত্র দিল।
বিশ্‌শইদবার দিনে রাজাক ডোর কপিন পরাইল ॥
শুক্কুরবারে দুই পর সমএ সন্ন্যাস সাজাইল।

রাম অবতারে ধনুকধারি কৃষ্ণ অবতারে বাশি।
নিতাই অবতারে ডণ্ডধারি রাজা হইল সন্ন্যাসি ॥
আপনার ঝুলি মাল্লা রাজাক দান দিল।
আপনার হরির নামের মালা রাজাক দান দিল ॥
করঙ্গ তুম্মা রাজার হস্তে দিল ॥

পাঠান্তরেঃ—

এক তাকর বস্ত্র নিলে কপিন ফাড়িয়া।
চা'র আঙ্গুল বস্ত্র দিলে এ ডোর করিয়া ॥
তিন হাত বস্ত্রে দিলে থিড়কা বানেয়া ॥

গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে রাজাকে যোগী করার প্রক্রিয়াটী এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেঃ—

তুরু তুরু করিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
সোল সত মুনি হুঙ্কারত নামিল ॥
পুষ্পরথে নামিল গোরক বিদ্যাধর।
ঢেকি বাহনে নামিল নারদ মুনিবর ॥
বাসোয়ার পিঠিত নামিয়া গেল ভোলা মহেস্বর।
ধনুকবানে নামিয়া গেল শ্রীরামলক্ষন ॥
পাঁচ ভাই পাণ্ডব নামিল ঠাঁই ঠাঁই।
কান কাটা হাড়ি সিদ্ধা লেখা যোখা নাই ॥
ঘসির ধূলা দিয়া বদন ঢাকিল।
সম্রাট দেখিয়া মএনা কান্দিবার লাগিল ॥

পুত্র শোকে মএনা বুড়ি কান্দিতে নাগিল।
কান্দি কাটি ছেইলাক নিগি হাড়ির হস্তে দিল ॥ ৭৫
নিগা নিগা আমার পুত্র তোমার হৈল শিস।
বার বছর পুরিয়া গ্যালে আমাগ আনিয়া দেইস ॥
অমর গিয়ান দেইস বৈদেশে নিজিয়া।
বার বছর অন্ত্রে আমার ছেইলাক দেইস আরো আনিয়া ॥

মায়র দুই নয়নর তারা রে। আরে ও বাছা।
আমার কেবা লইল রে ॥ ধুয়া ॥
নাপিতর হস্তর ক্ষুর লইল কাড়িয়া।
ঐ ক্ষুর কানফাড়ার হস্ত দিল তুলিয়া ॥
যেন মতে কানফাড়া ক্ষুর হস্তে পাইল।
রাম রাম বলিয়া রাজার দুই কর্ন ফাড়িল ॥
ফাঠিকর কুণ্ডল রাজাক পড়াইল।
ভগবান বস্ত্র আনিয়া যোগাইল ॥
পাচ বৈষ্ণব ধরিয়া কপিন পড়াইবার লাগিল।
এ ডোর কপিন রাজাক পড়াইল ॥
রাম খিলিকা গলে তুলি দিল।
কদুর থাল হস্তত তুলি দিল ॥
ভাঙ্গা কেঁথা ভাঙ্গা কপিন ভাঙ্গা বহির্বাস।
সবে মেলিয়া দ্বারত আছে চৈতন্যর দাস ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধিক রাধে সিতা।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দল ভাগবত গিতা ॥
ভিক্ষা বলিয়া রাজার বেটা কান্দিবার লাগিল।
হাতি ঘোড়া দণ্ড ছত্র গোলাম খেতু ভিক্ষা দিল।
ঐ ভিক্ষা গুরুর চরনত দিয়া পরনাম করিল ॥
যা যা রাঁজার বেটা তোমাক দিনু বর।
তিন কোন পির্থিবি টলিয়া গেলে না যাও যমর ঘর ॥
যেন মতে ধর্ম্মিরাজা বেনা মুখ হইল।
সর্গর মুনিগন সর্গত চলি গেল ॥

ঝুলি কঁ্যাথা দিলে রাজার কন্ধে তুলিয়া। ৮০
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া॥
নড়িতে চড়িতে করলু মুড়িয়া দু প্রহর।
কতকখনে চলি জাব ডারাইপুর সহর॥
কিছু ভিক্‌খা করেক বেটা সভার মাঝে।
গুরু শিস্‌স খাব আমরা পন্তের উপরে॥ ৮৫
রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি।
ক্যামন করি খুজি ভিক্‌খা আমি নিন্নয় না জানি॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
দক্‌খিন দেশি রতিত হামরা নাম ব্রম্মচারি।
ভিক্‌খা করিতে আমরা গমর না করি॥ ৯০
এই তুম্মা নেরে জাদু হস্তে করিয়া।
তুরু তুরু বলিয়া সিঙ্গনা বাজাও তুলিয়া॥
ভিক্‌খা দিবে তোকে বিস্তর করিয়া॥
পইলা ভিক্‌খা আনেক তোর জননির মহল জাএয়া॥
গুরুদেবের চরনে রাজা প্রনাম করিয়া। ৯৫
মএনার মহলক নাগি চলিল হাটিয়া॥*
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
জাও জাও সোনার চান দুক্‌খিনির দুলালিয়া॥
তিলকে জাইবা ছাইলা ডণ্ডকে আসিবা।
ঘড়িক বিলম্ব হইলে আমার নাগাল না পাইবা॥ ১০০
তুই থাকিবু তখন আপনার মহলে।
মুই জাইম তখন কৈল্লাস ভুবনে॥

পাঠান্তর :—

রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্তরি।
কিছু ভিক্‌খা নিব আমি মাএর বরাবর।
তবু নি গুরু শিস্‌সে জাব আমি বৈদেশ সহর॥

পথের মধ্যে হাড়ি সিদ্ধা বসিয়া থাকিল।
ভিক্‌খা বলি মহারাজ জননির মহল গ্যাল॥
পুত্র শোকে মএনা বুড়ি আছে তো বসিয়া। ১০৫
হ্যানকালে গ্যাল রাজা ভিক্‌খা বলিয়া॥
ভিক্‌খা দ্যাও ভিক্‌খা দ্যাও জননি লক্‌খি রাই।
তোমার হস্তের ভিক্‌খা পাইলে বৈদেশে জাই॥
জ্যানকালে বুড়ি মএনা পুত্রক দেখিল।
রুদ্ধ বাহু দেখি* মএনা কান্দিতে নাগিল॥ ১১০

মএনা বলে—ওরে ছাইলা,—
তোমার গুরুর সইতে গ্যালেন জাদু বৈদেশ নাগিয়া।
তোর গুরুক ছাড়ি ক্যান একলা আসিলেন চলিয়া॥
রাজা বলে শুন মা আমি বলি তোরে।
আমার গুরু বসিয়াছে পন্থের মাঝারে॥ ১১৫
ভিক্‌খা বলি পাঠেয়া দিলে আপনার মহলে॥
ভিক্‌খা দ্যাও ভিক্‌খা দ্যাও জননি লক্‌খি রাই।
তোমার হস্তের ভিক্‌খা পাইলে মা বৈদেশে জাই॥
ছাইলাক দেখিয়া মএনার দয়া জনমিল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল॥† ১২০
এক ভাত পঞ্চাশ ব্রঞ্জন অন্ধন করিয়া।
সুবন্নের থালোতে রন্ন দিল পারশ করিয়া॥

* পাঠান্তর—'কপালে মারিয়া চড়'। পরবর্ত্তী ছত্র
চান বদন চাইয়া লৈক্‌খ চুম্বন খাইল।

† পাঠান্তর—
একঘড়ি রহিও বেটা ধৈরন ধরিয়া।
জাবত না আইস ছিলান করিয়া॥
পাচ নোটা কুয়ার জলে ছিলান করিয়া।
পাকশালার ঘর নইলে পরিস্কার করিয়া॥

চৌকিয়া পিড়া দিলে বসিবার নাগিয়া।
সুবন্ন ভিঙ্গারে গঙ্গাজল দিল আগা করিয়া।*
ছাইলাক ডাকায় বুড়ি মএনা কান্দিয়া কাটিয়া॥ ১২৫
আইস আইস জাদুধন দুখুনির দুলালিয়া।†
রন্ন খাএয়া জাও জাদু বৈদেশ নাগিয়া॥
জখন ধম্মিরাজ রন্নের নাম শুনিল।
পঞ্চ নোটা গঙ্গার জলে ছিনান করিল॥
ছিনান করি রাজা রাহ্নিক করিল। ১৩০
রাহ্নিক করিয়া রাজা রন্নের কাছে গ্যাল॥
সুবন্নের থালে রন্ন দেখি কান্দিতে নাগিল॥ ‡
জখনে আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর।
সুবন্নের থালে রন্ন মা খাইয়াছি বিস্তর॥
এখন হইলাম কপিনপিন্দা কোড়াকের ভিকারি। ১৩৫
সুবন্নের থালে রন্ন খাইতে না পারি॥
সুবন্নের থালের অন্ন কদুর থালে নিয়া।
সুবন্ন ভিঙ্গারের গঙ্গাজল করঙ্গ তুম্মায় নিয়া॥
রন্ন খায় ধম্মিরাজ পত্রে বসিয়া॥ §

* সোনালিয়া ঝাড়িত জল নইলে ভরিয়া।
ঐ জল দিলে আগা করিয়া॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:—
অন্ন খাও অন্ন খাও রাজ দুলালীয়া।

‡ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ:—
যেন মতে থালত অন্ন দেখিল।
কপালত মারিয়া চড় কান্দিবার লাগিল॥

§ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:—
একখান কলার পাত আনিলে কাটিয়া।
তাহাত অন্ন গুটিক লইল ঢালিয়া॥

রন্ন খাবার তরে রাজা পত্রত বসিল। ১৪০
পন্থে থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানত দেখিল ॥
ধিয়ানে দেখিয়া হাড়ির মন বিদুর হৈল ॥
প্রথম শিস্‌স করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া।
আমাক ছাড়ি রন্ন খায় জননিক মহল জাএয়া ॥
তেমনি হাড়ি সিদ্ধা এই নাওঁ পাড়াব। ১৪৫
শুন্যের গঙ্গাজল রাজার শুন্যে ঢালি দিব ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদয়ে জপিয়া।
করঙ্গ তুম্মাক দিলে হাড়ি ছিদ্র করিয়া ॥
করঙ্গ তুম্মাক দিয়া গঙ্গার জল পালায়ত রুসিয়া ॥
গাভির নাকান জল রাজা খায় চুম্বুক দিয়া।* ১৫০
কপালে আছিল লক্‌খি রাজার পলাইল ছাড়িয়া ॥
বার বৎসর দুক্‌খ রাজার কপালে নিখিল।
রাহু কেতু শনি গর্ব্বে বাস হইল ॥

ভাঙ্গা তুম্বা আনিল ধরিয়া।
তাহাত জল ফুটিক লইল ঢালিয়া ॥
হাতত মুখত জল দিয়া কোন কাম করিল।
শ্রীকৃষ্ট বলিয়া অন্ন মুখত তুলিয়া দিল।
এক গাসে দুই গাসে পঞ্চ গাস খাইল ॥

পাঠান্তরে পাই—

এখান কলার পাতা আনিলে কাটিয়া।
সোবন্নের থালের অন্ন নইলে পাতায় পারশিয়া ॥
সোনালিয়া ঝাড়ির জল নইলে তুর্ম্মায় ঢালিয়া।
মৃত্তিঙ্গায় বসিল রাজা যোগ আসন ধরিয়া ॥

* পাঠান্তর:—

অন্ন খাইয়া রাজা জলের দিগে চায়।
ভাঙ্গা তুর্ম্মা দিয়া জল উচ্ছিয়া পলায় ॥
মাটির জল রাজা চুম্বক দিয়া খাইল।

বার বৎসর ভরি রাজার কেউতে ঘিরি নইল ॥*

রন্ন খাএয়া ধম্মিরাজ মুক্‌খে দিলে গুআ। ১৫৫

মায় পুতে কয় কথা পাণ্ডারের শুআ ॥†

বার কাহন কড়ি নিলে হরিদ্রাএ মাখেয়া।

মএনা বলে হারে জাদু রাজ দুলালিয়া ॥

বার কাহন কড়ি ছাওঁ তোর ঝোলার ভিতর।

কড়ির কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর ॥ ‡ ১৬০

একথা বলিয়া মএনা কোন কাজ করিল।

পুত্রের গলা ধরি মএনা কান্দিতে নাগিল ॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠঃ—

দেবির ভাই সনি কপাল চড়িল ॥

সনি কেতু রাজার গর্ভবাস করিল।

সকল সরীর রাজার মলিন পড়িল ॥

করনা করিয়া ময়না কান্দিবার লাগিল ॥

† পাঠান্তরঃ—

অন্ন জল থাইয়া মুখে দিলে পান।

মাএ পুত্রে কথা কহে ভর পুন্নিমার চান ॥

‡ পাঠান্তরঃ—

সোনার বাটা নিলে মএনা ভিক্‌থা সাজাঁয়া।

বার কড়া কড়ি নিলে হরিদ্রা মাথাঁয়া।

বারটা মোহর নিলে সোনার বাটাএ করিয়া ॥

কান্দি কাটি ভিক্‌থা দ্যাএছে পুত্রক নিগিয়া।

নিজা নিজা ভিক্‌থা জাদু ঝোলাএ করিয়া ॥

গুরু শিস্‌সে থাএন তুমি বৈদেশেকে জাএয়া ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের পাঠে পাইঃ—

সোল কাহন কড়ি দিল ঝোলঙ্গায় সাজাইয়া।

কড়ীর কথা না কন তোর গুরুর বরাবর ॥

ছাই ভস্ম করিয়া কড়িক পটামু।

যমর ঘর হারির পাছে গমন করিমু ॥

সরুআতে সরু বেটা দুবলাতে হিন।
তবনি পাওয়া জায় পরদেশের চিন ॥*
জাদুরে—পরভুম জাইও বেটা পরদেশত জাইও। ১৬৫
পরের নারিক দেখি বেটা হাস্য না করিও ॥
আগে মা বলিয়া জাদু পাছত ভিক্ষা নিও।
তোর গুরুদেবের সঙ্গে বেটা দপ্প না করিও ॥
বৈরাগি বৈষ্টমক দেখি না করিও হেলা।
গৈড় হইয়া প্রনাম জানাইস জার গলাএ হরিনামের মালা ॥† ১৭০
ডম্ব কথা না বলিস তোর গুরুর বরাবর।
ছাই ভস্স করিয়া তোক পাঠাইবেক জমের ঘর ॥
পরদেশে জাইও জাদু পরার পতিআশ।
আগে খায় গিরি নোক পশ্চাৎ তলাস ॥
পাখিগুলি দেখিয়া ডিমা না মারিও। ১৭৫
পরদেশে জাইয়া জাদু না পরিও ফুল। ‡
হাতের হিঞালি দিয়া নইবে জাতি কুল ॥
কান্দি কাটি বুড়ি মএনা ছাইলাক বুঝাইল।
করদস্ত হৈয়া রাজা বিদায় ভালা চাইল ॥

---

* গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:—

সরিসাতে সরু দুবলাতে হিন।
তখনে পাবু পরদেসর চিন ॥

† পাঠান্তর—

গড় হয়ে প্রনাম কর জাহার গলায় দরশনের মালা ॥

‡ গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:—

ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না ফাড়িমু।
পাখী গোটেক দেখিয়া ঢেল না মারিমু।
পর স্ত্রীক দেখিয়া হাস্য না করিমু।
আগত মা দায় দিয়া পশ্চাৎ ভিক্ষা লমু ॥

বিদায় দ্যাও মা বিদায় দ্যাও জননি লক্‌খি রাই। ১৮০
তোমার বিদায় পাইলে মা বৈদেশে জাই ॥
জননির বিদায় নিলে রাজা কান্দিয়া কাটিয়া।
জাইছে এখন ধম্মিরাজ গুরুকে নাগিয়া ॥
গুরুর নিকট জাএয়া রাজা উপনিত হইল।
তুরু তুরু বলি সিদ্দা গোজ্জিয়া উঠিল ॥ ১৮৫
হাড়ি সিদ্দা কহিছে—তিল ভর আসিবেন জাদু ভিক্‌খা ধরিয়া।
এত ক্যানে দেরি কল্লু ফেরুসাতে জাএয়া ॥
গুরু—ভিক্‌খা বুলি পাঠাইয়া দিলেন মা জননির মহলক নাগিয়া।
জননির রন্ন খাএয়া আসিনু ভিক্‌খা ধরিয়া ॥
জ্যান কালে মহারাজ রন্ন কবুল করিল। ১৯০
একথা শুনিয়া সিদ্দা বড় খুসি হৈল ॥
বাম হস্ত ধরিয়া হাড়ি পন্থ মেলা দিল।
এক কোরোস দুই কোরোস তিন কোরোস গ্যাল ॥
রাজার তরে কথা সিদ্দা বলিতে নাগিল ॥
বাইরে বাইরে নিগাওঁ তোমা বৈদেশ নাগিয়া। ১৯
কিছু ভিক্‌খা আনলু জাদু ফেরুসাতে জাএয়া ॥
আর কিছু আনেক ভিক্‌খা তোর রানির মহল জাএয়া।*

পাঠান্তর:—

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
নড়িতে চড়িতে করুলু মুড়িয়া দুপ্রহর।
কত্‌খন চলিয়া জাইব ডাড়াইপুর সহর ॥
রাজা কহে শুন গুরু গুরুপা জলন্ধরি।
জাইতেছি আমরা গুরুধন পরদেশক নাগিয়া।
জাবার কালে রানি গুলাক মুই আইসোঁ দেখিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
রানির কথা বলিস তোর গুরুর বরাবর ॥
থাকিল এখানা দুক্‌খ মোর পাঞ্জারের ভিতর।
ইহার শাস্তি হইবে তোর জঙ্গলের ভিতর ॥

গুরু শিস্‌সে খাবু বেটা বৈদেশত জাএয়া ॥
গুরুর বাক্য মহারাজ ব্রথা না করিল।
ভিক্‌খা বলি ধম্মিরাজ রানির মহল গ্যাল ॥ ২০০
সোআমির শোকে রতুনা পতুনা রানি আছে বসিয়া।
হ্যানকালে গ্যাল রাজা দারতে নাগিয়া ॥
ভিক্‌খা ভিক্‌খা বলি রাজা চ্যাঁচাইতে নাগিল।
ধম্মিরাজার বাক্য রানি আন্দরে শুনিল ॥
জ্যান কালে রতুনা রানি রাজাকে দেখিল। ২০৫
কান্দি কাটি কথা দোনো বইনে বলিতে নাগিল॥*
দিদি,—ওদিক ক্যান প্রানপতি না গ্যাল চলিয়া।
নিবা আগুন জলের আসিল মোর মহল নাগিয়া ॥
হিরা রতন মোহর মানিক আছে কোটা ভরিয়া।
তাক ছাড়ি জায় প্রানপতি উদাসিনি হৈয়া ॥ ২১০

জাও জাও সোনার চান চক্‌খিনির চুলালিয়া। *
জখন ধম্মি রাজা একথা শুনিল।
সুন্দরির মহল নাগি গমন করিল ॥

পাঠান্তরঃ—

রতুনা বলে বইন মোর পতুনা নাইওর দিদি।
নিশ্চয় হারালাম আমি সোআমি নিজপতি।
কি আছে প্রানে দিদি মহলের ভিতর।
হয় থাথেক ধম্মি রাজা ছাড়ে বাড়ি ঘর ॥
মহারাজা জাইছে আমার সন্ন্যাসক নাগিয়া।
আমরা চুই বহিন রহিব কার মুক্‌খ চাহিয়া ॥
এজি ছুরি নেই দিদি হস্তে করিয়া।
স্ত্রীবদ্দ দেই আমরা রাজার চরনে পড়িয়া ॥
হস্তে এজি লইয়া রানি আইল চলিয়া।
স্ত্রীবদ্দ দিলে রাজার চরনে পড়িয়া ॥
হস্তে এজি নিয়া রানি গ্যাল মিত্যু হইয়া।
গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ চুলালিয়া ॥

কি ভিক্‌খা আছে দিদি কি ভিক্‌খা দিব।
দুই বইনে দুকনা রেজ্জি নেই হস্তে করিয়া।
রাজার চরনে মরি দিদি গলাএ ছুরি দিয়া॥
দুই বইনে দুকনা রেজি নিলে হস্তে করিয়া।
কান্দি কাটি জাএয়া রাজার চরনে পড়িলা॥ ২১৫
কান্দে রদুনা রানি ধরিয়া রাজার পাও।
এহ্যান বয়সের ব্যালা ছাড়িয়া না জাও॥
ছাড়িয়া না জাইও* রাজা দুর দেশান্তর।
কার জন্যে বান্দিলেন সয়াল-মন্দির ঘর॥†
সয়াল মন্দির ঘর বান্দিছ‡ নাই পড়ে কালি। ২২০
এমত বয়সে ছাড়ি জাও ব্রথায় গাবুরালি॥
ব্রথা গাবুরালি রাজার মাটিতে পড়ে পিত।
খাবার গাসত সোআদ নাই চক্‌খে নাই সে নিন॥
নিন্দের সপনে রাজা হব চৈতন §।
পালঙ্গে হস্ত ফ্যালায়া দেখিব নাই প্রানধন॥ ২২৫

* গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
'না যাইও না যাইও'।

† গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
কারে লাগিয়া বান্দিলাম সীতল মন্দীর ঘর॥

‡ গ্রীয়াসনের পাঠে—'বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর'।

§ গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
'চৈতন' স্থলে 'দরিসন' এবং নিম্ন লিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাওয়া যায়ঃ—
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মাও বইন রবে স্বামি লইবে কোলে।
আমি নারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দীরে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘা।
বয়স কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও॥

খালি পালঙ্ক দেখি প্রভু মুঞি জুড়িম কান্দন ॥
আমাকেও সঙ্গে নিয়া জাও পরানের রঘুনাথ।
আমি নারি সঙ্গে গ্যালে আন্দিয়া দিব ভাত ॥
ভোকের কালে রন্ন দিব তিয়াস কালে পানি।
হাসিয়া খেলিয়া প্রভু পোহাব রঞ্জনি ॥ ২৩০
জারের কালে ওড়ন দিব গিরিস কালে বাও।
সন্ধ্যা কালে দুই বইনে ঠাসিব হস্ত পাও ॥
পাও খানি ডাবিব রাজা হাত খানি ডাবিব।
রঙ্গ কৌতুকের ডালা এখিলি জোগাব ॥*
রাজা বলে শুন রানি জবাবে বুঝাই। ২৩৫
একলাই বৈরাগি হলে জাহা তাহা রব।
তুমি নারি সঙ্গে গ্যালে বড়ই লজ্জা পাব ॥

গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই:--

আমাক সঙ্গে করি লইয়া যাও ॥
জীবর জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে।
রান্ধিয়া দিমু অন্ন ক্ষুধার কালে ॥
পিপাসার কালে দিমু পানী।
হাসিয়া খেলিয়া পোহামু রজনী ॥
আইল পাতার দথিলে কথা কহিয়া যামু।
গিরি লোকর বাড়ী গেলে গুরু স্থান বলিমু ॥
সিতলপাটি বিছাইয়া দিমু বালীসে হেলান পাও।
হাউস রঙ্গে যাতিমু হস্ত পাও ॥
হাতথানি দুঃখ হইলে পাওথানি যাতিমু।
এরঙ্গর কৌতুকর বেলা সুতি ভুঞ্জিমু এসুতি ভুঞ্জাইমু ॥
গ্রীস কালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও।
মাঘ মাসি সিতে ঘেসিয়া রমু গাও ॥
মাঘ মাসি সিতে সিত মরিচর ঝোল।
ইন্দ্র মিঠা ভুঞ্জাইমু এক সত নারীর কোল ॥

তোমার রূপ আমার রূপ দুইজনকে দেখিয়া।
দশ গিরস্তে বলবে সব বৈরাগি নারিচোরা ।*
নারিচোরা বলিয়া গিরস্তে না ছ্যায় ঠাঞি। ২৪০
ভাল গিরির ছেইলা হইলে বাসা দান দিবে।
গোঞার গিরস্ত হইলে আমাক জবাবে খ্যাদাবে ॥
ছোট বড় গিরির বেটা বুদ্ধি আলচিরা।
দশ গিরস্তে বলবে এটা বৈরাগি নারিচোরা ॥
নারিচোরা রতিত হ'লে গিরস্তে না ছ্যায় ঠাঞি। ২৪৫
তোর আমার বড় আর বেটি কবার দোসর নাই ॥
রাজা বলে—ওগো নাগরি ধম্মপথে জাইতে আমাগ না করিও বাধা।
অবসে বৈষ্টম ধম্ম লেইখাছে বিধাতা ॥
আগে মরন পাছে মরন মরন একবার।
একবারে শোধিতে নারে গোদা জমের ধার ॥ ২৫০
না জানি চণ্ডালিয়া জমের কতেক মাল ধারি।
রাজা হৈয়া জমের দায় শোধিতে না পারি ॥
রাজা হৈয়া না করে রাজ্যের বিচার।
পুত্র হৈয়া না করে জাঁয় পিতার উদ্ধার ॥
নারি হৈয়া না করিবে জাঁয় সামির ভকতি। ২৫৫
শিস্‌স হৈয়া না ধরে গুরুর আরতি ॥
এই কয় ঋন মইলে রানি জাবে রধোগতি ॥

---

*গ্রীয়ারসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাইঃ—

রাজা বলে সুন কন্যা হরিচন্দ্রর বেটি।
কত রঙ্গে কর মায়া সইবার না পারি ॥
বংস হরির গুয়া খাইয়ে দন্ত করিলে সোলা।
কথা কহিতে জলে দন্ত গুঞ্জরে ভ্রমরা ॥
নারী হবু চাকন চিকন পুরুস কেন্থা ওড়া।
দস গিরস্ত বলিবে অথীত নারীচোরা ॥

রানি বলে শোন প্রভু আমি বলি তোরে।
তুমি জ্যামন আমি ত্যামন সব্ব লোকে জানে।
গলার পৈতা জ্যামন না ছাড়ে ব্রাম্মনে॥
তোকে মৌকে শোবা করি খোপের কৈতর।
খোপ খালি করি জাএক বৈদেশ সহর॥
গিরির ঘরের খোপের কৈতর তাওঁরা বোঝে মন।
ঠোটে নালি বাটে বাকে সদাক্‌খন॥
পাও আছে হস্ত নাই ঠোটে উকুন মারে। ২৬৫
মুক্‌খে বচন না পারে আর সদা বাকম্‌ বলে।
ও জে দুইটা জিব শয়ালতে ঘোরে॥
শয়ালতো ঘোরে পক্ষি চিলাও চিলানি।
সেও ভাগ্য নাই করি রানি রভাগিনি॥
বোনের পশু চাইতে রাজা বড়ই নিদারুন। ২৭০
এমত্ত বয়সে ছাড়ি জাও চিতে দিয়া ঘুন॥
এখন রাজা বল্‌তেছে—
ওগো রানি! তমি কি নিস্তাস্ত করিয়া আমার সঙ্গে জাইবা।

নারীচোরা অতীত বৈক্লে গিরস্ত না দিবে ঠাঁই।
তোর আমার বড়ুয়ার বেটি কহিবার সম্ভ্রান্ত নাই॥
রানী বলে সুন রাজা বিলাতের নাগর!
এক নিবেদন করি তোমার বরাবর॥
তোমার নাকান রামখিলিকা গলার মাঝত দিয়া।
তোমার নাকান ডোর কপিন বান্ধিমু ভিঁড়িয়া॥
দুই তন বান্ধিমু নেতে ঘোরা দিয়া।
ছামুর ছয়টা দন্ত ফেলাইমু ভাঙ্গিয়া।
আউ টাক মাথার কেস মুই ফেলাও মুড়িয়া॥
হাতত তুম্বা গলাত কেন্থা উদাসীনী হমু॥
তোমার পাছে পাছে গিয়া ভিক্ষা মাগি খামু॥

আমার সঙ্গে জাবু রানি পন্থের শোন্ কাহিনি।
খিদা নাগলে রন্ন পাবু না তিয়াস কালে পানি ॥ ২৭৫
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার।
জে দিক্ হাটে হাড়ি গুরু দিনতে আন্দার ॥
সেই পথে কত আছে দুজ্জন বাঘের ভয়।
স্ত্রী আর পুরুসে কখন পন্থ নাহি বয় ॥
স্ত্রী আর পুরুসে জদি পন্থ বইয়া জায়। ২৮০
হ্যান বা দুস্টের বাঘ আছে নারি ধরি খায় ॥
খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া।
ব্রথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে জাইয়া ॥
রানি কএছে শুন রাজা রসিক নাগর।
কাঁয় কয় এ গিলা কথা কে আর পইতায়। ২৮৫
পুরুসের সঙ্গে গ্যালে কি তিরিক বাঘে খায় ॥
এমন দুস্ট বনের বাঘ তিরি পুরুস বাছিয়া খায় ॥
জেখানেতে বনের বাঘ খাইবে ধরিয়া।
নিশ্চয় করি প্রানের পতি মোক পালাইস ছাড়িয়া ॥ †

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

রাজা বলে জয় বিধি ঠেকিনু মায়াজালে।
কি আমার প্রেমটা হইলো স্ত্রীলোকের সঙ্গে ॥
মোর সঙ্গে যাবু না অতীতের সঙ্গে যাবে।
সেটে আছে বনের বাঘ দেখিয়া ডড়াবে ॥
সেটে আছে বনের বাঘ দুর্জ্জন বাঘের ভয় ॥
স্ত্রী আর পুরুসে যদি পথ বইয়া যায়।
হেন দুঃখে বোনের বাঘে স্ত্রীক ধরিয়া খায় ॥
খাবে আর না খাবে বাঘে ফেলাইবে মারিয়া।
কেনে আর মরিবি তুই অতীতের লগে যায়া ॥

একটী পাঠে অতিরিক্ত পাই :—

রানি কইছে পাগলা মরা বুদ্ধ নাই তোর।
জার ঘরে বেটি ভাতিজি ভরত ব্যাচাইয়া খায়।

রানি বল্‌তেছে ওগো প্রানপতি— ২৯০
খাক না ক্যানে বনের বাঘে তাক না করি ডর। *
নিস্কলঙ্কে মরন হউক সোআমির পদের তল।
সোআমির পদে মরন হৈলে মরবার সফল॥
সোআমির পদে মরন হউক কলঙ্ক্‌ ঝ্যানা ওঠে।
কলঙ্ক্‌ খানের বাদে আমার প্রান খানেক কাঁপে॥ ২৯৫
রাজা বলে ঠেকিলাম ঠেকিলাম মায়া জালে।
কি আমার প্রমাদ ঘটিল নারিলোকের সঙ্গে॥
আমার সঙ্গে জাবু রানি মুড়াও জাএয়া মাথা।
আমি নিছি ডোর কপ্‌নি তোক নিতে হবে কাঁথা॥ †
সেই জে মোর গুরুর কাঁথা আগলদিগল। ৩০০
খার পানি নাহি পড়ে নকুড়ি বছর॥ ‡
সাত দরিয়ার জল হৈলে গুরুর কাঁথা ভিজায়।
চৈত্র বৈসাখের ওদে ঐ কাঁথা শুকায়॥
ছয় মাস পন্থ রানি সরার গোন্দো পায়॥
এন্দুর সলেয়ার বাসা আর মাকর্শার জালি। ৩০৫

জে ছেইলার মাও নাই তার বাপে আনবার জায়॥
নাইওার বনিয়া কি তার বেটিক বাঘে খায়॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :

কে কয় এ গুলা কথা কে আর পাইতায়॥
পুরুসর সঙ্গে গেলে কি স্ত্রীক বাঘে ধরে খায়।
ও গুলা কথা ঝুটমুট পালাবার উপায়॥
খায়না কেনে বোনর বাঘে তাক নাই ডর।
নিত কলঙ্কে মরন হউক স্বামির পদতল॥

পাঠান্তর :—

আমার সঙ্গে জাবার চাও শুন ডঙ্কের কথা।
ফ্যালাও রানি পাটের সাড়ি গলাএ বান্ধ ক্যাথা॥

পাঠান্তর :—'নকুড়ি বছর' স্থলে 'এ বার বৎসর॥'

ওরসের ল্যাখা নাই উকুন ডালি ডালি ॥*
কোন রা গাঁওয়ার লোক গুরুর ক্যাঁথা ওড়ে।
এক দিন ছিলাম আমি গুরুর ক্যাঁথার তলে।
চৌপর রাইতে নিদ না হয় সলেয়ার কামড়ে ॥
হাড়ি গুরুর ক্যাঁথা দেখি নর লোকের মুক্খে না আইসে রাও। ৩১০
এক এক উকুন বাড়ায় ওন্দা বিলাইর ছাও ॥
শোনেক রহুনা রানি ক্যাঁথার অবতার।
পাগলা হস্তি নাই পারে ক্যাঁথাক নড়াবার ॥
ভাল নারি দুই জন জাবেন মোর নগের দোসর।
সরা ক্যাঁথাখান তুলি দিম তোমার ঘাড়ের উপর ॥ ৩১৫
রানি বলে শোন প্রভু আমি বলি তোরে।
হয় না ক্যানে সরার ক্যাঁথা ফুল চন্দনের বাস।
ঘরের সোআমি সন্ন্যাস হৈয়া জায় নারির কিবা আশ ॥ †
বড় বড় বাংলা গিলা দেখতে লাগে ত্রাস।
সরা ক্যাঁথা বৃক্খের তলে নিন্দের হাভিলাস ॥ ৩২০
এতে জদি গুরুর ক্যাঁথা বড় ভয় করে।
ব্রম্মায় পুড়িয়া ক্যাঁথা গঙ্গাএ ভাসাইয়া দিব। ‡
দুই বইনের সাড়ি চিরি ক্যাঁথা বানাইয়া নিব ॥

পাঠান্তর :—

সাপের কুরুস আছে ক্যাঁথাএ আর মাকোরার জালি।
এন্দুর সলেয়ার ভাসা ওরোস ডালি ডালি ॥
ওরোস ডালি ডালি ক্যাঁথাএ উকুনের ল্যাখা নাই ॥

পাঠান্তর :—

হয় নানে সরা ক্যাঁথা আগুরু চন্দন।
দুই বোনে করিব ক্যাঁথাক জাড়ের ওড়ন ॥
অধিক সরা হ'লে ফকিরক বিলাব।
তাহার অধিক সরা হ'লে আনলে পুড়িব ॥

পাঠান্তর :—

আনলে পুড়িয়া ক্যাঁথা জলে ভাসাইয়া দিব।

সোনার গুনায় রুপার গুনায় কুরিব সিয়ানি।
হাজার টাকা দিব আনি দর্জ্জিরঘরের বানি ॥ ৩২৫
চারু পাকে চাইর মানিক* মুঞিঁ দ্যাওঁ নাগাইয়া।
আন্ধার রাতি গলার ক্যাঁথা ওঠে জ্যান জলিয়া ॥
হাট জাব পন্থ † জাব হবে আন্ধার রাতি।
কোন কাঙ্গালের মহল্লে পাব তৈল্ল ঘিয়ের বাতি ॥
ঐজে রভাগির ‡ ক্যাঁথা মুখের আগত থুইয়া। ৩৩০
তিন ঝনায় রন্ন খাব ঐ আলোত বসিয়া ॥
রাজা বলে শোনেক রানি হরিচন্দ্র রাজার বেটি।
সোনার ক্যাঁথা ধরি জাবার চাইস গিরি নোকের বাড়ি ॥
ভাল গিরস্ত হৈলে বাসাত জ্যান দিবে।
আর কন্দুআ গিরস্ত হৈলে জোআবে খ্যাদাবে ॥ ৩৩৫
ঐরূপে মানে জাব শুড়ির ভাটিঘরা।
শুড়ির ভাটিঘরাত মাতোআল ঘিরিয়া নবে।
মদ ভাং খাএয়া রানি তোর প্রান বধিবে শ্যাসে ॥
ঐঠে হৈতে জাব কুমারের পওঁনঘরা।
পওঁনঘরাতে রব পড়িয়া। ৩৪০
ভাল ভাল গিরস্ত রানি বুদ্ধি আলোকচিয়া।
খাট খাট নাটি নিবে বগলে ডাবিয়া।
আমাকে মারিবে ডাকু মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া ॥
আমাকে মারিয়া ডাকু তোমাগ নিগাইবে ছিনাইয়া।
ব্রথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে জাএয়া ॥ ৩৪৫
রানি বলে ওগো মহারাজ,—
জখন ডাকু মারিবে তোমাক মুড়িয়া ডাঙ্গ দিয়া।
দুই বইনে দুকনা এজি নিমো হস্তে করিয়া ॥

* একটী পাঠে 'মানিক' শব্দের পূর্ব্বে 'মোহর' পাওয়া যায়।
† পাঠান্তরে 'পন্থ' স্থলে 'বাজার' পাওয়া যায়।
‡ পাঠান্তর 'রভাগির' স্থলে 'মানিকের'।

তোমার চরনে মরিমো গলাএ ছুরি দিয়া ॥
রাজা বলে ওগো রানি,-- ৩৫০
আগে জদি আমার প্রান ডাকু ফ্যালাইল মারিয়া।
পচ্ছাৎ তুমি কি করিবে নারিবদ্ধ দিয়া ॥
রানি বলে শোন রাজা ধম্ম অবতার।
এত জদি জানেন প্রভু জরু প্রানের বৈরি।
তবে ক্যানে বিয়াও কল্লেন এক শত রানি ॥ ৩৫৫
এক শত রানিকে প্রভু গলাএ বান্ধিয়া।
এলায় নিয়া জাবেন তুমি সন্ন্যাস নাগিয়া ॥
বার বছর জাএন গোসাঞি রুদাসিন হৈয়া।
রাজ্য পাট সিঙ্গাসন কে নিবে পালিয়া ॥
জখন ছিলাম আমরা আচলে শিশুমতি।* ৩৬০
তখন ক্যানে ধম্মি রাজা না হইলেন সন্ন্যাসি ॥
এখন হইলাম আসিয়া আমি তোমার যোগ্যমান।
মোক ছাড়িয়া হবু বৈরাগ মুঞি তেজিম পরান ॥ ণ

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—

তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙ্গা চরন বেড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥
যথন আছিনু আমি মা বাপর ঘরে।
তথন কেনে ধর্ম্মিরাজা না গেলেন সন্ন্যাসি হইয়ে ॥
এথন হইনু রুপর নারী তোরে যোগ্যমান।
মোকে ছাড়িয়া হবু সন্ন্যাস মুই তেজিম পরান ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই :—

তোমারে আগে কাল যৌবন মোর পড়ুক গড়িয়া।
পাকিলে মাথার চুল যাবেন সন্ন্যাস হইয়া ॥
এ রঙ্গ মালতীর ঘরে লইয়া পড়ে ডাল।
নারী হইয়ে রঙ্গ রূপ রাখিমু কত কাল ॥
কত কাল রাখিমু যৌবন বান্দিয়া ছান্দিয়া।
নিরবধি ঝোড়ে প্রান স্বামী বলিয়া ॥

কাকে দিবেন রাজ্যভার কাকেও দিবেন বাড়ি।
কাকে সপিয়া জাএন তোমার দালান কোঠা বাড়ি ॥ ৩৬৫
কে হবে তোর পাটের রাজা কে হবে কাজি।
কোন মরদে সাদিয়া লবে তোর বিলাতের কড়ি ॥
বাইস খামাতের লোক কার দেওয়ান জাবে।*

আমাক বিবাহ করিয়া যাও বল চলিয়া কান্দো তোমার লাগি।
তোমার আছে বাপ ভাই মোর অভাগিনীর কেউ নাই ॥
আমি ছেড়ে এলেম তোর রাজার কারনে ॥ধুয়া॥
অদুনা পদুনা বাছিয়া বিবাহ করিল।
ভাট রাহ্মন দিয়া অদুনা নাম থুইল ॥
অদুনা নাম থুইল দাসী দিল সঙ্গে।
এমন পিরিতি ঘর ভাঙ্গিমু কেমনে ॥
কোন দরজায় ভিক্ষা লয়ে কোন দরজায় যামু।
বানিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলাতে হারামু ॥
আমার নাবালক সুন্দর কন্যা যেখানত দেখিমু।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া সেই স্থানত মরিমু ॥
তোমার নাকান সুন্দর কন্যা যেখানত দেখিমু।
আগে মা দাও দিয়া পশ্চাত ভিক্ষা লমু ॥
হায় হায় স্বামি ধন কাড়িল কাল রাও।
চেঙ্গড়া কালে বিবাহ কৈরে যুবায় ছাড়িয়া যাও ॥
ইও কাল থাক হৃদে লৈয়া হাত।
যাবৎ ঘুরিয়া আসি বৎসর পঞ্চাস ॥
মাথা তুলিয়া দেখ রাজা ডাব নারিকল।
হৃদয় উপরত সোভা করে গুয়া নারিকল ॥
হাতে ছিড়িমু মুখত দিমু গায় নাই তোর বল।
আছিল ফল যে পুরুস না খায় চৌদ্দ গোণ্ডা রসাতলে যায় ॥

পাঠান্তর :—

চতুরাএ বসিয়া রাজা কে দেওয়ান করিবে।
ঝাড় বুড়ি খাজনা কে সাদিয়া নেবে ॥

এক শত রানিগুলা কার মুখ চাবে।
তোমার ভাই জে গোলাম খেতুআ কার পান জোগাবে ॥ ৩৭০
রাজা বলে শোনেক রানি আমি বলি তোরে।
গোলাম না কইস গোলাম না কইস হয় মোর ছোট ভাই। *
একে তুদে পালন কৈচ্ছে মএনামতি মাই ॥
আমি দশ মাসে রানি খেতুআ দশ মাসে।
কাকো আটে কাকো না আটে নছিবের দোসে ॥ ৩৭৫
নছিবেতে ফলে ধন সুকানে ডিঙ্গা চলে।
নছিব বিরোধ হৈলে নানা রোগে ধরে ॥
সাত বরনের গাভি ছ্যাক এক বরনের দুধ।
আমি হছি রাজার ছেইলা ভাই ক্যানে অসুৎ ॥
এক থোবের বাশ রানি নছিবোতে ল্যাখা। ৩৮০
কেও হয় ফুলের সাজি কেহ হাড়ির ঝ্যাটা ॥
একেত ফুলের সাজি হাতে মাতে রয়।
ছাড়ঙা হাড়ির ঝ্যাটা হাট খোলা সামটায় ॥
খেতুক দিম রাজাভার খ্যাতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুক সপিয়া জাইম তোমা হ্যান সুন্দরি ॥ † ৩৮৫

* পাঠান্তর :—

রাজা কএছে শুন রানি জবাবে বুঝাই।
আমার মনে রাজ্য ভার খেতুকে সপিয়া।
একা প্রানে রাজার ছেইলা জাইম সন্ন্যাস হইয়া ॥

† পাঠান্তর :—

কি করিব রাজ্য পাট দালান কোটার বাড়ি।
ভাই খেতুআক সপিয়া জাইছি তোগ হ্যান সুন্দরি ॥

গ্রীয়ার্স‌ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

রাজা বলে সুন কন্যা হরিচন্দ্রর বেটী।
কথা ভাঙ্গি কথা বলিলে ও কথার মান যায় ॥
আগে চড়ে হস্তির মাহুত পিছে চড়ে রাজা।
হ্যাটিয়া দেখিনু বড় বাঙ্গলা পথে অনেক দুর ॥

রানি কএছে শুন রাজা বিলাতের নাগর।
আন্ধার করিয়া জাও সুন্দরির মহল ॥
জে দিন হইতে গোলাম ছোড়া দলিচায় দিবে পাও।
বিস খাব রূপের নারি গলাএ দিব দাও ॥
তোমার বাদে ছাড়িলাম দয়ার বাপ মাও। ৩৯০
বাপ মরে ভাই মরে তাও না ন্যাঁও মনে।
তুই সোআমি ছাড়িয়া গালে পাসরিব কামনে ॥
রাজা বলে শোন নারি রদুনা সুন্দরি।
কত রঙ্গে কর মায়া সহিতে না পারি ॥
খেতু হবে পাটরাজা তোমরা মাহাদেই। ৩৯৫
এমন করি দোহাই ফিরাও রাজা পাটে নাই ॥
ডুদের হাবিলাস জলেতে রাখিও।
আমার নাম বলি ভাই খেতুক ডাকাইও ॥
তিন দিন রঙ্গ তামাসা হইলে আমাক পাসরিবু ॥
রানি কএছে শোন রাজা বিলাতের নাগর। ৪০০
অন্য গাছের ছাল জ্যান অন্য গাছে নাগে।
পরের ছাওয়া নাকি পরেকে বাবা বোলে ॥
হস্ত পদ বান্ধিয়া মোরে ডুবাও সাগরে।
তবুও সপিয়া না জাও গোলাম খেতুর ঘরে ॥
এমনি জদি তোমার রানি জায় তো মরিয়া। ৪০৫
তবু গোলামের ভাত খাব না পাটতে বসিয়া ॥
নদির পাড়ে ঘর বান্দি দ্যাও সুমরনে মরি।
তবুতো গোলামের ভাত কবুল না করি ॥
হামরা খাইমু ভাত রে গোলাম ফ্যালায় পাত।
ঐ গোলামক জরু দিলে জ্যাশের হইবে নাশ ॥ ৪১০

খেয়ে বুঝিনু নারিকলর ফল পেট নাই ভরে।
মিছে থাকি গিরির বেটা ভেরন খাটিয়া মরে ॥

হামরা খাইমু মাছ জে গোলাম খাইল কাটা।
ঐ গোলামক জরু দিলে ছ্যাশের হৈবে খোটা ॥
বার বছর জাএন সোআমি উদাসিন হৈয়া।
তোমার কোলার একটি ছাইলা ছ্যাও আমার কোলাএ দিয়া।
জাইগ ক্যানে ধর্ম্মিরাজ সন্ন্যাস নাগিয়া ॥* ৪১৫
নালিব পালিব ছাইলাক কোলে তুলি নিব।
পুত্র ধনক দেখি সোআমি তোমাক পাসরিব ॥
একটি পুত্র দে মোক সোআমি একটা পুত্র দে।
কামাইস খাবার আসা নাই মোক মাটি দিবে কে ॥
পুত্র হ্যান ধন প্রভু ব্যাচাইলে হবে কড়ি। ৪২০
মরন কালে হইবে আমার শিওরের পসরি ॥
তোমার মাথার দণ্ড ছত্র ছাইলার মাথাএ দিয়া।
দুই বইনে দেখিমো তামাসা দুই নয়ন ভরিয়া ॥
তোমার চড়িবার ঘোড়া ছাইলাক চড়াএএগ।
দুই বইনে দেখিব তামাসা ময়দানে খাড়া হৈয়া ॥ ৪২৫
তোমার হাতের শ্রি আঙ্গুট ছাইলার আঙ্গুলে দিয়া।
তোমার থাকিবার পালঙ্গে ছাইলাক থুইয়া।
নয়া রাজার মাও হইয়া রাজা খাব বসিয়া ॥

পাঠান্তর—

জাবু জ্যামন ধর্ম্মি রাজা বৈদেশক নাগিয়া।
অতুনার কোলে একটি ছেইলা পতুনার কোলে দিয়া
অবশ্যাসে ধর্ম্মি রাজা জাও সন্ন্যাস হইয়া ॥

গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ :—

রানী বলে সুন রাজা রসিক নাগর।
একখানি নিবেদন করি তোমার বরাবর ॥
যাইস না ধর্ম্মি রাজা পরদেসক নাগিয়া।
একটি ছেলে দিয়া যাও কোলাক নাগিয়া ॥

তৎপরে 'নালিমু পালিমু ছেলে' ইত্যাদি।

জ্যান কালে ধর্ম্মিরাজ ছাইলার নাম শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দিতে নাগিল॥ ৪৩০
কি কথা শুনা'লে রানি আবার বল শুনি।
নিভায়া কাষ্ঠতে জ্যান জ্বালাইল অগিনি॥
ছাইলার কথা কলু রানি আমার কথা শুন্।
এগিলা কথা তুলিলে পাঞ্জারে বিন্দায় ঘুন॥
চিনি চম্বা কলা নয় জলে গুলিয়া খাব। ৪৩৫
হাটতো না ব্যাড়াএ ছাইলা কিনি আনিয়া দিব॥
মালির ঘরের পুতুলা নয় কিনিয়া আনি দিব।
মাটির পুতুলা নয় গড়ায়ে কোলে দিব॥
তোর কপালে নাই ছাইলা রাজায় কোথায় পাব॥
ইয়াতে জদি রতনা রানি হাউস আছে তোক। ৪৪০
নয়া গুরুর মন্ত্র ন্যাও হিদএ জপিয়া।
আড়াই মাসি সন্তান হও তোর কোলাএ বসিয়া॥
হাট জাবু বাজার জাবু আমায় নিগাইস কোলে।
কেও জিগ্গাসা ক'লে কএয়া দেইস ছাইলা হয় আমারে॥

পাঠান্তর —

ছেইলার কথা কলু রানি কাছে আইসা বইস।
তোর ছেইলার কও কথা ব্যাজার জ্যান না হইস॥
বট পাকুবের ফল নয় যে ছিঁড়িয়া হস্তে দিব।
মালির ঘবের গড়ন নয় জে বায়না পাঠাব॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

চিনি চাম্পা কলা নয় জলত মাখি খামু।
গাছব ফল নয় ছিঁড়িয়া হস্তত দিমু॥
তোমার কপালত ছেলে নাই আমি কি করিমু॥
পুরুকালী গুরুর জ্ঞান হৃদয়ে জপিয়া।
সাত মাসি ছেলে হই কায়া বদলাইয়া॥
কোলাত বসাইয়া কন্যা আমাক বলিস পুত।
ফেলাও রানী হৃদয়র বসন রাজা থাউক চুদ॥

জখনে ধম্মিরাজ রানিকে মাও দাও দিল। ৪৪৫
কান্দিকাটি রানি কথা বলিতে নাগিল ॥*
কি অপরাধ পাইলেন সোআমি পানের উপর।
পাশ্‌শ জুতা গনি মার মস্তকের উপর ॥
আমি কইলাম পুতের কথা তুমি মাগ দুদ।
বিয়াস্তা সোআমি হএন ক্যামনে বল্‌ব পুত ॥ ৪৫০
ক্যানে বান্দিঘরক দেখিলেন এ মাএর সামান।
জুআয় না পরানের পতি মাও বলিবার ॥

পাঠান্তর—

ফ্যালায় নারি হিন্দের কাপড় রাজায় স্তন খাই।
তোমার বেটা গুপিনাথ বৈরাগ হৈয়া জাই ॥
জখন রানিরখর সম্বাদ শুনিল।
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল ॥
জেও জন্ম দিছে রাজার সেও বরাবর।
তোর মা মএনামতি গাড়িয়া শুঅর ॥
তারি পেটে জন্ম হছিস ছোকড়া ছাগল।
ঘরের স্ত্রীলোক তোর পাএর পয়জার।
জুআয় না রে বোক্কা তোক মাও বলিবার ॥
রত্নুনা বলে বইন মোর পত্নুনা নাইওর দিদি।
বেসাব বেসাব বলি ভরা হাট নাগিল।
জার সঙ্গে বেসাব হাট সেও ছাড়ি গ্যাল ॥
কোন বেটা পণ্ডিত বলে নারির জন্ম ভাল।
নারিকুলে জন্ম হইয়া আমার পোড়াইলে কপাল ॥
নারিকুল বিষ্ণুকুল আমি হেলায় হারা'লাম।
এক নিশি সামির সঙ্গে সুখে না রহিলাম ॥
সুখ গ্যাল প্রিয়ার সাতে দুকৃখ রইল সাতি।
দুইটি আখি নিদ্রা গ্যাল চন্দ্র মুখের হাসি ॥
রাজা বলে শুন রানি জবাবে বুঝাই।
ছাড়ি স্থাওঁ রাজ্যের মায়া বৈদেশে জাই ॥

একথা বলিয়া রানি কোন কম্ম করিল।
গালাএ এক্তি দিয়া রানি চরনে মরি গ্যাল॥
রাজার চরনে রানি গ্যালত মরিয়া। ৪৫৫
কান্দে এখন ধম্মিরাজা উদ্ধবাহু হৈয়া॥*
ভিক্‌খা বলি পাঠে দিলেন রানির মহলক নাগিয়া।
সেই জে রতুনা রানি চরনে গ্যালত মরিয়া॥
তেউনিয়া ধম্মিরাজা এই নাওঁ পাড়াব।
ক্যামন গুরুর মন্ত্রের জোর মহলে জানিব॥ ৪৬০
জে রানির জন্য জাই আমি পরদেশ সহর।
সেই রানি মিত্তু হইল আমার চরনের উপর॥
জদি কালে রানি জিতায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
হাসিয়া জবাব দিবে আমি ছাড়ি বাড়িঘর॥।।
জদিবা রানি নাহি জিয়ায় হাড়ি লঙ্কেশ্বর। ৪৬৫
আগারে গাড়িব হাড়িক ঘোড়ার পৈগর॥
উহার মস্তক গাড়িব মিঠা নারিকল॥
আমার মাও মএনাক অরন্য বাস দিয়া।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

তোমার গরবত ছিল রাজা ভেড়া স্গাল।
কড়ি কড়ার বুদ্ধি নাই সরীরর ভিতর॥
আপ্ত বাড়ী দেখিয়া নধুক বাড়ী করে।
বাড়ীর আগে ভাতারটি গেলে চক্ষু পাকেয়া মবে॥

পাঠান্তর---

গুরু গুরু বলি কান্দে রাজ ডলালিয়া।

পাঠান্তর—

এই রানিক জদি জিব দান দ্যায় গুরু ভারতি আসিয়া।
তবে রানির হস্তের ভিক্‌খা নিয়া জাব সন্ন্যাস নাগিয়া॥
গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল।
পথত থাকি হাড়ি সিদ্ধা ধিয়ানে দেখিল॥

সুক্‌খে রাজাই করিব আমি পাটত বসিয়া ॥
জখন ধম্মিরাজ ডম্প কথা বলিল। ৪৭০
ধিয়ানে ছিল হাড়ি চম্‌কিয়া উঠিল ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
ডম্প কথা বলে বেটা আপনার মহল ॥
এক পায়ে দু পায়ে হাড়ি গমন করিল।
সুন্দরির মহলে জাইয়া দরশন দিল ॥ ৪৭৫
জখন ধম্মিরাজা গুরুদেবক দেখিল।
গুরু গুরু বলি কান্দন জুড়িল ॥
রাজা কহেছে শুন গুরু বলি নিবেদন।
জেই জেটে গুরু মুড়িয়া জাওঁচো মাতা।
ফিরি ফিরি দেখি আমার তেতুলের তলে বাসা ॥ ৪৮০
গুরু জার জন্যে জাওঁ মুঞি রুদাসিনি হৈয়া।
সেই রানি মরি গ্যাল মোক চরনে পড়িয়া ॥
জদি কালে রানিক জিয়াও আমার বরাবর।
হাসিয়া জবাব দিবে ছাড়িম বাড়ি ঘর ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা আজ দুলালিয়া। ৪৮৫
এক ঝাড়ি জল আনো বিরসে ভরিয়া ॥
রানিক জিব দান দ্যাওচোঁ বেটা এইখানে বসিয়া।
হস্তেতে ঝাড়ি লইয়া রাজা গ্যাল চলিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
তবুনিয়া হাড়ি সিদ্দা এ নাম পাড়াব। ৪৯০
অদুনা পদুনা কন্যার মুণ্ডি বদলাইব ॥
অদুনার মুণ্ড কাটি পদুনার ধড়ে দিয়া।

. . . . . .

ধিয়ানেতে হাড়ি সিদ্দা মিত্তুর লাগ্য পাইল।
রাজার নিকট হাড়ি সিদ্দা দারে খাড়া হৈল ॥
গুরুর তরে কথা রাজা বলিতে নাগিল ॥

পতুনার মুণ্ড কাটি অতুনার ধড়ে দিয়া।
রসের পাচেরা দিয়া রাখিলে ঢাকিয়া॥
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। ৪৯৫
শরিলে রক্ত আসি শরিলে মিশাইল॥
রতোবন করিয়া রানির হাড়া জোড়াইল॥
এক ঝাড়ি জল রাজা আইল ধরিয়া।
হুহু বলি হাড়ি জল পড়া দিল।
গা মোড়া দিয়া রানি উঠিয়া বসিল॥* ৫০০
ভাল গিয়ান আছে গুরুর শরিলের ভিতর।
নিশ্চয় করি ধম্মিরাজা ছাড়িম বাড়ি ঘর॥
এই সব গিয়ান জদি আমরা তুই বইনে পাই।
বালাই ছ্যাও তোর রাজ্যের আমরাও বৈসটমি হএ জাই॥
ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর। ৫০৫
তিনি উত্তর জানাএছে গুরুর বরাবর॥

পাঠান্তর —

আও আও গুরু বাপ বানি মোক দিয়া।
তেমনিয়া জাব আমি সন্ন্যাস নাগিয়া॥
জ্ঞান কালে ধম্মিরাজা একথা বলিল।
গিয়ানের হাড়ি সিদ্ধা গিয়ান করিল॥
রানির হাতের এঁডি নিল হস্তে করিয়া।
বতুনা পতুনার মুণ্ড ফ্যালাইলে ছাটিয়া॥
ইয়ার মুণ্ড উআর ধড়ে বদল করিয়া।
খিলনি পাচরা দিয়া রাখিল ঢাকিয়া॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিল সিদ্ধা হাড়ি রিদএ জপিয়া
বাম হস্ত দিয়া সিদ্ধা ধুলা পড়া দিল।
বাম ঠ্যাংও দিয়া সিদ্ধা তুই গোত্তা দিল।
বতুনা পতুনা রানি উঠিয়া বসিল॥
সোআমির হস্ত নিগিয়া গুরুর হস্তত দিল॥

মহারাজা জায় আমার বৈদেশক নাগিয়া।
ক্যামন করি রহিব হামরা মহল আগুরিয়া॥
হাড়ি বলে শুন মা কার প্রানে চাও।
রামজালে ব্রম্মজালে বাড়িটা ঘিরিও। ৫১০
বার জায়গাএ চৌকি দিবেন ত্যার জায়গাএ থানা।
রত্তিত বৈস্‌টম আসিতে এই বাড়িত মানা॥
জাহা দেখিবেন নারি দুইটি দরশনধারি।
কাটিয়া ফ্যালাইবেন রত্তিত পুরুস প্রানের বৈরি॥
স্ত্রী রাজা স্ত্রী বাদসা স্ত্রী লঙ্কেশ্বর। ৫১৫
স্ত্রী বই পুরুস না রাখিবেন পাটের উপর॥
হাড়ি বলে শুন মা জননি লক্‌খি রাই।
সত্যের পাসা দেই হস্তে তুলিয়া।
বার বৎসর খ্যালেন পাসা তোমার সোআমির নাম লইয়া॥
এ কড়াএ তৈল দিয়া জোড় রত্ন বাতি। ৫২০
এই পৃদিপ জলিবে তোমার কিবা দিবারাতি॥
দুগ্ধ চাউল থোও তোমার চালে টাঙ্গেয়া।
জোড় জোড় দাম্বা থোও দরজাএ টাঙ্গেয়া।
সারি শুআ পঙ্খি থোও দরজাএ টাঙ্গেয়া॥
পসার টলিবে জে দিন পসার হবে চুরি। ৫২৫
নিশ্চয় জান তোমার সোআমি জাইবে জমপুরি॥
জে দিন তোমার প্রানপত্তি আসিবেক ফিরিয়া।
বিনি আনলে অন্ন পড়িবেক উত্তলিয়া॥
দরজাএ জোড় দাম্বা উঠিবে বাদ্য হইয়া।
নিশ্চয় জানিবা তোমার সোআমি আসিবে ফিরিয়া॥ ৫৩০
ন্যাও ন্যাও গুরুধন তোমার হইল শিস।
বার বৎসর হইলে আমাক আনি দেইস॥
দুই আঙ্গুলে রাজার কান্দে তুলি দিলে ভার।
বায় বাতাসে রাজা নাগিল হালিবার॥

জখন ধম্মিরাজ চতুরার বাহির হইল। ৫৩৫
দক্‌খিন দুআরি বাঙ্গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥
হাটি হাটি পৃদিপ রাজার সমস্ত নিবিতে লাগিল ॥
জমুনার ঘাট সেও বন্দি হইল।
চৌদ্দখান মধুকর জলে ডুবিল ॥
গুরু ই শিস্‌স পন্ত মেলা দিল। ৫৪০
জত আছে সন্য সেনা সাজিয়া বাহির হইল ॥
জোড় বাংলার নাট মন্দির হালিয়া পড়িল ॥
রাজার জত সন্য সেনা কান্দিতে নাগিল।
খ্যাওয়া ঘাটে কান্দে রাজার বাইস কানো নাও।
বাইস কানো নাও কান্দে তেইস কানো দাড়ি। ৫৪৫
গলেআর মাজি কান্দে বিসাসয় কাণ্ডারি ॥
পিন্‌জারির মধ্যে কান্দে টিঠির ময়ুর।
শিকার করিতে কান্দে নও বুড়ি কুকুর ॥
দুগ্ধ খাইতে কান্দে রাজার সোল কানো গাই।
পঞ্চাস কানো ভালুক কান্দে আসি কানো ঠাঞি ॥ ৫৫০
শয়ান করিতে কান্দে পুস্পের পালংকি।
বুড়া রাজার কালের কান্দে বাইস কানো হস্তি ॥
বাইস কানো হস্তি কান্দে রুপুত করিয়া সুঁড়।
হস্তির উপর মাহুত কান্দে জ্ঞান পিপিড়ার মুট ॥*

*গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

গাছ কান্দে গাছানি কান্দে গাছর কান্দে পাতা।
বনর হরিনী কান্দে হেট করিয়া মাথা ॥
ঘাটিয়ালর ঘাটত কান্দে বাইস কাহন নাও।
বাইস কাহন নৌকা কান্দে তেইস কাহন ডাঁড়ি।
তার মাঝত মাঝত কান্দে বিসাসর কাণ্ডারি ॥
হরিনর বালাখানা কান্দে ছোকরান হাওখানা।
কান্দে বেস্তার তালীমখানা ॥

বসিবার মাছিয়া কান্দে শঙ্খ চক্র মোড়া। ৫৫৫
তাজিবা তুরোকি কান্দে নও শ হাজার ঘোড়া ॥
কত শত রাইয়ত রাজার কান্দিতে নাগিল।
তেলি কান্দে মালি কান্দে আরো কান্দে ধুপি।
শয্যা হৈতে উঠিয়া কান্দে ছয় মাসিয়া রুগি ॥
পানিত কান্দে পানকৌড়ি সুটানে কান্দে রুত। ৫৬০
গাভির বাছুর ছাড়িয়া কান্দে না খায় মাএর দুদ ॥
কান্দময় সংসার হৈল রাজার অন্তপুরি ॥

পিঞ্জিরার মাঝত কান্দে টিটিয়া মঞ্জর।
সিকারি খেলাইতে কান্দে নও বুড়ি কুকুর ॥
ডাক্‌টরখানা তোসাখানা কান্দে ঠাঁই ঠাঁই।
জলটুঙ্গি গোকুল কান্দে লেখাযোখা নাই ॥
হাতিসালায় হাতি কান্দে পৈঘরত কান্দে ঘোড়া।
পাটমহলর কান্দনে ভিজে জামাজোড়া ॥
এক সত গাবি কান্দে গলায় নেজ দিয়া।
নও বুড়ি কুত্তা কান্দে চরনত পড়িয়া ॥
এক সত রানী কান্দে মৃত্তিকায় গৈড় দিয়া।
অদুনা পদুনা কান্দে দুই চরন ধরিয়া ॥

পাঠান্তর—

গুআ নারিকল কান্দে রাজার গাএ হেলাহেলি।
ধম্মি রাজা সন্ন্যাস হৈলে আমাক কে দিবে পানি ॥
এত সকল কান্দে রাজার শঙ্খ চক্র মোড়া।
তাজিয়া টাঙ্গন কান্দে নও শত হাজার ঘোড়া ॥
এত সকল কান্দে রাজার তার নাহি রতি।
পিলখানার মাঝে কাঁন্দে বাইস কাহন হস্তি ॥
হস্তিশালায় হস্তি কান্দে উবত করি শুঁড়।
হস্তির উপর মাহুত কান্দে জ্ঞান পিকিড়ার মুট ॥
অন্ন খাইতে কান্দে রাজার সোবন্নের পঞ্চ থালি।
জল খাইতে কান্দে রাজার মানিকের ভিঙ্গারি ॥

সন্ন্যাস হবার কান্দন দেখি রাজার দয়া হৈল।
কত হাজার মন খ্যাসারি পাক করিয়া নিল ॥
সন্দ্ব সেনাক খোআইলে সন্তোস করিয়া। ৫৬৫
বাপ কালিয়া টাঙ্গন রাখিলে এলাগান নাগিয়া ॥
কত শত হেঙ্গল রাখিলে বন্ধন করিয়া।
কত শত গাভি রাজা রাখিলে বান্ধিয়া ॥
দুদ কলা খোআইলে সারি শুআ পখিক সন্তোস করিয়া।
সারি শুআ পখি থুইলে দরজাত টাঙ্গেয়া* ॥ ৫৭০
বারখানে চকি বসাইল ত্যারখানে থানা।
বার বছর হুকুম কৈল্ল লোক আসবার মানা ॥
রামজালে ব্রম্মজালে রাজপুরি নইলে ঘিরিয়া।
সত্যের রম্ন থুইলে চুংগিতে টাঙ্গেয়া ॥৭

শয়ন করিতে কান্দে কুসুমের পালঙ্কি।
পাট মাঝে কান্দে রাজার হরিচন্দ্রের বেটি ॥
তেলি কান্দে মালি কান্দে আরও কান্দে ধুনি।
রাজাক নাগিয়া কান্দে ছয় মাসি রুগি ॥
মহারাজা সন্ন্যাস হয় শব্দ গ্যাল দুর।
পাত্তারে পড়ি কান্দে শৃগাল কুকুর।
হরিনের বালাখানা কান্দে ছোকোড়ার হাওয়ালখানা।
পাইক সিপাই কান্দনে ভিজে জামাজোড়া ॥
গুদারের ঘাটে কান্দে বাইস কাহন নাও।
বাইস কাহন নাও কান্দে তেইস কাহন ডাড়ি।
গলেআর মাজি কান্দে বিসাসয় কাণ্ডারি ॥

এই পাঠে এবং ডাঃ গ্রীয়াসনের সংগৃহীত পাঠে রাজার সন্ন্যাস বেশ গ্রহণের উপক্রম সময়েই ক্রন্দনের পালা।

পাঠান্তরে—'টাঙ্গেয়া' স্থলে 'লটকাইয়া'।

পাঠান্তর—

অদুনা বলে বইন মোর পদুনা নাইওর দিদি।
খ্যাড় কান্তার করি গ্যাল সোআমি নিজ পতি ॥

জে দিন প্রানপত্তি আসিবে ফিরিয়া। ৫৭৫
বিনি আনলে অন্ন পড়ে উতলিয়া ॥
জোড় জোড় নাগাড়া থুইলে দরজাএ লপটাইয়া।
জে দিন প্রানপতি আসিবে ফিরিয়া।
আপনে জোড় নাগাড়া উঠিবে বাদ্য হইয়া ॥
সত্যের পসার নিলে হস্তে করিয়া। ৫৮০
বার বৎসর থাকিবে আনি সোআমির নাম লইয়া ॥*.
পসার টলিবে জেদিন পসার হবে চুরি।
নিশ্চয় জানিবেন সোআমি জাইবে জমপুরি ॥
জখন রদুনা রানি উপদেশ পাইল।
কান্দি কাটি সোনার বাটাএ ভিক্‌খা সাজাইল ॥ ৫৮৫

আপনার মহলে জাইয়া রানি সকল দরশন দিল।
গুরুদেবের বাক্য রানি সকল ত্রণা না করিল ॥
রামজালে ব্রম্মজালে বাড়িটা সমস্ত ঘিরিল ॥
বার জায়গাএ চৌকি দিলে ত্যার জায়গাএ থানা।
রতিত বৈস্‌টম জাইতে এবাড়িত বাদা ॥
জাহা দেখিবেন নারি দুইটা দরশনধারি।
কাটি ফ্যালাইবেন রতিত্ত পুরুস প্রানের বৈরি ॥
এ কড়াএ ত্যাল দিয়া জুড়িল রতন বাতি।
এই পৃদিপ জলিবে কিবা দিবারাতি ॥
দুগ্ধ চাউল থুইলে চালে লপ্‌টাইয়া ॥

পাঠান্তর—

সত্যের পাসা থুইলে রাজা চালতে টাঙ্গিয়া।
এক দাম্বা রাখিলে দরজায় টাংগায়া ॥
রানি কএছে,—ওগো মহারাজ, ইহার উপদেশ কি ?
রাজা কএছে,-জেদিন দ্যাখেন সত্যের অন্ন বিনা ব্রম্মায় পড়বে উতলিয়া
নিশ্চয় ধম্মিরাজা আসিবে ফিরিয়া ॥
জে দিন দ্যাখেন সত্যের পাসা পড়িল আউলিয়া।
নিচ্চয় বিদেশে রানি আমি জাবতো মরিয়া ॥

এখন ন্যাও ন্যাও ভিক্‌খা সোআমি ঝোলাএ ভরিয়া।
গুরু শিস্‌সে খাএন বৈদেশক জাইয়া॥
বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ডাইন হস্ত ধরিল।
বৈদেশ নাগিয়া গুরু শিস্‌সে পন্থ ম্যালা দিল॥*
এক দরজা দুই দরজা তিন দরজাএ গ্যাল। ৫৯০
রাজার ভাই খেতুআ পচ্ছাৎ কান্দিতে নাগিল॥
সিতা ম'লে সিতা পাব প্রতি ঘরে ঘরে।
গুনের ভাই লক্‌খন ছাড়ি গ্যালে আমি ভাই কইব কারে॥
বার বছর জায় দাদা রুদাসিনি হৈয়া।
তোমার রাজাই কে করবে তোমার পাটতে বসিয়া॥ ৫৯৫
রাজা বলছে ওরে গুনের ভাই,—
বার বছর জাইছি আমি রুদাসিনি হইয়া।
তুমি রাজাই করেন আমার পাটতে বসিয়া॥
সুবুদ্ধ ছিল খেতুআ কুবোধ নাগাল পাইল।
রাজ বাক্য খেতুআ ব্রথা না করিল॥ ৬০০
এক ডণ্ড থাকেন আজা পন্থে ডাড়াএয়া।
দোহাই ফিরিয়া আইসোঁ বন্দরোতে জাএয়া॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

একসত রাণী গেল খেতুর বরাবর।
অঙনা পঙনা গেল আপনার মহল॥
বার জাগায় চৌকী পহরা তের জাগায় থানা।
অতিত বৈষ্ণব যাবার ঐ বাড়ী মানা॥
যেন মতে কন্যা দুইটি মন্দীর সোন্দাইল।
বিন ছোড়ানে ধগ্নব কপাট আপনে লাগিল॥
পাসা ধরিয়া বসিল আও না করিয়া॥
যে দিন হস্তর পাসা পড়িবে আউলিয়া॥
ঐ দিন মোর স্যামী যাইবে মরিয়া॥
রাজা ভার রইল জননী মায়র কোলত।
হাড়ি রাজা চলিয়া গেল পরদেস সহরত॥

বন্দরক নাগিয়া খেতু গমন করিল।
দোহাই দোহাই বলি খেতু চেচাইতে নাগিল ॥
দোহাই রাজার দোহাই রাজার বন্দরিয়া ঘরেঘর। ৬০৫
আইজ হইতে আমি রাজা হৈনু খেতুআ লঙ্কেশ্বর ॥
জ্যান কালে খেতুআ দোহাই ফিরাইল।
বন্দরিয়া আইয়তেরে মাথায় বজ্জর ভাঙ্গিয়া পৈল ॥
একনা পরামানিকের চ্যাংরা আছে আটিয়া খ্যাচর।
তাঁয় উত্তর দ্যায় খেতুআ বরাবর ॥ ৬১০
আইয়ত বলে ওরে খেতুআ,—
ছোট নোকের ছাওয়া জদি বড় বিসই পায়।
টেড়িয়া করি পাগ্‌ড়ি বান্দি ছেঞার দিগ্‌গে চায় ॥
বাশের পাতারি নাকান ফ্যার ফ্যারিয়া ব্যাড়ায় ॥
ওরে খেতুআ তোর আজাই মানি না।— ৬১৫
বার বছর জাএছে রাজা মাউরিয়া করিয়া।
বার বছর খাজনা থোব মোকোর করিয়া ॥
জে দিন দেখব ধম্মিরাজা আসিবে ফিরিয়া।
বার বছর খাজনা দিব হিসাব করিয়া ॥
জ্যান রাইয়ত সক্কলে একথা বলিল। ৬২০
সোল স্যার ছিল খেতু এক পোআ হৈল ॥
পাইকালি নাঠি খেতু পাক দিয়া ফ্যালাইল।
ফিরিয়া আসিয়া রাজাক কথা বলিতে নাগিল ॥
ওগো গুনের ভাই,—আমার আজাই মানে না ;
জে দিন বোলে ধম্মিরাজা আসিবেন ফিরিয়া। ৬২৫
বার বছরি খাজনা তোমাক দিবে হিসাব করিয়া ॥
রাজা বলে শুনেক খেতু খেতুআ লঙ্কেশ্বর।
বার বছর জাএছি আমি উদাসিনি হৈয়া।
মিছা পাটে রাজাই করেক পাটত বসিয়া ॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল। ৬৩০

রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা গমন করিল ॥
ছোট রাইয়ত বলে বড় রাইয়ত ভাই।
কোন দেশি বৈস্‌টম রাজাগ নিগায় বাউরা করিয়া।
চল সবাই মিলি পাছত জাই আরো সাজিয়া ॥
আধ ঘাটা হৈতে রাজাক আনিতো ছিনিয়া ॥ ৬৩৫
রাজাক ছিনি আনিবার তরে এদৌড় ধরিল।
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল ॥
আপনার মহলের ভিতি ফিরিয়া দেখিল।
আইয়ত প্রজাক দেখি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
গুরু জিগ্‌গাস না করাতে রাজা পন্থে বসিল ॥ ৬৪০
ন্যাওঁ আরে ডোর কোপিন ন্যাওঁ আরে হস্‌কিয়া।
আর জাওয়া হৈল না আমার বৈদেশ নাগিয়া ॥
জিগ্‌লার জন্য জাই গুরু রুদাসিনি হৈয়া।
সেই আইয়ত প্রজা আ'সছে আমার পাছাত কান্দিয়া ॥
জখনে রাজার ডোর কপিন হস্তে হস্‌কিয়া দিবার চাইল। ৬৪৫
আউটহাতে হাড়ি সিদ্ধার মন বিচুর হৈয়া গ্যাল ॥
প্রথম শিস্‌স করিলাম আমি হরিনাম মন্ত্র দিয়া।
আইয়তেক দেখিয়া কপিনি দেইস আরো হস্‌কিয়া ॥
কিবা কর রাজপুত্র নিচন্তে বসিয়া।
বিন্নার ডাল নে একনা হস্তে করিয়া ॥ ৬৫০
দন্তখিরন কর পন্থে বসিয়া।
আপনেত রাইয়ত প্রজা জাইবে ফিরিয়া ॥*

পাঠান্তর—

গুরু শিস্‌স পন্থ মেলা দিল।
কর্তেক দুর জাইয়া হাড়ি কর্ত্ত পন্থ পায় ॥
কর্তেক দুর জাইতে ফিরিয়া দেখিল।
সন্ত সেনাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
বড় কপাল দ্যাখ পন্থের উপর ॥

সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল।
বিম্নার ডাল দিয়া রাজা দন্ত খিরন করিল॥
কপালের লক্‌খি রাজার ছাড়িয়া পলাইল॥ ৬৫৫
পাএর গোড়া দিয়া গোড়া চুলকাইল।
বাহ বছর দুস্ক রাজার কপালেক বসিল॥*
জত আছে আইয়ত প্রজা ফিরি পালায়া গ্যাল॥
রাহু কেতু শনি আসি গব্ববাস হইল॥
বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ডাইন হস্ত ধরিল। ৬৬০
বৈদেশ নাগিয়া পন্থ ম্যালা দিল॥
সাত দিনকার রাস্তা জাএয়া সিদ্দার বুদ্ধি আলেক হইল।
রাজার কন্দের ঝোলা খিয়ানত পসান করিল॥

জদি কালে ফিরি না দ্যাখে রাজ দুলালিয়া।
বাইস দণ্ডের রাজা করিম ঐপাটত বসেয়া॥
সুবুদ্ধি রাজার বেটা কুবুদ্ধি নাগাল পাইল।
কর্ত্তেক দুর জাইয়া রাজা ফিরিয়া দেখিল॥
সন্য সেনা দেখি রাজা ভয়ঙ্কর হইল॥
জেই জেটে গুরু ধন মুরিয়া জাওছোঁ মাতা।
সেই সন্য সেনা আইসে মোর পাছে সাজিয়া॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
রাজুলি আড়ির বেটা আজলে গ্যাল কাল।
হাড়ি সিদ্দা হইয়া তোমাক বুঝাব কত কাল॥
গোড়ার উপর গোড়া থুইয়া পা চুকাও।
আড়াই অঙ্গুলি বিন্নার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন কর।
দেখি সনা সেনা ফিবি ঘর জাইবে॥

পাঠান্তর—

গুরুদেবের বাক্য লঙ্ঘন না করিল।
পাএর উপর পা থুইয়া পা চুলকাইল॥
আড়াই অঙ্গুলি বিন্নার খ্যাড়ে দাঁত মাঞ্জন করিল।
বার বৎসর দুক্‌খ রাজার কপালে লিখিল॥

ঝোলার ভারতে মহারাজ কান্দিতে নাগিল ॥
রাজা কএছে —মহলতে আম্‌ ঝোলা সোলাতে পাতল। ৬৬৫
পন্থে আসি ঝোলা হইল বাইশ মন পাতর ॥
এতেক জদি জ্ঞান গুরু পন্থ অনেক দুর।
এক ঝন জদি ভাণ্ডারি আম্‌ হয় সঙ্গত করিয়া।
তার ঘাড়তে ঝোলা দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া ॥
জখনে ধর্ম্মিরাজ এই কথা বলিল। ৬৭০
ও কথাতো হাড়ি গাএ মাখিয়া নিল ॥
হয় হয় রে জাদু ধন এই তোদের ব্যাপার।
তুমি রাজার ছাইলা জাও শুন্যে হাটিয়া।
আমি তোদের ভাণ্ডারি জাই ঝোলাটা ধরিয়া ॥
ঐঠে হতে গুরু শিস্যে পন্থ মালা দিল। ৬৭৫
ছয় মাসের পন্থ হতে কুআ সিজ্জাইল ॥
চান জ্যান ঘটি মারিলে পৃথিবি হয় অন্ধকার।
এই প্রকার পৃথিবিখান হাড়ি করিলে অন্ধকার ॥
অন্ধকারের ভিতরে ভিতরে জঙ্গল সিজ্জাইল।
উড্ডাভারনি গাজার ঠাঁঞি ঠাঁঞি। ৬৮০
বাকআছুরা পানিমুগারি ন্যাখা জোখা নাই ॥
বিশ কুড়লি লজ্জাবতি ডেকিয়া বিন্নাথোপ আখিলে গাড়িয়া।
তিন কোরোশের আস্তা দিলে জঙ্গল সিজ্জাইয়া ॥
ঐ পন্থ দিয়া রাজার ছেইলাক নিগায় তো হাটায়া ॥
শাল মান্দার পালাস গাজার তার ন্যাখা জোখা নাই। ৬৮৫
শুন্যের হাড়ি জায় শুন্যে চলিয়া।
দুই হস্তে জায় রাজা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া ॥
ইন্নি কাটে বিন্নি কাটে রাজার রক্ত পড়ে ধারে।
চলিতে না পারে রাজা কপালে চওড় মারে ॥
ওহে গুরু ওহে গুরু গুরুপায জলন্ধরি। ৬৯০
তোমার মহিমা গুলান বুঝিতে না পারি ॥

সাত দিন নও রাত্রি চলি জঙ্গল বাড়ি দিয়া।
চান সুজ্য না দেখিলাম আমরা অভাগিয়া ॥
এতই জদি জানেন তোমরা পন্থেতে জঙ্গল।
এও কথা কহিলেন না তোমরা মহলের ভিতর ॥* ৬৯

* ইহার পর একটি পাঠে পাই :—
বিস্তর ঘোড়া ছাড়ি আইলাম আমি তবিলের ভিতর ॥
একটা ঘোড়া আইনলাম জদি হয় নগের দোসর।
গুরুই শিসসে চড়ি গ্যালাম হয় ডাড়াইপুর সহর ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যাবহার।
ডম্প কথা বলিস তুই আমার বরাবর ॥
একটা ঘোড়া আনুলু হয় তুই নগের দোসর।
তুমি হইলেন হয় ঘোড়ার সোআর।
বৃদ্ধ দেখি আমাকে কহিলু হয় ঘাস কাটিবার ॥
সন্ধ্যাকালে কহিলু হয় দানা সিদ্দ করিবারে।
হাড়ি দেখি কহিলু হয় আগে দৌড়িবারে ॥
থাউক থাউক একনা দুকৃখ পাঞ্জারের ভিতর।
ইহার শাস্তি হএছে তোর ঘড়িকের ভিতর ॥
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
এক গুন জঙ্গল ত্রিগুন হইল ॥
শুন্যের হাড়ি জায় শুন্যে চলিয়া।
জখন ধৰ্ম্মিরাজা জঙ্গল দেখিল।
কপালে মারিয়া চওড় কান্দন জুড়িল ॥
দুই নয়নে প্রেম ধারা বহিতে নাগিল।
দুই হস্তে চক্‌খের জল মুছিতে নাগিল ॥
জঙ্গলত জাইয়া মহারাজা চিৎকার করিতে নাগিল ॥
বার অঙ্গুল তৃন খোপ রাজার বুক্‌খে বসিল।
বুক ধরি ধৰ্ম্মিরাজা কান্দন জুড়িল ॥
গাঁজার নিসাতে হাড়ি পন্থ চলিতে নাগিল ॥
অকারন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
পাটে থাকি শমন রাজা জমের দুত সংবাদ পাইল ॥

গুরু,—কত গিলা হস্তি ছাইল্লাম মহলের ভিতর।
একটা জদি আইম্‌ হয় সঙ্গতে করিয়া।
হস্তিত চড়ি জঙ্গল দিয়া গেইলাম হয় চলিয়া

গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
রাজার ছেইলা কান্দন করে জঙ্গলের ভিতর।
নাম কলম লিখি দিচ্ছি জমপুরির ভিতর॥
আঠার বৎসর গুপিনাথের জন্ম উনিস বৎসরে মরন।
কুড়ি বৎসর হইল গুপিনাথের জঙ্গলের ভিতর॥
নিশ্চয় করি নিয়া আইস গুপিনাথক জমপুরির ভিতর॥
চামের দড়ি নোআর ডাং হস্তে করিয়া।
গোদা জম আর আবাল জম ব্যারাইল সাজিয়া॥
বৈতরনি পার হইয়া আইল জঙ্গলক নাগিয়া॥
জঙ্গলতে জাইয়া জমের ঘর রাজাক দেখিল।
রাজার রুপ দেখিয়া জমের ঘর ঢলিয়া পড়িল॥
হাতে পদ্দ পাএ পদ্দ কপালে রতন জ্বলে।
কপালতে রাজ্য ভার টলমল করে॥
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
এমন রুপ দেখি নাই দ্যাবের দ্যাবস্থানে॥
ইহার মাও মএনামতি গর্ব্বে দিয়াছে ঠাঞি।
বিসকর্ম্মায় কুন্দাইছে ছাইলাক একটুক খুদ নাই॥
মএনার ছাইলাক দেই মএনার গৃহে নিয়া জাইয়া।
মএনার ছাইলাক নেই দাদা কোলে ক'রয়া।
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
আঠার বৎসর জন্ম ছাইলার উনিসএ মরন।
কুড়ি বৎসর পুরি গ্যাল নিয়া জাই ছাইলাক জমপুরির ভিতর॥
ওতো গোদা জম আটিয়া খ্যাচর।
লাফিয়া চড়িল রাজার বুকের উপর॥
চামের দড়ি দিয়া রাজাক ফ্যালাইলে বান্দিয়া।
নোহার মুদ্গর দিয়া ডাঙ্গাইতে নাগিল।
রাম রাম বলি রাজা জিউ ছাড়ি দিল॥

জ্যান কালে ধর্ম্মিরাজা এ গল্প করিল।
এওটা দোস হাড়ি সিদ্দা গাএ মাখিয়া নিল॥ ৭০০
তুমি রাজার ছেইলা জাও হস্তিত চড়িয়া।
আমি তোদের মাহুত জাই চারা কাটিয়া॥

রাধা কৃষ্ণ বলো রাম রাম বলো।
ধর্ম্মিরাজা মৃত্যু হইল হরি হরি বলো॥
কর্ত্তেক দুর জায় হাড়ি কর্ত্তেক পন্থ পায়।
কর্ত্তেক দুর জাইতে হাড়ি ফিরিয়া দেখিল।
ফিরিয়া দেখিল হাড়ি রাজা পিছে নাই।
রাজাক না দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল॥
এই তো বোনের বাঘ ছাইলাক খাইল ধরিয়া।
বাড়ি গ্যালে মএনাব সঙ্গে মিলিবে ঝগড়া॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
এওতো বাঘগুলা মোর ঘরের নপর।
মএনার ছাইলাক খাইতে কি কার প্রানে নাই হয় ডর
বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
চৌদ্দ লাএক বোনের বাঘ সাজিয়া বাহির হইল॥
নাকাড়ি খাড়ি বাঘ বাঘ বিড়াদ্দার।
বাহান্ন কোটি বাঘ আসিল হাড়ক প্রনাম॥
ক্যান ক্যান ডাক গুরু আমার কিবা কারন।
কি জন্ন ডাকাইলেন তার কও বিবরন॥
বোনের বাঘ বলে গুরু বলি নিবেদন।
কেহ তোমার ছাইলাক নাই খাই ধরিয়া।
রাজার ছাইলার মহুও হইয়াছে জঙ্গলের ভিতরা॥
জখন হাড়ি একথা শুনিল।
জেপথে গিয়াছিল হাড়ি ঐ পথে ফিরি আইল॥
কর্ত্তেক দুর জায় হাড়ি কর্ত্তেক পন্থ পায়।
আর কর্ত্তেক দুর জাইতে রাজাব নাগাল পায়॥
গোপিনাথ গোপিনাথ বলি ডাকেবার নাগিল॥

থাউক থাউক এগুলা ডুস্ক পাঞ্জারের ভিতর।
একনা ডুস্ক দিব এলায় বড় জঙ্গলের ভিতর ॥
ওঠে হতে হাড়ি সিদ্দা পস্থ ম্যালা দিল। ৭০৫
ধিয়ানের হাড়ি সিদ্দা ধিয়ানত দেখিল ॥

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের সময় রাজা শুনাই নাহি দিল ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ চলালিয়া।
জত নিদ্রা নাহি যাও আপনার মহলে।
তত নিদ্রা গিয়াছ তুমি জঙ্গলের ভিতরে ॥
এক পাএ দুই পাএ গমন করিল।
রাজাক দেখি হাড়ি ভয়ঙ্কর হইল ॥
রাজার ছাইলা মণ্ডপ হইল জঙ্গলের ভিতরা।
বাড়ি গেইলে মএনার সাথে হইবে ঝগড়া ॥
পরান খুলিয়া হাড়ি বিচার করিবার লাগিল।
পুরান খুলিয়া হাড়ি পুরানের পাইলে লাগা।
জমহতে কালহতে ঐখানে পাইলে লাগা ॥
বোনের বাঘ বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
জত সকল বোনের বাঘ আসিয়া জুটিল ॥
বোনের বাঘ আসি করে হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ক্যান ডাকেন গুরু আমার কিবা কাম ॥
হাড়ি বলে হারে জাত কার প্রানে চাও।
এই জন্য ডাকিলাম আমি তোমার বরাবর।
রাজার ছাইলার মণ্ডপ হইল জঙ্গলের ভিতর ॥
সকলই থাক তোমরা পহরা দিয়া।
জাবত না আইসোঁ মুঞি হাড়িসিদ্ধা জমপুরি দেখিয়া ॥
জমপুরক লাগি হাড়ি গমন করিল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে চলি গ্যাল ॥
বৈতরনি পার হইয়া জমপুরে পড়িল।
সোনার পাচ মন্দির নয়নে দেখিল ॥
জমের মাও তপ করে জমপুরির ভিতর ॥

মুনি মন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
ছয় মাসের আস্তা দিল অরুন জলঙ্গ সিজ্জাইয়া ॥
ঐ জঙ্গল দিয়া গুরু শিস্‌সে জাইছে চলিয়া ॥
কতেক দুর জাএয়া সিদ্দা কতেক পন্ত পাইল। ৭১০
মাজার জঙ্গলে রাজাক ছাড়িয়া অগ্রে চলিয়া গ্যাল ॥

সোনা খাটে বসিছে বুড়ি রৌপ্যের খাটে পাও।
চা'র দিগে ঢুলে শেত চইঁরের বাও ॥
হাড়ি বলে এইটা নিশ্চয় জমের মাও ॥
চক্‌খে না দ্যাখে বুড়ি কানে নাহি শুনে।
জমলানি বলি হাড়ি ডাকাইতে নাগিল ॥
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল।
তিন ডাকের সমএ বুড়ি শুনি নাহি দিল ॥
হাড়ি বলে হারে বেটি এই তোর ব্যাবহার।
জমের মাও দেখি ডম্প করিস আমার বরাবর ॥
বজ্র চাপর জমলানিক মারিল তুলিয়া।
জমের পাটক নাগি বুড়ি জায় দৌড়াইয়া ॥
জমের দরবারে জাইয়া বুড়ি দরশন দিল।
জমে কহেছে শুন জননি লক্‌খি রাই।
কি কারনে আসিলেন দরবারের উপর।
তার সংবাদ বল ঘড়িকের ভিতর ॥
জমলানি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও।
হাড়ি সিদ্দা আসিয়াছে জমপুরির ভিতর।
জম নাশ করিবে তোমার ঘড়িকের ভিতর ॥
জখন জমের সকল এ কথা শুনিল।
এক এক করি সকলই পলাইতে নাগিল ॥
দরবারে জাইয়া হাড়ি দরশন দিল।
জখন জম সকল হাড়িক দেখিল।
চিত্রগোবিন কথা হাড়ি বলিবার নাগিল ॥
হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।

জখনে ধম্মিরাজা গুরুক না দেখিল।
গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
মহল হতে আ'নলে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
অরুন জঙ্গলে বনবাস দিয়া গুরু পালাইল ছাড়িয়া ॥ ৭১৫
চ্যাংরা বয়ক্রমে রাজার গাএ ছিল বল।
দুই হস্তে ধম্মিরাজা ভাঙ্গিল জঙ্গল ॥

এই জন্য আসিলাম আমি তোমার দরবারে নাগিয়া।
রাজার জিউ কে আনিয়াছেন জমপুরক নাগিয়া ॥
চিত্রগোবিন বলে গুরু শুন নিবেদন।
আটার বৎসর জন্ম উনিস বৎসরে মরন ॥
কুড়ি বৎসর পুরিছে রাজার জঙ্গলের ভিতর।
এ কারনে আনিয়াছি আমরা রাজাক জমপুরির ভিতর ॥
কোনটি হয় তোমার রাজার জিউ ন্যাও চিন্ন করিয়া।
হাড়ি বলে হারে বেটা কার প্রানে চাও।
জ্যামন আনিয়াছেন রাজার জিউ জমপুরির ভিতর।
সেই রকম জিউ দিয়া আইস জঙ্গলের ভিতর ॥
গোদা জম আর আবাল জম নইলে রাজার জিউ সঙ্গে করিয়া।
শিঘ্র করি চলি জায় জঙ্গলক বলিয়া ॥
জঙ্গলতে জাইয়া জম দরশন দিল।
হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক চিৎ করিল ॥
বাম পা দিলে রাজার বুকত তুলিয়া।
বার অঙ্গুলি তৃন খোচা খুলিলে টানিয়া ॥
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
শরিলের রক্ত রাজার শরিলে মিলাইল ॥
তাড়াতাড়ি করি রাজার জিউ জম দিলে ছাড়িয়া।
জিত্তাশঙ্ক মন্ত্র হাড়ি শরিলে জপিয়া।
জিবদান দিলে রাজাক হাড়ি ঐখানে বসিয়া ॥
জখন ধম্মিরাজা জিবদান পাইল।
গুরু গুরু বলি মহারাজা কান্দন জুড়িল ॥

তুই হস্তে মহারাজ জঙ্গল দ্যায় ভাঙ্গিয়া।
নাটার কাটায় দেবুর নাগি পড়িল উলটিয়া॥
কত কত কাটা রাজার বুক্‌খে বসিল। ৭২০
মৃত্যু সমান হঞা রাজা কান্দিতে নাগিল॥
ছয় কোরোশ অন্তরে হাড়ি সিদ্ধা ফিরিয়া দেখিল।
রাজাগ না দেখি হাড়ি সিদ্ধা চমকিয়া উঠিল॥
আইজ জদি রাজপুত্র জঙ্গলে জায় আরো মরিয়া।
কাইল ডাহিনি মএনা মারিবে আমাক নোহার ছুরি দিয়া॥ ৭২৫
ছয় কোরোশ অন্ত্রে হাড়ি সিদ্ধা আসিল ফিরিয়া।
ব্যাত্যাস্ত চাপরেক রাজাক মারিল তুলিয়া॥
তুই বড় রসিয়া ছাইলা তুই বড় রসিয়া।
সাত দিনকার নিদ্রা পাল্লু জঙ্গলে শুতিয়া॥
জ্যান কালে ধর্ম্মিরাজা গুরুক দেখিল। ৭৩০
গুরুকে দেখিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল॥
ছ্যাখ ছ্যাখ গুরুবাপ কমবোক্তার কপালে।
কত গিলা কাটা বইসছে হিরিদের মাজারে॥
ক্যানে ক্যানে গুরু বাপ ভক্তের ছাড় দয়া।
খানিক স্যানহ না হয় পুত্রধন বলিয়া॥ ৭৩৫

ক্যান ক্যান গুরুধন অধমের ছাড়েন দয়া।
পরদেশে আসিয়া আমার এই করিলেন বিড়মনা॥
হস্ত ধরি হাড়ি রাজাক টানিয়া তুলিল।
ডুই অঙ্গুলে রাজার কন্দে তুলি দিলে ভার।
না বলিও দুক্‌খের কথা তোর গুরুর বরাবর॥
রাজা কহেছে শুন গুরু বলি নিবেদন।
সাত দিন নও রাত্রি চলি আমি জঙ্গল বাড়ি দিয়া।
চন্দ্র সুজা না দেখিলাম আমি অভাগিয়া॥
রাজা কহেছে গুরু শুন নিবেদন।
এই জঙ্গলের মাঝে এখান বালা পাই।
গুরুই শিসসে আমরা বালাএ চলি জাই॥

হাতে ধরো গুরু বাপ পাও ধরো তোক।
তোমার ধম্মের দোহাই নাগে দমটি রকথা কর॥
রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বুকখে পাও দিয়া কাটা টানিয়া তুলিল॥
ডেবু বর্সার ভুলের নাকান অক্ত ছুটিল। ৭৪০
রক্তবা নদ্দি হৈয়া বহিতে নাগিল॥
মুনি মন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্দা রিদয়ে জপিয়া।
শুন্যের নদিকে দিলে শুন্যত মিলাইয়া॥
ঐ জঙ্গলে জঙ্গলে ধুরি জায় রাজাক বৈদেশ নাগিয়া॥
রাজা বলে শুন গুরু আমি বলি তোরে। ৭৪৫
ছয় মাস হাটিছি গুরু জঙ্গল বাড়ির মাঝে।
চান সুরজ কোন দিক বয়া জায় তারি না পাওঁ দিসা॥
ত্যাও ত্যাও গুরু বাপ একনা সুরজ সিজ্জাইয়া।
এক ঘড়ি দ্যাখোঁ সুজ্জা নয়ন ভরিয়া॥
হাড়ি সিদ্দা বলে জয় বিধি কম্মের বোঝো ফল। ৭৫০
ছায়াএ ছায়াএ রাজাক নিগাও বৈদেশ সহর।
চান সুরজক দেখিবার চাএছে পন্থের উপর॥
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাঁও পাড়াব।
চান সুরজের জালা আমি একটাএ করাব॥
ছয় কোরোশের আস্তা ধিয়ানত বালু সিরজি দেব॥ ৭৫৫
হুহু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
শুন্যের জঙ্গল হাড়ি শুন্যে উড়ি দিল॥
ছয় মাসের পন্থ হইতে হাড়ি বালা সিজ্জাইল॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
এখনি বুঝা জাইবে মোরে ভক্তের মন॥ ৭৬০
সুজ্যন্তাব বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে সুজ্যন্তাব দিলে দরশন॥
সুজ্যরাজা আসিয়া হাড়িক প্রনাম।

ক্যান ক্যান ডাকেন গুরু আমার কিবা কাম ॥
ব্রম্মাত্থাব বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল। ৭৬৫
ডাক মধ্যে ব্রম্মাদ্যাব দ্রশন দিল ॥
ব্রম্মাদ্যাব আঁসি হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ডাকেন দাদা আমার কি কাম ॥
হাড়ি বলে সুজ্যত্থাব কার প্রানে চাও।
ত্যারটা সুজ্যের জালা দ্যাও তো ছাড়িয়া ॥ ৭৭০
তলে হউক তপ্ত বালা উপরে ঔদ্রের জালা।
চলিবার না পারে রাজা শরিল জ্যান হয় কালা ॥
কি করহে ব্রম্মাত্থাব কার প্রানে চাও।
জত মোনে বালা আছে আমাক তপ্ত করি দ্যাও ॥
ব্রম্মাত্থাব বলে দাদা আমাক দিলে লাজ। ৭৭৫
বালা তপ্ত করা বড় নহে কাজ ॥
ত্যারটা সুজ্যের জালা দিলে ছাড়িয়া।
ব্রম্মাত্থাব গ্যাল বালা তপ্ত করিয়া ॥
জখন ধম্মিরাজা বালা দেখিল।
শিশু ব্যালার খ্যালা রাজার মনে পড়িল ॥ ৭৮০
দৌড়িয়া জাইয়া বালাএ দিলে পাও।
সব্বাঙ্গ শরিলে রাজার জলে সব্ব গাও ॥*

পাঠান্তর :—
চান সুরজের জালায় একোটে করিয়া।
ছয় কোরোশের আস্তাএ দিল বাঁলু সিরজাইয়া ॥
বালাত ধ্রিয়ানত দিলে ব্রম্মা ছিটাইয়া।
এই পন্থ দিয়া রাজাক নিগায়ত হাটেয়া ॥
জ্যানকালে ধম্মিরাজা বালুত পাও দিল।
চ্যাঙ্গা মোড়া সাপের নাকান চট্‌কিয়া উঠিল ॥
গুরুর তরে কথা রাজা বলিতে নাগিল ॥

গুরু গুরু বলি রাজা কান্দন জুড়িল।
দুই নয়নে প্রেমধারা বহিতে নাগিল ॥
ওহে গুরু ওহে গুরু গুরুপা জলন্দরি। ৭৮৫
তোমার মহিমা আমি বুঝিতে না পারি ॥
তলে হইল তপ্ত বালা উপরে রবির জালা।
চলিতে না পারোঁ আমার শরিল হইল কালা ॥
বাড়ি হ'তে আনিলেন আমাক বুদ্দি ভরসা দিয়া।
এত ক্যান দুক্‌খ দ্যাএছেন আমাক বৈদেশ আনিয়া ॥ ৭৯০
রাজা কহেছে শুন গুরুপা জলন্দরি।
এই বালার মধ্যে জদি একটা বৃক্‌খ পাই।
গুরু শিস্‌সে জাইয়া আমরা সেই বৃক্‌খের তলে দাণ্ডাই ॥
দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ একনা বিরিখ সিরজাইয়া।
এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে জাইয়া ॥ ৭৯৫
তারপরে গুরু শিস্‌সে জাই আরো চলিয়া ॥
ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
মায়া করি পন্থের মধ্যে নিম বিরিখের গাছ সিজ্জাইল ॥
চাক্‌খসে ধম্মিরাজা বিরিখের গাছ দেখিল।
গুরুদ্যাবক পাছত ফ্যালে অগ্রে চলি গ্যাল ॥ ৮০০
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এনাওঁ পাড়াব।
শুন্যের বিরিখ আমি শুন্যে চালেয়া দেব ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্দা রিদএ জপিয়া।
শুন্যের বিরিখ হাড়ি সিদ্দা দিল শুন্যেতে চালেয়া ॥
বিরিখ বুলি মহারাজ জাএছে দৌড়িয়া। ৮০৫
সেও জে নিদারুন বিরিখ জাএছে পাওছাইয়া ॥
দৌড়ি জাএয়া ধম্মিরাজ বিরিখের তলে বসিল।
ডাল ভাঙ্গি নিদারুন বিরিখ ভুমিতলে পড়িল ॥
করুনা করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
আহা রে কমবোক্তা নছিব কভু নহে ভাল। ৮১০

জেনা বিরিখের নইলাম ছেঞা তারো ভাঙ্গিল ডাল ॥
ডাল ভাঙ্গিয়া নিদারুন বিরিখ পৈল ভুমিতলে।
আহা রে কম্‌বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে ॥
হ্যানকালে গুরু জাএয়া রুপস্থিত হৈল।
গুরুর চরন ধরি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥ ৮১৫
বিরিখের তলে দাড়াইলাম ছেঞা পাবার আশে।
ডাল ভাঙ্গি নিদারুন বিরিখ পৈল ভুমিতলে ॥
দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ একনা বিরিখ সিজ্জাইয়া।
এক ঘড়ি দম ন্যাওঁ বিরিখের তলে জাএয়া ॥
বিরিখ বিরিখ বলি রাজা কান্দিতে নাগিল। ৮২০
ভক্তের কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল ॥
আবার তিন কোরোশ অন্তরে একনা খেইল কদমের গাছ সিজ্জাইল ॥
গুরু শিস্‌সে গ্যাল গাছের তলত চলিয়া।
গুরুর তরে কথা কান্দি দ্যাএছে বলিয়া ॥
গুরু! তিন কোরোশ আসিনু গুরু জঙ্গলে হাটিয়া। ৮২৫
আরো তিন কোরোশ আইনু গুরু বালুবাড়ি দিয়া ॥
তোমার হাটুয়া দ্যাও মোক শিওরে নাগিয়া।
এক দণ্ড ঘুম পাড়ি ন্যাওঁ বিরিখের তলে শুতিয়া ॥

পাঠান্তর—

সগ্‌গ হইতে একটি বৃক্‌খ মঞ্চে নামাইল।
সোআ ক্রোশ হইতে একটি বৃক্‌খ পন্তে জন্মাইল
আগে আগে হাড়ি সিদ্দা জায় চলিয়া।
ঝুলি ক্যাথার বোঝা নইলে ঘাড়ে করিয়া ॥
আগে আগে হাড়ি সিদ্দা জায় চলিয়া।
পিছে জায় স্থাগ রাজ তুলালিয়া ॥
কর্ত্তেক দুর জাইতে কর্ত্তেক পন্থ পায়।
আর কর্ত্তেক দুর জাইতে বৃক্‌খের তলে জায় ॥
গুরুই শিস্‌সে গ্যাল বৃক্‌খের তলে।
নিহি কিছিলি বাও দিলে'স্তা তুলিয়া ॥

ভক্তের কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
বাম হাটুয়া হাড়ি সিদ্ধা শিওরে নাগি দিল॥ ৮৩০
গুরুর হাটুয়া সিতান দিয়া রাজা নিদ্রাত পড়িল॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
হুঙ্কারেতে নিদ্রালিক আইনলেন ডাক দিয়া॥
সাতদিনকার নিদ্রা দিলে রাজার চক্‌খে ছাড়িয়া॥
হিঞালি পবনের বাও দিলেতো নাগায়া। ৮৩৫
রাজপুত্র থুইলে সিদ্ধা নিদ্রাত ফ্যালাইয়া॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলা নিদ্রা জায় বৃক্‌খের তল।
কার হস্তে পালঙ্ক আনাওঁ হাড়ি লঙ্কেশ্বর॥
ধিয়ানের হাড়ি ধিয়ান করি চায়। ৮৪০
ধিয়ানের মধ্যে জমলানির লাগা পায়॥
জমপুরক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে জম সকলের আসন নড়িল॥
গোদা জম উঠি বলে আবাল জম ভাই।
আমার রকম মরদ নাই রাজ্যের ভিতর। ৮৪৫
আসন কে নড়াইলে মোর ঘড়িকের ভিতর॥
সকল জম সাজি গ্যাল আবাল জমের বাড়ি।
আবাল জম খাড়া হইল তার মাটিত পৈল দাড়ি॥
ধিয়ানের জম সকল ধিয়ান করি চায়।
ধিয়ানের মধ্যে হাড়ির লাগা পায়॥ ৮৫০
রাজার ছেইলা নিদ্রা জাইছে বৃক্‌খের তলে।
তে কারনে গুরু ডাকায় আমার বরাবরে॥
কি কর জমের মা কার প্রনে চাও।
একখান পালঙ্ক ন্যাও মস্তকে করিয়া।
একখান পাঙ্কা ন্যাও হস্তে করিয়া। ৮৫৫
শিঘ্র করি চলি জাও বৃক্‌খের তল বলিয়া॥

জখন জমের মাও একথা শুনিল।
একখান পালঙ্ক নিলে মস্তকে করিয়া।
একখান পাঙ্কা নইলে হস্তে করিয়া ॥
শিঘ্র করি জায় বুড়ি বৃক্খের তল বলিয়া ॥ ৮৬০
জখন হাড়ি সিদ্দা পালঙ্ক দেখিল।
পালঙ্ক দেখিয়া সিদ্দা খুসি ভালা হইল ॥
রাজাক কোলে নইয়া হাড়ি পালঙ্কে শোয়াইল।
চান বদন ভ'রে রাজার নৈক্খ চুম্ব দিল।
জমলানির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥ ৮৬৫
কি কর জমের মাও কার প্রানে চাও।
ছাইলার পৈতানে বেটি বৈস ভিড়িয়া।
আচ্ছা জতনে ছাইলাক বাতাস কর বসিয়া ॥
কোনখানে নাগিয়াছে খোছা গাঞ্চা বাহির কর টানিয়া ॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল। ৮৭০
রাজার ছেইলা নিদ্রা গ্যাল বৃক্খের তলে।
মারুলি বান্দি নইব আমি ডারাইপুর সহরে ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
বিশকম্মা বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
গাড়াঅন্যা বলি ডাকাইতে নাগিল। ৮৭৫
ডাক মধ্যে তিনজন দরশন দিল ॥
তিনজনে আসি হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ডাকেন গুরু আমায় কি কারন ॥
হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।
রাজার ছেইলা নিদ্রা পইল বৃক্খের তলে। ৮৮০
মারুলি বান্ধি নইব আমি ডারাইপুর সহরে ॥
জা জা গাড়াঅন্যা জঙ্গল ভাঙ্গিয়া।
জা জা বিশকম্মা বেটা ডিট্‌মুণ্ড হইয়া ॥
কাম কাজ্য করিয়া পাইয়া গ্যাল কুল।

বিদায় হইবার আসিল হাড়ির হুজুর ॥ ৮৮৫
বিদায় দ্যাও বিদায় দ্যাও গুরুপা জলন্দরি।
আলক রথে চলি জাই শ্রীঘর বাড়ি ॥
হাড়ি বলে হারে জাদু কার প্রানে চাও।
একদণ্ড রহিবেন তোমরা ধৈরন ধরিয়া।
জাবত না আইসোঁ মুঞি হাড়ি সিদ্দা মারুলি দেখিয়া ॥ ৮৯০
ওখানে থাকি হাড়ির হরসিত মন।
মারুলির কুলে জাইয়া দিল দরশন ॥
মারুলি দেখি হাড়ি খুসি ভালা হইল।
ভাল মাল্লি স্থির করিয়াছেন ডারাইপুর সহরে ॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল। ৮৯৫
কার হস্তে মারুলি বান্দি নেই ডারাইপুর সহর ॥
ধেয়ানের হাড়ি ফির ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ি জমের লাগ্য পায় ॥
হাত মেলিলে হাড়ি সিদ্দা হাত গ্যাল আকাশ।
পাও মেলিলে হাড়ি সিদ্দা পাও গ্যাল পাতাল ॥ ৯০০
গাএ রোমা বাড়াইয়ে দিলে নাড়া তালের গাছ ॥
এই রোম জাএয়া সিদ্দাক জমপুরে ঠেকিল।
নৈক্‌খ নৈক্‌খ জম তবে চমকিয়া উঠিল ॥ *
বড় জমে বলে দাদা ছোট জম ভাই।
গুরু বাপ ক্যানে ডাকায় চল ছ্যাখতে জাই ॥ ৯০৫
সাজ সাজ বলি জম সাজিতে নাগিল।

পাঠান্তর—

জমপুরক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
চোদ্দ লাক জমের দূত সাজি বাহির হইল ॥
জম রাজা আসি হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ক্যান ডাকায় গুরু হামার কি কাম ॥

চ্যাংরা চ্যাংরা জম সাজিল মাথাএ সোনার টুপি।
জুআন জুআন জম সাজিল গালাএ রসের কাটি ॥
বুড়া বুড়া জম সাজিল হাতে সোনার নাটি ॥
সৌক জম সাজিয়া গ্যাল আবাল জমের বাড়ি। ৯১০
আবাল জম খাড়া হইল মাটিত পৈল্ল দাড়ি ॥
সাজে জম অমলা উটপতি কমলা।
খসিল জমের মণ্ডবের কাপাট।
সাজে জম রঞ্জন ধনুকে বান্দিয়া গুন
ঐটা দ্যাখ জত জমের কাড়ি ॥ ৯১৫
সাজে আবাল জার অষ্ট কপাল।
এটা দ্যাখ জত জমের সদ্দার।
সাজে জম হস্তিকন কুলা হ্যান জার কান
মুলা হ্যান জার মুখের দন্ত ॥
সাজে জম এঙ্গা প্যাঙ্গা সাজে জম পিপিড়াঠ্যাঙ্গা ৯২০
তুআরধরা তুক্কুরপড়া সব জম সাজিতে নাগিল ॥
এক ঝন ব্যারায় দুই ঝন ব্যারায় ব্যারায় হলুকে হলুকে।
এইটি হতে ঠ্যাং নাগিল গুরুদেবের সাকৃখাতে ॥
গুরুর নিকট জাএয়া জম রুপস্থিত হৈল।
গুরু গুরু বলিয়া তখন প্রনাম জানাইল ॥ ৯২৫
সিদ্দা হাড়ি জমক বলিতেছেন,—
রে বেটা জম,—তোমাকে আমি এই জন্য ডাকছি।
আমি একটি রাজার পুত্র আনছি সঙ্গেতে করিয়া।
তাঁয় হাটিতে পারে না জাদু বালাএ আসিয়া ॥
হাটিবার না পারায়ও ছেইলা বালির উপর। ৯৩০
ইহার মাল্লি বান্দি দ্যাও ডারাইপুর সহর ॥
ডারাইপুর সহরের মাল্লি দ্যাও আরো বান্দিয়া
রাজাক ধরি জাই আমি বৈদেশ নাগিয়া ॥
জ্যান কালে জম বেটা একথা শুনিল।

থর থর করি জমগুলা কাঁপিয়া উঠিল ॥ ৯৩৫
দ্যাও দ্যাও গুরু বাপ কোদাল দ্যাও আনিয়া।
ডারাইপুর সহরের* মাল্লি দেই আরো বান্দিয়া ॥
জ্যান কালে জম বেটা কোদাল চাহিল।
কোদালক নাগিয়া সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল ॥
ডাক মধ্যে লওশো আসিয়া হাজির হইল। ৯৪০
জম বেটার তরে সিদ্দা কামের ফরমাইস দিল ॥
জুআন জুআন জমে জাও চাপা কাটিয়া।
চ্যাংরা চ্যাংরা জমে জাও চাপারে উঠিয়া ॥
বুড়া বিরধু জমে জাও চাপারে রাখিয়া।
শও হাত ওসার করবেন মাল্লিক এ বুক উচল। ৯৪৫
দুরে দুরে খুড়ি জাইবেন পুস্করিনির জল ॥
গুরুর বাক্য জম বেটা ব্রথা না করিল।
ছয় মাসের কাজ জম ছয় দণ্ডে করিল ॥
করদস্ত হএ জম গুরুর কাছে বিদায় চাইল ॥
বিদায় দ্যাও বিদায় দ্যাও গুরু বিদায় দ্যাও আমারে। ৯৫০
তোমার আগ্গা পাইলে জাই জমপুরির মাঝারে ॥
জ্যান কালে জম বেটা বিদায় ভালা চাইল।
সকল জমক হাড়ি সিদ্দা বিদায় করি দিল ॥
গাছের লতা দিয়া আবাল গোদাক বান্দিয়া রাখিল ॥
কচ্ছপ মুনিক নাগি সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল। ৯৫
ডাক মধ্যে কচ্ছপ মুনি আসিয়া খাড়া হৈল ॥
কিবা কর কচ্ছপ মুনি নিছন্তে বসিয়া।
বুক ঢাকুরি মারুলি দে সামান করিয়া ॥

* গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
সাত হাত ওসার মাল্লি এক বুক উচ্চ
পাঠান্তরে—
সোআ হস্ত ওসার এক বুক উচ্চা।

গুরুর বাক্য কচ্ছপ মুন্নি ব্রথা না করিল।
বুক ঢাকুরি মারুলিক সাম্যান করিল ॥ ৯৬০
হাইড়ানিক নাগিয়া সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে হাইড়ানি আসিয়া হাজির হৈল ॥
খোলা খাপড় ঘাস জাবুরা চেছিয়া ফ্যালাইল ॥
বাইন কুচিয়াক নাগি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে বাইন কুচিয়া আসিয়া হাজির হইল ॥ ৯৬৫
গাএর ল্যাট দিয়া মাল্লি নেপিতে নাগিল ॥
মাইলানিক নাগিয়া সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে মাইলানি আসিয়া খাড়া হইল ॥
কিবা কর মাইলানি নিছন্তে বসিয়া।
আতর গুলাপ চন্দন দে তুই মারুলিত ছিটায়্যা ॥ ৯৭০
গুরুর বাক্য মাইলানি ব্রথা না করিল।
আতর গুলাপ চন্দন মারুলিত ছিটাইল ॥
সউক দ্যাবাগণক সিদ্দা বিদায় করি দিল ॥
হাত মেলিল হাড়ি সিদ্দা হাত গ্যাল আকাশ।
পাও মেলিল হাড়ি সিদ্দা পাও গ্যাল পাতাল ॥ ৯৭৫
গাএর রোমা বাড়ে দিলে নাড়া তালের গাছ।
এই রোমা জাএয়া সিদ্দাক লঙ্কাএ ঠেকিল।
এক হনুমান লৈক্খ বানর চমকিয়া উঠিল ॥ *
ছোট হনুমান বলে দাদা বড় হনুমান ভাই।
গুরু বা ক্যানে তলপ কৈচ্ছে চল দ্যাখতে জাই ॥ ৯৮০
কলা পাকিয়া দ্যাখ মঞ্জিয়া আছে পাত।
এক এক হনুমান খাইল পির ছয় জে সাত ॥

* পাঠান্তর—
হনুমানক নাগি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
ডাক মধ্যে হনুমানের আসন নড়িল ॥

লঙ্কাক নাগি হাড়ি সিদ্ধা হনু আগেয়া দিল।
লক্‌খি লক্‌খি হনুমান হাড়ির হস্তে চড়িল ॥
লঙ্কা হইতে হনুমান মঞ্চকে আসিল। ৯৮৫
গুরু গুরু বলিয়া তখন প্রনাম জানাইল ॥
হনুমান আসিয়া বলছে ওগো গুরু
আমাক ডাকছেন কি কারন—
এই কারনে হনুমান আম্‌ ডাক দিয়া।
এক দণ্ড জাও পাহাড় পব্বতক নাগিয়া ॥ ৯৯০
কত কত পসান আনিবেন বুক্‌খে করিয়া।
আর কত পসান আনিবেন ন্যাজে পলটিয়া ॥
আর কত পসান আনবেন মস্তকে করিয়া ॥
গুরুর বাক্য হনুমান ব্রথা না করিল।
পাহাড় পব্বতক নাগি গমন করিল ॥ ৯৯৫
কত কত পসান আনিলেক বুক্‌খে করিয়া।
আর কত পসান নিলে ন্যাজে পলটিয়া ॥

পাঠান্তর—

চৌদ্দ লাক হনুমান সাজিয়া বাহির হইল।
সারা আস্তাএ আইল হনুমান করি তাড়াতাড়ি।
হাড়ির আগে ডাড়াই হএ চৌদ্দ কুড়ি ॥
সারা আস্তায় আইল হনুমান গন্ন সন্ন করিয়া।
হাড়ি সিদ্ধাক প্রনাম করিল টক্‌ করিয়া ॥

পাঠান্তর—

রাজার ছাইলা নিদ্রা পইল বৃক্‌খের তলে।
বড় রৌদ্রের জালা হইয়াছে মারলিব উপরে ॥
দুই পাশে বৃক্‌খ দ্যাও নাগাইয়া।
ছায়ায় ছায়ায় ধরি জাইব রাজ ডুলালিয়া ॥

পাঠান্তর—

একেনা হনু আছে টেটিয়া বজর।
সেই উত্তর করছে হনুর বরাবর ॥

আর কত পসান নিলে মস্তকে করিয়া।
আর কত ফুলের গাছ নিলে উকাড়িয়া॥
পসান আনিয়া হনুমান গুরুর নিকট দিল। ১০০০
আবাল গোদার বন্দন সিদ্দা খলাস করি দিল॥

দাদা কার ঘরে খাই আমারা কার ঘরে রহি।
তিন কোনার মানুষ গরু এক কোন করিতে পারি॥
খুদ্র হাড়ির কথায় আমারা ব্যাগার খাটি মরি॥
হনু বলে শুন গুরু কার প্রানে চাও।
খিদা তেষ্টা হইয়াছে আমার শরিলের ভিতর।
ক্যামন করি বৃক্খ আনিব পবনের নন্দন॥
হাড়ি বলে হায় হনু এই তোর ব্যাবহার।
হু হু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
কলার বাগুচা ঐ খানে জন্মাইল।
হস্তের ঠার দিয়া কলার বাগুচা দ্যাখাইল॥
হাড়ি বলে হনুমান কার প্রানে চাও।
পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়া আছে পাত।
এক এক হনুমান খাও কলা পির ছয় সাত॥
জখন হনুমান বাগুচা দেখিল।
ঝাপাঝাপি লাফালাফি করি কলার বাগুচা প্রবেশ করিল॥
পাকিয়াছে কলা মঞ্জিয়াছে পাত।
এক এক হনুমান খাইলে কলা পির ছয় সাত॥
কলা খাইয়া হনুমানের না ভরিল প্যাট।
ক্রোধ হএ কামড়ায় হনুমান কলার মুড়াত।
সমুখের সমস্ত দাঁত হএ গ্যাল বিনাস॥
হাড়ি বলে হারে জাদু পবনের নন্দন।
ক্যামন করি বৃক্খ আনিবেন আমার টে ন্যাও শুনিয়া॥
বৃক্খ মধ্যে আনিবেন আম্র কাঁটাল।
বৃক্খ মধ্যে আনিবেন শাল আর সিমল॥
বৃক্খ মধ্যে আনিবেন পালাস মান্দার।
বৃক্খ মধ্যে আনিবেন বট আর পাইকর॥

কিবা কর আবাল গোদা নিছন্তে বসিয়া।
পসান দিয়া ডিগির দ্যাও চা'র ঘাট বান্দিয়া॥

বৃক্‌খ মধ্যে আনিবেন গুআ নারিকেল।
ফুল মধ্যে লাগাইবেন দিতিয়া মালতি।
তার পরে লাগাইবেন সন্ধা মালতি॥
ফুল মধ্যে লাগাইবেন চাম্পা নাকেস্‌সর।
ফুল কুটি নাস করিবে রাজার কুঙর॥
নটুক পানিয়াল গাড়েন সারি সারি।
ফুল লাগাইবেন হনুমান ফুলেব না পান দিশা।
সরেস্‌সতি পুজে হনুমান লইয়া জাএন কার্নসিসা॥
দুই পাশে বৃক্‌খ দ্যাও লাগাইয়া।
ছায়ায় ছায়ায় ধরি জাব রাজ চলালিয়া॥
আম্রের গাছত লাগাইবেন পান বেশআল।
গুআর কাছে লাগাইয়া থুইবেন চুনের ভাণ্ডার॥
মুখ শুকাইলে পান খাইবে রাজার ছাওআল॥
জখন হনুমান এ সংবাদ শুনিল।
রাম রাম হনুমান হৃদএ জপিল॥
ওখানে থাকি হনুমান করি গ্যাল তাপ।
পর্ব্বতক নাগি বেটা মারিলেন এক লাফ।
পর্ব্বতের কুলে জাইয়া গাএ হইল বল।
আপন আপন করি বৃক্‌খ নইলে ভিন্ন করিয়া।
কোন কোন বৃক্‌খ নইলে স্থাজে বান্দিয়া॥
কোন কোন বৃক্‌খ নইলে মস্তকে তুলিয়া।
আদোনের মৃত্তিক হইতেএক এক বৃক্‌খ নইলে তুলিয়া॥
ওখানে থাকি হনুমানের হরসিত মন।
মারলির কুলে জাইয়া দিল দরশন॥
মারলির কুলে জাইয়া দরশন দিল।
ক্রমে ক্রমে বৃক্‌খ গাড়িতে নাগিল॥
বৃক্‌খ নাগাইয়া হনুমান পাইয়া গ্যাল কুল।
বিদায় হইতে জায় হাড়ির হজুর॥

ফুলের বাগিচা দ্যাও মারুলির বগলে নাগায়া ॥
জখনে হাড়ি সিদ্দা নয়নে মারুলিক দেখিল। ১০০৫
আবাল গোদা দুই জমক বিদায় করি দিল ॥
লঙ্কাক নাগিয়া সিদ্দা হস্ত আগেয়া দিল।
লক্খি লক্খি হনুমান হস্তে চড়িল ॥
লঙ্কাএ জাএয়া হনুমানের বুদ্ধি আলোক হৈল ॥
ছোট হনুমান বলে দাদা বড় হনুমান ভাই। ১০১০
হাড়িয়া একটা কে হইল উঁআয় কোন জন।
উঁআর হুকুমে গেনু দাদা রৌদত খাটিবার ॥
রাম রতের ডোর আনিতো নিগিয়া।
হাড়ি শালার হাতত নাগাই বস্সি পিট দিয়া ॥

* পাঠান্তর ---

একনা হনুমান আছে টেটিয়া বজর।
সেই উত্তর জানায় হাড়ির বরাবর ॥
কার গৃহে খাই আমরা কার গৃহে রহি।
অল্প কথায় আমরা হাড়িক ব্যাগার দিতে জাই ॥
আনিবার সময় আন'লে হাড়ি মন্তরের তাপে।
জাবার সময় জাব আমরা কোন্ কোন্ পথে ॥
তবুনি হনুমান আমি এ নাম পাড়াব।
জাবার সময় হাড়ির সঙ্গে একটি জুদ্ধ করিব ॥
ক্যামন আছে হাড়ি সিদ্ধা আমি পরিক্খা কার নব
সমস্ত আস্তাএ জায় হনুমান গল্প সঙ্গ করিয়া।
হাড়ি সিদ্দাক প্রনাম করে জোড় হস্ত করিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা পবনের নন্দন।
জে গল্প করিয়াছেন পস্তের উপর।
তার সংবাদ জানি পাইয়াছি বৃক্খের তল ॥
আনিবার সময় আনিলাম আমি মন্তরের জোরে।
জাবার সময় জাও বেটা আমার শরিলের উপরে ॥

ছাওআয় ছোটায় লঙ্কার নাগি তুলি টান দিয়া ॥
রাম রত্তের ডোর হাড়ির হস্তে নাগাইল। ১০১৫
ছাওআয় ছোটায় হনুমানের ঘর টানিতে নাগিল ॥

একটা একটা করিয়া চড় আমার হস্তের উপর।
হস্তে হস্তে তুলি থুব আমি পর্ব্বতের উপর ॥
আপনার সাজন হাড়ি সাজিতে নাগিল।
আলগৈড় মাল গৈড় তিনটা গৈড় দিল ॥
মন রাশি ধুলা শরিলে মাখিল ॥
উঠিল হাড়ি সিদ্ধা গাও মোড়া দিয়া।
সগ্গে নাগিল মস্তক ঠেকিয়া ॥
হস্ত ম্যালে হাড়ি সিদ্ধাব হস্ত গ্যাল আকাশ।
পা ম্যালে হাড়ি সিদ্ধা পা গ্যাল পাতাল ॥
রোম গ্যাল হাড়ি সিদ্ধার নাড়িয়া তালের গাছ।
দেখিয়া হনুমানক নাগিল তরাস ॥
বড় বড় হনুমান প্রনাম করিয়া, একটা একটা করি চড়ে শরিলের উপর।
হস্তে হস্তে তুলি রাখে পর্ব্বতের উপর ॥
গৈড় পাড় ব্যাড়ায় মৃত্তিকার উপর ॥
হাড়ি বলে হারে বিধি মোর করমের ফল।
কাম কাজ্য করিতে পাইছে এইটা হনুমান রসাতল ॥
এও হনুমানের বন্দ লাগিবে মস্তকের উপর ॥
তখন হনুমান এ কথা শুনিল।
মনে মনে হনুমান জ্বলিয়া ক্রোধ হইল ॥
রাম রাম হনুমান হৃদএ জপিল ॥
ওখানে থাকি হনুমান করিলেন তাপ।
হাড়ির ঘাড় বলি মারিলে এক ঝাপ ॥
ঘাড়ে জাইয়া দরশন দিল।
হাড়ির ঘাড় ধরি তিনটা দোনান দিল ॥
ত্রি কোন পৃথিবি কম্পবান হইল।
হাড়ি না নড়িল তার জমিন খান নড়িল ॥

থাক পড়ি হাড়িক তুলিবার হাত খান নড়াইতে না পাইল।
সৌগ হনুমান হাড়ির হস্তত প্রনাম জানাইল ॥
অন্তর ধিয়ানে হাড়ি সিদ্দা জানিতে পারিল ॥
বেটা নিকট আসিয়া ডাকায় আমাক গুরু গুরু বলিয়া। ১০২০
লঙ্কাএ জাএঞা গালি দিলেন শালি বলিয়া ॥
জা জারে হনুমান বেটা তোক দিলাম বর।
মুখ পোড়া বাঁদর হৈয়া থাক শয়ালের ভিতর ॥

রাম রাম হনুমান তার শরিলে আরও জপিল।
আপনার সিমানাএ জাইয়া বেটার গাএ হইল বল ॥
লম্প লম্প করি ল্যাজ বাড়াইতে নাগিল।
এক প্যাচ দুই প্যাচ তিন প্যাচ দিল ॥
দিয়া হাড়িক ভিড়িয়া বান্ধিল ॥
ক্রমে ক্রমে হাড়িক টানিতে নাগিল ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা এই তোর ব্যবহার।
খুদ্র হইয়া নড় বেটা আমার বরাবর ॥
হু হু বলি হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
খুরুপা বান মারিলে তুলিয়া ॥
হনুমানের ল্যাজ হাড়ি ফ্যালাইল কাটিয়া ॥
ছিড়া ল্যাজ নিলে হনুমান বোকলা করিয়া।
রাম বলিতে বলিতে চলিল.হাটিয়া ॥
হাড়ি বলে হনুমান তোঁক দিলাম বর।
মুখ পোড়া বানর হএ থাক রাজ্যের ভিতর ॥
টিকুরা ডাঙ্গাইয়া নিবে ত্যালেঙ্গা সকল ॥
মুনির বাক্য লঙ্ঘন না জায়।
জৎ ঘড়ি শাপিল হাড়ি তৎ ঘড়ি পোআইল ॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

হনুমান বলিয়া হুঙ্কার ছাড়িল।
কিছু কিছু বৃক্ষ মাড়াল লাগাইল ॥

টিকাত চাপড় দিয়া নিবে ত্যালেজা সকল ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা রক্তিশাপ দিল। ১০২৫
মুখ পোড়া বান্দর হৈয়া বনোতে থাকিল ॥
লঙ্কা হৈতে হস্ত হাড়ি টানিয়া নামাইল।
মারুলি দেখিয়া সিদ্দা বড় সুখি হৈল ॥
হাড়ি সিদ্দা বলে জয় বিধি কর্ম্মের বোঝ ফল।
বড় দুস্কে মারুলি বান্দি নিম্নু ভারাইপুর সহর ॥ ১০৩০
বাজ্জস্ত চাপড় * রাজাক মারো তুলিয়া:
জদি কালে ওঠে উআক মাএর নাম নিয়া।
তবে রাজাক না নিব মারুলিত হাটেয়া ॥ †
জদি কালে ওঠে গুরু গুরু বলিয়া।
তবে রাজাক নিগাব মারুলিত চড়ায়া ॥ ১০৩৫
বাজ্জস্ত চাপড় রাজাক তুলিয়া মারিল।
গুরু গুরু বলিয়া রাজা কান্দিয়া উঠিল ॥
বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত ধরিল।
মারুলি দেখিয়া রাজা বড় সুখি হৈল ॥ ‡
নানা জাতি পুষ্প রাজা নয়নে দেখিল। ১০৪০
সুবুদ্ধ ছিল রাজার কুবোধ নাগাল পাইল।
গুরুর তরে কটু বাক্য বলিতে নাগিল ॥

* পাঠান্তর—'বজ্র চাপড়'।

† পাঠান্তর—

জদি উঠে ছাইলা মাও মাও বলিয়া।
আর কিছু দুস্ক দিব জঙ্গল বেড় দিয়া ॥

‡ পাঠান্তরে পাই—

দুই নঙ্গুলে রাজার কান্দে তুলিয়া দিল ভার।
এবার বাতাসে রাজা নাগিল হালিবার ॥

নিজিবার দিনে নিগাইস গুরু এই কিনা পথে।
আর গোটা চারি ফুল নিগামু রানির কারনে* ॥
হাড়ি বলে জয় বিধি কম্মের বোঝঁ ফল। ১০৪৫
বড় দুস্কে মারুলি বান্দনু পথের উপর ॥
একটা পুস্প নাই দেই আমি ঈশ্বরক বাড়ায়া।
তাতে পুস্প নিগার চালি তোর রানিক বলিয়া ॥
থাক একেনা দুস্ক পাঞ্জারের ভিতর।
একনা দুস্ক দিম বেটাক কলিঙ্কা বন্দর ॥ † ১০৫০
এখন গুরু শিস্‌সে জাএছে পন্থ হাটিয়া।
হাড়ি বলে হারে জাদু রাজদুলালিয়া ॥
মারুলি বান্দিয়া আমি বড় পাইনু দুখ।
বার কড়া কড়ি দে আমাক গাঞ্জা কিনিয়া খাই ॥
গাঞ্জা কিনিয়া খাইয়া আমি গাএ করি বল। ১০৫৫
তবে নি ধরিয়া জাইম তোক ডারাইপুর সহর ॥
রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্দরি।
তোমার মহিমা আমি বুঝিবার না পারি ॥
আমিত না জানি তোমরা অনাচারে খাও।
অনাচারের সঙ্গে আইম কোন জন। ১০৬০
অনাচারের সঙ্গে আইলে অবশ্য মরন ॥
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
ডম্প কথা কইস আমার বরাবর ॥
কতক দুরে জায় হাড়ি কতক পন্থ পায়।
কড়ি কড়ি বুলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাচায় ॥ ১০৬৫

* পাঠান্তর—

'ছোট রানির বাদে'।

† পাঠান্তর—

ডনো রানি দিম এলায় শ্রীকলার বন্দরে ॥

রাজা বলে শুন গুরু গুরুপা জলন্দরি।
বার কড়া নাগে কান বার কাহন আছে।
এআর ভাঙ্গ ধুতিরা খাইয়া ভুলেন জ্যান শ্যাসে ॥
হাড়ি সিদ্দা বলে জয় বিধি কর্ম্মের বোঝ ফল।
এর মা মএনা জ্ঞানত ডাঙ্গর। ১০৭০
বার কাহন কড়ি দিছে ঝোলঙ্গার ভিতর ॥
এই ধন ধরিয়া বেটার গরব হৈছে বড়।
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাওঁ পাড়াব।
ঝোলার মানিক মোহর কড়ি শুন্যে চালি দিব ॥

• গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

বার কড়ার গাঞ্জা খাওঁ কিনিয়া।
তবে তোমাক লইয়া যাই ঘাড়পুরক লাগাইয়া ॥
যেন মতে ধর্ম্মি রাজা সম্বাদ সুনিল।
রাম রাম বলিয়া কর্নত হাত দিল ॥
এ গুলাক খান গুরু বাপ মোঁ না জানোঁ।
এমন অনাচারর সঙ্গত আইসে কোন জন।
অনাচারর সঙ্গত আইলে অবশ্য মরন ॥
বার কড়ার বদলত গুরু বারো কাওন লও।
বান্দা ছান্দার কার্য্য নাই ফিরিয়া ঘরে যাও ॥
ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল।
ধ্যানত হাড়ি গুরু ধ্যান করি চায়।
ধ্যানর মাঝত সোল কাওন কড়ী ঝোলায় লাগাল পায়।

অপর পাঠ—

কতেক দুরে জাএঞা সিদ্দা কতেক পন্থ পাইল।
দুধ খাবার বারো কোড়া কড়ি রাজার কাছে চাইল ॥
জাত— মাকুলি বান্দিয়া বেটা বড় পায় দুখ।
বারো কোড়া কড়ি দে মুঞি কিনিয়া খাইম দুধ ॥
তখন হাড়ি সিদ্দা দুধ খাবার কড়ি চাহিল।
গুরুর সাক্ষাৎ মহারাজা গর্ব্ব করিল ॥

বার কড়া কড়ির থাকি বান্দা থুইয়া খাব ॥ ১০৭৫
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে হাড়ি রিদএ জপিয়া।
ঝোলার মোহর মানিক কড়ি দিলে শুন্যত চালিয়া ॥*
কতেক দুর জাইয়া হাড়ি কতেক পন্থ পায়।
কড়ি কড়ি বলিয়া ঐ হাড়ি চ্যাচায় ॥
হাড়ির জিদ্দি রাজা সইবার না পারিল। ১০৮০
আস্তব্যস্ত হইয়া রাজা ঝোলাএ হাত দিল ॥
ঝুলিত হস্ত দিয়া রাজা পড়িয়া গ্যাল ধান্দা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরুবাপ এ ক্যামন কথা ॥
উপরে আছে গিরো গাইট তলত নাই জে ভাঙ্গা।
ঝুলির কড়ি ঝুলিত নাই গুরুবাপ মোগ থুইয়া খা বান্দা † ॥ ১০৮৫

বারো কোড়া ক্যানে গুরু বার কাওন আছে।
মদ ভাঙ্গ খাএএরা তোমা ফ্যালান জদি শ্যাসে ॥

* পাঠান্তর—হু হু শব্দ করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
বার কাহন কড়ি রাজার শুন্যে উড়াই দিল ॥

গ্রীয়ার্স'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
সোল কাওন কড়ী স্থন্নত উড়া উড়াইয়া দিল

এবং তৎপরে—
আদ মোন কমিয়া এক মোন পাথর ঝোলার সিজাইল।
ভাত ধরিয়া ধর্ম্মিরাজা ডুগিবার লাগিল ॥
দে দে কড়ি বলিয়া হাড়ি কাউসিবার লাগিল ॥
একবার দুই বার গোস্তা নাগাইল পাইল।
ঝোলজার গিরা খুলিয়া ফেলাইল ॥
ঝোলার গির খুলিয়া পড়িয়া গেল ধান্দা।
ঝোলার কড়ি ঝোলার নাই অচম্বিতের কথা ॥

† গ্রীয়ার্স'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—'কমবকতাক রাখ বান্দা'।
পাঠান্তরে—'আমার লাগে চোখের ধান্দা' এবং তৎপরে—
কড়ি দিবার না পারিলাম আমি তোমার বরাবর।
বান্দা থুইয়া খাও আমার বন্দরের ভিতর ॥

জ্যান কালে ধর্ম্মিরাজা বান্দার নাম দিল।
বসমাতাক ইস্টদ্যাবতাক প্রমান রাখিল ॥
রইও রইও বসমাতা তুমি রইও সাক্খি।
রাজ পুত্র বন্দক নিল হাড়ির দোস কি ॥*
বার গাইটা দড়ি দিয়া ভিড়িয়া বান্দিল। ১০৯০
বান্দা বান্দা বলি সিদ্দা চ্যাঁচাইতে নাগিল।
কলিঙ্কার বাজার নাগি গমন করিল ॥†
বোল্লাচাকি কলিঙ্কার বাজার লোইছে নাগিয়া।
ঐ হাটক নাগি গুরু শিস্সে গ্যালত চলিয়া ॥
বান্দা বান্দা বলি হাড়ি ব্যাড়ায় ত চ্যাঁচাইয়া ॥ ১০৯৫
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও লবনবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও সুপারিবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও তেইলানি হ্যার বাই। ১১০০
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও মাইলানি হ্যার বাই।
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
বান্দা বান্দা বলি বাজারত চ্যাঁচাইতে নাগিল।
ছাইলার রূপ দেখিয়া কেউ বন্দক না নিল ॥ ১১০৫

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
চট করি সাক্ষী থুইল হাড়ি বসুমাতা মাই।

* পাঠান্তর—চট করিয়া হাড়ি সাক্খি মানিল।
হেমন তেমন বসুমতি তোমরা রন সাক্খি।
আপনি মএনার ছেইলা মানিল বিক্রি ॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে :—
ধর্ম্মি রাজাক লইল ঝোলায় ভড়িয়া।
দারিয়াপুর সহরত গেল চলিয়া ॥

পুব্ব পশ্চিম উত্তর গলি ব্যাড়াইল ঘুরিয়া।
অবশ্যাসে গ্যাল সিদ্দা কালাইপট্টি নাগিয়া॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও কালাইবেচি বাই।
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই॥
জ্যান কালে কালাইবেচি রাজাক দেখিল। ১১১০
রাজার রূপ দেখিয়া ঢলিয়া পড়িল॥ *

* পাঠান্তর—

বান্দা বান্দা বুলিয়া হাড়ি চ্যাঁচাবার নাগিল।
ধর হইতে মুড়িআনি বাহিরা বারাল॥
ক্যামন চ্যালা আনছেন তোরা আমার বরাবর।
চ্যালা কোনা দ্যাখবার চাই মুড়িআনি॥
হস্ত ধরিয়া ধম্মিরাজাক দিলে দ্যাখাইয়া।
রাজার রূপ দেখি মুড়িআনি ঢলিয়া পড়িল।
মিনতি করিয়া কথা বলিবার নাগিল॥
থাল ভরিয়া দেই টাকা ঝোলা ভরিয়া ন্যাও।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইঠে ব্যাচাইয়া জাও॥
হাড়ি বলে আরে মুড়িআনি তোর গালে পড়ুক চওড়
বান্দা ছান্দা হইলে থুইয়া জাইবার পারি।
আমার বাপের সাধ্য নাই, ব্যাচাইবার না পারি॥
মুড়িআনি বলে শুন রতিথ বাক্য মোর ন্যাও।
এর তুল্য তিন তোল মোহর মুঞি দ্যাওঁ মাপিয়া।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই জাও ক্যানে ব্যাচাইয়া॥
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
দম্ভ কথা কইলে বেটি আমার বরাবর॥
জখন মুড়িআনি বেটি বাড়ি মুখো হইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে উড়িয়া গ্যাল॥
হু হু করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
তিন গোলা ধন কড়ি শুন্যে উড়িয়া গ্যাল।
ধন না দেখিয়া মুড়িআনি কান্দন জুড়িল॥

কালাইর দোকান কালাইবেচি থ্যাদেয়া ফ্যালায়া।
ধর্ম্মিরাজার কমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া॥
কালাইবেচি জখন রাজার কমর ধরিল।
জত দোকানির মাথাএ বজ্জর ভাঙ্গি পৈল॥ ১১১৫
লবনবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই।
লবনের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥
সুপারিবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই।
সুপারির দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥
মাইলানি বলে পিশাই কমরক ছাড়েক তুই। ১১২০
ফুলের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি॥
হলদিবেচি বলে দিদি কমরক ছাড়েক তুই।

গুরুদেবের নাগিয়া মুড়িআনি এ দৌড় করিল।
জাইয়া মুড়িআনি গুরুদেবের চরনে পড়িল॥
মুড়িআনির তরে হাড়ির দয়া জন্মিল।
লক্ষি লক্ষি বলিয়া হাড়ি ডাকিবার নাগিল॥
ডাক মধ্যে লক্ষি মাতা দরশন দিল॥
হাড়ি বলে লক্ষি মাতা কার প্রানে চাও।
এই ত মুড়িআনির ধন তিন ভাগ করিও॥
এক ভাগ ধন ত্থাও কুবিরের বরাবর।
এক ভাগ ধন ত্থাও গৃহস্থের বরাবর।
এক ভাগ ধন ত্থাও মুড়িআনির বরাবর॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
পলিস্তার বন্দরে জাইয়া দিল দরশন॥
পলিস্তার বন্দর হাড়ি তেগারন করিয়া।
শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি উত্তরিল গিয়া॥
শ্রীকলার বন্দরে মাঝে মাঝে শুন।
থাক পড়িয়া দোকানি নিকারির কথা শোন॥
শ্রীকলার বন্দরে হাড়ি জাইয়া দরশন দিল।
বান্দা বান্দা বুলিয়া হাড়ি চ্যাচাবার নাগিল॥

হলদির দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥
তেইলানি বলে ওগো জ্যাঠাই কমর ছাড়েক তুই।
ত্যালের দোকান থুইয়া কমর আগে ধরছোঁ মুঞি ॥ ১১২৫
টানাটানি ঘিচাঘিচি ব্যালার এক দুপর।
আর এক টান দিলে রাজার ছিঁড়ায় কমর ॥
সকল দোকানি রাজাক টানিতে নাগিল।
অকারন করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
গুরু গুরু বলি রাজা কান্দিতে নাগিল ॥ ১১৩০

বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও মোলাবেচি মাই।
সুন্দর চ্যালা আনছি বান্দা থোবার চাই ॥
জখন মোলাবেচি রাজাক দেখিল।
জত মোলা চ্যাংরার হাতে দিয়া।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি ন্যাও।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইটে ব্যাচাইয়া জাও ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
কলাবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
জখন কলাবেচি রাজাক দেখিল।
জত মোনে কলাগুলা বুড়ার হাতে দিয়া।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
হলদিবেচির কাছে গিয়া দিলে দরশন ॥
জখন হল্দিবেচি রাজাক দেখিল।
হলদির দোকান খানা ন্যাদাইয়া ফ্যালাইয়া।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া ॥
ওঠে থাকিয়া হাড়ির হরসিত মন।
কালাইবেচির কাছে গিয়া দিল দরশন ॥
বান্দা ন্যাও বান্দা ন্যাও কালাইবেচি মাই।
সুন্দর চ্যালা আনছি আমি বান্দা থুইবার চাই ॥

ওগো গুরুবাপ ! নগরের ঝগড়া বন্দরে আনিয়া।
বন্দরিয়া বেটি ছাওয়ায় কমর ফ্যালাইল ছিড়িয়া॥
রাজার কান্দন দেখিয়া গুরুর দয়া হৈল।
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
বাও ছঙ্করে ইন্দ্র রাজাক আইনলো ডাকিয়া॥ ১১৬৫
ইন্দ্র রাজাক নাগি সিদ্দা হুঙ্কার ছাড়িল।
ইন্দ্ররাজা আসিয়া হাড়িক প্রনাম।
ক্যান ক্যান ডাকান গুরু হামার কিবা কাম॥

জখন কালাইবেচি রাজাক দেখিল।
কালাইর দোকান খানা দোকোনা করিয়া।
আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া॥
আপনার মহলে জাইয়া দরশন দিল।
ঘরের সোআমিক বাপ দায় দিয়া।
ঐ রাজার কোমর ধৈল্লে মরিম বলিয়া॥
থাল ভরি দেই টাকা ঝোলা ভরি ন্যাও।
বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইঠে ব্যাচাই জাও॥
হাড়ি বলে হারে কালাইবেচি কার পানে চাও।
দক্‌খিনদেশি রপিত নামে ব্রম্মচারি।
কপন চ্যালাক আমি ব্যাচাবার না পারি॥
বান্দা হইলে একবার থুইয়া জাইবার পারি।
আমার বাপের সাধ্য নাই ব্যাচাইবার পারি॥
কলাবেচি, মোলাবেচি, হলদিবেচি, কালাইবেচি
সবায় ধৈল্লে রাজার কোমর মরিম বলিয়া।
আপনা আপনি নিবার চায় আপনার বাড়ি বুলিয়া॥
টানাটানি করে রাজাক ব্যালার তিন পহর।
এর একনা টান দিলে ছিড়ে কোমর॥
অকাবন করিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
ক্যানে ক্যানে গুরু অধমের ছাড় দয়া।
বিদেশে আনিয়া আমার মিলালু ঝগড়া।

কিবা কর ইন্দ্ররাজা নিছস্তে বসিয়া।
যুগ্গানি বৈস্‌সন তুই দে আরো ছাড়িয়া ॥ ১১৪০
নাগাও ফ্যারেস্তা ম্যাঘ হইয়া ছাড়াছাড়া।
কোন দিয়া জল বেরষ্টি কোন দিগে খরা ॥
এলা হানে আইস ঝড়ি ব্যাল হ্যান পাতর।
তিন মুল্লুক ছাড়িয়া বৈস দোকানের উপর ॥
হাড়ির বাক্য ইন্দ্ররাজা ব্রথা না করিল। ১১৪৫
রিম্‌ঝিমি বৈস্‌সন বস্‌সিতে নাগিল ॥

হাড়ি বলে হারে বেটা রাজদুলালিয়া।
রানির কথা বলছিস বেটা মোক মারলির উপর।
ক্যামন রানি ছাড়ি আইলু আপনার মহল।
দোনো রানি নে বেটা শ্রীকলার বন্দর ॥
আর নে রানি নাগে তোর বরাবর।
আর কিছু রানি দ্যাওঁ তোর গলার উপর ॥
অকারন করি রাজা কান্দন জুড়িল।
হল্‌দিবেচি আর কালাইবেচি বড় ঝগড়া নাগাইল ॥
মোলাবেচি উঠি বলে কলাবেচি বাই।
ছাড়ি দেই রাজার কোমর আগোত ধচ্ছি মুঞি।
হল্‌দিবেচি উঠি বলে কালাই বেচি বাই।
দন্দ ঝগড়ার কাজ্য নাই পিরিতি করিয়া জাই ॥
রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জরমিল।
ইন্দ্র রাজা বলি হাড়ি ডাকিবার নাগিল ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

বান্দা নেও বান্দা নেও গোয়ালীনী মাই।
বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্দা থুইবার চাই।
বার কড়া কড়ি পাইলে গাঞ্জা খাইবার চাই ॥
দেখি দেখি কেমন চেলা দেখিবার চাই ॥
হাত কোনা ধরিয়া রাজাক বেইর কৈল টানিয়া।
ঝলমল করিয়া রাজা উঠিল জলিয়া ॥

রিমি ঝিমি বৈস্‌সন বস্‌সে ব্যাল ছান পাতর।
আর কোনটে না পড়িল দোকানের উপর ॥
ধুমধাম করিয়া ঝড়ি পাতর কস্‌সিতে নাগিল।
সব দোকানি পাতরের কোপেতে রাজার কমর দিলে ছাড়িয়া। ১১৫০
কালাইবেচি কমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥

গোয়ালিনী বলে গুরু করি নিবেদন।
সুন্দর রূপ দেখি রাজাক ভাতর উপর।
এও নাকি খাবার পারে গোয়াল লোকর ঘর ॥
কাড়িয়া ভরিয়া টাকা দেও ঝোলা ভরিয়া নেও।
আমার মহল ছাড়িয়া অন্য মহল যাও ॥
মহারাজাক লইলে তবে হস্তত ধরিয়া।
দোকানর গলি বেড়ায় হাঁটিয়া ॥
বান্দা নেও বান্দা নেও চিড়া বেচি মাই।
যেন মতে চিড়া বেচি রাজাক দেখিল।
চিড়ার দোকান খান পাকেয়া ফেলিল ॥
রাজার কমর ধল্যো মরেঁা বলিয়া।
অনেক করিয়া নিল ছোড়াইয়া ॥
বান্দা নেও বান্দা নেও হলদি বেচি মাই।
বান্দা নেও বান্দা নেও সাক বেচি মাই ॥
বান্দা নেও বান্দা নেও আড়ই বেচি মাই।
বান্দা নেও বান্দা নেও কালাই বেচি মাই ॥
যেন মতে কালাই বেচি রাজাক দেখিল।
ঘরর স্বামিক আইল বাপ দায় দিয়া ॥
যেত দোকান সব ফেলাইল পাকেয়া।
রাজার কমর ধরিল মরিনু বলিয়া ॥
চিড়াবেচি উঠিয়া বলে কালাবেচি হত্তিয়া তুই।
ছাড়িয়া দে রাজার কমর আরো ধরনু মুই ॥
রাজার কমর ধরিয়া টানিবার লাগিল।
অকারন করিয়া রাজা কান্দিবার লাগিল ॥

আর তো না দিব আমি রাজাক ছাড়িয়া ॥ *
হাড়ি সিদ্দা বলে জয় বিধি কর্ম্মের বোঝঁ ফল।
সব দোকানি রাজার কমর দিলেত ছাড়িয়া।
ছেছড়ি বেটি কমর ধরছে মরিম বলিয়া ॥ ১১৫৫
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাও পাড়াব।
ছেছড়ি বেটির খ্যাতি বন্দরে রাখিব ॥
কিবা কর ইন্দ্ররাজা নিছন্তে বসিয়া।
দশসেরি পসান দে কালাইবেচির পিঠেতে ফ্যালাইয়া ॥ ৭
কোদ্ধমান হইয়া ইন্দ্ররাজা কোদ্ধে জলিয়া গ্যাল। ১১৬০
দশসেরি পসান কালাইবেচির পিঠে ফ্যালাইয়া দিল।
মেদ্দারা ভাঙ্গিয়া কালাইবেচির কুজ বাহির হৈল ॥
তেমনিয়া ধম্মি রাজার কমর ছাড়িয়া দিল ॥
বাম হস্ত দিয়া রাজার ডাইন হস্ত নিল।
বৈদেশ নাগিয়া গুরু শিস্‌সে পন্থ মেলা দিল ॥ ১১৬৫
কালাইর দোকান কালাইবেচি নিলে জড়েয়া।
হেচ্‌কে হেচ্‌কে জাএছে আপনার মহলক নাগিয়া ॥

রাজার কান্দনে হাড়ির দয়া জনমিল।
ইন্দ্র রাজাক লাগিয়া হুঙ্কার ছাড়িল ॥
ধুম ধাম করিয়া পাথর পড়িতে লাগিল।
রাজার কমর ছাড়িয়া সব ঘরাঘরি গেল ॥

পাঠান্তর—

কালাইবেচি আটিয়া খ্যাচর।
সিকিম করিয়া ধৈল্লে রাজার কোমর ॥
ঘরের সোআমি আমু বাপ দায় দিয়া।
এই রাজার কোমর মুঞি না দিম ছাড়িয়া ॥

পাঠান্তর—

থাকিতে থাকিতে ইন্দ্রের গোসা নাগাল পাইল।
বাইস মন পাথর একটা কালাইবেচির কোমরে পড়িল ॥
বাপ বাপ বলি বেটি কোমর ছাড়ি দিল ॥

কালাইব্যাচা গরু নিগায় ভিজিয়া ভিজিয়া।
আউগাও আউগাও বুড়া মরা দোকান নিগ্ আসিয়া॥ *
বাঙ্গালিয়া বরকন্দাজ কমর ফ্যালাইলে ভাঙ্গিয়া॥ ১১৭০
হাউকদাউক করি কালাইব্যাচা দোকান আগেয়া নিল।
চালের খড় খসাইয়া কালাইবেচি আগুন জ্বালাইয়া দিল॥
গাও কোনা সেকিয়া ঝরঝরা করিল॥
জলতোলা দড়ি কালাইব্যাচা আনিল তলাসিয়া।
কালাইবেচির হাতত নাগাইলে বস্সি গিট দিয়া॥ ১১৭৫
বড় ঘরের ভিরত টাঙ্গাইলে ঢুলানি করিয়া॥
কালাইছেটা গাইন কোনা আনলে তলাসিয়া।
তিন ডাং ডাঙ্গাইলে আর কুজতে আসিয়া॥ †
এক ডাং দুই ডাং তিন ডাং দিল।
বাপ দায় দিয়া কালাইবেচি কান্দিতে নাগিল॥ ১১৮০
আর না ডাঙ্গাইস বুড়া বিস্তর করিয়া।
পরপুরুসের পাছত আমি না জাব চলিয়া॥
কালাইবেচি থাউক এখন গারস্থি করিয়া।
রাজাক ধরি হাড়ি সিদ্ধা জাএছে চলিয়া॥ ‡

* পাঠান্তর—দুআর ছাড় দুআর ছাড় কালাইব্যাচা বোল।
ভিজিয়া মরছোঁ মুই বাহিরে এতক্ষণ॥
কালাইবচ্যা ভাবে এলা মাথাএ হাত দিয়া।
এলায় গ্যাল কালাইবেচি বাপ দায় দিয়া॥
ঘুরি ক্যানে আইল শালির বেটি মহলের নাগিয়া॥

† এই স্থলে গ্রীয়াসন সাহেব যে পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোন অর্থবোধ হয় না। তাঁহার প্রকাশিত প একেবারেই অলৌকিক। বোধ হয় তাঁহার সংগৃহীত পাঠে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হয় নাই।

‡ পাঠান্তর—শ্রীকলার বন্দর-হাড়ি ননভন করিয়া।
হিরার মহলক নাগি চলে হাটিয়া॥

কতেক দুর জাএয়া সিদ্ধা কতেক পন্থ পাইল। ১১৮৫
হালুয়া নিকট জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥

একটি পাঠে হালুয়ার নিকট যাইবার পুর্ব্বে এক রাখালের নিকট যাইবার নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ আছে,—

রাজাক ছুপ্ত দিলে সিদ্ধা কলিঙ্কার বন্দরে নিগিয়া।
ওঠে হইতে গ্যাল সিদ্ধা আথোআলক নাগিয়া ॥
বান্দা নে বান্দা নে আথাল প্রানের ভাই।
বার কোড়া কড়ি দে ছেইলাক বান্দা থুই ॥
জ্যান কালে রাথাল মুনি রাজাক দেখিল।
হাড়ি সিদ্ধা তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
বার কোড়া ক্যানেরে বৈস্টব বার কাহন ন্যাও।
আর বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই আমার ঠে ব্যাচেয়া জাও ॥
সিদ্ধা বুলে শোনেক আথোআল নন্দন।
দক্‌খিন দ্যাশে থাকি আমি নামে ব্রম্মচারি।
পরের ছাইলাক আমি ব্যাচাইতে না পারি ॥
আথাল বলে এই কোনাক চ্যাংরা জদি মুঞি আথোআল পাও
আর চাইট্টা পালের গরু বেশি করিয়া চরাওঁ ॥
মুঞি আথোআল থাকিম্ আইলত বসিয়া।
ঐ শালার হস্তে নিব ধেনু খ্যাদাইয়া ॥
হাড়ি সিদ্ধা বলে আথোআল,—
বান্দা নেইক বা না নেইক ধেনুর পালে থাকিয়া।
বিনা অপরাধে শালা বল্লু আমারি চাক্‌থসে ডাড়েয়া ॥
বেটা অহঙ্কারি তোর কাছে আর বন্দক থুইম না।
জা জারে আথাল বেটা তোক দিলাম বর।
চুন্নি পালাটি গরু হউক তোর পালের উপ্পর ॥
চুন্নি পালাটি গরু হএয়া গারস্তের থাউক পাকা ধান।
আর খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আর কান ॥
কান্দি কাটি জা'ক তোর বাপ মাওর কাছে।
ছলিয়া গুতিয়া পাঠেয়া দেউক জা গরুক পালতে ॥

বান্দা বান্দা বলি সিদ্দা চ্যাঁচাইতে নাগিল।*
বান্দা গ্যাও বান্দা গ্যাও হালুয়া প্রানের ভাই। †
বার কড়া কড়ি দ্যাও ছাইলাক বান্দা থুই॥
জখন হালুয়া রাজাক দেখিল। ১১৯০
রাজার রুপ্প দেখি হালুয়া ঢলিয়া পড়িল॥
হাউক দাউক করি হালুয়া হাল ছাড়িয়া দিল।
হালের ন্যাংরা নিল হালুয়া গালাতে পাল্‌টায়া।
করদস্ত হৈয়া কথা দ্যাএছে বলিয়া॥
হাতে পদ্দ, পাএ পদ্দ, কপালে রতন জলে। ১১৯৫
গৌর বদন শরিল নাকছে জলিবারে॥
এমন রুপ্প দেখি নাই দ্যাবের দ্যাবস্থান।
কি দিয়া গড়ছে দেহা নাকছে জলিবারে॥
জ্যামন রুপ্প আছে রাজার শরিলের উপর।
এই কি খাটিবার পারে আমার চাসা নোকের ঘর॥ ‡ ১২০০

হাড়ি সিদ্দা অখোআলক জখন রভিশাপ দিল।
চুরি পালাটি গরু হএয়া ধেনুর পালে থাকিল॥
বাম হস্ত দিয়া আবার ডাইন হস্ত ধরিল।
ঐ ঠে হতে হাড়ি সিদ্দা পন্থ ম্যালা দিল।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগ্রহীত পাঠে বিজয় হালুয়ার উল্লেখ আছে। যথা,—

ওক ছাড়িয়া গমন বিজয় হালুয়া।
সাক্ষাত উতরিল যাইয়া॥

† পাঠান্তরে 'হালুয়া প্রানের ভাই' স্থলে 'তোরা হালুয়া সকল'; গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'হালুয়ার ঘর'।

‡ পাঠান্তর —

জ্যামনতর ছাইলা দেখি ছাইলা রতন জলে।
এই নাকি থাকতে পারে আমার চাসা লোকের ঘরে॥
হাতে রতন প্যাএ রতন কপালে রতন জলে।
বেনির উপর দুইটি তারা ডগমগ করে॥

নাহি লাগে তামা কাসা নাহি লাগে সিসা ।
কোন বিধি ঘটাইছে তনু পাওয়া না জায় দিসা ॥
এমনি ইয়ার বাপ মায় ধরিয়া আছে হিয়া ।
তরুন বয়সেতে দিছে তোক বোনবাস পাঠাএয়া ॥
জ্যামন ছাইলাক দেখি ছাইলা রতন জলে । ১২০৫
ইয়ার জোগ্যমান আছে সেই হিরা নটির ঘরে ॥
সেই জে হিরা নটি বড় ভাগ্যবান ।
জোড় নাগরা * রাখিছে নটি দরজায় টাঙ্গিয়া ।
কোন ঠাকার রাজা বাস্‌সা জদি জায় আরো সাজিয়া ॥
এক ডাং ও দ্যায় দাম্মাতে জাএয়া । ১২১০
এক হাজার টাকা ন্যায় দরজাএ † গনিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম দিবে চরনত নাগাইয়া ॥
চামরের বাও দিয়া নিয়া জাবে হাকাইয়া ॥
এক হাজার টাকা জে বা দিতে নাই পারে ।
ঘাড়ে হাত দিয়া তারে চতুরার বা'র করে ॥ ১২১৫
হালুয়ার বাক্য শুনি সিদ্দার বড় খুসি হৈল ।
হালুয়াকে হাড়ি সিদ্দা আশিব্বাদ দিল ॥
জা জারে হালুয়া বেটা তোক দিলাম বর ।
জেখান গ্রামে থাক জাদু ঐ খান গ্রাম তোর ॥
হালে নাড় হালে চাড় লাম পাড়াইও চাসা । ১২২০
জত দ্যাখেন রাজা বাস্‌সা রতিত দ্যাবাগন তোমার ঘরে আসা ॥
হালুয়াকে হাড়ি সিদ্দা আশিব্বাদ দিয়া ।
হিরা নটির মহলক নাগি জাএছে চলিয়া ॥ ‡

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সগ্রংহীত পাঠে 'যোড় ঘোড় দামরা', পাঠান্তরে 'এক দাম্মা'
† পাঠান্তরে 'মাচিয়াত'।
‡ একটী পাঠে পাই, —

খাট খোট গুআ দ্যাখা জায় দিগল নারিকল ।
হুর মন্নালে দ্যাখা জায় ওটা কার বাড়ি ঘর ॥

হাড়ি সিদ্দা বলে বিধি কম্মের বোঝ ফল।
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা* এই নাও' পাড়াব। ১২২৫
ক্যামন হিরা নটি ভাগাবান নয়নে দেখিব॥
বাম হস্ত দিয়া সিদ্দা ডা'ন হাত ধরিল।
হিরা নটির মহলক নাগি পন্থ ম্যালা দিল॥
হিরা নটির* দারেতে জাএয়া সিদ্দা খাড়া হৈল।
নকরি দেখিয়া হাড়ি নাগরা বাজাবার চায়। ১২৩০
হাউক দাউক করিয়া রাজা দোআই ফিরায়॥
এক ডাং মারেন জদি নাগরাএ তুলিয়া।
এক হাজার টাকা নিবে নটি দরজাএ গনিয়া॥
কোঠে হতে টাকা দিম রাজ দুলালিয়া॥
হাড়ি বলে হারে জাদু রাজ দুলালিয়া। ১২৩৫
ভাল ভাল নাগরা থুইছে দরজাএ তুলিয়া।
নাগরা বাদ্য করি শুন রাজ দুলালিয়া।
এক ডাং মা'রে হাড়ি নাগরাএ তুলিয়া।
দুম দুম করিয়া পুরিটা উঠিলে কাপিয়া॥
নটি বলে হারে ভাড়ুয়া কার প্রানে চাও। ১২৪০
ভৈচাল জাইছে আ'জ হরি হরি কও॥*

হালুয়া বলে কথা গড্ডিয়া বচন।
আগে খাও রতিথ বেটা পিছে ঘুম জাও।
সারা কালে খাও ভিক্ষা করিয়া।
হিরা নটির বাড়ি তুই না পা'স দেখিবা॥
জখন হালুয়া ব্যানামুখথ হইল।
সোনার ভোমরা করি রাজাক ঝোলঙ্গাএ ভরিল॥

পাঠান্তর:—

নকরি থসেয়া দাম্মাত ডাং বসাইল।
ছিরা জিরা দুই বো'ন চম্‌কিয়া উঠিল॥
সোনার ঝাড়ির মুখোত গামছা বান্দি ফিকাইল॥

ফির এক ডাং মা'ল্লে হাড়ি নাগরাএ তুলিয়া।
শব্দ হইল নটির পুরি বাত্তা জানিল।
সোনালিয়া খড়ম হিরা বান্দিক মারিল॥
কোনঠাকার রাজা বাস্‌সা আ'চ্ছে চলিয়া। ১২৪৫
দুই হাজার টাকা নেইস দরজাএ গনিয়া॥
থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা নাগাল পাইল।
আর এক ডাং নাগরাএ মারিল॥
নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও।
সলেয়া সরকারক ত আইস ধরিয়া। ১২৫০
তিন হাজার টাকা থুক দপ্তরে নেখিয়া॥
নটি সরকার টাকা গ্যাখে মহলের ভিতর।
হাড়ি জানিতে পাইল বাহিরে সকল॥
তিন হাজার টাকা নটি দপ্তরে নেখিল।
টুপ্প্‌ুস করিয়া এক ডাং হাড়ি নাগরাএ ডাঙ্গাইল॥ ১২৫৫
চাইর হাজার টাকা নটি দপ্তরে নেখিল॥
থাকিতে থাকিতে হাড়ির গোসা নাগাল পাইল।
আর এক ডাং নাগরাএ ডাঙ্গাইল।
পাচ হাজার টাকা সরকার দপ্তরে নেখিল॥

কিবা কর বান্দি বেটি নিছন্তে বসিয়া।
কোন বা ঠাকার রাজা বাস্‌সা আইল চলিয়া॥
দশ ডাং দিলে দাম্মাত আসিয়া।
দশ হাজার টাকা গ্যাও মাচিয়াএ গনিয়া॥
পিত্তলের ডালি নিগা বান্দি বগলে করিয়া।
এক দুই করি দশ হাজার টাকা নেইস আরো গনিয়া॥
জখন হিয়া নটি হুকুম করিল।
পিত্তলের ডালি নিলে বান্দি বগলে করিয়া।
টাকা নিবার বাদে জাএছে বান্দি বাহেরার নাগিয়া॥

থর থর করি হাড়ি কাঁপিবার নাগিল। ১২৬০
নিন্দাম ছয় বুড়ি ভাং নাগরাএ ডাক্তাইল॥
হাতের কলম ভূমে থুইয়া সলেয়া সরকার টকটকি নাগিল॥
এক দরজা, দুই দরজা, তিন দরজা গ্যাল।
হাড়ি সিদ্দাক দেখি বান্দি চমকিয়া উঠিল॥*

পাঠান্তর —

নটি বলে হারে বান্দি কার প্রানে চাও।
দুই জন হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাও॥
এক হাজার টাকা নেইস দরজাএ গনিয়া।
সোনালি খড়ম দেইস চরনে নাগাইয়া॥
শিঘ্রগতি ধরি আয় আমার মহলক নাগিয়া॥
জখন হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাল।
ব্যারায়া বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল॥
গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া কথা বলিবার নাগিল॥
তুমি কি জাইবেন মোর মহলক নাগিয়া।
এই স্থাও সোনালি খড়ম চরনে নাগাইয়া॥
এক হাজার টাকা স্থাও আমার দরজাএ গনিয়া॥
জখন হাড়ি এ কথা শুনিল।
বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল॥
গুণ্ডা নই গুণ্ডা নই রতিথের কুঙর।
ভাল চালা বান্ধা থুইম তোর হিরা নটির ঘর॥
জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল।
জোড়হস্ত হইয়া কথা বলিতে নাগিল॥
ক্যামন চ্যালা আনছেন আমার মার বরাবর।
চ্যালা কোনা বা'র কর দেখি মোরা বইন দুই জন॥
হস্ত ধরি ধম্মি রাজাক দিলে ছাড়িয়া।
পুন্নিমার শশির নাকান উঠিল জলিয়া॥
রাজার রূপ দেখি বান্দি পইল ঢলিয়া॥

ভিতর অন্দর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল। ১২৬৫
ওগো মা ! নাই আইসে রাজা বাস্‌সা নাই আইসে সাজিয়া।
কোন ঠাগার বৈস্‌টম একটা আসছে সাজিয়া ॥
বাওন্নি মুনি কঁ্যাথা আনছে কমরে বান্দিয়া।
চাল্লিশ মুনি সোডা নিছে বগলে উঠিয়া ॥
পঞ্চাশ মুনি টোপ নিছে মস্তকে করিয়া। ১২৭০
নয় মুনিয়া লোহার খড়ম নিছে চরনে নাগায়া ॥
কান দুইটা স্থাখা জায় মা ঝাড়ি খেওয়া কুলা।
চক্‌খু দুটা স্থাখা জাএছে জ্যান সরগের তারা ॥
দন্তগুলা স্থাখা জায় মা—মাঘ মাসের মুলা ॥
ওগো বাঁন্দি জুআয় না বেটি বৈস্‌টম নিন্দিবার। ১২৭৫
তবে স্থাও চাউল কড়ি উপরে কাঁচা সোনা।
ভিক্‌খা দিয়া বিদায় করি স্থাও চাপাই বান্দি কোনা ॥
নটির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল।
সোনার বাটাত বান্দি ভিক্‌খা সাজাইল ॥
ভিক্‌খা ধরি জাএছে বান্দি বাহেরার নাগিয়া। ১২৮০
বৈস্‌টমের তরে কথা স্থাএছে বলিয়া ॥

দিদি !
এমন রুপ্প দেখি নাই স্থাবের স্থাবস্থানে।
কি দিয়া গড়ছে দেহা নাগছে জলিবারে ॥
কোন রাগোবরি গরবে দিছে ঠাক্রি।
বিশকম্মাএ গড়িছে ছেইলাক খানিক খুত নাই ॥
আমার সোমার হইলে দিদি গলাএ বান্ধি নেব।
নগরে মাগিয়া ভিক্ ঘরে বইসা খাব ॥
হাড়ি বলে হারে বান্দি কান্দ কি কারন।
দৌড় পাড়ে জা খবর জানাও হিরার বরাবর ॥
বান্দা নি নবে তোমার হিরা সকল ॥
দৌড় পাড়ে বান্দির বেটি খবর জানায় হিরার বরাবর ॥

ভিক্‌খা ন্যাও ভিক্‌খা ন্যাও রত্তিতের কোঙর।
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া জাই ঘর ॥
একে একে তুয়ে তুয়ে তিন বার বলিল।
তবু আরো হাড়ি সিদ্দা কন্নে না শুনিল ॥ ১২৮৫
বেটাক বলি বান্দি বলিতে নাগিল ॥
ভিক্‌খা নেরে বৈস্‌টম বেটা রত্তিতের কোঙর।
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া জাই ঘর ॥
জখন বান্দি দাসি বেটা বলিল।
তুর তুর করি হাড়ি গিজ্জিয়া উঠিল ॥ ১২৯০
হিরা নটির পাট পিড়া নড়িতে নাগিল।
কোদ্দ হৈয়া হাড়ি সিদ্দা বান্দিক নিন্দা করিল ॥
দক্‌খিন ছাশে থাকি বান্দি নামে ব্রম্মচারি।
বান্দি লোকের ভিক্‌খাত আমি লগ্‌গি না বের করি ॥
বারেক জদি ভিক্‌খা ছায় তোর সাইবানি সকল। ১২৯৫
তেমনিয়া ভিক্‌খা নিব রত্তিতের কোঙর ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা বান্দিক নিন্দা করিল।
চাউল কড়ি বান্দি বেটি পাক দিয়া ফ্যালাইল ॥
চাউল কড়ি ফ্যালাইতে বান্দি চ্যালাক দেখিল।
ছাইলার রুপ্প দেখি বান্দি ঢলিয়া পড়িল ॥* ১৩০০

---

*গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই,—

এই কথা সুনিয়া বান্দি না থাকিল রয়া।
হাড়ির সাক্ষাত গেল চলিয়া ॥
কেনে কেনে গুরুধন এত তুর গমন।
সিংহাসন থাকিতে কেন মৃত্তিকায় সয়ন ॥
বাসা খোড়া নাই আমার ঝোলার ভিতর।
একনা চেলা আছে ঝোলাঙ্গার ভিতর ॥
বার কড়া কড়ি থাকিয়া বান্দা থুইবার চাই।
বার কড়া কড়ি পাইলে গাঞ্জা কিনিয়া খাই ॥

ভিতর অন্দর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল ॥
ওগো মা জননি !
আমার হস্তে সে বৈস্‌টমে ভিক্‌খা ন্যায় না।
বারেক জদি ভিক্‌খা দ্যান মা সাইবানি সকল।
তেমনিয়া ভিক্‌খা ন্যায় অতিতের কোঙর ॥ ১৩০
ওগো মা জননি,—আর এক কথা শুইনাছ।
জেই রাজার বাদে তপ কর এ বার বছর।
সেই রাজা আইছে তোমার দরজার উপর ॥
জ্যামন রুপ্প আছে তার চরনের উপর।
এমন রুপ্প নাই তোমার কপালের উপর ॥* ১৩১০
জ্যান কালে হিরা নটি এ কথা শুনিল।
কোদ্দমান হৈয়া নটি কোদ্দে জলি গ্যাল ॥
এক দণ্ড দুই দণ্ড তিন দণ্ড হৈল।
ভাড়ুয়ার তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
কিবা কর ভাড়ুয়া বেটা নিছন্তে বসিয়া। ১৩১৫
জলদি বানাতের কারোআল ন্যাও আরো ঘিরিয়া ॥ †

বান্দা নাকি নিবে তোমার হিরা নটি মাই।
দেখোঁ দেখোঁ কেমন চেলা দেখিবারে চাই ॥
হাত কোনা ধরিয়া বের করিল টানিয়া।
ঢল মল করিয়া রাজা উঠিল জলিয়া ॥

পাঠান্তর :—
সেই জে বৈস্‌টম বেটা একনা চ্যাংরা আন্‌ছে মা সঙ্গে করিয়া।
তার পায়ের রুপ নাই মা জননি তোমার কপাল ভরিয়া ॥

পাঠান্তর :—
নটি বলে হায়ে বান্দি কার প্রানে চাও।
বাপ কালিয়া কাকই খানা জোগাও আনিয়া।
লাস ঠ্যাঁস করিয়া জাঙ বাহিরার নাগিয়া ॥
কোঠে আইছে ধর্ম্মিরাজা (মুঞি আইসোঁ) দেখিয়া।

হিরা নটি জাঁও তবে বাহেরার নাগিয়া।
কোন্ দেশি বৈস্টম আইসছে আইসোঁ মুঞিঃ দেখিয়া।
হিরা নটির বাক্য ভাড়ুয়া ব্রথা না করিল।
আগ দেউড়ির ভিতর আন্দর বানাতের কাওরালত ঘিরিল ॥ ১৩২০
বানাতের কাওরাওল দিয়া জাএছে চলিয়া ॥
তুই তুই আঙ্গুলি নটি তুলিয়া ফ্যালায় পাও।
ঝুনু ঝুনু বুলিয়া নুপুরে ছাড়ে রাও ॥
জখন হিরা নটি চতুরার বাহির হৈল।
এই বায় বাতাসে নটি হালিতে নাগিল ॥ ১৩২৫
জেই দিয়া হিরা নটি নয়ন তুলিয়া চায়।
থাক্ পড়িয়া মানুস, ছাবতা ভুলিয়া জায় ॥
তুই বান্দি নিলে নটি সঙ্গেতে করিয়া।
চতুরার বাহির হইয়া নটি আইল চলিয়া ॥
এক দরজা তুই দরজা তিন দরজাএ গ্যাল। ১৩৩০
বান্দা বান্দা বলি হাড়ি সিদ্দা চ্যাচাইতে নাগিল ॥
বান্দা গ্যাও বান্দা গ্যাও হিরা নটি বাই।
বার কড়া কড়ি ছাও ছাইলাক বান্দা থুই ॥
জখন হিরা নটি রাজাক দেখিল।
গৈড়মুণ্ড হইয়া রাজাক প্রনাম করিল ॥ ১৩৩৫
থাল ভরি দেই মোহর ঝোলা ভরি গ্যাও।

আনিল প্যাটেরা বান্দি ঘুচাইল ঢাকনি।
তুই নগুলে বাহির কৈল নাসের কাকই পানি ॥

এইরূপ বেশভূষার বর্ণনা মূল পাঠে পরবর্ত্তী অংশে পাওয়া যায়।

পাঠান্তর :—

জখন হিরা নটি গুপিচন্দ্র রাজাক দেখিল।
রাজার রূপ দেখি তুই বোন ঢলিয়া পড়িল ॥
বার কোড়া ক্যান বৈস্টম বার কাহন গ্যাও।

বান্দা ছান্দার কাজ্য নাই এইখানে ব্যাচাইয়া জাও ॥
এই জে—দক্‌খিন দ্যাশে থাকি বৈস্‌টম নামে ব্রম্মচারি।
পরের ছাইলাক আনি * আমি ব্যাচাইতে না পারি ॥
বার কড়া কড়ি দ্যাও মোর হস্তের উপর। ১৩৪০
বার বৎসরকার খত দ্যাওছোঁ দরজার উপর ॥
জখন্‌ হিরা নটি এ কথা শুনিল।
তিন জনা মহাজনক † ডাকাইয়া আনিল ॥
এক কিত্তা কাগজ আইল ধরিয়া।
একটা দোয়াত কলম জোগাইল আনিয়া ॥ ‡ ১৩৪৫
জখন ধম্মিরাজা দোয়াত কলম দেখিল।
হাতে কলম নিয়া রাজা খত নিখিবার নাগিল ॥
সনশ্রী § ফ্যালাইলে নিখিয়া।
নটির নাম রাজা থুইলে কাগজে নিখিয়া।
কড়ি বার কড়া থুইলে নিখিয়া ॥ ১৩৫০
তিন জন মহাজনক থুইলে সাক্‌খি করিয়া।
আপনার দিলে রাজা দস্তখত করিয়া ॥
ঐ খত দিলে হাড়ির হস্তত তুলিয়া ॥
জখন হাড়ি খত হস্ততে পাইল।

* পাঠান্তর :—
'কখন চ্যালাক হামরা'।

† গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে,—
'বন্দরর সাউদ মহাজনক'।

‡ উক্ত পাঠে,—
দোয়াত খত কলম যোগাইল আনিয়া।

§ উক্ত পাঠে,—
'সন তারিখ শ্রী'

ঐ খত নিগিয়া হাড়ি হিরা নটির হাতে দিল ॥ *
কড়ি বার কড়া আনিয়া হিরা হাড়ির হস্তে দিল ॥
হস্ত ধরিয়া রাজাক নটির হস্তে দিল ॥
জখন হিরা নটি রাজাক পাইল।
খট্ মট্ করিয়া নটি হাসিয়া উঠিল ॥
টুপুস্ টুপুস করিয়া হাড়ি মাথা দমকাইল ॥ †
বড় রুপ্প আছে চ্যালার শরিলের উপর।
তিন দিন রং তামসা হইলে জাবে জমের ঘর ॥
বাও সঞ্চরে রাজার গব্বে সোন্দাইল।

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
ধর্ম্মর নামটা কাগজত লিখিল।
ঐ কলম ফেলাইয়া দিল হাড়ির বরাবর ॥
যেন মতে হাড়ি সিদ্ধা হস্তত কলম পাইল।
রাম রাম করিয়া দস্তখৎ করিয়া দিল ॥

পাঠান্তর —
বার কোড়া কড়ি আনেক হরিদ্রা মাখিয়া।
একখান ভুটুয়া কাগজ জোগাও তো আনিয়া ॥
বার বছরি খত রাজা দেউক আরো নিখিয়া ॥
বার কোড়া কড়ি নিলে হিরা নটি হরিদ্রা মাখিয়া।
একখান কাগজ জোগাইলে আনিয়া ॥
আপানার বন্দনের খত রাজা ন্যাথে বসিয়া ॥
আহা রে কম্বোক্তা নছিব এই ছিল কপালে।
ধম্মি রাজার বন্দন হৈল হিরা নটির ঘরে ॥
খত নিখি মহারাজা দাখিল করিল।
বার কোড়া কড়ি নিয়া গুরুর হস্তে দিল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্দা হাড়ি রিদএ জপিয়া।
জোড় বাঙ্গালার দুআরে কড়ি আখিলে গাড়িয়া ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
শুন্যতে হাড়ি সিদ্দা শুন্যত গ্যালত মিশাইয়া ॥

না তিরি না পুরুস রাজাক করাইল।
কাম, ক্রোধ, রতি, মায়া সকলি টুটাইল ॥ *
জখন হিরা নটি ব্যানামুখ্খ হইল।
কড়ি বার কড়া নটির দরজাএ গাড়িল ॥
কপাল ফাড়িয়া হাড়ি ফুল বড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি পাতাল ভেজি হইল ॥ †

* পাঠান্তর —

লোভ মায়া কাম কোরধ টুটিয়া ফ্যালাইল।
না স্ত্রী না পুরুস্ ঘড়িকে করাইল ॥

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

কাম ক্রোধ মনি ভিড়িয়া বান্ধিল।
না রাণ্ডী না পুরুস রাজাক করিল ॥

একটী পাঠের অতিরিক্ত অংশ —

লকৃথি লকৃথি বলি হাড়ি ডাকাবার নাগিল।
ডাক মধ্যে লকৃথি মাতা দরশন দিল ॥
হাড়ি বলে লকৃথি মাতা কার প্রানে চাও।
রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইলাম হিরা নটির ঘরে।
বার বৎসর থাক ছেইলার নাভিত বসিয়া।
খিদা তেসটা না হয় জাদুর শরিলে আসিয়া ॥
নিদ্রালি বলিয়া হাড়ি ডাকাবার নাগিল।
ডাক মধ্যে জোগমায়া নিদ্রালি দরশন দিল ॥
নিদ্রালি আসিয়া হাড়িক প্রনাম।
কি কারনে ডাকান গুরু হামার কিবা কাম ॥
হাড়ি বলে নিদ্রালি কার প্রানে চাও।
রাজার ছেইলাক বান্ধা থুইছোঁ হিরা নটির ঘরে।
বার বচ্ছর থাক ছেইলার চউকে আরপিয়া।
নিদ্রা জ্যান না হয় জাদুর শরিলে আসিয়া ॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

যেন মত ধর্ম্মিরাজা বেনামুখ হইল।
সুনালী কুমড়া হইয়ে পাতাল ভেজিল।

চন্দ'তাল জলোত জাইয়া খিয়ানে বসিল।
উড্ডা ভাবনি হাড়ির মস্তকে গাজাইল ॥
ব্রম্মতাল ভেদিয়া হাড়ির একটা তালের গাছ ব্যারাইল।
বার বৎসর হাড়ি খিয়ানে বসিল ॥
জখনে ধম্মিরাজ গুরুক না দেখিল।
করুনা করিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল ॥
মহল হৈতে আনলে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
নটির মহলত বান্দা থুইয়া পালাইল ছাড়িয়া ॥
হিরা নটি বান্দিক বলিছে,—ওগো মা,
ত্যালে খৈলে ন্যাও রাজাক ছিনান করিয়া।
জেটে জেখান সাজে বস্ত্র দ্যাও পরিধান করিয়া ॥
ছিনান কৈরে ফুল চৌকিতে রাখ বসায়া ॥
নটির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল।
ত্যালে খৈলে মহারাজাক ছিনান করাইল ॥
জেটে জেখান সাজে বস্ত্র পরিধান করায়া।
ছিনান করায়া ফুল চৌকিতে রাখে বসায়া ॥
কিবা কর বান্দি বেটি নিচ্ছন্তে বসিয়া।
জলদি তুই সোনার পালঙ্গ নে সাজন করিয়া ॥
টাটির* উপর পাটি বিছাও এক বুক উচল।
হাউসাত্ থাকি বিছায়া দে তুই রিদয়ের কুম্মর ॥†
আস গাড়ু পাশ গাড়ু বিছাও শিয়রের মছরা।

চৌদ্দতাল জলর ভিতর যোগ আসন ধরিল।
বার বতসর থাকিল হাড়ি ধ্যান ধরিয়া ॥

পাঠান্তর—

সেনার কুমড়া হইল সিদ্দা কায়া বদলিয়া।
বার বছর থাকিল সিদ্দা পাতালে সোন্দাইয়া ॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহী পাঠ,—'সাটীর'।
† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—'ইন্দ্র কম্বল'।

হাউসাত থাকি বিছায়া দে তুই ছয় বুড়ি পাচেরা ॥
নটির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল।
জোড় বাঙ্গলাত বান্দি দাসি পালঙ্গ সাজাইল ॥
টাটির উপর পাটি বিছাইলে এক বুক উচল।
হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে রিদএর কুম্মর ॥
আস গাড়ু পাশ গাড়ু শিয়রের মছরা।
হাউসাত থাকি বিছায়া দিলে ছয় বুড়ি পাচেরা ॥
বান্দি দাসি বলে মাও পালঙ্গ হৈছে ভাল।
ইহার উপর বিছায় দ্যাও মা গোটা দশেক শাল ॥
আতর গুলাপ দিলে পালঙ্গে ছিটাইয়া।
সোনার চালন বাতি নিলে ত ধরেয়া ॥ *
দধি চিড়া দিলে নটি রাজাক বিস্তর করিয়া।
নটির জিদ্দি রাজা সইবার না পারিয়া ॥
দধি চিড়া খায় রাজা ঐখানে বসিয়া ॥
দধি চিড়া খাইয়া রাজার তুসৃট হইল মন।
কুসুমের পালঙ্গে জাইয়া রাজা করিল শয়ন ॥

* পাঠান্তর—

বাচ্চা হ'তে বিছানা ফ্যালাইতে নটি ভাল জানে।
আগে গিরদা পাছে গিরদা কোতক বালিস।
এই ঠে কোনা ধম্মি রাজা মারিবে আলিস ॥
ইন্দ্র পুরির গুআ ভাল মহুরি পান।
ধম্মি রাজা গুআ করিবা দুই খান ॥
পানের বুকত চুনের ন্যাওয়া দিয়া।
লঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রিক দিলে বিস্তর করিয়া ॥
সওআ নও গণ্ডা খিলি রাখিলে বানাইয়া।
পানের বাটা নিগা থুইলে শিতানে তুলিয়া ॥
বিদারি হুকায় মধ্যে জল বদলাইয়া।
এক ছিলিম তামাক থুইলে টিকা ধরাইয়া।
হেলান করিয়া ধম্মি রাজাক আইল ধরিয়া ॥

জে চিড়া ছাড়িলে রাজা থালোত ফ্যালায়া।
ঐ চিড়া খায় নটি বদন ভরিয়া ॥
দধি চিড়া খাইয়া নটির হরসিত মন।
রাজার চরনে জাএয়া করিলে প্রনাম ॥
জয় জোকারে নিগি রাজাক পালঙ্গে বসাইল।
পালঙ্গে বসিয়া রাজা বড় খুসি হৈল।
সাজ সাজ বলি নটি সাজিতে নাগিল ॥
নিগাল ছোরান খানি ঘুচাইল ঢাকনি।
দুই অঙ্গুলে বাইর কৈল্ল নাসের কাকই খানি ॥
কাকেয়া কাকেয়া নটি চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিতার গোড়ে পিন্দিলে মুক্তা সারি সারি ॥
কাকেয়া কাকেয়া নটি চুল করিল গোটা।
মাজ কপালে তুলিয়া পেন্দে তিলকের নওডা ফোডা ॥
প্রথমেতে পিন্দলে খোপা হাটে ট্যাংরা।
খোপার ভিতর খ্যালা খ্যালায় ছয় বুড়ি চ্যাংরা ॥
ও খোপা পিন্দি নটি রুপের দিগে চায়।
মনতে না খায় খোপা আউলাইয়া ফ্যালায় ॥
তার পাছত পিন্দে খোপা চ্যাং আর ব্যাং।
কোন জন্মে দ্যাখছেন নিকি খোপার সোল ঠ্যাং* ॥
ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রুপের দিগে চায়।
মনতে না খাইল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥

আপনার ঝারির জলে নটি রাজার ধোআয় দুই পাও।
মাথার ক্যাশে খশ্মি রাজার মোছায় দুই পাও ॥
সোনালি খড়ম দিলে রাজার চরনে নাগাইয়া।
আপনার মহলে নাগি চলিল হাটিয়া ॥

* পাঠান্তর—'তিন খান ঠ্যাং'।

তার পচ্ছাত পিন্দে খোপা নাটি আরো নটি।
ঐ খোপায় ভুড়িয়া আনে ছয় বুড়ি পাইকের নাটি ॥
ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রূপের দিগে চায়।
মনতে না খাইল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
তার পচ্ছাত পিন্দে খোপা গুঞ্জরি ভোমরা।
সন্ধা হৈলে ভোমরা নাগায় কলহার।*
এক খান খোপাএ কৈরে তিন খান দুআর ॥
এক খান দুআরে গাএতা গিত গায়।
আর এক খান দুআরে ব্রাহ্মনে তিতি চায়।
আর এক খান দুআরে নটুঁয়া নাচন পায় ॥
ঐ খোপা পিন্দিয়া নটি রুপের দিকে চায়।

* পাঠান্তর —

কাকিয়া কুকিয়া নটি চুল করিল গোটা।
মাঝ কপালে তুলিয়া মারে সেন্দুরের লৈক্‌থ ফোটা ॥
চুলের গোড়ে গোড়ে দিলে চাম্পা গোটা গোটা ॥
ও খোপা বান্ধিয়া নটি রূপ নেহালায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
আর এক খান খোপা বান্ধে ডাল মরুআর ডাল।
খোপার উপর নাগা'লে নানা ফুলের ঝাড় ॥
রাইত হ'লে ফোটে ফুল জ্যান সরগের তারা।
খোপার ফুলে খ্যালা করে গুঞ্জরের ভোমরা ॥
ও খোপা বান্ধে নটি উপ নেহালায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
এর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ তার হুনি।
খোপার ভিতর ভাসা করে বাঙ্গাল গাইয়ার টুনি ॥
ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায়।
মনত না নাগিল খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
আর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ চ্যাং ব্যাং।
আথছেন নাকি বাপু সকল খোপার তিন খান ঠ্যাং ॥

নটির ছাটাএ খোপার ছাটাএ এক লাগ্য পায় ॥
মহলে থাকিয়া নটির হরসিত মন।
বান্দি বান্দি বলি তখন ডাকে ঘন ঘন ॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
বাপ কালিয়া কাপড়ের ঝাপা আনিয়া জোগাও ॥
আনিলে প্যাটেরা বান্দি ঘুচা'লে ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল বাঙ্গালগুইয়ার শুনি ॥
ঐ সাড়ি পরে নটি উপ নেহালায়।
মনত না খাঁইল সাড়ি বান্দিকে বিলায় ॥
আর একনা সাড়ি পরে নিয়র মেলানি।
রাইত হ'লে সাড়ি খানি থাকে নিয়রে ভিজিয়া।
দিন হইলে নটির সাড়ি উঠে জলিয়া ॥
ঐ সাড়ি নিলে নটি পরিধান করিয়া।
সাড়ি আর নটি এখন গেইল মিলিয়া ॥ *
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
বাপ কালিয়া গএনার ঝাপা আনিয়া জোগাও ॥
আনিল প্যাটেরা বান্দি ঘুচা'ল ঢাকনি।
দুই নগুলে বাহির কৈল্ল নাকের নতখানি ॥
নাক মধ্যে নিলে নটি নাকের নতখানি।
হেট কানে পেন্দে ঢেরি উপর কানে চাকি ॥
গালা মধ্যে তুলে দিলে শতেশ্বরি হার।

ও খোপা বান্ধে নটি আগে পাছে চায়।
মনত না নাগে খোপা আউলিয়া ফ্যালায় ॥
আর একনা খোপা বান্ধে নাওঁ তার চালা।
ঐ খোপার উপর নাগায় নটি আলোআখোআর ম্যালা ॥
ঐ খোপাএ নটি গ্যাল মিলিয়া।
আচ্ছা জতনে খোপা আখিলে বান্ধিয়া ॥

পাঠান্তর—

আগুন পাটের সাড়ি নিলে পরিধান করিয়া।

ছুই বাহাএ তুলিয়া নিলে নয়শ রুপার তার ॥
পাএর মধ্যে তুলিয়া নিলে পাএর বাগটি।
হিন্দের উপর তুলে দিলে সোনার কাচলি ॥
ভোটগার ভুটলি সাজিল মেচগার মেচনি।
ঘর হতে ব্যারায় নটি চিতিয়া বাঘিনি ॥
পানের খিলি নিলে নটি হস্তে করিয়া।
কাঙ্কিনি গাছের গুআ নিল মছুরি গাছের পান।
এ খিলি বানায়া নটি কৈল্লে ছুই খান ॥
হেট খিলি রুপ খিলি মহর বান্দিয়া।
পানের খিলি নিলে নটি হস্তে করিয়া ॥
রাজার পালঙ্গ নাগি জাএছে চলিয়া।
এক ভাড়ুয়া ধৈল্লে মস্তকে ছত্র টাঙ্গাইয়া ॥
এক বান্দি নিলে নটিক পাঙ্খা হাকাইয়া।
আর এক বান্দি নিলে নটিক চন্দন মাখাইয়া।
কারোআল দিয়া জাএছে নটি পালঙ্গক নাগিয়া ॥ *
ডাইনে বাঞে জাইয়া নটি ভিড়িয়া বসিল।
মধুর বচনে কথা বলিতে নাগিল ॥
প্যাঙ্‌টা কথা কয় নটি বসি রাজার কাছে।
মধুর বচনে কথা কএয়া প্রান কাড়িয়া ন্যাএছে ॥
গুআ খিলি খাও রাজা পান খিলি খাও।
অভাগিয়া নটির দিকে মাথা তুলে চাও ॥ ৭

* পাঠান্তর—হাসিয়া খেলিয়া উঠিলে নটি পালঙ্কের উপর।

৭ গ্রীয়ার্স ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই,—

যেন ধর্ম্মিরাজা দুয়ারত পাও দিল।
কোলাত করিয়া রাজাক বিছানায় বসাইল।
পানর বাটা দিল হাজির করিয়া ॥
পান খিলি খাও হে রাজা গুয়া খানি খাও।
এ অভাগিনী নটী আমি মাথা তুলিয়া চাও ॥

খিলি দেখিয়া * রাজার মনে হইল খুসি।
একেবারে তুলি দিল মুখে খিলি চারি পাচি ॥
এক ডাবন দুই ডাবন তিন ডাবন † দিল।
মায় জে কইছে কথা মনত পড়িল ॥ ‡
তিন ডাবন দিয়া খিলি ওকোলে ফেলিল।
ঐটে কোনা নটির মন খাপা হইয়া গ্যাল ॥
কি তোরা পাইলেন রাজা খিলির ভিতর।
ঝারিতে জল আছে মুখ পাখল করিও।
দোসরা খিলি মুখে তুলিয়া দিও ॥
জতকে ধম্মিরাজা সরি সরি জায়।
অভাগিয়া হিরা নটি পাও বেসিয়া জায় ॥ §

* গ্রীয়াস'ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই,—' লং জায়ফল কর্পূর দেখিয়া

† গ্রীয়াস'ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে ' ডাবন ' স্থলে ' ঠাসন '।

‡ গ্রীয়াস'ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে এই স্থলে পাই,—

মাও যে করিছে বাধা মনত পড়িল ॥
পরদেস যাইয়া যাদু পড়াও বহির্ব্বাস।
আগত খাইবে গিরিলোক পশ্চাৎ তল্লাস ॥
অতিত বৈষ্ণব দেখিয়া না করিও হেলা।
গড় হয়ে পরনাম জানান যার গলত মালা ॥
ফুল গোটেক দেখিয়া ফুল না পাড়িবু।
পাখি গোটেক দেখিয়া ডিমা না মারিবু ॥
পরার স্ত্রী দেখিয়া হাস্য না করিবু ॥
সরিসাতে সরু চুবলাতে ছিন।
তখনে পাবু পরদেসর চিন ॥
মাএর কথা যেন রাজার মনত পড়িল।
রাম রাম বলিয়া পানর খিলি ঢালিয়া ফেলাইল ॥

§ গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

কেনে কেনে পান না খাও রাজরাজেশ্বর।
তোর গুনে তপ করি এ বার বৎসর ॥

মদনের জালা নটি সইবার না পারিল।
রাজার সঙ্গে নটি কৌতুক জুড়িল ॥
গোটা চারিক নটিক কথা রাজা বলিবার নাগিল ॥
কি তুমি নেহালাও নটি তোমার পাজায় পাজায় চুল।
দুই স্তন দেখি জ্যান তোর ধুতুরার ফুল ॥
উপরত দ্যাখা জায় জ্যামন শাস্ত মহাকালের ফল।
তলত ভাঙ্গিয়া দ্যাখ ছাই আর আঙ্গার ॥*

আপনা হইতে লইল পাঁচটা খিলি হস্তত করিয়া।
ধার্ম্মিকরাজার মুখত দিল তুলিয়া।
থু থু করিয়া ফেলাইল ঢালিয়া ॥
যেৎকে ধর্ম্মিরাজা সইরে সইরে বৈসে।
তেৎ কে ছিরা নটী গাও ঘিসিয়া বৈসে ॥
সার চন্দন রক্ত চন্দন রাজাক ছিটিবার লাগিল।
মা মা করিয়া রাজা নটিক ডাকিবার লাগিল ॥

পাঠান্তরে খিলি চিবাইবার কথা একেবারই নাই—

হেসে হেসে পানের খিলি রাজার মুখথে তুলি দিল।
রাম রাম বলিয়া খিলি ওগ্‌রিয়া ফেলিল ॥
কি অপরাধ পাইলেন রাজা পানের উপর।
পাশ্‌ন জুতা গনিয়া মার মস্তকের উপর ॥
রাজা বলিতেছে ওগো নটি,—
কি অপরাধ পাব পানের উপর।
পুত্র বলিয়া পালন কর এ বার বছর ॥

গ্রীয়াস ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

তোর নটীর ব্যভার দেখোঁ। খেওয়া নাটর নাও।
ঘাটত কড়ি দিয়া আদমি হয় পার।
এই মত দেখি নটী তোর ছায়ের ব্যভার ॥

হিরা নটি বলে ওগো মহারাজ —
নারি হৈয়া ফল দেই তোমাক পুরুস জাচিয়া।
এই ফল ক্যানে ফেলি দ্যান পাএ লুটিয়া ॥
রাজা বলে শুনেক নটি আমি বলি তোরে।
কি প্যাঙ্টা কর বেওলালি দুইও স্থান।
ছোটতে খাছি মাএর ফল পুন্নি রোজার মন ॥
গেইছিলাম জোড় বাঙ্গলা পন্থে অনেক দুর।
খাইয়াছিলাম নারির ফল তিতায় আর মধুর ॥
খাইয়াছিলাম নারির ফল প্যাট নাহি ভরে।
এই কারনে বান্দি সকল ভেরন খাইটা মরে ॥
জ্যামন রতুনা রানিক ছাড়ি আইছোঁ নাট মন্দির ঘরে।
তার বান্দির পাএর রুপ নাই তোর কপালের মাঝারে ॥
বান্দির পাএর রুপ নাই তোর কপাল জুরিয়া।
কি দিয়া ভুলিয়া রাখবু নিবুদ্দিয়া রাজা ॥
মদনের জ্বালা নটি সইবার না পারিল।
রাজার হস্ত ধরি নটি হিদ্দে তুলি দিল ॥
মাও মাও বলি স্তন খাইবার নাগিল ॥
নটি বলে শুন রাজা বিলাতের নাগর।
হাটুয়ার হেট নটি পাএর পএজার।
জুআয় না বোক্কা মড়া মাও বলিবার ॥
ফের ঐ রাজার হাত হিদ্দে তুলে দিল।
মাও বলি রাজা স্তন খাইবার নাগিল ॥ *

তোর নটী রূপ দেখোঁ যেন অন্ধকুপ।
হাড়ি ডোমে ছুইয়া বাবনে পাড়ে ডুব ॥
পাঠান্তর—এখন ধর্ম্মিরাজা নটিক নিন্দা করিল।
একে নাদাই পালঙ্গ হৈতে মিত্তিকাএ ফ্যালাইল।
পালঙ্গের খুটাত নাগি রাজার দন্ত ভাঙ্গিয়া গ্যাল॥

বুকে পাও দিয়া রাজাক নটি গুড়াইয়া ফেলিল। +
বান্দি বান্দি বলে নটি ডাকিবার নাগিল ॥
কথার নাগর বুড়া দিদি কথার নাগর বুড়া।
কাম কোদ্দ নাই বেটাক ভাদাই ধানের কুড়া॥
এই কারনে বন্দক থুইল হিরানটির মহলক আনিয়া ॥
জে দিছেন পোসাক আদি সব কাড়ি ন্যাও।
এক খান দ্যাও সিকা বাকুআ দুইটা জলের হাড়ি।
জল উবাইয়া ভাত খাউক ঐ হিরা নটির বাড়ি ॥
হুকুম করিলে নটি দিনে বার ভার গঙ্গাজল।
বার ভার গঙ্গার জল জোগাইবে আনিয়া।
আট ভাড়ুআয় * ধরবে রাজাক চিত্র করিয়া ॥
সোনালিয়া খড়ম দিম মুঞি চরনে নাগায়া।
রাজার বুকখে গাও ধুইম দোমায়া দোমায়া ॥
দিনান্তরে জাএয়া দিবা এক খানি সিদা।
অকারিয়া চাউল দ্যাও বিচিয়া বাত্তকি।
বিচিয়া বাত্তকি দ্যাও পুড়ি খাইতে সানা।
তাহাতে করিয়া দ্যাও লবন তৈল্ল মানা ॥
থাকিবার শয়ানে দ্যাও ছাগলের খুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দ্যাও বুড়া এক খান চটি * ॥
ছাগলের লগ্‌গি দ্যাও বেটাক হরিদ্রা বরন।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

ঘাড়ত হস্ত দিয়া রাজাক বাহের করিয়া দিল।

+ গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

চারি পহর গেল নটী বছাল করিয়া।
তাহাতেও ডাকায় ধর্ম্মি রাজা নটিক মাও বলিয়া

* পাঠান্তরে—'চাইর বান্দি'।

• পাঠান্তর—'সড়ি'

কোদাল চেচি মএলা পড়ুক শরিলের উপর।
ঝেচু পক্ষি ভাসা করুক মস্তকের উপর॥
জ্যান কালে হিরা নটি হুকুম করিল।
নয়া সিকিয়াএ বাউঙ্কা রাজাক সাজায়া দিল॥
এক খান দিলে সিকিয়া বাঙ্কুয়া দুইটা জলের হাঁড়ি।
জল ভরিবার জায় রাজা করতোয়া নদি॥
নটির পরবার হইল আগুন পাটের সাড়ি।
অই রাজার পরিবার হইলে বার গাটি ধড়ি॥
থাকিবার শয়ানে দিল ছাগলের থুপুরি।
মাঘ মাসিয়া জারতে দিল বুড়া এক খান চটি॥
ছাগলের লগ্গি হইল গাও হরিদ্রা বরন।
কোদাল চেচি মএলা পৈল শরিলের উপর॥
ঝেচু পাখি বাসা কৈল্ল মস্তকের উপর।
দিনান্তরে জাএছে দাএছে এক খানি সিদা।
অকারিয়া * চাউল দিল বিচিয়া বাগুকি।
বিচিয়া বাস্তুকি দিল পুড়িয়া খাইতে সানা।
তাহাতে করিল নটি লবন তৈল মানা॥
জল খাইতে দিলে রাজাক হাটকুড়া বাসনা।
নয়া সিকিয়া বাউঙ্কা দিলে পিতলের নাগিরি।
এখন বার বছর জল ওবাইছে হিরা নটির বাড়ি॥
এক ভাড়ুআক * দিলে নটি সঙ্গে করিয়া।
কত্তোয়ার ঘাট আসিল দ্যাখায়া॥
জখন হিরা নটি হুকুম করিল।
বার বছর নটির মহলে জল জোগাইল॥ †

---

* গ্রীয়াসর্ন সাহেবের পাঠে 'আকারি'।
গ্রীয়াসর্ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'সাত ভাড়ুয়া'।

† একটী পাঠে পাওয়া যায়—

দুই বান্দি দুইটা কলস কাখে করি নিলে।
দরিয়ার ঘাটে গিয়া দরশন দিলে॥

বার ভার পানির মাঝত এক ভার কমি পায়।
জল ভারর বদলি সাত জনে কিলায় ॥
আজি আজি কালি কালি এ বার বছর।
দিনে বার ভার জল জোগাইল নিজিয়া।
আট ভাড়ুয়ায় ধরল রাজাক চিত্র করিয়া ॥

জল ভরিয়া রাজার ভার সাজাই দিল।
জখন ধম্মি রাজা ভার কান্দে নিল।
ডাইন কান্দ রাজার ভাগিয়া পড়িল ॥
বান্দির চরনে পড়িয়া রাজা মাও দায় দিল ॥
দুই বান্দি দুইটা কলস কাথে করি নিল।
বাড়ির আটতে আনি রাজার ভার সাজাই দিল ॥
কান্দিয়া কাটিয়া রাজা ভার ধরি মহলত গ্যাল ॥
জখন হিরা নটি রাজাক দেখিল।
ঘর হইতে হিরা নটি বাহিরে ব্যারাইল॥
বুকে হাত দিয়া রাজার বুকের পরান নিল।
নাক মোচড়া কান মোচড়া রাজাক বিস্তর করি দিল ॥
বান্দির তরে কথা বলিবার নাগিল ॥
সারা ঘাটায় আনছেন কলস কাথতে করিয়া।
বাড়ির আটতে রাজাক দিছেন ভার সাজাইয়া॥
দরিয়ার ঘাটে গিয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
সত্য ছিল গঙ্গা মাতা সত্য দিল ভাও।
নর দেহ হইয়া গঙ্গা মাতা কারে পঞ্চ রাও ॥
গঙ্গা বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
এয়ার ঘরে পুজা খাইলাম এ বার বৎসর।
মএনার ছেইলার দুস্ক হইল হিরা নটির ঘর ॥
জা জা রাজার পুত্র তোক দিমু বর।
আমার ঘাটের জল হইল সোলায় পাতল ॥
এক ভার জল নিগাও বিরসে ভরিয়া।
এক বার জল নিগা দেইস বার ভার মাপিয়া ॥

সোনার খড়ম হিরা নটি চরনে নাগায়া।
রাজার বুকখে গাও ধোএছে দোমায়া দোমায়া ॥*
পাগ্গারের খাটি রাজার ফ্যালাইল ভাঙ্গিয়া ॥
ভিজা বস্ত্র চিপে ছায় রাজার মুখের উপর।
মুখ ধরিয়া কান্দে রাজা ক্কালার তিন পহর ॥
আজি আজি কালি কালি এ বার বচ্ছর।
কোদাল চাচা মএলা হৈল রাজার শরিলের উপর ॥
আ'জ মরে কা'ল মরে বাচেবার আশ্রা নাই।
নাক দিয়া পবন বেটা করে আসি জাই ॥
বার বচ্ছর বাদে রাজার মনোত পড়িল।
দরিয়ার ঘাটে জাইয়া কান্দন জুড়িল ॥
রচুনা রানির কথা আমি না শুনিলাম কানে।
জাহান হারাইতে আইলাম বুড়া মাএর বচনে ॥
জ্যান কালে ধর্ম্মি রাজা রানির নাম নিল।
সত্যের পাসা চিক্ন থুইছে চালত আউলাইয়া পড়িল ॥

জল ভরিয়া জাএক রাজ দুলালিয়া।
ফিরিয়া না স্থাখ আমার বলিয়া ॥
জল ভরিয়া রাজার হরসিত মন।
নটির মহলক নাগি করিল গমন ॥
জে জল নিগায় রাজা ঘাড়ত করিয়া।
ঐ জল দিয়া ছান করে নটি রাজার বুকত চড়িয়া ॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'দোমায়া দোমায়া' স্থলে 'ঠসক মারিয়া' এবং

ছিনান করে হিরা নটী হাসিয়া খেলিয়া ॥
ছিনান করিয়া অঙ্গে হইল বতি।
ভিজা বস্ত্র ফেলাইয়া পিন্দে সুকলা পাটর সারি ॥

রহুনা পহুনা রানি কান্দিতে নাগিল ॥*
জে দিন বোলে সত্যের পাসা পড়িবে আউলিয়া ।
নিচ্চয় বিদেশে প্রানপুতি জাইবে মরিয়া ॥
আইজ আরো সত্যের পাসা পড়িল আউলিয়া ।
নিচ্চয় বিদেশে সোআমি ধন গ্যাল মরিয়া ॥
সোআমির শোগে রানি কান্দিতে নাগিল ।
সাইল শুআ পখি পিজিরাএ শুনিল ॥
সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।
মাও ক্যানে রোদন করে চল ত্থাখতে জাই ।
ওগো মা ! তুমি কান্দ কি কারন—
আমার দুভাইর বন্দন দ্যাও আরো ছাড়িয়া ।
উড়াও দিয়া জাই মা বৈদেশ নাগিয়া ॥
মরছে কি আর বাচি আছে আসিতো দেখিয়া ॥
এলায় জদি তোমার বান্দন মুঞি ত্থাওঁ ছাড়িয়া ।
বোনের পখি বোনেতে জদি জাবেন আরো চলিয়া ।
তোমার শোগে দুই বোইন জাব মরিয়া ॥
মা এক সত্য দুই সত্য তিন সত্য হরি ।
জদি তোমাক ছাড়ি জাই মা প্রানে ফাটে মরি ॥

পাঠান্তর—

মন্দিরে থাকিয়া রানির ঘরের পসা চুরি হইল ।
রানির প্রদিপ নিবিল ॥
অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল ॥
বার বৎসর গ্যাল সোআমি আওদা করিয়া ।
ত্যার বৎসর হইল সোআমি না আইল ফিরিয়া ।
পসার চুরি হইল আমার প্রদিপ নিবিল ।
না জানি আমার সোআমি বৈদেশে মরিল ॥
অকারন করিয়া রানির ঘর কান্দন জুড়িল ।
পিঞ্জিরা থাকিয়া সারি শুয়া জানিতে পাইল ॥

সারি শুআ পক্ষি জখন সত্য করিল।
কান্দি কাটি পক্ষির বান্দন খলাস করিয়া দিল ॥*
দুধ কলা খোআইলে পক্ষিক সন্তোস করিয়া। ১৬০৫
ভোগ নাড়ু তিয়াস নাড়ু দিলে বাহাত বান্দিয়া ॥
জদি তোমার পিতার লাগ্য পাএন আরো খুজিয়া।
তিন বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া ॥
জননির আগগা নিয়া পক্ষি উড়ান কারাইল।†
মাটিতে পড়িয়া পক্ষি পাকাএ মারলে সাত। ১৬১০
একে ব্যালাএ উড়ি গ্যাল এক ঠেঙ্গিয়ার দ্যাশ ॥
এক ঠেঙ্গিয়ার দ্যাশের কথা কহন না জায়।
এক ঠ্যাংএ রান্ধে বাড়ে এক ঠ্যাংএ খায় ।‡
ভাজিবা তুরুকি ঘোড়া লাগা নাহি পায় ॥§

---

* পাঠান্তর —

ঠোঁট দিয়া পিঞ্জিরার পাতি ক্যালা'লে কাটিয়া।
মন্দিরের উপর রানির পইল উড়াও দিয়া ॥

ইহার পর গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই —

চালর খেড় নিচিয়া কন্যার নাজুত পড়ে।
কেনে কেনে মাও রোদন কর নাট মন্দির ঘরে ॥
কন্যা বলে সুন বাছা পক্ষি সকল।
বার বৎসর গেল তোর বাবা রাওনা করিয়া।
তের বৎসর ভার পাইল না আইল ফিরিয়া ॥

* পাঠান্তরে পাই —

সত্যের পসা দিছে রাজা হস্তে করিয়া।
বার বছর খেলিলাম পসা সোআমির নাম লইয়া ॥

† গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে —

জননীর চরনত পাখী পরনাম করিল।
দক্ষিন পাটনে পাখী উড়াও দিয়া গেল ॥

‡ পাঠান্তর —একে ঠ্যাংএ খায় ওরা একে ঠ্যাংএ জায় ॥

§ পাঠান্তর —তেজি ঘোড়ার আগত দৌড়ায় ॥

ও কোনা দ্যাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া। ১৬১৫
তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া ॥
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাকাত মাইল্ল সাত।
এক্কে কালে উড়িয়া গ্যাল কানপড়ার দ্যাশ ॥
কানপড়ার রাজ্যের কথা কহন না জায়।
এক কান পাড়াইয়া জায় একে কান ওড়ে। ১৬২০
পুস মাসি জার একে কানে সারে ॥
ও কোনা দ্যাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পায় খুঁজিয়া ॥
ঐঠে হৈতে পঙ্খি জোড়া পাখাত মা'ল্ল সাত।
এক্কে কালে উড়ি গ্যাল মোশা রাজার দ্যাশ ॥ ১৬২৫
মোশা রাজার আজ্যের কথা কহন না জায়।
কাউআ চিলার নাখান মোশা ভোমরিয়া ব্যাড়ায় ॥
তিন পো ব্যালা থাকতে গিরস্ত ধুমাফো নাগায়।
ঢোলত বাড়ি দিয়া মোশাক খ্যাদায় ॥
সাগাই সোদর গ্যালে তাক খাইয়া ফ্যালাইবার চায়। ১৬৩০
দুআর ছাওয়া ঠ্যাঙ্গা দিয়া মোশাক ডাঙ্গায় ॥
ও কোনা ছ্যাশে পঙ্খি ব্যাড়ায় তালাসিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলেন খুঁজিয়া ॥
মাটিতে পড়িয়া পঙ্খি পাকাত মা'ল্ল সাত।
এক্কে কালে উড়ি গ্যাল মেচ পাড়ার ছ্যাশ ॥ ১৬৩৫
মেচ পাড়ার আজ্যের কথা কহন না জায়।
এক বেটি মেচনি আছে বাম চৌক তার ট্যার।
আশি হাত কাপড়া হইলে কমরের এক ব্যাড়॥
তার সোআমির নাম হেমাই পাত্তর।
মোন দশেক ধান শুগায় পিঠের উপর ॥ ১৫৪০
তার ছোট ভাই আছে বাম ঠ্যাংয়া গোদ।
হস্তি ঘোড়ায় চলি জায় গোদের না পায় বোদ ॥

তার ছোট বইন আছে নাই তারো কোক।
নও হাড়ি পানতা খায় দশ হাড়ি ভপত ॥
তার ছোট বইন আছে নামে হদুমতানি। ১৬৪৫
আশি মন্দে পাড়িয়া কিলায় নাই চোকোত পানি ॥
ঐঠে হৈতে পখিগুলা উড়াও কারাইল।
ত্রি পাটনের ছাশে জাইয়া পখি খাড়াইল ॥
ত্রি পাটন আজ্যের কথা কহন না জায়।
মন্দে আন্দে ভাত মাইয়ায় বসিয়া খায়। ১৬৫০
হাকতে ভাত না পাইলে মন্দেরে পাড়িয়া কিলায় ॥
কত গিলা ছাশে পখি ব্যাড়ায় ত ঘুরিয়া।
গয়া গঙ্গা কাশি বিন্দাবন আসে তালাসিয়া ॥
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইল খুঁজিয়া ॥
সারন উঠিয়া বলে শুআ প্রানের ভাই। ১৬৫৫
এলাই জদি জাই মোরা মহলক নাগিয়া।
তিরি বন্দ দিবে মাও চরনে পড়িয়া ॥
দাদা,
শব্দে শুনিয়াছি আমরা খিলনদি সাগর।
উআত পড়ি মইলে পুন্য হয় বিস্তর ॥ ১৬৬০
দরিয়ার রাগো বইল নেউক মোক ভক্খন করিয়া।
ফিরিয়া না জাইম আর মহলক নাগিয়া ॥
উড়াও দিয়া জাইয়া পখি দরিয়া দেখিল।
জড়াজড়ি করিয়া পখি দরিয়াএ পড়িল ॥
গঙ্গা মাতা বলে বিধি মোর করমের ফল। ১৬৬৫
মএনার নাতি আসি পইল মোর দরিয়ার উপর ॥
জে রাগো সকল ধরিয়া করিবেন বল।
এআর জে আই আছে মএনা গেয়ানে ডাঙ্গর।
বাম হস্ত দিয়া দরিয়া ফ্যালাইবে বান্ধিয়া।
ডা'ন হাতে দরিয়ার জল ফ্যালাইবে ছেকিয়া। ১৬৭০

তোমাক মারিবে মএনা প্যাটত পাও দিয়া ॥
সাত দিন নও আইত ভাসে দরিয়ার উপর।*
তবুত ধরিয়া না খায় রাগো সকল ॥
সাত দিন নও আইত ধরি অন্ন নাই খাই।*
জে ঘাটে জল ভরে রাজার কুঙর। ১৬৭৫
ঐ ঘাটের উপর আছে বট আর পাকর ॥
উড়াও দিয়া জাইয়া পখি বৃক্খ ডালে পইল।
গোটা কএক ফল পখি বদন ভ'রে খাইল ॥
বার ভার জলে রাজার এক ভার কমি আছে।
জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় কারাইছে ॥† ১৬৮০

* পাঠান্তর —সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
কত গিলা স্থাশ তিথ আসিলাম ভ্রমনিয়া।
তবু আরো পিতার লাগ্য না পাইলাম খুজিয়া।
এমুখ না দেখাইম জননিক নিজিয়া ॥
তুমি জাও দাদা মহলক চলিয়া আমি না জাব।
আমার মাকে এই কথা বলি দিও ॥
তোমার পুত্র শুআ ছিল সে বা জলে ডুবিয়া মৈল।
জড়া জড়ি করিয়া পখি দৌড়িয়া ঝাপ দিল ॥
তাহাকে গাঙ্গিক বেটি নয়নে দেখিল।
একি ঢেউএ পখি জোড়াক কিরন চাপে দিল ॥
সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
কি অপরাধ করছি দাদা মাএর বরাবর।
এই কারনে না খায় দরিয়ার মজ্য মগর ॥
ঐঠে হইতে পখি জোড়া উড়াও কারাইল।
কণ্ডোআর ঘাটের পাড়োত জাএয়া পখি খাড়া হইল ॥

† পাঠান্তরে 'কারাইছে' স্থলে 'ধরিছে'।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
পশ্চিম ঠাল হইতে পাখী পুর্ব্ব ঠাল যায়।
ভার ধরি ধর্ম্মিরাজা জল ভরিবার যায় ॥

সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই।
এই ভারি আইসছে জল ভরিবার ॥
বাপের নাখান হাটে দাদা বাপের ছন্দন।
পিতার নাখান দেখি দাদা চুলের বান্দনা ॥*
শুআ বলে শুন দাদা সার প্রানের ভাই। ১৬৮৫
কোন বা ঠাগার শুড়ির ভারি আইসে জল ভরিবার।
ইহা কি হৈতে পারে মোর জোগ্য মার ॥
শুআ বলে শুন দাদা আমি বলি তোরে।
দন ঝগড়ার কায্য নাই ফিরতি করি শ্যাই ॥†
ভারি বেটা জল ভরুক হেড্ মুণ্ড হএয়া। ১৬৯০
উআর মাথার উপর দিয়া ব্যাড়াই উড়াও করিয়া ॥
গুপিনাথ্ গুপিনাথ বলিয়া এ ডাক ডাকাই।
জদি কালে শুড়ির ভারি হয় তো জাইবে চলিয়া।
জদি আমার পিতা হয় দেখিবে ফিরিয়া।
জদি আমার পিতা হয় নিবেত চিনিয়া ॥ ১৬৯৫
কতেক দুলে জাএয়া রাজা কতেক পন্থ পাইল।
কত্তোআর ঘাটে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা থুইল ডাঙ্গাত খসায়া।
পিতলের ঘাড়ু নিলে হস্তে করিয়া ॥
জল ভরে মহারাজা গঙ্গাএ ডাড়ায়া। ১৭০০
অকালিয়া চাউল দিলে দরিয়াত ফ্যালাইয়া ॥

* পাঠান্তর —
বাপের নাকা ধাজা গজা বাপের নাকা রাখি
বাপের নাকা দেখি ঐ চুলের বান্ধনি ॥

† পাঠান্তর—
সারন উঠিয়া বলে শুআ প্রানের ভাই।
ও কোনা কথা তোর সন্ধান না পাই ॥

দরিয়ার মাছ মগর খায় আরো ঠোকরাএয়া ।
তার তামাসা দ্যাখে রাজা দুই নয়ন ভরিয়া ॥
সাইল শুআ দুই ভাই উড়াও কারাইল ।
মাথার উপার জাএয়া রাজার ঘুরিতে নাগিল ॥* ১৭০৫
হেট মুণ্ড হইয়া রাজা জল ভরিবার নাগিল ।
মাথার উপর সারি শুআ ভোমিবার নাগিল ॥
পঙ্খির অব ছায়া জলত দেখিল ।
হেট মুণ্ড ছিল রাজার উপর মুণ্ড হইল ॥
পঙ্খি জোড়া দেখি † রাজা কান্দন জুড়িল । ১৭১০
জখন আছিলাম আমি আজ্যের ঈশ্বর ।
এই দাস্তি ‡ পাখি আমি পুইসাছি এক জোড় ॥
এখন ক'ল্লে ভগবান্ আমাক কড়াকের ভিখারি
এই মত পাখি আমি পুসিবার না পারি ॥
বার বছর হইলাম আমি বৈদেশে আসিয়া । ১৭১৫
আমাক না দেখি পঙ্খি গেইছে মরিয়া ॥§
গুপিচন্দ্র গুপিচন্দ্র বলি পঙ্খি তুলিয়া কৈল্ল রাও ।
চমৎক্রেত হৈল তবে রাজার সব্ব গাও ॥

---

* গ্রীয়ার্স´ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
জলত নামিয়া দন্ত মাজ্জিবার লাগিল ।
মাথার উপর পাখি রাজার উড়িবার লাগিল ॥

† পাঠান্তর—'কপালে মারিয়া চড়'

‡ পাঠান্তর 'এই মত'

§ এইখানে একটা পাঠের অতিরিক্ত অংশ এইরূপ —
সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই ।
চল দেখি ভারি বেটা জায় মহলক চলিয়া ।
আমার ছায়া দেখি কান্দে গঙ্গাএ দাঁড়ায়া ॥

পাঠান্তের পাওয়া যায় —
পাখি বলে শুন পিতা বলি নিবেদন ।
তোমারি খবরে আইছি ভাই দুইজন ॥

এওখানে কেউ নাই রঙ্গের বাপ ভাই।
নাম ধরিয়া কে ডাকাইলি বঙ্গের গোসাঞিঃ ॥ ১৭২০
জ্যান কালে ধর্ম্মি রাজা পখিক দেখিল।
পখিক দেখিয়া রাজা বাহা আগায়ে দিল ॥
জাদুরে—আমার নামে জদি বাছা আসছেন চলিয়া।
আইস আইস জাদুধন মোর বাহা পরসিয়া ॥
তোমার চুম্বন খাঁয়া ন্যাও মুঞি বদন ভরিয়া ॥ ১৭২৫
পখি বলে শুনেক ভাই বচন মোর হিয়া।
এমনি না পড়িম তোমার দুই বাহাতে জাএয়া ॥
কে তোর মাতা কে তোর পিতা পরিচয় দে গঙ্গাএ দাড়ায়া।
শুনিয়া পড়িম তোর দুই বাহাতে জাএয়া ॥
সাইল শুক্সা পখি জখন পরিচয় চাইল। ১৭৩০
গঙ্গাএ দাড়ায়া রাজা পরিচয় দিল ॥
জাদুরে— মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী মএনামতি মাই।
মনেয়ার পুত্র আমি গুপিচন্দ্র রাজা।
রদুনা পদুনা রানি মোর হয় ভারজা ॥
মাএর জোআবে আসছুঁ হাড়ি গুরুর সঙ্গে উদাসিন হৈয়া ॥ ১৭৩৫
জ্যান কালে পখি জোড়া পরিচয় পাইল।
উড়াও দিয়া দোন ভাই বাহাএ * পড়িল।
পখির চুম্বন মহারাজা বদন ভরি খাইল ॥
জাদুরে—মহাল হতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
বড় দুস্ক দিছে গুরু বিদেশে আনিয়া ॥ ১৭৪০
প্রথম দুস্ক দিছে আমাক জঙ্গল বাড়ির মাজে।
তার পরে দুস্ক দিছে তপত বালার মাঝে ॥
তার পরে দুস্ক দিছে কলিঙ্কার বন্দরে।

* গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে 'বাহাএ' স্থলে 'বাজুত'।

রাজার ন্যাংটি ধোপানি চিলাত নিলেন উড়িয়া।
সেও ন্যাংটি দিল মাজ দরিয়ায় ছাড়িয়া॥
আগব বোয়াইলে ন্যাংটি ফ্যালাইল গিলিয়া।
ন্যাংটি বুলি কান্দে রাজা গঙ্গাএ দাড়ায়া॥
জাদুরে পরিবার দিছে আমাক বার গাইঠা ধড়ি। ১৭৯০
মারগে ভিজাই মারগে শুকাই আর নাই জে পরি॥
এই ন্যাংটি নিগ্যাল মোর চিলায় উড়ায়া।
কি পিন্দিয়া জাব নটিক মহলক নাগিয়া॥
ন্যাংটি বুলিয়া রাজা কান্দিতে নাগিল।
রাজার কান্দনে গঙ্গা মাতার দয়া জরমিল॥ ১৭৯৫
শন্য করি ধবল বস্ত্র দিলেত ভাসাইয়া।
ঐ বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া॥*
হাসিয়া উঠিল রাজা ডাঙ্গার নাগিয়া।
তিনো বাপতে জল পান খান ডাঙ্গাত বসিয়া॥
নাড়ু খাইয়া রাজার হরসিত মন। ১৮০০
দরিয়ার জল দিয়া রাজা করিল আচমন॥
নাকর পাকর † দুইটা পাত আনিল ছিড়িয়া।
দাদ দিয়া কলম মাঠাইলে বসিয়া॥
ডাইন হস্ত দিয়া রাজা বাওঁ উরাত ফাড়িল।
ঐ অক্ত দিয়া নেখন নেখিবার নাগিল॥‡ ১৮০৫

* পাঠান্তর—রাজার কান্দন দেখি মদন গোপালের দয়া হৈল।
বাজার নেংটি মদন গোপাল আনিয়া জোগাইল॥
এই বস্ত্র নিলে রাজা পরিধান করিয়া॥

† পাঠান্তরে—'নাইকেলের পাইকোর'।

‡ পাঠান্তর—অক্‌থয় বটের পাত দুকুনা আন্‌ছে ছিড়িয়া।
আপনার কানেয়া আঙ্গুল নিলে দন্তে ফারিয়া॥
জত দুস্ক দিলেন পত্রে লিখিয়া॥

রতুনা রানির পত্র ন্যাখে হাসিয়া খেলিয়া।
আর না জাব রানি মহলক ফিরিয়া ॥
নিচ্ছয় তুমি হিল্লা করেন ভাই খেতুয়াট্রে জাএয়া ॥
জ্যামন রাজাই ছাড়িয়াছি নাট মন্দির ঘরে।
ত্রেগুন রাজাই পাছি আসি বৈদেশ সহরে ॥* ১৮১০
এখন জননির পত্র ন্যাখেন কান্দিয়া কাটিয়া,—
সুমাও হইলে নিবেন উদ্ধার করিয়া।
কুমাও হইলে থুইবেন পাপত ফ্যালায়া ॥
ওগো মা—মহল হৈতে আনছে গুরু বুধ ভরসা দিয়া।
প্রথম দুস্ক দিছে আমাক জঙ্গলে ফ্যালায়া। ১৮১৫
তার পর দুস্ক দিছে তপত বালার মাজে।
তাহার পর দুস্ক দিছে কলিঙ্কার বাজারে ॥
বান্দা থুইয়া পালাইছে গুরু হিরা নটির ঘরে ॥
সেই হিরার পরিতে হৈছে বার গাইটা ধড়ি।
মারগে শুকাই মারগে ভিজাই আর নাই জে পরি ॥ ১৮২০
থাকবার শয়ানে দিছে মোক ছাগলের কুটুরি।
মাঘ মাসিয়া জারত দিছে মা বুড়া এক খান চটি ॥
মা, ছাগলের লগ্‌গি গাও হইছে মোর হরিদ্রা বরন।
কোদাল চাচি মএলা পইছে মোক শরিলের উপর।
ঝেচু পঙ্খি বাসা কইছে মা মোর মস্তকের উপর ॥ ১৮২৫
দিনান্তরে দ্যায় মা এক খানা সিদা।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে —

নাকিড়ি পাকিড়ি পাত আনিলেন ছিড়িয়া।
দাঁত দিয়া খাগড়ার কলম মাঠাইলে বসিয়া ॥
কাঞ্চী অঙ্গুলী দিয়া বাঁও উড়াত ফাড়িল।
ঐ রক্ত দিয়া লেখন লিখিবার লাগিল ॥

* পাঠান্তর —

তুনা রাজা হছি আমি শ্রীকলার বন্দরে ॥

অকালিয়া চাউল দ্যায় মা বিচিয়া বাত্তকি।
বিচিয়া বাত্তকি দ্যায় মা পুড়ি খাইতে সানা।
তাহাতে করিয়া দিছে লবন তৈল্ল মানা॥
মা,—নয়া সিকিয়া বাউথ্যা দিছে মোক পিতলের নাগিরি। ১৮৩০
বার বছর জল উবাইছোঁ হিরা নটির বাড়ি॥
বার ভার গঙ্গার জল জোগাওঁ নিজিয়া।
আট ভাড়ুআয় ধরে মোক চিত্র করিয়া॥
হিরা নটি গা ধোয় মা মোক বুক্‌খতে চড়িয়া।
পাঞ্জারের খাটি মা মোক ফ্যালাইছে ভাঙ্গিয়া॥ ১৮৩৫
বার ভার জলের মধ্যে জদি এক ভার কমি পায়।
সাত মদ্দক নাগি দিয়া সাত বার কিলায়॥
সুক্কের নেখন নিখিয়া দিলে শুআর বরাবর।
দুক্কের নেখন নিখিয়া দিলে সারির বরাবর॥*
জখন পখি জোড়া লিখন পাইল। ১৮৪০
পিতার চরনে পখি প্রনাম করিল॥
জল ধরিয়া ভারি বেটা নটির মহলক গ্যাল।
আট ভাড়ুআয় ধরছে রাজাক চিত্র করিয়া।
হিরা নটি গাও ধোয় বুক্‌খত চড়িয়া॥
মহলক নাগিয়া পখ্খি জাএছে উড়িয়া। ১৮৪৫
মাটিতে পড়িয়া পখ্খি উড়াও কারাইল।
ফেরুসাতে জাএয়া পখ্খি খাড়া হৈল॥

পাঠান্তর—

সারন উঠিয়া বলে শুয়া প্রানের ভাই।
কোনটা হয় হিরা নটি চল দেখিবার জাই॥
উড়াও দিয়া জাইয়া পখ্খি নটির বাঙ্গলাএ পড়িল।
নানা শব্দে বুলি বুলিবার লাগিল॥
ঘর হ'তে হিরা নটি বাহেরাএ ব্যারাল।
বান্দি বান্দি বলে নটি ডাকাবার নাগিল॥

বাঁশের চরকা নিছে মএনা বাঁশের টাকুয়া।
শিমুলের তুলা নিছে এ পাইজ করিয়া।
বুড়ি মএনা চরকা কাটে দুআরে বসিয়া॥ ১৮৫০
মুখের আগে জাএয়া পখি লিখন ফ্যালায়া দিল।*
পখিক দেখিয়া মএনা গাইলাইতে নাগিল॥
কোন ভাউজের বেটি ভাউজ দিছে পাখি ছাড়িয়া।
সে ভাউজক মারুম এলায় নোআর ছড়ি দিয়া॥
সার বলে শুন দাদা শুআ প্রানের ভাই। ১৮৫৫
পিতার খবর ওহে দাদা আম্ন নিখিয়া।
মাও জে মারিবার চায় নোআর ছড়ি দিয়া॥
দ্যাখ দ্যাখ এ বুড়ি শালি তোর মুণ্ডু খান পড়িয়া।
তার পর জাএয়া মারিস নোআর ছড়ি দিয়া॥

কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
ভাল পখি আসিয়া পইল মোর মন্দিরের পর।
পখি ধরিয়া থোবো পিঞ্জেরার ভিতর॥
দুগ্দ চাউল নইয়া নটি ডাকিবার নাগিল।
উড়াও দিয়া দুই পখি নটির দুই বাহাএ পড়িল॥
দুগ্দ চাউল খায় পখি ট্যার চক্খে চায়।
ডা'ন হস্ত দিয়া নটি পখি ধরিবার চায়।
বাওঁ চক্খু ধরিয়া নটির পখি উড়িয়া পালায়॥
আইও বাবা বলিয়া নটি কান্দিতে নাগিল।
ওঠে আসিয়া পখির হরসিত মন।
মেচপুরের রাজ্যে গিয়া দিল দরশন॥
মেচ পাড়া জাইয়া পখি নয়ান তুইলা চায়।
আপনার বাড়ি ঘর খানিক জ্ঞাখা জায়॥
ওঠে থাকিয়া পখির হরসিত মন।
সুন্দরির মহলে জাইয়া দিলে দরশন॥

গ্রীয়াস'ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
চাল ছেন্দা করিয়া লেখন দিল ফেলাইয়া।

জ্যান কালে বুড়ি মএনা একথা শুনিল। ১৮৬০
চরকা কাটা নড়ি দিয়া লিখন টানিয়া আনিল।
রক্‌খর ধরিলে মএনা রক্‌খর চিনিল॥
চরকা টাকুআ বুড়ি মএনা কপালে ভাঙ্গিল।*
রানির মহলক নাগি পঙ্খি উড়াও দিয়া গ্যাল॥
জ্যান কালে রদুনা রানি পঙ্খিক দেখিল। ১৮৬৫
রানির পত্রণ† পঙ্খি জোড়া রানিরে ফ্যালায়া দিল॥
রক্‌খর ধরিয়া রানি রুক্‌খর পড়িল।
খট্‌ খট্‌ করি দোনা বইনে হাসিয়া উঠিল॥
দিদি আরতো না আসবে রাজা দ্যাশে চলিয়া।
হিল্লা করবার কএছে আমাক খেতুআর কাছে জাএয়া॥ ১৮৭০
জ্যামন বোলে রাজাই ছাড়ি গেইছে বৈদেশ নাগিয়া।
ত্রিগুন রাজাই পাইছে দিদি বৈদেশত জাএয়া॥
জ্যামন বোলে রানি ছাড়ি গেইছে নাট মন্দির ঘরে।
ত্রিগুন রানি পাইছে রাজা বৈদেশ সহরে॥
দিদি এমনি জদি তুই বইনে জাইতো মরিয়া। ১৮৭৫
তবু খেতুক ভাত খাব না পাটতে বসিয়া॥
এই পখি জোড়া নিব সঙ্গে করিয়া।
কোঠে আছে মহারাজ দেখিব আসিয়া॥
জে দ্যাশেতে খাইবে রাজা রাজস্ব করিয়া।
ঐ রানির খাইব দিদি বান্দি রুপ হৈয়া॥ ১৮৮০
ঐ দ্যাশত নাগি দিদি জাবতো চলিয়া॥
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, তিন দণ্ড হৈল।
ক্রোদ্দমান হৈয়া মএনা ক্রোদ্দে জলি গ্যাল॥

পাঠান্তর —
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল।
পাঠান্তরে 'রানির পত্র' স্থলে 'সুক্কের লেখন'

আমার ছাইলাক নিগাইছে বুধ ভরসা দিয়া।
এই দুস্ক ক্যান গুাএছে বিদেশে নিজিয়া ॥ ১৮৮৫
সোআরিত করিয়া জাদুক সোল কাহারে বয়।
তাহার শরিলে কি এত দুক্‌খ সয় ॥
তেমনিয়া মএনা বুড়ি এই নাওঁ পাড়াব।
তিন দিনকার মধ্যে ছাইলাক আনায়া নিব ॥
মহামন্ত্র গিয়ান মএনা হৃদএ জপিল। ১৮৯০
কপাল ফাড়িয়া মএনা ধেয়ানত বসিল ॥
ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ির পাতালে নাগাল পায় ॥
বজ্র চাপড় হাড়িক মএনা মারিলে তুলিয়া।
ধেয়ানে ছিল হাড়ি উঠিল চমকিয়া ॥ ১৮৯৫
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
আমার নাকান সিদ্দা নাই সায়ালের ভিতর।
তপ ভঙ্গ ক'ল্লে কাঁয় আমাক ঘড়িকের ভিতর ॥
ধেয়ানের হাড়ি সিদ্দা ধেযান করি চায়।
ধিয়ানের মধ্যে হাড়ি মএনার নাগাল পায় ॥* ১৯০০
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলাক বান্দা থুইছোঁ হিরা নটির ঘরে।
মইল কি বস্তিল ছেইলা না গ্যালাম খবরে ॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

ধ্যানত ময়না বুড়ী ধ্যান করি চায়।
চৌদ্দ তাল জলর ভিতর হাড়ির লাগাল পায়
থরুপা জ্ঞান মাইল্লে তুলিয়া।
চাক ভাঁয় হাড়ি সিদ্ধার ফেলাইল কাটিয়া।
সরদি সাগর দিয়া যাছে ভাসিয়া।
চুল জোড়া ধরিয়া ময়না ডাঙ্গাত উঠাইল ॥

জ্যান কালে বুড়ি মএনা একথা শুনিল। ১৮৬০
চরকা কাটা নড়ি দিয়া লিখন টানিয়া আনিল।
রক্খর ধরিলে মএনা রক্খর চিনিল ॥
চরকা টাকুআ বুড়ি মএনা কপালে ভাঙ্গিল।*
রানির মহলক নাগি পঙ্খি উড়াও দিয়া গ্যাল ॥
জ্যান কালে রদুনা রানি পঙ্খিক দেখিল। ১৮৬৫
রানির পত্র† পঙ্খি জোড়া রানিরে ফ্যালায়া দিল ॥
রক্খর ধরিয়া রানি রক্খর পড়িল।
খট্ খট্ করি দোনা বইনে হাসিয়া উঠিল ॥
দিদি আরতো না আসবে রাজা দ্যাশে চলিয়া।
হিল্লা করবার কএছে আমাক খেতুআর কাছে জাএয়া ॥ ১৮৭০
জ্যামন বোলে রাজাই ছাড়ি গেইছে বৈদেশ নাগিয়া।
ত্রিগুন রাজাই পাইছে দিদি বৈদেশত জাএয়া ॥
জ্যামন বোলে রানি ছাড়ি গেইছে নাট মন্দির ঘরে।
ত্রিগুন রানি পাইছে রাজা বৈদেশ সহরে ॥
দিদি এমনি জদি দুই বইনে জাইতো মরিয়া। ১৮৭৫
তবু খেতুক ভাত খাব না পাটতে বসিয়া ॥
এই পখি জোড়া নিব সঙ্গে করিয়া।
কোঠে আছে মহারাজ দেখিব আসিয়া ॥
জে দ্যাশেতে খাইবে রাজা রাজস্ব করিয়া।
ঐ রানির খাইব দিদি বান্দি রুপ হৈয়া ॥ ১৮৮০
ঐ দ্যাশত নাগি দিদি জাবতো চলিয়া ॥
এক দণ্ড, দুই দণ্ড, তিন দণ্ড হৈল।
ক্রোদ্দমান হৈয়া মএনা ক্রোদ্দে জলি গ্যাল ॥

* পাঠান্তর—
কপালে মারিয়া চড় কান্দন জুড়িল।

† পাঠান্তরে 'রানির পত্র' স্থলে 'সুক্কের লেখন'

আমার ছাইলাক নিগাইছে বুধ ভরসা দিয়া।
এই দুস্ক ক্যান ছাএছে বিদেশে নিজিয়া॥ ১৮৮৫
সোআরিত করিয়া জাদুক সোল কাহারে বয়।
তাহার শরিলে কি এত দুক্‌খ সয়॥
তেমনিয়া মএনা বুড়ি এই নাওঁ পাড়াব।
তিন দিনকার মধ্যে ছাইলাক আনায়া নিব॥
মহামন্ত্র গিয়ান মএনা হৃদএ জপিল। ১৮৯০
কপাল ফাড়িয়া মএনা ধেয়ানত বসিল॥
ধেয়ানের মএনামতি ধেয়ান করি চায়।
ধেয়ানের মধ্যে হাড়ির পাতালে নাগাল পায়॥
বজ্র চাপড় হাড়িক মএনা মারিলে তুলিয়া।
ধেয়ানে ছিল হাড়ি উঠিল চমকিয়া॥ ১৮৯৫
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
আমার নাকান সিদ্দা নাই সায়ালের ভিতর।
তপ ভঙ্গ ক'ল্লে কাঁয় আমাক ঘড়িকের ভিতর॥
ধেয়ানের হাড়ি সিদ্দা ধেযান করি চায়।
ধিয়ানের মধ্যে হাড়ি মএনার নাগাল পায়॥ ১৯০০
হাড়ি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলাক বান্দা থুইছোঁ হিরা নটির ঘরে।
মইল কি বত্তিল ছেইলা না গ্যালাম খবরে॥

গ্রীয়াসন সাহেবের সংগৃহীত পাঠ—

ধ্যানত ময়না বুড়ী ধ্যান করি চায়।
চৌদ্দ তাল জলর ভিতর হাড়ির লাগাল পায়॥
থরুপা স্তান মাইল্লে তুলিয়া।
চাক ভাঁয় হাড়ি সিদ্ধার ফেলাইল কাটিয়া।
সরদি সাগর দিয়া যাছে ভাসিয়া।
চুল জোড়া ধরিয়া ময়না ডাঙ্গাত উঠাইল॥

তালের গাছ থুইলে হাড়ি পৃথিমিতে গাড়িয়া।
উঠিলে হাড়ি সিদ্দা গাও মোড়া দিয়া ॥ ১৯০৫
সাজ সাজ বলিয়া সিদ্দা হাড়ি সাজিতে নাগিল।
বাওন্নমনি কাঁথা নিল কোমরে·বান্দিয়া।
আশিমনি সোডা নিলে কপালে ডাবিয়া ॥
নয়মনিয়া খড়ম নিলে চরনে নাগায়া।
মন পঞ্চাশে ভাঙ্গের গুড়া মুখের মধ্যে দিয়া। ১৯১০
কলসি দশেক জল দিয়া ফ্যালাইল গিলিয়া ॥
আর গৈড় মার গৈড় তিন গৈড় দিয়া।

বজ্জর চাপড় হাড়িক কসিয়া মারিল।
ধ্যানত আছিল হাড়ি চমকিয়া উঠিল ॥
ধ্যানত হাড়ী গুরু ধ্যান করি চায়।
ধ্যানর মাঝত ময়নার লাগাল পায় ॥
যাঁও যাঁও দিদি রাজাক নাগিয়া।
তোর বেটাক উদ্ধার করিলে পিছে খামু গাঞ্জা ॥

পাঠান্তর —

আগে ছেইলাক উদ্ধারিয়া পিছে গাজা খাব।

ইহার পর গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

যদি কালে ছাইলার জ্ঞান অল্প দেখিব।
চাই ভস্ম করিয়া হাড়ি তোক যম ঘর পাঠাব ॥

পাঠান্তরে পাই—

বাজ্জস্ত চাপড় মিত্তিঙ্গাএ মারিল।
পাতালেতে সিদ্দার আসন নড়িল ॥
বট থাগর' গাওত ডাঙ্গাইতে নাগিল।
সাজ সাজ বলি সিদ্দা সাজিতে নাগিল ॥
দিদির ছাইলাক বন্দক থুইছি হিরা নটির ঘরে।
এই কারনে ডাঙ্গায় দিদি কানে আর কপালে ॥
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা এই নাওঁ পাড়াব।
দিদির ছাইলাক আনি দিয়া তেমনি লজ্জা দিব ॥

পুঠি চৌদ্দ ধুলা নিলে হিরদে মাখিয়া।
ওঠে এলা হাড়ি সিদ্দা গা মোড়া দিয়া॥
সগ গতে ঠেকিল মাথা হুটুস করিয়া॥ ১৯১৫
একনা পাও বাড়ায়া ফ্যালায় আশে আর পাশে।
আর এক পাও বাড়াইয়া ফ্যালায় বিরাশি কোশে॥
জেওখানে হাড়ি সিদ্দা পাও ফ্যালায়া জায় ভারি।
সেওখানে হএ জায় কুমল পুকরি॥
ছয় মাসের আস্তা হাড়ি ছয় দণ্ডে গ্যাল। ১৯২০
কত্তোয়ার ঘাটে জাএয়া সিদ্দা খাড়া হৈল॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
ন্যাঙ্গা ঘাটিয়াল হৈল কায়া বদলিয়া॥
বার ভার, জলের মধ্যে রাজার এক ভার কমি আছে।
জল ভারের বাদে রাজা এ দৌড় ধরিছে॥ ১৯২৫
ঘাটের পর জাএয়া রুপস্থিত হৈল।
নয়নেক গুরুক দেখি গুরুক চিনিল॥
নয়া সিকিয়া বাউঙ্খা দিলে জলতে ভাসায়া।
পিতলের নাগিরি রাজা ডাঙ্গেয়া ভাঙ্গিল।
গুরুর চরনে ধরি রাজা কান্দিতে নাগিল॥* ১৯৩০
রাজার কান্দন দেখি গুরুর দয়া হৈল।
বাও ছঞ্চরে হাড়ি সিদ্দা রাজার গবে সোন্দাইল।
পাপ অপরাধ কিছুই না পাইল॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

মাথার চুল রাজা দুই অৰ্দ্ধ করিল।
হাড়ির চরনত রাজা পাড়ল ভজিয়া॥
ঐ ধৰ্ম্মি রাজাক ঝোলঙ্গায় ভড়িয়া।
নটীর মহলত গেল চলিয়া॥

টোরা মাছ করিয়া রাজাক ঝুলিত ভরি নিল ॥ *
হিরা নটির মহলক নাগি পন্থ ম্যালা দিল। ১৯৩৫
লকুড়ি খসায়া দামাক ডাং দশেক দিল ॥ †
হিরা জিরা দুই বোইন চমকিয়া উঠিল।
ঝারির মুখের গামছা দিয়া বান্দিক ফিকাইল ॥
জাও জাও বান্দি বেটি বাহিরাক নাগিয়া।
কোন দ্যাশের রাজা আইসছে আইসত দেখিয়া ॥ ১৯৪০
নটির বাক্য বান্দি দাসি ব্রথা না করিল।
বাহেরাক নাগিয়া বান্দি গমন করিল ॥
হাড়ি সিদ্দাক দেখি বান্দি চমকিয়া উঠিল।
ভিতর অন্দর জাএয়া নটিক বলিতে নাগিল ॥ ॥‡

পাঠান্তর—
হাড়ি বলে হারে বাছা রাজ দুলালিয়া।
কান্দন না বাপধন কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরিল হইছে জরজর ॥
কপাল ফাড়িয়া রাজার ফুলবড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা করিয়া রাজাক হাড়ি ঝোলঙ্গায় ডুবাইল ॥
নটির মহলক নাগি জাত্রা করিল ॥

গ্রীয়াস´ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে এইখানে পাই—
নটীর মহলত যায়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
দুম দুম করি পুরি নড়িবার লাগিল ॥

পাঠান্তর—
দুআরের জোড় নাগরা নটির ডাঙ্গিয়া ভাঙ্গিল।
দুইজনা হিরার বান্দি সাজিয়া ব্যারাইল ॥
ব্যারাইয়া বান্দির ঘর হাড়িক দেখিল।
গৈড়মণ্ড হইয়া বান্দি হাড়িক প্রনাম করিল ॥
হাড়ি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড়।
দৌড় পাড়িয়া খবর জানাও তোর হিরার বরাবর ॥

ওগোমা,—নাই আসে রাজা বাস্‌সা নাই আসে সাজিয়া। ১৯৪৫
ও খেপির বৈরাগিটা আসছে সাজিয়া ॥
জ্যানকালে হিরা নটি হাড়ির নাম শুনিল।
হাতে মাতে দোনো বইনে চমকিয়া উঠিল ॥
বান্দির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
কিবা কর বান্দি বেটি নিছস্তে বসিয়া। ১৯৫০
পাচখানি পোসাক নে ঝাম্পাএ করিয়া ॥
ত্যাল খইলা নে বান্দি তুই কোটরা ভরিয়া।
বাইরে বাইরে জা কত্তোয়ার ঘাটতো নাগিয়া ॥
ত্যাল খইলে মহারাজাক নে ছিনান করিয়া।
পাচখানি পোসাক দেইস পরিধান করিয়া * ১৯৫৫
কানপাই ঘোড়াত চড়ি আন তো জলদি করিয়া ॥ ✝
হিরা নটি জখন বান্দিক হুকুম করিল।
কানপাই ঘোড়া বান্দি সাজাইতে নাগিল ॥
পাচখানা পোসাক নিলে ঝাম্পায় করিয়া।
ত্যাল খৈলা নিলে বান্দি কোটরাএ ভরিয়া ॥ ১৯৬০

কড়ি বার কড়া নেউক ওর দরজায় গনিয়া।
আমার ঘরের সুন্দর চ্যালা দেউকতো আনিয়া ॥
দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল।
জেই রাজা বান্দা থুইছে হাড়ি লঙ্কেশ্বর।
সেই হাড়ি আইছে তোমার দরজার উপর ॥

পাঠান্তর—

মেহি মেহি কাপড় ন্যাও বোকনা করিয়া।
আচ্ছা জতনে রাজাক সেনান করাইয়া।
জেইঠে জেখান কাপড় শোভে সউক ন্যাও পরিয়া ॥

পাঠান্তর—

পাছ দুয়ার দিয়া রাজাক আইস ধরিয়া।

পাছ দেউড়ি দিয়া জাএছে ঘাটক নাগিয়া *
নয়া সিকিয়া বাউখা ব্যাড়াএ জলতে ভাসিয়া ॥
পিতলের গাড়ু আছে ডাঙ্গাত গুড়া হএয়া ॥
ইহাকে দেখিয়া বান্দি ফিরিয়া ঘরত গ্যাল ।
হিরা জিরা দুইটা নটিক বলিতে নাগিল ॥ ১৯৬৫
মা জে দুস্ক দিলেন রাজাক নাটমন্দির ঘরে ।
দুস্ক পাএয়া মরি গেইছে দরিয়া মাঝারে ॥
পিতলের গাড়ু দুটা আছে ডাঙ্গাত গুড়া হৈয়া ।
নয়া সিকিয়া বাউখা ব্যাড়ায় জলতে ভাসিয়া ॥
দুস্ক পাইয়া রাজার ছাইলা গেইছে মরিয়া । ১৯৭০
কি জব দিবেন এখন হাড়ির সাক্‌খাত জাএয়া ॥
ফিরি আসি বান্দি দাসি একথা বলিল ।
অন্তর ধিয়ানে হাড়ি জানিতে পাইল ॥
তুর তুর বলি সিদ্দা গিজ্জিতে নাগিল ।
নটি,—বার কড়া কড়ি নে তোর হিসাব করিয়া । ১৯৭৫
জলদি আমার ছেইলাক জোগাওতো আনিয়া ॥
চ্যালা বলি হাড়ি সিদ্দা গিজ্জিতে নাগিল ।
সোনার খড়ম পাএ দিয়া নটি চটকিয়া ব্যারাল ॥*

* পাঠান্তর—

পাছ দুয়ার দিয়া বান্দি গ্যাল চলিয়া ।
আগ দুয়ারে হিরা নটি ব্যারাইল সাজিয়া ॥

* গ্রীয়ার্স´ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে বান্দীর নিকট হাড়ির আগমনবার্ত্তা শুনিবার পর—

এই কথা সুনিয়া নটী কোন কাম করিল ।
ঘরর ভিতর নটী লুকিয়া রহিল ॥
নটী লুকাইয়া রইল মনে আর মনে ।
হাড়ি সিদ্ধা জানিতে পাইল অন্তর ধ্যানে ॥
হাতর আসা নড়ি মারিল তুলিয়া ॥

এলায় তোমার চ্যালা আছিল পালঙ্কে বসিয়া।
পাশা খ্যালার জন্য গ্যাল বন্দর নাগিয়া ॥ † ১৯৮০
ঝোলাত থাকি ধর্ম্মিরাজা নড়ে আর চড়ে।
বাম বগল দিয়া সিন্দা চিপি চিপি ধরে ॥ ‡
এক দণ্ড থাক জাদু ধৈরন ধরিয়া।

তোক বলোঁ আসা নড়ি বাক্য মোর ধর।
হাত গলত বান্ধিয়া হিরা নটিক হাজির কর ॥
এক আজ্ঞা পাইলে সহস্র আজ্ঞা পাইল।
গর্জ্জিয়া হিরানটীর মহলত সোন্দাইল ॥
ঢেকাইতে ঢেকাইতে নটি বাইর কৈরে আনিল।
বার কড়া কড়ি হাড়ী তখন উঠাইল ॥
বার বৎসরিয়া খত নটী আনিয়া যোগাইল।
বার কড়া কড়ী গনিয়া নটীর হাতত দিল ॥
নটীর হাতর খতখান হাড়ীর হাতত দিল।
রাম রাম বলিয়া খত ফাড়িয়া ফেলাইল ॥

পাঠান্তর

তোমার ঘরের চ্যাংরাকোন অয় বড় রসিয়া।
কড়ি ধরি খ্যালাবার গ্যাছে বন্দরের ভিতর ॥
হাড়ি বলে হারে নটি তোর গালে পড়ুক চড়।
হয় মোর অসিয়া ছোঁড়া জোগাও আনিয়া।
কড়ি বার কড়া ন্যাও তোমার দরজাএ গনিয়া ॥
নটি বলে হারে হাড়ি কার প্রানে চাও।
বড়াবড়ি কথা কইস তুই আমাব বরাবর।
তোমার চ্যালা আমার সঙ্গে ক'চ্ছে নড়ানড়ি।
ঝুলি কাঁথা বেচাইয়া নিম তোর খরচের কড়ি ॥
জখন ঐ হিরা নটি ডম্ফ কথা বলে।
ঝোলঙ্গায় থাকিয়া রাজা খচর মচর করে ॥

পাঠান্তরে 'বাম বগলে' স্থলে 'বাম উরাত'।

আর গোটা চারিক গল্প সালির মুঞি শোনোঁ বসিয়া ।*।
হিরা বলে—আজকার মোনে থাক বৈস্টম ধৈরন ধরিয়া । ১৯৮৫
কাল প্রাতকে তোমার চ্যালাক দিবতো আনিয়া ॥
তেমনিয়া হাড়ি সিদ্দা আমি এই নাওঁ পাড়াব ।
দিনতে ত্রলায় আত্রি আমি ঘড়িকে করাব ॥
সরগের তারা থুইলে সিদ্দা কোথায় লুকিয়া ।
চান স্থয্য থুইল সিদ্দা দুই কানে ভরিয়া ॥ ১৯৯০
জল কুআ হাড়ি ম্যাঘ দিলেতো নাগিয়া ॥
আত্রি করে ঝিকি মিকি কোকিলাএ কারে রাও ।
শেত কাউআয় বলে রাত্রি প্রোভাও প্রোভাও ॥
আমার চ্যালাক হিরা নটি আনিয়া জোগাও ॥
নটি বলে শুন গুরু করি নিবেদন ।৭ ১৯৯৫

* পাঠান্তরে এই সময়ে হীরার বান্দির আবির্ভাব—

পাছ দুআর দিয়া বান্দির ঘর আইল চলিয়া ।
হাত ইসারা করি বান্দি ডাকাছে বসিয়া ॥
কি গপ্প নাগাছিস মা গুরুর বরাবর ।
দুকৃখ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া ॥
দুইঠে দুইটা কলস আছে ডাঙ্গাত ভাঙ্গিয়া ।
সিকিয়া বাঙ্কুয়া ব্যাড়ায় জলত ভাসিয়া ॥
দুকৃখ দেখিয়া রাজার পুত্র গেইছে মরিয়া ।
কোন গুনা চ্যালাক দেই এখন হাজির করিয়া ॥

পাঠান্তর—

একদণ্ড দুইদণ্ড তিন দণ্ড হৈল ।
রাজাক দিবার না পারিয়া সিদ্দার চরনত পড়িল ।
টোরা মাছের নাকান রাজা ঝুলি হতে পড়িল ॥
গুরুর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
গুরু, একনা হুকুম দ্যাও গুরু আমার বরাবর ।
এক্কেব্যালায় নটি সালিক প্যাটাও রসাতল ॥

তোমার ঘরের ছেইলা আঁয় বড় রসিয়া।
বিন শিকারে ভাত না খায় রাজ দুলালিয়াঁ ॥
শিকার করিবার গ্যাল রাজা জঙ্গলের ভিতর।
মইল কি বত্তিল তার না পাই খবর ॥
জদি কালে বোনের বাঘ খাইছে ধরিয়া। ২০০০
কোন গুনা চ্যালাক দিম এলায় হাজির করিয়া ॥
হাড়ি বলে হারে নটি কার প্রানে চাও।
খাইছে খাইছে চ্যালাক বাঘে তার নাই দায়।
কড়ি বার কড়া ন্যাও তোমার দরজায় ॥
বার বচ্ছরকার খত খান জোগাও আনিয়া। ২০০৫
আশিব্বাদ করিয়া জাইম কৈল্লাস নাগিয়া ॥
জখন হিরা নটি একথা শুনিল।
আস্ত ব্যস্ত করি আনি খতখান জোগাইল ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা খত দেখিল।
কড়ি বার কড়া হাড়ি দরজায় তুলিল ॥ ২০১০
কড়ি বার কড়া দিলে হাড়ি হিয়ার হস্ততে তুলিয়া।
বার বচ্ছরকার খত খানা দিলে নটি হাড়ির হস্তে তুলিয়া ॥

হাড়ি সিদ্ধা বলে শুনেক জাদু আমি বলি তোরে।
জে দুস্ক দিছে নটি তোক নাটমন্দির ঘরে।
তার সাজা ভ্যাওছোঁ হাড়ি সিদ্ধা ঘড়িকের ভিতরে ॥
কিবা কর নটির ভাড়ুআ নিছন্তে বসিয়া।
এক ভার গঙ্গার জল জোগাও আনিয়া ॥
হাড়ি সিদ্ধার বাক্য ভাড়ুআ ব্রথা না করিল।
এক ভার গঙ্গার জল আনিয়া জোগাইল ॥
আট ভাড়ুআয় ধরলো নটিক চিত্র করিয়া।
নটির খড়ম নিল রাজা চরনে নাগায়া ॥
নটির বুকুথে গাও ধোএছে রাজা দোমায়া দোমায়া ॥

জখন হাড়ি সিদ্দা খত হাতে পাইল।
হরি বোল বলিয়া হাড়ি খত খান ফাড়িয়া ফেলিল ॥
রাধা কৃষ্ণ বল বাপু রাম রাম বল। ২০১৫
মহারাজার খত ফাড়লে হরি হরি বল॥
হাড়ি বলে হারে নটি কার প্রানে চাও।
এক ঝারি জল আন মস্তকে করিয়া।
আশিব্বাদ করিয়া জাওঁ মুই কৈল্লাসক নাগিয়া ॥
এক ঝারি জল নটি বিরসে ভরিয়া। ২০২০
মস্তকে করিয়া জল দিলে আনিয়া ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা জল দেখিল।
হাত ধরিয়া ধম্মিরাজাক বাহির করিল ॥
হাড়ি বলে আসা নড়ি কার প্রানে চাও।
শিঘ্র গতি হিরা নটিক ধর চিত্তর করিয়া। ২০২৫
বার বচ্ছর গাও ধুইছে ছেইলার বুকত চড়িয়া ॥
এক দিন ছিনান করুক ধম্মিরাজ নটির বুকত চড়িয়া ॥
রাজার হস্ত ধরি হাড়ি সিদ্দা নটির বুকত চড়ি দিল।
জেই জল আনলে নটি মস্তকে করিয়া।
ঐ জল দিয়া ছিনান করুক রাজা দুলালিয়া ॥ ২০৩০
রাজাক ছেনানে নটি একতিল নড়িল।
কমরোতে পাও দিয়া নটির ছিড়িয়া ফেলিল ॥*

* পাঠান্তরে এই স্থলে—

আগিলে ধড় ধ'ল্লে নটির হাড়ি ঠ্যাং দি চিপিয়া।
পাছিলা ধড় দিলে সগ্‌গে উড়াইয়া ॥
জা জা হিরার পাছিলা তোক দিলাম বর।
জেই ঠ্যাংএ গাও ধুইছিস রাজার বুকত চড়িয়া।
এই ঠ্যাং ঝুলিয়া রয় তোর বৃক্খর নাগিয়া ॥
জখন হাড়ি সিদ্দা এ কথা বলিল।
হাড়ির চরনে পাছিলা প্রনাম করিয়া।
বউকধুর রুপ্পে গ্যাল শুন্যে উড়িয়া ॥

ছিনান করি মহারাজাক মিত্তিঙ্গাএ নামাইল ।*
নটির ভাড়ুআক সিদ্ধা বলিতে নাগিল ॥
ভাড়ুআ নটির হুকুমে খড়ম পিড়া জোগাইছ আনিয়া । ২০৩৫
জ' জা ভাড়ুআ বেটা তোক দিলাম বর ।
কাটগুআ হৈয়া থাক তুই জঙ্গলের ভিতর ॥
জা জা হিরার বান্দি তোক দিনু বর ।
বেশ্যা রুপ হইয়া থাকিস বন্দরের উপর ।! †
ওগো হিরা নটি ধনের জোরোতে চড়ছেন ছাইলার বুক্‌খের মাঝারে ।
২০৪০

* গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

রাম রাম বলিয়া যেন জল মস্তকত ঢালী দিল ।
যত কিছু পাপ গুনা দুরে চলিয়া গেল ॥
ছিনান করিয়া রাজার অঙ্গত হইল যতি ।
ভিজা বস্ত্র ফেলায়া পিন্দে সুকলা পাটর ধুতি ॥
হাড়ী বলে রাজার বেটা বাক্য মোর ধব ।
বারো বৎসর তপ করে নটী মহলর ভিতর ।
কিছু বাক্য সিদ্ধ কর নটীর বরাবর ॥

† পাঠান্তর—

জা জা তোর হিরার বড় বান্দি তোক দিলাম বর
চামচিকা বাতুর হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর ॥
জা জা ছোট বান্দি তোক দিলাম বর ।
ম্যাড়া হৈয়া থাক তুই গিরাস্তের ঘর ॥
শনিবারে মঙ্গলবারে তোর দড়ি জাবে ডেঠিয়া ।
আঠার বছরের শনি তাক ধরিস ঠাসিয়া ॥

গ্রীয়ার্স ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

যা যা চাপাই বান্দী তোক দিনু বর ।
বেশ্যা হইয়া থাক রাজ্যর ভিতর ॥
জুয়ান কালত খাও কামাই করিয়া ।
সেস কালত ধরেক পাইক ভাতার ।
ছলিয়া গুড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর বত্রিস পাঞ্জর ॥

জা জা হিরা নটি তোক দিলাম বর।
জোড় বগডুল হএয়া থাক সয়ালের ভিতর ॥*
মুক্‌খে খাও মুক্‌খে হাগ মুক্‌খ শস্ জাও।
এজনমের মধ্যে নটি রক্‌খা নাহি পাও ॥
জা জা হিরার ধন কড়ি তোক দিলাম বর। ২০৪৫
খোলাহাটি সহর হইয়া থাক তুই রাজ্যের ভিতর ॥†
জখন হিরা নটিক অভিশাপ করিল।
জোড় বগডুল হৈয়া উড়াও করিল ॥
হিরার বাড়ি হাড়ি নন ভন করিয়া।
উদ্ধারোক নাগিয়া হাড়ি চলিল হাটিয়া ॥ ২০৫০
কতেক দুর জায় হাড়ি কতেক পন্থ পায়।
আর কতেক দুর জাইতে হাড়ি ফম করিয়া চায় ॥
বার বচ্ছর দুস্ক হইল ছেইলার হিরা নটির ঘরে।
কিছু গেয়ান না দিমু ছেইলার বরাবরে ॥

* গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—
বগডুল পাখি হইয়া থাক রাজ্যর ভিতর ॥
মনি বাক্য বৃথা না হইল।
বগডুল রূপ হইয়ে সর্গত উড়ে গেল ॥
বামহস্ত দিয়া নটীক ধরিল।
নটীক ধরিয়া দুইখান করিল ॥
আগ ধর দিলে সর্গত উড়াইয়া।
পাছ ধর দিল দরিয়াত ফেলাইয়া ॥
দরিয়াত পড়িয়া নটী দোহাই ফিরাইল ॥
যা যা নটী তোক দিমু বর।
চেকা মাছ হইয়া থাক জলর ভিতর ॥
† গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—
যা যা হিরা ধন কড়ী তোক দিমু বর।
খোলাহাটি হইয়া থাক খোলাহাটি সহর ॥

এর মাও আছে মএনা গেয়ানে ভাঙ্গর। ২০৫৫
গেয়ান পরিক্‌খা নিবে এর ঘড়িকের ভিতর ॥
হড়ি বলে হারে জাদু রাজ দুলালিয়া।
কিছু ভিক্‌খা করেক এই বন্দরের ভিতর ।*
গুরু শিস্থে খাই আমরা পস্থের উপর ॥ †
রাজা কহে গুরু গুরুপা জলন্তুরি। ২০৬০
ক্যামন করি খুজি ভিক্‌খা আমি নিস্নয় না জানি ॥
হাড়ি বলে হারে জাদু রাজ দুলালিয়া।
দক্‌খিন দেশি রণিত আমরা নামে ব্রম্মচারি।
ভিক্‌খা খুজিতে আমি সরম না করি ॥
এই তুম্বা নেরে জাদু হস্তে করিয়া। ২০৬৫
ভিক্‌খা ভিক্‌খা করি উঠিস চ্যাঁচাইয়া ॥
চাউল কড়ি দিবেক তোক বিস্তর করিয়া ॥
গুরুর বাক্য ধম্মিরাজা ব্রথা না করিল।
ভিক্‌খা মাগিবার জন্য নগরেতে গ্যাল ॥
হাড়ি বলে জয় বিধি কম্মের বুঝি ফল। ২০৭০
নয়া শিস্থের মন বুঝি পস্থের উপর ॥

* পাঠান্তর—

হিরা নটিক ধন দিল খোলা করিয়া।
এই ধন রাখি দিল তেপথি রাস্তাএ ফেলিয়া ॥
রাজাক ধরিয়া জাইছে হাড়ি সিদ্দা আপনাক মহলক নাগিয়া ॥
কতক দুর জাইয়া সিদ্দা কতক পন্থ পাইল।
রাজার তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
ওরে গোপিনাথ,—তুমি একটি কম্ম কর—
এক ডণ্ড আছি আমি পথে বসিয়া।
কিছু ভিক্‌খা মাগি আন নগরেতে জাইয়া ॥

† গ্রীয়াস´ন সাহেবের প্রকাশিত পাঠে—
‘রাক্ষি খাই পরদা সহর’—‘পরদা সহর’ সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ।

বড় রুপ্প আছে জাদুর শরিলের উপর ।
গিরির ঘরের বউ বেটি সব করিবে পাগল ॥
ও রুপ্প থুইলে হাড়ি একতর করিয়া ।
ন্যাঙ্গা * কোটাল হৈল হাড়ি সিদ্দা কায়া বদলিয়া ॥
রাজা নাই পৌছিতে গ্যাল অগ্রে চলিয়া ।
বন্দরেতে হাড়ি সিদ্দা ব্যাড়ায় চ্যাঁচাইয়া ॥
ঘরে ঘরে আইসে দোহাই ফিরাইয়া ॥
একনা চ্যাংরা আইসছে বন্দর নাগিয়া ।
তোমার বউ বেটি নে জাবে পাগল করিয়া ॥ ২০৮০
সবাই থাকেন দুআর নাগাইয়া ।
একটা চ্যাংরা একটা কুত্তা দ্যান আর ছাড়িয়া ॥ †
ভিক্‌খা বলে জে না উঠিবে চ্যাঁচাইয়া ।
জত মোনে চ্যাংরা দিবেন কুকুর হিলিয়া ॥
বন্দুরিয়া নোক হন নিদয়া নিঠুর । ২০৮৫
ভিক্‌খা না দ্যান রথিতক হিলিয়া দ্যান কুকুর ॥
একথা জানাইয়া হাড়ি সিদ্দা পন্তম্যালা দিল ।
বাঁশের তলতে হাড়ি সিদ্দা আপন নয়নে লক্‌খিকে দেখিল ॥ ‡
লক্‌খির তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
সেই জে হাড়ি সিদ্দা কার বা ঘরে খায় । ২০৯০
মুক্‌খের জবাবে তার ছয় কাম জোগায় ॥
আপনি মা লক্‌খি সিদ্দা হাড়িক আন্ধিয়া দিলে ভাত । §
ছাবপুরের পাচ কন্যা খোআইয়া দিলে তাক ॥

* পাঠান্তরে 'ন্যাঙ্গা' স্থলে 'বন্দুরি'।
† পাঠান্তর—ভিক্‌খা সিক্‌খা না দ্যান দ্যান কুত্তা হেলাইয়া ।
‡ পাঠান্তর—লক্‌খি লক্‌খি বুলিয়া হাড়ি ডাকাছে বসিয়া।
§ পাঠান্তর—জখন লক্‌খি মাতা একথা শুনিল ।
পাঁচথালি রন্ন নিয়া হাড়ির কাছে গ্যাল ॥

সুবচনি বাড়িয়া দ্যায় গুআ হাড়ি সিদ্দা বসিয়া খায়।
মুক্খের জবাবে তিন কাম জোগায়॥ ২০৯৫
মা লক্খির অন্ন নিল সিদ্দা হাড়ি তিন খান পারস করিয়া।
আপনার ভাগের অন্ন খাইল সিদ্দা হাড়ি সন্ন্যাস করিয়া॥
রাজার ভাগের অন্ন থুইলে জতন করিয়া।
আড়াই পুটি * অমর মন্ত্র দিলে রন্নত ছাড়িয়া॥
শিয়ান ঘ্যাঙ্গরে ঢেড়াই ঘুগরি রন্নক দিলে ছাড়িয়া। † ২১০০
এক মুঠ থুকরা দিয়া রন্ন রাখিলে ঢাকিয়া॥ ‡
বন্দুরিয়া চ্যাংরা রাজাক কুত্তা হ্যালাইয়া দিল!
ভিক্খা করিবার না পাইয়া রাজা ফিরিয়া আসিল॥ §
কান্দি কান্দি গুরুক কথা বলিতে নাগিল॥

মতান্তরে 'তিন পুটি'।

গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

থুক ঘাঙ্গার অন্নক থুইল মাখিয়া।
মোড়া মির্সরি রস দিয়া থুইল মাখিয়া॥
সাইল কেল্লা ঢ়বা থুইল ঢাকিয়া।

পাঠান্তর—

থুকুরা দিয়া বন্ন গুটি রাখিলে ঢাকিয়া।

গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

হাপরে ঝাপরে রাজাক হিলায় কুকুর।
ভিক সিক না পাইয়া গেল হাড়ীর হুজুর॥
গুরু ধন তোর দেসর লোক দেখিনু নিদয় নিঠুর।
ভিক সিক না দেয় হিলায় কুকুর॥

পাঠান্তর—

ভিক্খা ভিক্খা বলি রাজা চ্যাচাইবার নাগিল।
জত মোনে চ্যাংরা গুলা কুকুর হিলিয়া দিল॥
কপালে চাপড়াইয়া রাজা কান্দন জুড়িল।
এ দ্যাশের লোক বাপু নিদয়া নিঠুর।
ভিক্খা না দ্যায় আমাকে হিলায় কুকুর॥

গুরু ভারতি ভিক্‌খা বলি গ্যালাম আমি বন্দর নাগিয়া। ২১০৫
বন্দুরিয়া চ্যাংরা দিলে আমাক কুত্তা হালাইয়া॥
ভিক্‌খা পাই নাই গুরু আইলাম ফিরিয়া॥
হাড়ি বলে শুন ভক্ত বচন মোরে হিয়া।
একনা ভক্ত গ্যাল আমার পন্ত হাটিয়া।
তাঁয় রন্ন পাকাইলে পন্তে বসিয়া॥* ২১১০
আমার ভাগের রন্ন জাদু খাছি বসিয়া।
তোদের ভাগের রন্ন জাদু থুছি জতন করিয়া॥

রাজার কান্দনে লক্‌খির হইল দয়া।
লক্‌খি বলে হায় বিধি মোর করমের ফল।
রাজার ছেইলার দুস্ক হইল বন্দরের ভিতর॥
এয়ার ঘরের পুজা খাইনু এ বার বৎসর।
সেই রাজার দুস্ক হইল আমার বন্দরের ভিতর॥
কান্দ না বাপের ঘর কান্দন খেমা কর।
তোর কান্দনে আমার শরিল হইল জরজর॥
এক ঘড়ি থাক জাদু ব্যানামুক্‌থ হইয়া।
চাউল কড়ি স্থাওছোঁ তোক বিস্তর করিয়া॥
চাউল কড়ি ভিক্‌থা দিলে রাজাক বিস্তর করিয়া।
ভিক্‌থা ধরি ধম্মিরাজা আইসে চলিয়া॥

পরে—

হাড়ি বলে হারে জাদু রাজদুলালিয়া।*
এতে সিদ্দা হইলু তুই মোর সয়ালের ভিতর।
কাঁয় তোক ভিক্‌থা দিলে বন্দরের উপর॥
তোর ভিক্‌থা থো জাদু একতার করিয়া।
এই দিয়া চলি জায় এক বিধবা বামনি।
গোটা চারিক অন্ন আমি তার ঠে নইলাম খুজিয়া॥

গ্রীয়ার্স‌ন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

একনা সতীর নাগাল পানু পন্থে বসিয়া।
তাঁয় গুটিক অন্ন দিয়া গেইল আসিয়া॥

খাও জাদু রন্ন গুরু শিষ্যে জাই মহলক নাগিয়া ॥
জখন ধম্মিরাজ রন্নের নাম শুনিল।
হাউক দাউক করি মহারাজা রন্নের কাছে গ্যাল ।। ২১১৫
রন্ন দেখি মহারাজা কান্দিতে নাগিল ॥
ঠ্যাং দিয়া রন্ন রাজাক দিলে ছ্যাথাইয়া।
কপালে চড়াইয়া কান্দে রাজ দুলালিয়া ॥ †

* মতান্তরে এই সময়ে আহারের পূর্ব্বে আর একবার স্নান।

† একটী পাঠে এই স্থলে পাই—

রাজা বলিতেছে জগদিশ্বর হায় আমার কি কম্মে এই ছিল।
পয়ার ধুয়া—আমার কপাল নয় ভাল। জদি গুরু পার কর
মোরে—সবারি ভাগ্যে আছে হরি, আমারে
ভাগ্যে নাই, জদি গুরু পার কর মোরে ॥
জখন ধম্মিরাজ রন্ন দেখিল।
করুনা করি মহারাজা কান্দিতে নাগিল ॥
জখনে আছিলাম গুরু আজ্যের ঈশ্বর।
এমন ধান্তি রন্ন নাই খায় কুরুতা সকল ॥
এখন সিদ্ধা হাড়ি বলিতেছে—ওরে জাদু ধন তুমি
কান্দ কি কারন।
এখন রাজা বল্‌তেছে—ওগো গুরু ভারতি
আমি যে কান্দি তাহা শুনতে চাও,
জখনে আছিলাম আমি রাজ্যের ঈশ্বর
এমন রন্ন নাহি খায় আমার কুরুতা সকল ॥
তখন সিদ্ধা বল্‌তেছে,—বাবা জদি অন্ন না খাবে মনের গরবে
আরো কিছু দুষ্ক দিব হিরা নটির ঘরে ॥
জখন মতে মহারাজা হিরার নাম শুনিল।
রন্ন খাইতে মহারাজা রন্নের কাছে গ্যাল ॥
গুরুর বাক্য মহারাজা ব্রথা না করিল।
পন্তে বসিয়া রাজা রন্ন খাইল ॥
প্রথম এক গাস রন্ন মুক্‌খে তুলিয়া দিল।
অমেত্র পাইয়া রন্ন গিলিয়া ফেলিল ॥

মাছি করে ঘিন ঘিন পিপড়ায় ছাড়ি জায়।
এই মত অন্ন আমার কুত্তায় না খায় ॥ ২১২০
হাড়ি বলে হারে বেটা রাজ দুলালিয়া।
বাম হস্তে দোনো চৌক ধর চিপিয়া ॥
ডা'ন হাতে রন্নের থুকরা ফ্যাল বাছিয়া।
এই থালের রন্ন খা তুই রাজ দুলালিয়া ॥
ছি ছি ঘিন ঘিন করি রন্নের কাছে গ্যাল। ২১২৫
গুরু দেবের বাক্য রাজা ব্রথা না করিল ॥
বাম হস্তে দোনো চৌক ধরিল চিপিয়া।
ডা'ন হাতে রন্নের থুকরা ফ্যালাইলে বাছিয়া ॥
ছি ছি ঘিন ঘিন করি এগাস অন্ন খাইল।
অমৃত মিঠা রাজার মুখত নাগিল ॥* ২১৩০
কেলনা ডুবা অমরি হৈল ॥
ওগাস খাইয়া রাজা ফির গাস খাইল।
অমিত্র পাইয়া রন্ন গিলিয়া ফেলিল ॥
লিজু জিগা অমরি হৈল ॥

গ্রীয়াস´ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে পাই—

* তুরু তুরু করিয়া হাড়ি হুঙ্কার ছাড়িল।
বার বৎসর খিদা সরীরত নাগাইল॥
ছি ছি খিন খিন করিয়া এক গ্রাস খাইল।
অমৃত মিঠা রাজা মুখত লাগিল ॥
ফির একনা গাসর বেলা হাত কোনা ধরিল।
কাড়াকাড়ী করিয়া আড়াই গাস খাইল।
আড়াই পুটী জ্ঞান তখনই সিখিল॥
জ্ঞানে ধ্যানত বান্দি দিল হুলী।
গোদা যমর মায়র সঙ্গত কৈল্ল কোলাকোলী
জ্ঞানে ধ্যানত বান্দি দিল চুড়া।
গোদা যমক করিয়া দিল খোড়া ॥

দুই গাস আন্ন খাইয়া ফির গাস তুলিল। ২১৩৫
খপ করি হাড়ি জাইয়া রাজার দোনো হাত ধরিল ॥*
কাড়াকাড়ি ছড়াছড়ি আড়াই গাস খাইল ॥
আড়াই গাস অন্ন খাইলে রাজ পুত্র পস্তে বসিয়া।
আড়াই পুটি অমর মন্ত্র নিলে শিখিয়া ॥
আধ পুটি গেয়ান হাড়ি সগ্‌গে উড়াই দিল। ২১৪০
সেই কাল হইতে রোজা বৈদ্দ পৃথিমিতে হইল ॥
এখন গুরু শিস্যে জাএছে মহলে চলিয়া।
কতক দুর জাএয়া সিদ্দা কতেক পন্থ পাইল।
কতক দুর অন্তরে সিদ্দার বুদ্ধি আলোক হইল ॥
জাও জাও সোনার চান দুখনির দুলালিয়া। ২১৪৫
এই দিয়া চলি জাইস তোর মাএর বরাবর।
মুঞি হাড়ি জাওঁ এলা আপনার মহল ॥
মহামন্ত্র গিয়ান নিলে রিদএ জপিয়া।
শুন্যতে হাড়ি সিদ্দা গ্যাল শুন্যতে মিশায়া ॥†

---

* পাঠান্তর—
আধা গাস খাইতে সিদ্দা হস্ত ধরিল ॥
তুরু তুরু করিয়া হাড়ী হুঙ্কার ছাড়িল।
বাড়ির কথা বার্ত্তা রাজার মনত পড়িল ॥
বিদায় দেও বিদায় দেও গুরু ধরম তরি।
আলক রথে দেখিআসি ঘর ছিরি বাড়ী ॥
হাতর আস তুলিয়া দিল রাজার হাতর উপর।
হাড়ীর চরনত রাজা পরনাম জানাইল ॥
আসী মোনী আসা লইল খাড়ত করিয়া।
রাস্তা দিয়া চলিয়া যায় রাজা দুলালীয়া ॥
হাড়ী সিদ্ধা হাসে খল খল করিয়া।

† পাঠান্তর—
জখন ধম্মিরাজা হাড়িক প্রনাম জানাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া হাড়ি শুন্যে উড়ি গ্যাল ॥

গোবাগা জনওআর হৈল কায়া বদলিয়া ॥ ২১৫০
জখনে ধম্মি রাজা জনওআর দেখিল।
অন্তর ধিয়ানে রাজা জানিয়া পাইল ॥
ইয়ার জনোআর নয় জনোআর নয় গুরু দ্যাবের চক্কর।
মায়া করি ছলিবে গুরু পথের উপর ॥
নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া। ২১৫৫
মার মার বলি জনোআর নিগায় তো পিটিয়া ॥
খট্ খট্ করি ব্রম্মচারি উঠিল হাসিয়া।+
গুরু শিস্যে জাএছে এখন মহলক নাগিয়া ॥
মুনিমন্ত্র গিয়ান নিলে সিদ্ধা হাড়ি রিদএ জপিয়া।
রাস্তাএ জাইয়া দিলে একটা দরিয়া সিরজিয়া ॥* ২১৬০
জখনে ধম্মিরাজা দরিয়া দেখিল।
দরিয়া দেখিয়া কথা বলিতে নাগিল ॥
জাওআর ব্যালা গেনু আমি হাটু খানেক পানি।
কোন দিক্ দিয়া বরসিল দ্যাওয়া নিরলয় না জানি ॥
দরিয়া নয় দরিয়া নয় গুরু দ্যাবের চক্কর। ২১৬৫
মায়া করি ছলবে আমাক পথের উপর ॥
নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া।+
সোনার ভোমরা হৈল কায়া বদলিয়া ॥
সোনার ভোমরা হৈয়া রাজা দরিয়া পার হৈল।
শুন্যের দরিয়া হাড়ি সিদ্ধা শুন্যত মিশাইয়া দিল ॥ ২১৭০
আপেনার ভক্তক কথা বলিতে নাগিল ॥

* পাঠান্তর—

ছয়মাসের পথ হইতে একটা দরিয়া সিরজিল।

+ পাঠান্তর—

কপাল ফাড়িয়া রাজা ফুলবড়ি বসাইল।
সোনার ভোমরা হইয়া রাজা শুন্যে উড়ি গ্যাল ॥

এখন জাদু জাও তুমি মহলক চলিয়া।
আমি সিদ্দা হাড়ি জাইছি ফেরুসা চলিয়া ॥
রাজাক ছাড়ি হাড়ি সিদ্দা শুন্যত গ্যালত মিশাইয়া। ২১৭৫
একা প্রানে জাএছে রাজা মহলক নাগিয়া ॥
কতক দুরে জাএয়া রাজা কতেক পন্থ পাইল।
আখোআলের নিকট জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
আখোআলের তরে কথা পুছিতে নাগিল ॥
খাটো গছি গুআ ছ্যাখ ডাব নারিকোল। ২১৮০
হুর ময়ালে দ্যাখ ওটা কার বাড়ি ঘর ॥
রাখাল বলে—একশালা, রাজা ছিল ডমপাইয়া বড় রাজা।
রত্না রানিক বিআও কচ্ছে পুস্প সেঞেরা দিয়া।
রত্না রানিক বিআও ক'চ্ছে পত্না পাইছে দানে।
তার জত বান্দি পাইছে ব্যাবারের কারনে ॥ ২১৮৫
পুসিবার না পেরায় শালা গেইছে উদাসিন হৈয়া।
উআরে রানিক জদি মুঞিও আখোআল পাওঁ।
আরো চাইট্যা পালের গরু বেশি করি চরাওঁ ॥
রাজার সাক্থাত আখোআল কটুবাক্য বলিল।
আউট হাতে জিউ রাজার বিতুর হৈয়া গেল ॥ ২১৯০
রাজা অভিশাপ দ্যাএছেন ;
জা জারে আখোআল বেটা তোক দিলাম বর।
চুন্নি গরু হউক তোর পালের উপর ॥
চুন্নি গরু হৈয়া খাউক গিরাস্তের পাকা ধান।
খোলা দিয়া মলি দেউক তোর নাক আরো কান ॥ ২১৯৫
কান্দি কাটি জা তোর বাপ মাওর কাছে।
হুলি গুতি পেঠায়া দেউক জা গরুর পালতে ॥
আখোআলক অভিশাপ দিয়া পন্থ ম্যালা দিল।
হালুআর নিকট জাএয়া রাজা খাড়া হৈল ॥
হালুআর তরে কথা বলিতে নাগিল ॥ ২২০০

হালুআরে,—খাটো গছি গুআ ছাখ ডাব নারিকোল।
ছুর ময়ালে ছাখ ওটা কার বাড়ি ঘর ॥
জখনে হালুআ মুনি রাজাক দেখিল।
তৎখণে হালুআ মুনি হাল ছাড়িয়া দিল ॥
হালের ন্যাংড়া নিল হালুআ গালাতে পালটায়া। ২২০৫
কান্দি কাটি রাজাক কথা ছাএছে বলিয়া ॥
মহারাজ! খাটো গছি গুয়া ছাখ ডাব নারিকোল।
ছুর ময়ালে ছাখেন রাজা তোমার বাড়ি ঘর ॥
জে দিন গেইছেন ধম্মিরাজ হামাক মাউরিয়া করিয়া।
তোমার নামে বার বছর হাল বয়ু ডাঙ্গাত আসিয়া ॥ ২২১০
মধুর বচনে হালুআ রাজাক শ্রি সংবাদ বলিল।
তখনে ধম্মি রাজা হালুআক আশিব্বাদ দিল ॥
জা জারে হালুআ বেটা তোক দিলাম বর।
জেখান গ্রামে থাক জাদু ঐখান গ্রাম তোর ॥
হালে নাড় হালে চাড় নাম পাড়াও চাসা। ২২১৫
জত দ্যাখেন রতিত আবাগন তোমার করুক রাশা ॥
আপনার মহলক নাগি রাজা পন্থ ম্যালা দিল।
রাজার দারে জাএয়া রুপস্থিত হৈল ॥
ওরুপ্প থুইলে রাজা একতার করিয়া।
অদ্ভুত সন্ন্যাসি হইল কায়া বদলিয়া ॥ * ২২২০

* পাঠান্তর—

নয়া গুরুর মন্ত্র নিলে রিদএ জপিয়া।
কুড়িয়া আতুর বৈসটম হৈল রাজা কায়া বদলিয়া ॥
ডালি ডালি মাছি জাএছে পচ্ছাতে উড়িয়া।
চুইটা আমের পল্লব নিলে হস্তে করিয়া ॥
সরাপচার গোন্দো দিলে পাছোতে ছাড়িয়া।
মাছি খ্যাদায়ে জাএছে রাজা দরবারক নাগিয়া ॥
ইন্দ্র মুনিক নাগি রাজা হুঙ্কার ছাড়িল।

ভিক্‌খা ভিক্‌খা বলি চ্যাঁচাইবার নাগিল।
শুনিয়া রানির ঘর চমকি উঠিল ॥

কিবা কর ইন্দ্র মুনি নিছন্তে বসিয়া।
রিমি ঝিমি করি বৈস্তন দে আরো ছাড়িয়া ॥
রিমি ঝিমি করি বৈস্তন বস্‌সিতে নাগিল।
ভিজি টিজি মহারাজা ভিক্‌খা চাইল ॥
ভিক্‌খা দ্যাও মোক ভিক্‌খা দ্যাও মোক রত্নাহেব বাই।
তোমার ঘরের ভিক্‌খা পাইলে অন্য ঘরে জাই।
ভিক্‌খা ভিক্‌খা করি রাজা তুলি কাইল্ল রাও।
চম্যক্রুত হইল জে রানির সব্ব গাও ॥
দিদি, বার বছর না আইসে রভিত দারতো সাজিয়া।
আইজ কোনঠাগার বৈস্‌টম আস্‌ছে মহলক নাগিয়া ॥
চল চল জাই দিদি বাহেরাক নাগিয়া।
আমার সোআমির গননা একনা নেই আধো গনিয়া ॥
গননা শুনিবার বাদে রানি বাহেরা ব্যারাল।
বৈস্‌টমের তরে কথা বলিতে নাগিল ॥
বৈস্‌টমরে—পানি পড়ে রিমি ঝিমি ক্যানে বৈস্‌টম ভেজ।
চাপিত আছে উছল পিড়া এইঠে আসিয়া বস ॥
মোর সোআমির গননা একনা শুনান তো বসিয়া ॥
জ্যান কালে রত্নুনা রানি গননা শুনিবার চাইল।
মাটিত র‍্যাখা দিয়া গননা গনিতে নাগিল ॥
ওহে রানি; তোর সোআমি আমি একে গুরুর শিস।
গুরু শিস্তে প্রবাস কচ্ছি এক গিরস্তের ঘরে।
সেই জে গিরস্ত দিছে মাসকলাইর ডাইল।
মাস কলাইর ডাইল খাইছে তোমার সোআমি সন্তোস করিয়া।
প্যাট দাম্বা হইয়া তোমার সোআমি গেইছে মরিয়া ॥
হাউসাতে থাকি শ্রিআঙ্গুট মোক দিছে ফ্যালায়া ॥
জ্যান কালে রত্নুনা রানি রাজার শ্রিআঙ্গুট দেখিল।
দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল ॥

বার জায়গাএ চৌকি দিলাম ত্যার জায়গাএ থানা।
রথিত বৈস্‌টম আসিবার এ বাড়িস্ত মানা॥
জাহা দেখিব নারি দরশন ধারি। ২২২৫
কাটিয়া ফ্যালাব রথিত পুরুস প্রানের বৈরি॥
কি কর বান্দির বেটি কার প্রানে চাও।
একশত হেঙ্গলের ডারুকা দ্যাওত ছাড়িয়া।
কোনঠাকার রথিত আছে ফেলুকত মারিয়া॥
একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিলেতো ছাড়িয়া। ২২৩০
মার মার বলি হেঙ্গল গ্যালত চলিয়া॥
সারা ঘাটাএ গ্যাল হেঙ্গল মার মার বলিয়া।
কিসের আর মারবে হেঙ্গল কান্দে রাজার চরনে পড়িয়া॥ *
দৌড় পাড়ি বান্দি বেটি খবর জানাইল।
একশত হেঙ্গলের ডারুকা দিনু ছাড়িয়া। ২২৩৫
কিসের আর মারিবে তাক কান্দে চরনে পড়িয়া॥
রদুনা পদুনা রানি কএছে :—
দিদি, কুকুর ভুলান গিয়ান জানে রথিতের কুওর।
এই কারনে কুত্তা কান্দে চরনের উপর॥

এই বৈসটম আমি আমার সোআমিক ফ্যালাইছে মারিয়া
এই জে সোআমির আঙ্গুট নেইছে, কাড়িয়া॥
আমার জে হেঙ্গল গুলা দেই আরো ছাড়িয়া।
জেই বৈসটম বেটাক ফ্যালাক তো মারিয়া॥

* পাঠান্তর—

হেঙ্গলের বন্দন রানি দিলে ছাড়িয়া।
আটার দেউড়ি আইচ্ছে হেঙ্গল মার মার বলিয়া।
ধাম্মরাজার চরনে ধরি কান্দে বাপ বাপ বলিয়া॥
পিতা, বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া।
বারবছর খেতুআ খেসাবি নাই দায় পাকিয়া॥

বাপ কালিয়া পাগলা হস্তির বন্দন দেই আরো ছাড়িয়া। * ২৪০
শুঁড় দিয়া পাল্‌টাইয়া বেটাক ফ্যালাউক মারিয়া॥
মদ ভাঙ্গ খোআইলে হস্তিক বিস্তর করিয়া।
পাগলা হস্তির বন্দন রানি দিলেতো ছাড়িয়া॥
আঠার দেউরি আইসে হস্তি মার মার করিয়া।
কিসের আর মারবে হস্তি কান্দে রাজার গলাটা ধরিয়া॥ ২২৪৫
দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল।
মা সারা ঘাটাএ গ্যাল হস্তি মার মার বলিয়া।
কিসের মারবে কান্দে তার গলাটা ধরিয়া॥
দৌড় পাড়িয়া বান্দির বেটি খবর জানাইল।†

* পাঠান্তর—পাগলা হস্তির দারুকা দ্যাওত ছাড়িয়া।

† মতান্তরে এইস্থলেই হস্তী রাজাকে লইয়া ভিতরে গেল—

পিতা বারবছর গেইছেন আমাক বন্দন করিয়া।
কোন দিন খেতু না দ্যায় চারা কাটিয়া।
শুঁড় দিয়া পাল্‌টায়া হস্তি রাজাক মস্তকে তুলিল।
পুন্নিমার চন্দ্রের নাকান রাজা জলিয়া উঠিল॥
জোড় বাঙ্গালার নাগি এ দৌড় ধরিল॥
দ্যাখে বিনা ব্রহ্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল।
দোনো বইনে কথা বলিতে নাগিল॥
বিনা ব্রহ্মায় সত্যের অন্ন উথলিয়া পৈল।
বার বছর অন্তরে পতি মহলে আসিল॥
বতিত নয় বতিত নয় তুলাল ভগবান্।
মায়া করি ছলিল আসে আপনার মহাল॥
মস্তকে করিয়া হস্তি ভিতর অন্দর গ্যাল
এই শব্দ ডাহিনি মএনা ফেরুসাএ শুনিল॥

গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে নিম্নরূপ—

হস্তির দারুকা কাটিয়া দেও।
মোর সোয়ামি নিবে চিন করিয়া।
বিদেশী অথীত হইলে ফেলাবে মারিয়া॥

তলে নিলে চাউল কড়ি উপরে কাঞ্চা সোনা। ২২৫০
ভিক্‌খা ধরি ব্যারাইল তখন রতুনা পতুনা॥ *

হস্তির দারুকা দিলে কাটিয়া।
দুর হইতে আইসে হস্তি আইল চড়িয়া॥
দুর হইতে রাজাক পরনাম করিল।
সুঁড় দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল॥
এক ঘড়ি থাকিলে হস্তি ধৈর্য্য ধরিয়া।
যাবত না আইসে কন্যা ছলনা করিয়া॥
হস্তির পিটি হইতে রাজা মৃত্তিকায় নামিল।
হস্ত ধরি কন্যা দুইটা রাজাক মন্দীরত লইয়া গেল।
হাসিয়া খেলিয়া কন্যা চিনা পুছা দিল॥
কেমন গুরু তোক জ্ঞান দিল সরীরর ভিতর।
কেমন করি যাও তোর মায়র বরাবর॥

এই উভয় মতেই অদুনা ও পদুনা রাণীর বহির্গমনের পরে অঙ্গুরী দেখিয়া রাজার নিকট হস্তী প্রেরণ। একমতে হস্তীর পরে আবার 'সার শুয়া' পক্ষী প্রেরণ।

রানি বলে হারে বান্দি তোর গালে পড়ুক চড়।
সারশুয়া পক্‌খি দুটাক দ্যাওত ছাড়িয়া।
কোন ঠাকার রতিত আইছে ফেলুক মারিয়া॥
জখন বান্দির বেটি এ কথা শুনিল।
সারশুয়া পক্‌খি দুটাক দিলেত ছাড়িয়া।
সারা ঘাটাএ গ্যাল পক্‌খি মার মার বলিয়া।
কিসের আর মারবে তাক কান্দে গলাটা ধরিয়া॥

* গ্রীয়ার্সন সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—প্রথমে বান্দী দিগের ভিক্‌থা লইয়া আগমন, বান্দীদিগের হস্তে ভিক্‌থা লইতে অস্বীকার করায় 'সাইবানী' বা রাণী-দিগের ভিক্‌থা আনয়ন।

যেন মতে কন্যা দুইটা সম্বাদ সুনিল।
ভিক্ষা ধরি কন্যা দুইটা খাড়া হইয়া রহিল॥
বিন ছোড়ানি ধর্ম্মর কপাট আপনে খসিল
ভিক্ষা ধরি অদুনা পদুনা বাহির হইয়া আইল॥

ভিক্‌খা ন্যাও ভিক্‌খা ন্যাও রথিত গোঁসাই।
গিরির ঘরের বউ বেটি ফিরিয়া ঘরে জাই॥
রথিত বলে কথা গড়িয়া বচন।
পশ্চিম দেশি রথিত হামরা নামে ব্রহ্মচারি। ২২৫৫
তিরি লোকের হাতে ভিক্‌খা লইতে না পারি॥
বারেক জদি ভিক্‌খা স্থায় তোমার মাথার ছত্তর।
তবে নি ভিক্‌খা নিম রতিথের কুওর॥
রানি বলে শুন রতিথ বাক্য আমার ন্যাও।
তিরি বই আর পুরুস নাই পাটের উপর। ২২৬০
কাঁয় তোমাক ভিক্‌খা দিবে রথিতের কুওর॥
হাতের ঠারে রানির ঘরক অঙ্গুরি দ্যাখাইল।
অঙ্গুরি দেখিয়া রানির ঘর ভাবিবার নাগিল॥
ছোট রানি আছে রাজার বুদ্ধির নাগর।
নিরখিয়া স্থাখে রাজার হস্তের উপর॥ ২২৬৫
রানি কইছে হারে রথিত বাক্য আমার ন্যাও।
এই আঙ্গুট ছিল রাজার হস্তের উপর।
সেই আঙ্গুট কোঠে পাইলু তুই রথিতের কুওর॥ *
রথিত কয় শুন রানি বাক্য আমার ন্যাও।
তোমার আজ্ঞা আর ছিলাম আমি এক গুরুর শিস।
পইল সপ্তাতে এক বাড়িত উত্তরিলাম জাএয়া। ২২৭০
সেও গেরস্ত দিলে বিত্রি ধানের চাউল।
বিত্রি ধানের চাউল দিলে ঠাকুরি কলাইএর ডাইল॥
তাইতে তোমার রাজা খাইছে হতস্তুসি হইয়া।

* গ্রীয়ার্সন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

স্ত্রীর আঙ্গুল দেখি তোমার হস্তর উপর
তোমরা হন আমার মাথার ছতর॥

ইহার প্রথম ছত্র অর্থশূন্য বিকৃতি।

প্যাট নামা কারিয়া তাঁয় গেইছে মরিয়া ॥*
কাখো দিলে ঝুলি মাল্লা কাখো গোপাল ডাং। ২২৭৫
ভাবোত থেকে শ্রি আঙ্গুট মোক ক'চ্ছে দান।†
হয় তোমার শ্রি আঙ্গুট ন্যাও চিনিয়া ॥
বিদেশিয়া রগিত আমি জাই বৈদেশ নাগিয়া ॥
রদুনা বলে বইন মোর পদুনা নাইওর দিদি।
নিশ্চয় জানো আমার সামি গেইছে মরিয়া। ২২৮০
রেজি ছুরি নেই আমরা হস্তে করিয়া ॥
তিরি বদ্দ দেই রথিতের চরনে পড়িয়া ॥
হাতে রেজি নিয়া রানির ঘর আইল চলিয়া।
হাতে রেজি নিয়া রানি মরিবার চায়।
চ্যাংরা কালের হাসি রাখন না জায় ॥ ২২৮৫
নাকে মুখে ফাপর খাইয়া দিলে পরিচয় ॥
জখন ধম্মিরাজা মহল সোন্দাইল।
দুআরের জোড় নাগরা বাজিয়া উঠিল ॥‡

* গ্রীয়াসন্ সাহেবের সাগৃহীত পাঠে 'হতস্তুসি' স্থলে 'হা হুতাসী,' 'প্যাটনামা কারিয়া' স্থলে 'ভেদ বমি হইয়া'।

† গ্রীয়ার্সন্ সাহেবেব সংগৃহীত পাঠে—
'কাঁহো পাইলা ডাঙ্গ মাইল্ল কাঁহো গোপাল ডাঙ্গ' এবং পরবর্ত্তী ছত্রে 'ভাগত থাকিয়া আঙ্গটি জোড়া মোক কল্যে দান'।

‡ গ্রীয়াসন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে রাজার রাজদ্বারে আসিবার সময়েই এই নাগরার বাজনা—

তুরু তুরু করিয়া রাজা সিংনাদ বাজায়।
নিন্দত আছিল কন্যা চেতন হয়া যায় ॥
বিন খড়ী দাম্বা ঘড়ি বাজিবার লাগিল।
বিন আগুন দুগ্ধ চাউল উথলীয়া পড়িল ॥
হাটি হাটি প্রদীপ জলিবার লাগিল।
সরদি সাগরত রাজা বহিবার লাগিল ॥

হস্ত ধরিয়া রানির ঘর রাজাক মন্দির ডুবাইল।
মন্দিরে সোন্দাইয়া রাজা ভাবিবার নাগিল ॥ ২২৯০
গুরু আমার জাবার কইছে মাএর বরাবর।
মুঞি ক্যানে আসমু সুন্দরির মহল।।*
গুরুর মন্ত্র রাজা শরিলে জপিয়া।
সোনার ভোমরা হইয়া গ্যাল উড়িয়া ॥
ফেরুসাতে জাএয়া রাজা রুপস্থিত হৈল। ২২৯৫
বুড়ি মএনা চরকা কাটে দুআরত বসিয়া।
ধিয়ানেতে মএনার চরকাক দিলে উড়াইয়া ॥
ও মএনা পাইছে গোরখ নাথের বর।
উড়িয়া জাইতে ধরিলে মএনা চরকার ছক্তর ॥‡
ধেয়ানের মএনা মতি ধেয়ান করি চায়। ২৩০০
ধেয়ানের মধ্যে তার ছাইলার নাগাল পায় ॥
আয় প্রানের বাছা ব'লে মএনা ডাকাবার নাগিল।
ডাক মধ্যে ধর্ম্মিরাজা দরশন দিল ॥

চৌদ্দখান মধুকর ভাসিয়া উঠিল।
স্ত্রীবৃন্দাবন রাজা মুখ লস হইল।
গর্ভবতি নারী সব প্রসব হইল ॥
অথীত আইল রে।
আমার দরজার মাঝা রে ॥ ধূয়া ॥
কোন্‌টে গেল বান্দী আগেয়া পান খামু।
কোন্ টেকার অথীত আইছে বিদায় করি দিমু ॥
ইহার পরই বান্দীর ভিক্ষা লইয়া বহির্গমন।

* মতান্তরে রাণীদিগেব নিকটে আসিবার পূর্ব্বে ময়নামতীর নিকট গমন বর্ণিত হইয়াছে।

† পাঠান্তর—
থপ করি বুড়ি মএনা চড়কা ধরিল।
চড়কা ধরতে বুড়ি মএনা পুত্রক দেখিল ॥
ছাইলাক দেখিয়া মএনা বড় খুসি হৈল ॥

ছেইলাক কোলে নিয়া মএনা লৈক্‌খ চুম্ব খাইল ॥
বাবা ভাল গেয়ান শিখা আইলু বিদেশ সহরে। ২৩০৫
সুখে এলা রাজ্য কর পাটের উপরে ॥
ধরিয়া বান্ধিয়া তোর গলাএ দ্যাওঁ মালা।
জমগুলা করি দিম তোক এলা চরনের ঘোড়া ॥
ধবল বস্ত্র নিলে মএনা পরিধান করিয়া।
হেমতালের নাটি নিলে হস্তে করিয়া ॥ ২৩১০
রানির মহলক নাগি গ্যালত চলিয়া।
খেতুআর তরে কথা মএনা দ্যাএছে বলিয়া ॥
খেতুরে, সহরে সহরে আইসেক এ ঢোল পিটিয়া।
রাজার জত দেওয়ান পাত্র আসুক সাজিয়া ॥
মএনার বাক্য খেতু ব্রথা না করিল। ২৩১৫
সহর জাএয়া খেতুআ এ ঢোল পিটা'লো ॥
রাজার জত দেওয়ান পাত্র আসিল সাজিয়া।
জত রাজার আইয়ত প্রজা সাজিয়া আইল।
সাদু গুরু বৈস্‌টম কত আসিয়া খাড়া হৈল।
কৈল্লাস নাগিয়া মএনা হুঙ্কার ছাড়িল ॥ ২৩২০
মএনার গুরু শিব গোরেকনাথ আসিয়া হাজির হৈল।
ত্রিসাল কোটি দ্যাবগন সাজিয়া আসিল ॥
নাপিতক আনিয়া মএনা রাজার মস্তক মুড়াইল।
পঞ্চজন ব্রাম্মন আনিয়া বেদবিধি পড়াইল ॥ *

গ্রীয়াস'ন্ সাহেবের সংগৃহীত পাঠে—

মধু নাপিতক আনিল ডাকিয়া।
রাজা কিরা সুদ করিবার লাগিল
বামনে আসিয়া নৈবেদ ভানা দিল ॥
সংকীর্ত্তন রাজা করিবার লাগিল।
সাত গোলা ধান খয়রাত করিল ॥

দুআরের নাগরা বাজিয়া উঠিল। ২৩২৫
জত মোনে সিপাই সান্ত্রি সাজিতে নাগিল ॥

গভীর নেঙ্গুল ধরিয়া বৈতরনি হইল পার।
রাজার পিতা মাতা বৈকুণ্ঠে হইল পার ॥
পঞ্চ লোটা জলে ময়না ছিনান করিয়া।
হাসিয়ালী ঘরত সোন্দাইল লহর দিয়া ॥
এক ভাত পঞ্চাস ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া।
তিনখান লইল অম্বলে মাজিয়া ॥
হাড়ির লাগিয়া ময়না হুঙ্কার ছাড়িল।
তখনি হাড়ী আসিয়া খাড়া হইল ॥
প্রথম থাল অন্ন দিল হাড়ীর বরাবর।
ফির থাল অন্ন নিলে ময়না সুন্দর।
ফির থাল অন্ন দিলে রাজার বরাবর ॥
হাত মুখত জল দিয়া কোন কাম করিল।
শ্রীকৃসট বলিয়া অন্ন মুখত তুলি দিল।
এক গাস দুই গাস পঞ্চ গাস খাইল ॥
অন্ন জল খাইয়া তুষ্ট হইল মন।
ভিঙ্গার ঝাড়ার জলে করিল আচমন ॥
বাও ঠেঙ্গ তুলিয়া রাজার মস্তকে দিল।
কৈলাসর হাড়ী কৈলাসত চলি গেল ॥
রাজার পাট লইল পুস্কর করিয়া।
হনুমান দণ্ড ছত্র বেড়াইম সাজিয়া।
পাট হস্তি আইল সাজিয়া ॥
রাজাকি পোসাক পড়িবার লাগিল।
সুড় দিয়া ধরিয়া রাজাক কান্ধত চড়াইল ॥
বাইজ বাজনায় পাটত লইয়া গেল।
রাজার পাটত পরনাম করিল।
সুর দিয়া ধরি রাজাক পাটত বসাইল ॥
দেড় বুড়ি কড়ি খাজনা সাধিবার লাগিল।
রাজার রাজ্যত সুখময় হইল ॥

ভাঙ্গি পইছে জোড় বাঙ্গলা উঠিয়া খাড়া হৈল।
চৌদ্দ খান মধুকর ভাসিয়া উঠিল॥
জবুনার ঘাট বহিতে নাগিল।
নানা শব্দ বাইচ হইতে নাগিল॥ ২৩৩০
পাট হস্তি নিলে সাজন করিয়া।
মার মার বলিয়া হস্তি আইলে চলিয়া॥
শুঁড় উঠাইয়া হস্তি রাজাক প্রনাম করিল।
শুঁড় দিয়া মহারাজাক পিস্ঠে তুলি নিল॥
পাট নাগিয়া রাজাক গমন করাইল॥ ২৩৩৫
হরিধ্বনি দিয়া ফুলের পালঙ্গে বসিল।
নৈক্‌খ নৈক্‌খ টাকা প্রনামি পাটত বসি পাইল॥
বন্দুকের জয় জয় ধোঁআর অন্ধকার।
বাপে বেটায় চেনা না জায় ডাকাডাকি সার॥
রাইঅত জনে রাজা বসিল সারি সারি। ২৩৪০
মুল্লুকের হিসাব ছ্যায় বিরসিং ভাণ্ডারি॥
বসিল ধর্ম্মি রাজা সবার মাঝারে।
চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ধরিলে বৈদ্দ ব্রাম্মনে॥
দরবারত থাকিয়া রাজার হরসিত মন।
আপনার মহলে গিয়া দিলে দরশন॥ * ২৩৪৫

---

* একটী পাঠে ইহার পর—

জখন রানির ঘর রাজাক দেখিল।
পাচ নোটা কুআর জলে সিনান করিল॥
বসাই ঘরা নিলে পুস্কর করিয়া।
এক ভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া॥
সুবন্নের থালে রন্ন নিলে পারশিয়া।
আইস আইস প্রানপিয়া ভোজন কর সিয়া॥
অস্ত ব্যাস্ত করে রাজা রন্নের কাছে গ্যাল।

ভিতা ভিতি রাইয়ত প্রজা গ্যালত চলিয়া।
সাধু গুরু বৈস্টম জত গ্যাল চলিয়া ॥
শিব গোরেকনাথ ছ্যাবগন গ্যাল কৈলাসক নাগিয়া।
রাজা আপন রাজাই করুক পাটতে বসিয়া ॥*
রাজা রানি খাউক রাজ্য করিয়া। ৩৩৫
গুপিচন্দ্রের গান গ্যাল সমপ্পন হইয়া ॥

রন্ন খাইয়া রাজার হরসিত মন।
মানিক ভিঙ্গারের জলে ক'ল্লে আচমন ॥
রন্ন জল খাইয়া রাজার তুস্‌ট হইল মন।
কুসুমের পালঙ্কে রাজা করিলে শয়ন ॥
রন্ন জল খায় রানির ঘর বদন ভরিয়া।
রন্ন খাইয়া রানির ঘরের তুস্‌ট হইল মন।
সোআমির চরনে গিয়া করলে পরনাম।
পানের বাটা নিলে রানি হস্তত করিয়া।
হাসিয়া খেলিয়া উঠিল রানি পালঙ্কর নাগিয়া।

একটী পাঠে ইহার পর

শঙ্খচক্র গদাপদ্ম চতুর্ভুজ ধারি।
পরিধান পিতাম্বর মুকুন্দ মুরারি ॥
ধম্মিরাজা পাটত বসল বল হরি হরি।
রাজ কল তৈয়ার কইরাছে কেশরী ॥